17-8-98
Central Library

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১ | সম্পাদক : অরুণ রায় | বৈশাখ, ১৪০৫

সূচীপত্র

CENTRAL LIBRARY

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার :	
সটিক রচনাপঞ্জী	৩—৭
দীপ্তিময় রায়	
কম্পিউটার ও গ্রন্থাগারিকের অস্তিত্ব	৮—১০
ডঃ আফিফা রহমান	
রঙ্গনাথনের "প্রি-নেটাল টেকনিকাল ওয়ার্ক" এবং লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সি. আই. পি.	১১—১৩
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে	
কথা প্রসঙ্গে	১৩—১৬
ডঃ কুনাল সিংহ	
কলকাতার দুটি পুরাতন গ্রন্থাগার	১৬—২২
হিরণকুমার দত্ত	
পুস্তক সমালোচনা	২৩—২৪

756.3
008/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ১ম | সম্পাদক : অরুণ রায় | বৈশাখ ১৪০৫

সম্পাদকীয়

পোখরানে মরুভূমিতে ভারত আণবিক ও পারমাণবিক বোমা ফাটাইয়াছে। পাকিস্তানও ফাটাইয়াছে। আমরা প্রতিবেশী দুই দেশই পরমাণু শক্তিধর হইয়া পরস্পরের প্রতি তাল ঠুকিতেছি। একটা যুদ্ধ বোধহয় না লাগাইলে দুই দেশের দেশাত্মবোধ চাগান যাইবে না, কারণ যুদ্ধের বারাই বিরোধিতা করিবেন তাঁহারাই দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারিবেন, এই যুদ্ধ বিরোধী মানুষগুলিকে চিট করা যাইবে।

উপরে উল্লিখিত বক্তব্য বিষয়টি স্পর্শকাতর, নানাজনে নানারূপ মন্তব্য করিবেন। তবু বাপকতা এতটাই যে বাধ্য হইয়াই কিছু মন্তব্য করিয়া ফেলিলাম।

ইহা সত্য যে বোমা বানাইয়া বা ফাটাইয়া যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার সত্যই কি কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, বিষয়টা ফাটাইবার এইটাই সঠিক সময় ছিল কিনা, ভবিষ্যৎ এই সব বিচার করিবে, আমরা এখন বিষয়ান্তরে গমন করি।

বর্তমান যুগ তথ্য বিস্ফোরণ ও নেট ওয়ার্কের যুগ। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে আমাদের মত সাধারণ মানুষও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। পারমাণবিকবিদ্যা যদিও প্রত্যেক সমৃদ্ধিকামী দেশই [illegible] রাখিতে চেষ্টা করে, তবুও এর মৌল সূত্রগুলি আজ গোপন নাই, বহুকাল আগেই বিজ্ঞানীদের জ্ঞাত। তবুও নানাবিধ কারণে এই সমস্ত বিস্ফোরণের খেলা চলে।

ভারত ও পাকিস্তানের বোমা বিস্ফোরণে এখন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদের এত সমস্ত উপগ্রহ বিশ্বের তাবৎ দেশের হাঁড়ির খবর রাখিবার কাজে নিয়োজিত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, তাঁহাদের চোখে ধুলো দিয়াছেন। এই সমস্ত উপগ্রহ তাদের দূর সংবেদী যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিলেও বর্তুলাকার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ তাদের অগোচরে থাকিত, আর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই সময়টাকে ব্যবহার করিয়া পরপর পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। এই যে আধুনিক প্রযুক্তির চোখ চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া, এটা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।

এই বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষায় ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণার নিশ্চিত অগ্রগতি হইয়াছে। কিন্তু কি মূল্যে। এই মুহূর্তে বাৎসরিক প্রায় ১২০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ / সাহায্য বন্ধ হইয়াছে; পারমাণবিক প্রযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিতে বাৎসরিক আরও প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে, সমস্তই তো বহন করিতে হইবে আমাদের মত সাধারণ মানুষকে, আর ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটানো হইলেও তো এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম নয়, যার পরিমাপ এখনই করা যাইবে না, ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

এই মুহূর্তে প্রশ্ন জাগে পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন এত অগ্রাধিকার পাইল, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, গৃহহীনতা, বাধা সত্ত্বেও এই সমস্ত কিছুর নিরসন করিবে কি এই বিস্ফোরণ?

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার ঃ সঠিক রচনাপঞ্জী

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

নামক গ্রন্থে উক্ত রচনা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ওহদেদারের মতে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা, এবং বহু তথ্য প্রমাণ সহ বিচার-বিশ্লেষণে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৬৭. "আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক" প্রবন্ধ পত্রিকা, [?], পৃঃ ২৮—৩৬

এই প্রবন্ধে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (রেভারেন্ড) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজিতে লিখিত 'দ্য পার্সিকিউটেড' (The Persecuted) নাটকটিকে আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই আধুনিক ভারতের প্রথম নাটকে আছে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চিত্র এবং পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক।

১৬৮. "বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-বিরোধিতা", প্রবন্ধ পত্রিকা, [?], পৃঃ ১৪২—১৪৮

রচনাটি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-বিরোধিতার একটি প্রামাণ্য দলিল। বঙ্কিমের সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভরা বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তার একটা জানপূর্বিক বৃত্তান্ত পাই এই কৌতূহলোদ্দীপক লেখায়। তথ্য আহরণে ও সমাবেশে লেখকের পরিশ্রম ও পটুত্ব লেখাটির সর্বত্র সুপরিস্ফুট। বঙ্কিম-সম্পর্কিত এই রচনা আজও বাংলা সাহিত্যে একক।

১৬৯. "ব্যক্তিসত্তা ও গ্রন্থ", [?], [?]।

আমাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও চরিতার্থতা উপযুক্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বহুলাংশে নিশ্চিত লাভ করা সম্ভব—এই বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়েছে এই লেখায়।

ইংরাজি :

১৭০. "The countess Cathleen". A Fine Poetic Drama", The Calcutta Review, September 1954. P. 213-220

কবি ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স-এর 'দ্য কাউনটেস ক্যাথ্‌লীন' নামক কাব্যনাট্যের রসসমৃদ্ধ সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে কাব্যনাট্য সম্পর্কে ডঃ ওহদেদারের মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। লেখাটি কাব্যনাট্য তথা ইয়েট্‌স সম্পর্কে ডঃ ওহদেদারের ইংরেজি গবেষণা-পত্রের অংশবিশেষ।

১৭১ "The First Indian Attempt At Modern Drama", The Sunday Amrita Bazar Patrika, 29 September 1974.

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর লেখা 'দ্য পার্সিকিউটেড' The persecuted) নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। আকারে প্রকারে বিষয়বস্তুতে এটি যে একটি আধুনিক নাটক, এবং আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক—গবেষণাধর্মী এই নিবন্ধে তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

(গ)

পুস্তক-সমালোচনা

বাংলা ঃ

১৭২. "পুস্তক-পরিচয়" [এশিয়ার সাহিত্য। নিখিল সেন বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা], পরিচয়, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ [1972]। পৃঃ ৪৪৯-৪৫২

নিখিল সেন কৃত সাড়ে সাতশ পৃষ্ঠার অধিক 'এশিয়ার সাহিত্য' নামক গ্রন্থটির গুণগ্রাহী সমালোচনা। গ্রন্থখানিতে এশীয় দেশ ও জাতির সাহিত্য-ইতিহাস এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। সমালোচকের মতে 'এশিয়ার সাহিত্য' একটি আকর গ্রন্থ যার মধ্যে পাওয়া যায় এশিয়া মহাদেশের অন্তর্লোকের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রের উদ্ঘাটন, এবং এমন কাজ ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় তো বটেই, সম্ভবত ভারতীয় অন্য কোনো ভাষাতেও হয়নি। গ্রন্থটির গুণগত পরিচয় সম্যক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উক্ত সমালোচনায়।

২. কবিতা

বাংলা :

১৭৩. "ভোরের শিশির", ছাত্রমহল [?] ১৯০৫।

সবুজ ঘাসের ওপর ভোরের শিশিরবিন্দু। স্বর্গের

সুখ পরিত্যাগ করে মর্তের দুঃখময় জীবনে কী আশায় শিশিরের আগমন তার কারণ জানতে চেয়েছে ধরার ঘাস। উত্তরে ভোরের শিশির জানিয়েছে সে এসেছে সবুজ ঘাসের কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শ-লাভের আকর্ষণে। সমিল ছন্দ। পত্রিকাটি কাশী (বারাণসী) থেকে প্রকাশিত হত।

১৭৪. "সাফল্য", দেশ [?], ১৯৩৯।

কবি বলছেন, বীণাপাণিকে ফোটাফুলের অর্ঘ দিতে তিনি সক্ষম না হলেও, তাঁর কাছে বীণাপাণির চরণ অশ্রুজলে সিক্ত করতে পারাটাই হবে পরম সাফল্য। সমিল ছন্দ।

কবিতাটি 'আহুতি মজুমদার' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

১৭৫. "বাণী", দেশ [?], ১৯৩৯।

সাফল্য লাভের পথে মানুষের সামনে আসে অনেক বাধা। নিরলস প্রচেষ্টা থাকলে সব বাধা অতিক্রম করে মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেই। এই হল কবিতার মূল ভাব। ছেলের কুল ভাঙার নিরলস প্রচেষ্টা সফল হয়ে "প্রাবন ভাসায় মুক্তির উল্লাসে"। কবিতাটি 'আহুতি মজুমদার'—এই ছদ্মনামে ছাপা হয়। সমিল ছন্দ।

১৭৬. "নাম-সম্ভাষণ", দেশ [?], ১৯৩৯।

প্রেমিকের মুখে প্রথম নাম-সম্ভাষণে প্রেমিকা-হৃদয়ের অপূর্ব সুখানুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। সমিল ছন্দ।

১৭৭. "অ-ব্যক্ত", দেশ, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০। পৃঃ ৬২।

কবিতাটিতে অনুরণিত হয়েছে অব্যক্ত প্রেমের করুণ সুর। সমিল ছন্দ।

১৭৮ খোকা ও সাদা পাখি", রামধনু [?],

সাদা পাখির ঝাঁক আকাশের বুক ঘেঁসে উড়ে যাচ্ছে। ছোট খোকা জানালায় বসে সাদাপরী ভেবে তাদের কাছে আসার সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। তবুও তারা কাছে আসছে না। এবং এই হতাশায় খোকার চোখ জলে ভরে উঠেছে। কবিতাটি "ভবানী চৌধুরী" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। সমিল ছন্দ।

১৭৯. "প্রেম ও জীবন", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫০ [1943]।

এই সমিল ছন্দে রচিত সনেটের মূল ভাব ও আবেদন প্রথম চরণেই অভিব্যক্ত হয়েছে—

"তারে ভালোবাসি, তাই জীবনেরে আমি ভালো-বাসি।" সনেটটির গঠন 'অষ্টক' (Octave) ও 'ষষ্টক' (Sestate) প্রথা অবলম্বন করেছে।

১৮০ "শিশুর দুঃখ", মাস পরলা [?] ১৯৪৩।

কবিতাটি Mrs. Heaman-এর Child's First Grief নামক কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি "অনঘ ওহদেদার" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ভাই হারানোর ব্যথা শিশুমনে কী গভীরভাবে রেখাপাত করে কবিতাটিতে তারই প্রকাশ মূর্ত হয়েছে। সমিল ছন্দ।

১৮১ "ঘি ও আগুন", নারদীয়া প্রভাতী, ১৩৫২ [1945]।

ঘি ও আগুনের রূপকল্পে সংবৃত প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমিল ছন্দ।

১৮২. "ছাদ", উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৫২ [1945]।

ভাড়াটে বাড়ির একফালি ছাদে গৃহবধূ এসেছে কাচা কাপড় মেলতে। নিচে উনুনে ভাত চড়েছে, ফুটতে দেরি আছে। তাই একটু অবসর—ছাদ তাকে আনমনা করে দেয়, চারপাশ নতুন হয়ে ওঠে, সে ভুলে যায় "উনুনে চড়েছে ভাত বুঝি পুড়ে যায়।" সমিল ছন্দ।

১৮৩. "আমাজন" উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৫২ [1945]।

কবি-কল্পনায় আফ্রিকার আমাজন নদ ও তার অরণ্যানী আদিম অন্ধকার ও ভয়ালতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সমিল ছন্দ

১৮৪. "মনে আছে", উত্তরা, পৌষ ১৩৫২ [Dec. 1945—Jan. 1946]।

কবির মনে আছে—"আমাকে দেখিয়াছিলে
দুটি আঁখি তুলে
পুনঃ-মনে-করিবার দৃষ্টিটুকু মেলে।"

সমিল ছন্দ।

১৮৫. "রহস্য", কবিতা, পৌষ ১৩৫২ [Dec. 1945 —Jan. 194১]।

রেলিঙের মেলে-দেওয়া শাড়ির উপর রোদ পড়েছে। শাড়ির উপর রোদের ছোঁয়া, কবির কাছে মনে হয়েছে যেন নতুন বিয়ে হওয়া বধূর গলা জড়িয়ে তার সদ্য প্রেমের রহস্যের কথা জানতে চাইছে। অমিল ছন্দ।

১৮৬. "ডেলি প্যাসেঞ্জার", কবিতা, চৈত্র ১৩৫২ [1946]।

দিনের শেষে ডেলি প্যাসেঞ্জার তার গ্রামের বাড়িতে ফেরে—সেই বাড়ি ফেরার একটা স্নিগ্ধ রমনীয় চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অমিল ছন্দ।

১৮৭. "রাতের ঝড়", দেশ, ১২ জুন ১৯৪৮, পৃঃ ৪৩১।

রাতের ঝড়ের তাণ্ডবলীলার পর যেমন ভোরের শান্ত আলো, তেমনি দুঃখকষ্টের বন্যা অতিক্রম করে সুখ ও আনন্দের উপলব্ধি। সামিল ছন্দ।

৩. ছোট গল্প

বাংলা

১৮৮, "দোতলা ঘর", আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জানুয়ারী ১৯৪২।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনের জন্য সামান্য ইচ্ছা বা সাধ প্রায়ই পূরণ হয় না। আর যদিও বা হয়, তা এত পরে যে তখন ইচ্ছাপূর্তির আনন্দ লাভ করার ক্ষমতা বা মানসিকতা থাকে না। এমনই ঘটেছে এই গল্পের নায়ক হিমাংশু ও নায়িকা বিভার ছোট একটি দোতলা ঘর তোলার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে।

১৮৯. "কনজ্যোৎস্না", আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জুলাই ১৯৪২।

একটি শিল্পিকর্মী ছোটগল্প। সুলতার কবিপ্রাণ স্বামী নবকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে বাইরে গাছপালার ওপর নেমে-আসা জ্যোৎস্নার তুলনা দিয়ে বধূর নাম রাখে 'কনজ্যোৎস্না'। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর বিধবা সুলতা জ্যোৎস্নারাতে স্বামীর স্মৃতি নিয়ে হয়ে ওঠে কনজ্যোৎস্না।

১৯০. "কাপড়", দেশ, ১২ শ্রাবণ ১৩৫২ [1945]। পৃঃ ৫০৭-৫০৯

গল্পের পটভূমি, গত বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থা। বাজারে পরিধেয় শাড়ি কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া গেলেও অত্যন্ত দুর্মূল্য। স্ত্রীর পরিধেয় কাপড় জোগাতে অক্ষম শিবনাথের জীবনের করুণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে।

১৯১. "তেরশ পঞ্চাশ", দেশ, ১ ডিসেম্বর ১৯৪৩।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেরশ পঞ্চাশ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সমাজে যে নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে তার ফলশ্রুতিতে ভদ্রতা ও পরোপকারিতার মুখোশ-পরা দুই যুবকের ঘৃণ্য লালসার শিকার হয় অভাবপীড়িত এক শিক্ষকের দুই কুমারী কন্যা।

১৯২. "কুমারী", প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫৩ [1946]। পৃঃ ৮০-৮২

মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল ঘরের কুমারী মেয়ের মনোজগতের চিত্র, যেখানে ভালোবাসার অনুভূতি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আন্দোলিত হয় গভীর সংগোপনে।

১৯৩. "সহমরণ", দেশ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ [1946]। পৃঃ ১৮৭-১৮৯

দুটি নরনারীর সুগভীর প্রেম যে সহমরণ সংঘটিত করে তার বাস্তব-সম্মত মর্মস্পর্শী কাহিনী।

১৯৪ "পরাজয়", আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ আগষ্ট ১৯৪৬।

স্ত্রী উমা লেখাপড়া জানে, দেখতেও ভালো। স্বামী কালিদাস অশিক্ষিত, দেখতেও খারাপ। এমন স্বামীর প্রতি নববিবাহিতা উমার মন বিরাগে পূর্ণ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিরাগ শীঘ্রই অনুরাগে কেন পরিণত হল তারই মনোরম উদ্ঘাটন আছে এই গল্পে।

১৯৫. "ঘর", দেশ, ১১ ফাল্গুন ১৩৫২ [1946]। পৃঃ ১৫৪-১৫৫

গল্পের নায়িকা সদ্য বিবাহিতা কুসুমলা। যে ঘরে

কুলশয্যা সে ঘরটি বাড়ির সেরা ঘর। এমন ঘরই তো নব-দম্পতির একান্ত উপযুক্ত। ঘরটি নিয়ে কুন্তলা তার রঙিন কল্পনার কথা স্বামীকে বলতে তার স্বপ্নভঙ্গ হল—এ ঘরে তার বন্ধু বন্ধুর শাশুড়ি থাকেন এবং তাঁরাই থাকবেন। কুন্তলাদের ঘর নিচে অন্ধকার-অন্ধকার ছোট ঘরগুলোর মধ্যে একটা।

১৯৬ "পঞ্চাশের ফসল". দেশ, ৩ আশ্বিন ১৩৫৪ [1947]। পৃঃ ২১৩-২১৫

পশ্চিম ভারতের কোনো শিল্পনগরীর পতিতালয়ের বাঙালি বাসিন্দা ললিতার শ্লেষ-উক্তি: "পঞ্চাশে ধানের ফসল হয়নি, কিন্তু অন্য ফসল প্রচুর হয়েছিল। সেই ফসলের আমিও দাসী।" এই উক্তির মধ্যে গল্পটির আবেদন ব্যঞ্জিত হয়েছে।

ইংরাজি:

নিচে উল্লেখিত চারটি ছোট গল্প অনুবাদ গল্প। মূল রচনা ডঃ গুহঠাকুরতার—আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডঃ গুহঠাকুরতা নিজে।

১৯৭. "A tale of a Room", The Sunday Amrita bazar Patrika, 11 January 1959. P. 12

মূল বাংলা: দোতলা ঘর। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৮. "The Harvest of a Famine", Amrita Bazar Patrika, Puja Special, 1959. P. 101-104, 218

মূল বাংলা: পঞ্চাশের ফসল। দেশ, ৩ আশ্বিন ১৩৫৪ [1947]।

১৯৯. "The Death of a Heart", Amrita Bazar Patrika, Puja Special, 1960. P. 109-112

মূল বাংলা: হৃদয়রণ। দেশ, ২৫ জৈষ্ঠ ১৩৫৩ [1946]।

"A piece of Garment", Amrita Bazar Patrika, 15 October 1961. p. 3

২০০ মূল বাংলা: কাপড়। দেশ, ১২ শ্রাবণ ১৩৫২ [1945]।

৪. শিশুসাহিত্য

বাংলা

২০১ "সাত রাজ্যের উপকথা: দশ বণিক ও তিন বস্তুর গল্প" আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ চৈত্র ১৩৬৬ (৪ এপ্রিল ১৯৬০)।

দক্ষিণ ভারতের উপকথা।

২০২. "সাত রাজ্যের উপকথা: তিন পণ্ডিত", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ আষাঢ় ১৩৬৭ (২০ জুন ১৯৬০)।

আসামের উপকথা:

২০৩. "সাত রাজ্যের উপকথা: নাক-কাটার গল্প", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৮ জুলাই ১৯৬০)।

গুজরাটের উপকথা।

২০৪. সাত রাজ্যের উপকথা: কোথামুণ্ড ও বিথামুণ্ড", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ ফাল্গুন ১৩৬৭ (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১)।

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকথা।

২০৫. "সাত রাজ্যের উপকথা: গুপ্তধন", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ বৈশাখ ১৩৬৮ (১৭ এপ্রিল ১৯৬১)।

কাশ্মীরের উপকথা।

২০৬ "সাতরাজ্যের উপকথা: কামার বৌ", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ চৈত্র ১৩৬৮ (২৬ মার্চ ১৯৬২)।

বাংলার উপকথা।

২০৭. "সাত রাজ্যের উপকথা: পুত্রভাগ্য", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ কার্ত্তিক ১৩৭০ (১১ নভেম্বর ১৯৬৩)। পৃঃ ৮।

বাংলার উপকথা।

২০৮. "একটি মহাকাব্যের জন্মকথা" আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭১ 1964 । পৃ: ৩১১।

ফার্সি ভাষায় লেখা 'শাহনামা' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মধ্যে একটি। পারস্যের সুলতান মাহমুদের ইচ্ছায় যুবক মনসুর (পরে যিনি 'ফিরদৌসি' নামে খ্যাত হন) কীভাবে এই মহাকাব্য রচনার ভার পেয়েছিলেন, তারই কৌতূহল—উদ্দীপক কাহিনী।

২০৯. "জোনাকির জন্মকথা", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৩ [196] । পৃ: ১৮৮-৮৯।

মৌলিক রচনা। এই মনোরম গল্পের কাহিনীকে ইঙ্গিত দিতে গল্পের শেষ অংশ উদ্ধৃত করছি—"প্রভাত দেবদূত প্রঞ্জন মর্তের সেই হারানো মেয়ে জোনাইকে খুঁজে বেড়ায়। অন্ধকার হলে দেখা যায় তার টুকরো টুকরো দেহের মধ্যে আলো পিট্ পিট্ করছে। আমরা বলি জোনাকি জ্বলছে।"

২১০ "বুদ্ধি যার বল তার", আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৬ 19 9]।

মৌলিক রচনা। এক পাহাড়ি এলাকার উপজাতিদের অন্ধবিশ্বাসে একটা এক-হাত পরিমাণ লাঠি ছিল 'বিপদ তারণ বিগ্রহ বিশেষ'। সেই লাঠি কব্জায় রাখতে এদের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড লড়াই লাগত—অযথা লোকক্ষয় হত। এই লড়াই বন্ধ করা ও এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপায় লাঠিটাকে তার গুপ্তস্থান থেকে সরিয়ে আনা। বাঙালি ক্যাপটেন অরুণ ঘোষ কীভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে এই কাজ হাসিল করে, তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) ১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২১·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·৫
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·৩০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodolegy ১২৫·০০

কম্পিউটার ও গ্রন্থাগারিকের অস্তিত্ব

দীপ্তিময় রায়

গত তিন দশকে মানুষের জীবনযাত্রাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে কম্পিউটার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তার মূল কারণ কম্পিউটার বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি। কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য প্রকাশ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে কল্পনাতীত দ্রুত এবং সহজ। এই ব্যবস্থার ফলে লেখাপড়া, ব্যবসা, গবেষণা সব ক্ষেত্রেই বিরাট পরিবর্তন এসেছে। একে বলা হচ্ছে Electronic Revolution. প্রকাশনার জগতে কম্পিউটার-এর ব্যবহার প্রকাশনার কাজকে অতি সহজ করে দিয়েছে। কম্পিউটারের সাহায্যে বই, রিপোর্ট, সংবাদপত্র সবই প্রকাশিত হচ্ছে। এখন বাড়ী বসে নিজের কম্পিউটারেই প্রকাশনার কাজ করা যায়। একে বলা হয় Electronic Publishing.

Internet-এর আবিষ্কার তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে Internet-এর জালজোড়া যোগাযোগের জাল world wide web-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এখন সহজ ব্যাপার। এই web থেকে দুনিয়ার যে কোন খবর বা তথ্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জানা যায়। খবর ছড়ানোটাও তেমনি সহজ। Electronic যোগাযোগ ব্যবস্থার আবিষ্কার এই সুযোগ এনে দিয়েছে। আজকের বিজ্ঞান মানুষের কল্পনার চেয়ে এগিয়ে চলেছে। Science fiction-কে এখন আর fiction মনে হয় না। Computer-কে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় 'গুটেনবার্গ'।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও সভ্যতার যে পরিবর্তন এনেছে তাকে বলা হচ্ছে Electronic Revolution। গত ১০ বছরে তথ্যের অতি প্রাচুর্যকে তথ্য-বিজ্ঞানীরা বলছেন "তথ্য বিস্ফোরণ।" প্রকাশিত তথ্যের পরিমাণ প্রতি সাত বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে।

ইতিহাসের সব বিরাট ঘটনাই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। ই-বিপ্লব (electronic revolution)-ও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কম্পিউটার কি গ্রন্থাগারিকের কাজ করবে? বই পত্রের খবর, নানা প্রশ্নের উত্তর, নানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কম্পিউটারে। বই কাগজ কি উধাও হয়ে যাবে লাইব্রেরী থেকে? CDROM, Disk, On-line Service কি আমাদের সব চাহিদা পূরণ করবে?

বিশেষজ্ঞরা দ্বিধাবিভক্ত। কেউ বলছেন, বছর দশেকের মধ্যেই লাইব্রেরীয়ানদের দরকার ফুরিয়ে যাবে। দেখছেন না কি ব্যাপক digitization হচ্ছে? Digital technology-র কল্যাণে মানব সভ্যতার সবই CDROM বা On-line এ ধরা হবে।

আরেক দল বলছেন, না-না মশাই অত সোজা নয়। সেই তালপাতার পুঁথির আমল থেকে আজ পর্যন্ত যত লেখা আঁকা হয়েছে সব কখনও ই-মাধ্যমে ধরা যায়? আর লাইব্রেরিয়ান না থাকলে সব মানুষ নিজে নিজে সব খুঁজে নিতে পারবে নাকি? কম্পিউটারে খোঁজা এতই সহজ?

দেখা যাক বাস্তব অবস্থাটা কেমন। অর্থোন্নত দেশ-গুলিতে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রচুর তথ্য, সংবাদ ও জ্ঞানের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষতঃ বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারগুলিতে যাদের নাম হয়েছে Information Resources Centre। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও একই ব্যাপার। এ ছাড়া অজস্র তথ্য সরবরাহকারী সংস্থার জন্ম হয়েছে। তথ্য বিশেষজ্ঞদের পেশার নতুন দিগন্ত দেখা যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ আজ তত জরুরী নয়, তথ্য সন্ধান আর বিতরণই প্রধান কাজ। Internet-এর সাহায্যে ২৫০টির মত বিশাল on line catalogue-এ লাখ লাখ বইয়ের entry পাওয়া যায়। লাইব্রেরীতে এগুলি থেকে কপি করে cataloguing-এর কাজ চালানো হচ্ছে। Catalogur-এর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অজস্র সংবাদপত্র, পত্রিকা, রিপোর্ট CDROM-এ বা On-

line-এ পড়া যায়। পুরো বই পাওয়া যায় না তবে Encyclopedia পাওয়া যায়। প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রায় ১৫ শতাংশ ই-মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং এদের পরিমাণ রোজ বেড়ে চলেছে।

এসব থেকে শুনে মনে হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারলে লাইব্রেরীতে আসার দরকার বিশেষ থাকবে না। লাইব্রেরীর ব্যবহার কমে গেলে লাইব্রেরীয়ানের দরকারও কমে যাবে। নিজের বাড়ীতে, অফিসে বা লাইব্রেরীতে কম্পিউটারের সামনে বসে লেখাপড়া, গবেষণা, বিনোদন সবই হয়ে যাবে।

কিন্তু সব প্রকাশিত রচনা বা তথ্য তো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন থেকে সব কিছু ঐ মাধ্যমে তুলে দিতে শুরু করলে গুটেনবার্গের আমল থেকে যা যা ছাপা হয়েছে তার সবটা পেতে কয়েক প্রজন্ম চলে যাবে। উদাহরণ হিসেবে 'লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস'-এর নতুন পরিকল্পনাটা আলোচনা করা যাক। LC-তে একশো মিলিয়ন মত পাঠ্যবস্তু আছে। তার থেকে বছরে এক মিলিয়ন করে 'ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং একশো মিলিয়নকে মাধ্যমান্তরিত করতে একশো বছর যাবে। তাহলে ততদিন ছাপা বই কাগজকে বাদ দিয়ে চলবে না। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সবটা কখনোই ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আসবে বলে মনে হয় না। গত দশ বছরে প্রচুর প্রকাশনা হয়েছে ই-মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও ঐ একই সময়ে ছাপা বই কাগজের ব্যবহার কমেনি, বরং বেড়েছে বলে জানা যাচ্ছে লাইব্রেরী পরিসংখ্যান থেকে। এ থেকে আরেকটা কথা মনে হচ্ছে— ইলেকট্রনিক মাধ্যমের আর ছাপাখানার প্রকাশনা, দুটো দুরকমের চাহিদা মেটায়। যে সব তথ্য বা সংবাদ একদিই চাই বা যা দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যেমন স্টক-এর দাম, পরিসংখ্যান ইত্যাদি, সেগুলোর জন্যে ই-মাধ্যম সবচেয়ে উপযোগী এবং তার ব্যবহার বেড়েই চলবে।

ধরে নেওয়া যাক ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সব পাওয়া যাচ্ছে। তাহলেও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়, সেই মাধ্যমকে ব্যবহার করার সুযোগ কি সকলে পাচ্ছেন? কতজনের নাগালের মধ্যে কম্পিউটার আছে? পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও জনসংখ্যার অন্তত ৪০ ভাগ লোককে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য লাইব্রেরী বা অন্য কোথাও যেতে হয়। অর্থোন্নত দেশগুলোতে এ সমস্যা হয়ত বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই এ সমস্যা থাকবে। সুতরাং বই কাগজকে বাদ দেওয়া যাবে না।

এখানে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি। আমেরিকার একদল সমাজতাত্ত্বিক বলছেন, যে আর্থিক সামর্থ্য থাকলে ই-মাধ্যমকে পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় তা অনেকের নেই। যাদের আছে তারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে এবং পেতে থাকবে। এইভাবে এক নতুন এলিটিস্ট্ সমাজ তৈরী হতে পারে। সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমাদের মত আধি কভাবে অনুন্নত দেশগুলি একটা বড় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। Industrial Revolution-এর মত Electronic Revolution-এর ফলে পাশ্চাত্য আবার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। এখনই তাদের সংগে আমাদের জীবনধারণের মান-এ যা তফাৎ তা কোনদিন ঘুচবে বলে মনে হয় না। এ তফাৎ যদি আরো ব্যাপক হয় তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব যে পর্যায়ে যাবে তা ভাবতেও ভয় করে।

এবার অন্য পক্ষের যুক্তির বাস্তব অবস্থা দেখা যাক।

ই-মাধ্যমের যত প্রসার হবে ততই দরকার হবে ঐ মাধ্যমে প্রকাশিত বিশাল পরিমাণ তথ্য সংবাদ বা অন্য রচনার মূল্যায়ন করে ব্যবহার উপযোগী করে তাদের সাজিয়ে দেবার। অর্থাৎ raw data-কে বেছে কেটে যার যতটুকু এবং যেমন মানের দরকার তেমন করে পরিবেশন করতে হবে। একাজে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা আছে গ্রন্থাগারিকদের। বোধহয় গ্রন্থাগারিক ছাড়া ঐ ধরনের কাজ করার শিক্ষাও আর কোন পেশার লোকের নেই। হাঃ—হাঃ—পথে এসো। তথ্য কিংবা জ্ঞানকে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ ও পরিবেশন করার যে দক্ষতা আমরা

দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছি এবং সেই দক্ষতা নিয়ে সাধারণের সেবা করে (সত্যি করেছি ? অভিজ্ঞ হয়েছি), তার সংগে পাল্লা দেবার ক্ষমতা কার আছে ? সুতরাং গ্রন্থাগারিকদের বাতিল হবার সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত ॥

কিন্তু বাস্তবে নিশ্চিন্ত হবার কারণ বিশেষ নেই। বিজ্ঞানের জগতের অনেকেই তথ্য সন্ধানের কৌশলটা ভালই আয়ত্ত করেছেন এবং আরো পারদর্শী হবার জন্য চেষ্টা করছেন। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সব স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বিভাগে কম্পিউটারে তথ্য সাজানো এবং সন্ধানের বিষয় পড়ানো হচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হলে আমাদের পেশাকে আরো আধুনিক করতে হবে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় কম্পিউটারের ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ব্যক্তিগত চেষ্টার কথা বলছি কারণ এ লড়াই গ্রন্থাগারিকদের বাঁচার লড়াই, আমরা যাদের কাছে কাজ করি তাদের নয়। না হলে নিজেদের দক্ষ এবং অপরিহার্য করে তুলতে না পারলে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারিকদের বাদুঘরবাসী হতে হবে। আজকের পাঠক, ছাত্র বা গবেষকরা কম্পিউটারের ব্যবহার শিখছেন এবং আর কার্ড ক্যাটালগের বাইরে কি আছে জানার জন্য গ্রন্থাগারিকের কাছে যাবার দরকার বিশেষ হয় না।

গ্রন্থাগার দর্শনের ভিত্তি হল সকলকে সমানভাবে পড়ার এবং জানার সুযোগ দেওয়া। আশা রাখি গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে সে কথা প্রমাণ করে পেশাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। বিদেশে গ্রন্থাগারিকরা সেটা খুব নিষ্ঠার সংগে করেন। যে Information Super highway তৈরী হচ্ছে সেখানে যার যত জোর সে তত সুযোগ পাবে। অবশ্যই আর্থিক জোরের কথা বলছি। অনুন্নত দেশের পদাতিকরা নিজের চেষ্টায় সে পথে বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। গ্রন্থাগারিকের সাহায্য দরকার হবে। তাছাড়া Public library-র মত জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে Public Super Highway কোনদিন হবে না। মানুষের জানার ও শেখার অধিকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে রাখতে হলে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক অপরিহার্য। অন্যদিকে সুপার হাইওয়েতে পথ দেখাবার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে গ্রন্থাগারিকদের দরকার হবেই। না হলে ট্র্যাফিক জ্যাম ও দুর্ঘটনা অনিবার্য।

এই নিবন্ধের লেখক নিউইয়র্কের একটি কাউন্টি গ্রন্থাগারের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক। ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রায়শই তাঁকে বাংলায় লেখার জন্য তাগাদা দিতেন। সৌরেন্দ্রমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর স্মৃতিতে শ্রীরায় লেখাটি পাঠিয়েছেন।

—সম্পাদক

রঙ্গনাথনের "প্রি-নেটাল টেকনিকাল ওয়ার্ক" এবং লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সি. আই. পি.

ডঃ আফিফা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সনের জুলাই হতে আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেস সি. আই. পি (CIP-Cataloguing-in-Publication) কর্মসূচী নামে যে প্রকল্পটি আজ গ্রন্থাগার ভুবনে সকলের নিকট তা অতি পরিচিত নাম। শুরু হতেই প্রকল্পটি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের প্রসেসিং বিভাগ সি. আই পি. প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করছেন—যা বর্তমানে স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। সি. আই. পি. মূলত লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সি. আই. পি. বিভাগ এবং প্রকাশকদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য নূতন প্রকাশনা বের হবার পূর্বেই এর ক্যাটালগ তথ্য প্রকাশ করা। এ-তথ্য শুধুমাত্র বইতেই মুদ্রিত হয় না, লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের MARC টেপে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাপ্তাহিক The Weekly Records এবং অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত কাজে এর ব্যবহার হয় যা গ্রন্থাগারিক এবং বই বিক্রেতাদের প্রচুর কাজে লাগে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেস কর্তৃক পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হলেও এ কর্মসূচী গ্রন্থভুবনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এর সাফল্য দ্রুত নানাবেশে এই কর্মসূচী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। বর্তমানে আমেরিকার প্রায় ৯০% প্রকাশনা সংস্থা এতে অংশগ্রহণ করছে। ইউরোপ সহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর কার্যক্রম চালু হয়েছে।

প্রকল্পটির ব্যাপক সাফল্যের কারণে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৮২ সনের ৪৮-তম IFLA সম্মেলনে CIP বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। বলা যায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে CIP বিষয়ে সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। এই সম্মেলনে CIP প্রোগ্রামের সাথে জড়িত বিভিন্ন দেশের ৪৫ জন প্রথম সারির প্রকাশকগণ ও গ্রন্থাগারিকগণ অংশ নেন। CIP সম্পর্কে এটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন যাতে CIP-এর আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নীতিমালা ও সুপারিশমালা প্রণীত হয় যা বর্তমানে পৃথিবীর নানাদেশ সে-অনুযায়ী CIP এন্ট্রি প্রস্তুত করছে। সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন কাজে দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান CIP কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবে। CIP কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণকারী প্রকাশকগণ বইয়ের পাণ্ডুলিপি অথবা গ্যালি প্রুফ বা বইয়ের প্রাথমিক অংশ এবং CIP ডেটাশিট সহ CIP প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করে এবং প্রাপ্ত তথ্য হতে CIP প্রতিষ্ঠানের পেশাগত গ্রন্থাগারিকগণ CIP এন্ট্রি প্রস্তুত করেন। CIP প্রতিষ্ঠান গ্রন্থপঞ্জী নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ISBD এবং ISBN প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে থাকে। কারণ ISBD নীতিমালা অনুযায়ী CIP এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রকাশকদের প্রেরিত তথ্য হতে প্রস্তুত এন্ট্রির কপি কার্য দিবসের ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশকদের নিকট পাঠানো হয়। কোন পরিবর্তন ইত্যাদি থাকলে প্রকাশকগণ সত্বর জানান যাতে CIP এন্ট্রি সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়। বই প্রকাশনার পর CIP বিভাগ বইয়ের একটি কপি সংরক্ষণ করে থাকে যাতে ভবিষ্যতে কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা করতে অসুবিধা না হয়। প্রকাশকগণ নিজেদের স্বার্থেই CIP প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। কারণ তাদের বইয়ের আগাম তথ্য প্রচারে সাহায্য করে। CIP এন্ট্রির দুটি রেকর্ড হয়—(ক) বইতে CIP এন্ট্রি হিসাবে ছাপা হয়, (খ) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে প্রকাশিত হয় এবং সেই সাথে জাতীয় ডেটাবেসে ধারণ করা হয়।

CIP প্রকল্পের সাফল্যের পেছনে দেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাসমূহ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা সংস্থা,

অ-বাণিজ্যিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রকাশনা, নন-বুক সামগ্রী প্রস্তুতকারীদের অবদান রয়েছে। এক কথায় দেশের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় এর আয়ত্তাধীন। এছাড়া বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা প্রকাশনা সংস্থা এতে অংশ নিতে পারে। CIP-এর সুবিধাদি বহুমুখি বলা যায়। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিষয় (১) বই বিষয়ে আগাম তথ্য প্রদান। এতদ্ব্যতীত, CIP এন্টি।

(২) বইতে মুদ্রিত ক্যাটালগ সহ MARC টেপে রেকর্ডকৃত ক্যাটালগ তথ্য প্রচারে গভীর অবদান রাখে যা দ্রুত তথ্য প্রচারের হাতিয়ার (tool) স্বরূপ।

(৩) দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার পর্যায়ে এর ক্যাটালগ প্রস্তুত হওয়ায় এর গুরুত্ব অধিক এবং দ্বিতীয়বার ক্যাটালগ তৈরীর প্রয়োজন হয় না – ফলে ব্যয় সাশ্রয় হয়।

(৪) CIP এন্টি হতে প্রয়োজনে নিজস্ব গ্রন্থাগারের জন্য ক্যাটালগ প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো যায়।

(৫) প্রকাশনার বহু পূর্বেই বই সম্ভাব্য তথ্য পাঠক, গ্রন্থাগারিক, বই বিক্রেতার কাছে পৌঁছে যায়।

(৬) বই সম্ভাব্য আগাম তথ্য বই নির্বাচনে কাজে আসে, এবং পাঠক, গ্রন্থাগারিক, বই বিক্রেতা আগাম অর্ডার প্রদান করতে পারেন।

(৭) ক্যাটালগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সমরূপতা (Uniformity) অর্জিত হয়।

(৮) ক্যাটালগারদের কাজ সহজ হয়—এ বাবদ বেঁচে যাওয়া সময় অন্য কাজে ব্যয় করতে পারেন।

CIP এন্টি শিরোনাম পৃষ্ঠার (title page) বাম দিকে (Verso) ছাপা হয়। CIP এন্টির তিনটি অংশ থাকে—(ক) বইয়ের বিবরণী, (খ) ক্যাটালগের প্রবেশ-গম্যতা (Access point); এবং (গ) বিষয়ের প্রবেশ-গম্যতা (Access point)। CIP এন্টিতে যেসব তথ্য দেখা হয় তা হল—লেখক, বইয়ের শিরোনাম, সিরিজ তথ্য, নোট, বিষয়, বিষয়ের অন্যান্য কার্ড, LC ক্লাসিফিকেশন নম্বর, DDC ক্লাসিফিকেশন নম্বর, LC কার্ড নম্বর, এবং ISBN নম্বর। CIP-তে ইমপ্রিন্ট (Imprint) এবং কোলেশন (Collation) দেওয়া হয় না। বই প্রকাশনার চার থেকে ছয়মাস আগেই ক্যাটালগতথ্য পাওয়া যায়।

রঙ্গনাথন

রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত "Pre-Natal Technical Work" বা জন্মপূর্ব বা প্রকাশনাপূর্ব ক্যাটালগিং এবং ক্লাসিফিকেশন ওয়ার্ক এবং লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের CIP একই ভাবধারা সম্বলিত। রঙ্গনাথনের জন্মপূর্ব (Pre-natal) ক্যাটালগ প্রস্তুত কাজে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (National Central Library) নিয়োজিত হবে। প্রকাশনাসংস্থাসমূহের সহযোগিতায় তা কার্যকরী হবে। প্রকাশকগণ তাদের বইয়ের গ্যালিপ্রুফ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রেরণ করবেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের পেশাজীব গ্রন্থাগারিকগণ বইয়ের ক্যাটালগের "Master Stencil" প্রস্তুত করবেন। বইয়ের শিরোনাম পৃষ্ঠার অপর দিকে বইয়ের কল নাম্বার (Call number) মুদ্রিত হবে। এই এন্টি হতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা যাবে। জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্তৃক বইয়ের ক্যাটালগ ও ক্লাসিফিকেশন প্রস্তুত হলে তা-গুরুত্ব সহকারে সর্বত্র গৃহীত হবে। ফলে বই প্রকাশনার পর অন্যান্য গ্রন্থাগারে দ্বিতীয় বার ক্যাটালগ করার প্রয়োজন হবে না। রঙ্গনাথনের মতে এতে ৭৯% ভাগ খরচ বাঁচানো যাবে। এছাড়া এ ক্যাটালগ বিনিময় যোগ্যতা অর্জন করবে। শুধু খরচ নয়—এ কাজের জন্য ব্যয় করা সময়ও বেঁচে যাবে। রঙ্গনাথনের "Pre-Natal Technical Work" সম্বন্ধে ১৯৫৫ সনে প্রকাশিত তাঁর "Heading and Canons" গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এর ১৬ বৎসর পর ১৯৭১-এ লাইব্রেরী অব কংগ্রেস কর্তৃক CIP চালু হয়। উভয় ক্ষেত্রেই 'প্রকাশনা-পূর্ব' ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রঙ্গনাথনের জীবিত কালে এ-বিষয়ে ব্যাপক প্রচার কাজ হয়নি—ফলে তা সকলের অগোচরেই রয়ে যায়।

ছাপাখানা আবিষ্কারের মত Thomas F. Carter যেমন বলেছেন "The invention of printing in China and its spread westward···" এ সত্ত্বেও Gutenberg-কেই এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তেমন V. W. Clapp-এর মতে CIP-কে বলা হয়েছে··· "greatest invention since title-page"—রঙ্গনাথনের আবিষ্কার হলেও CIP-এর আবিষ্কারক বলতে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসই বোঝায়।

রেফারেন্স তালিকা

Cheffins, R. A. 1982. The international CIP meeting : a report. Catalogue of Index. 66 : British Library.

CIP Publishers Manual. 1984. Washington : Library of Congress.

Clpap. V. W. 1973. Cataloguing-in-Publication. Unesvco Bulletin for Librarian. 27 : 2-11

Coblans, Herbert, 1974, Librarianship and Documenation. London : Andre Deutsch.

Hunter, Eric, 1974. Cataloguing, London : Bingley.

Ranganathan, S. R. 1955. Heading and canons. Madras : Viswanathan.

কথা-প্রসঙ্গে

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে

অবসর জীবনে সম্ভবত অঢেল অবকাশের ফাঁকে মনে নানা ধরনের ভাবনার উদ্রেক হয়। এ ধরনের চিন্তার কিছু কিছু এই কলমে লেখা হয়েছিল। এগুলি সবই যে অসার চিন্তা বা দিবাস্বপ্ন তা বলা যায় না। আসলে চিন্তা তো চিন্তাই। মহামানবের উচ্চ চিন্তাও চিন্তা, আর সামান্য গ্রন্থাগারিকের চিন্তাও চিন্তা। চিন্তা আছে বলেই মানুষ ; না হলে পশুর সঙ্গে তার আর তফাৎ কোথায়।

চিন্তাটা শুরু হয়েছিল একটি মেয়েকে নিয়ে। সে গ্রন্থাগারবিদ্যার শিক্ষণ (এখন আর গ্রন্থাগারবিদ্যা বলা হয় না ; বলা হয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান) ক্লাসে কোথাও ভর্তি হতে চায়। এজন্য সে এই শহরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত চষে ফেলেছে। কিন্তু কোথাও কোন আশ্বাস না পেয়ে শুকনো মুখে ঘরে ফিরে এসেছে। এখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার। অবশ্য লেখাপড়ার সব ক্ষেত্রেই এখন এই অবস্থা ; সর্বত্রই ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ; এম. এ ; এম-এস. সি. ; বি এড ; ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানেই যাও ঠাঁই নেই। শুধু ঐ মেয়েটিই নয় বহু ছেলেমেয়েকেই এখন এখান থেকে ওখানে ভর্তির ব্যাপারে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। সফল হচ্ছে শুধু অল্প সংখ্যক।

প্রায় চার বছর আগে আমরা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিদ্যার ডিপ্লোমা ক্লাসে (এখন এটা হয়েছে বি. লিব. এস-সি.) ভর্তি হই, তখন প্রার্থীদের একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হত। বোধ হয় ভর্তির জন্য যারাই আবেদন করত, বেশের সকলকেই এই ইন্টারভিউতে ডাকা হত। চূড়ান্ত নির্বাচনেও বোধ হয় কেউ সাধারণতঃ বাদ পড়ত না।

আমাদের ইন্টারভিউয়ের বোর্ডে বেশ কয়েকজন বসেছিলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র প্রমীল বসুই আমার চেনা ছিলেন। প্রমীলচন্দ্রই প্রশ্ন করলেন, আমার দিকে না তাকিয়েই : 'এ লাইনে আসার ইচ্ছে হল কেন ?' 'আজ্ঞে, বিষয়টা আমার ভালো লাগে'—আমার উত্তর শুনে তিনি আর কিছু বললেন না। বোর্ডের আর কেউ কোন প্রশ্ন করেন নি। সতীর্থদের কাছে শুনেছিলাম, তাদেরও ঐ একই প্রশ্ন করা হয়েছিল।

গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি সেকালে ভালো ছিল, না একালে ভালো হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক করা বৃথা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে আজ যে অবস্থা হয়েছে তাকে তো আর রোধ করা যেতনা। যোগ্যতা থাক আর না থাক, ইচ্ছে

করলেই তখন গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্লাসে ভর্তি হওয়া যেত। এখন যার যোগ্যতা বেশী সেই-ই ভর্তি হতে পারছে। তাহলে কোন্‌টা ভাল? গ্রন্থাগার বৃত্তিতে যোগ্যেরা স্থান পাক এটাই তো কাম্য হওয়া উচিত। তাহলেই তো গ্রন্থাগার বৃত্তি সমৃদ্ধ হবে।

এখন গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রার্থী নির্বাচনের যে সব পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোই সঠিক পদ্ধতি কিনা বলা যায় না। নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচিত হলে তাদের এই বিদ্যার প্রতি ঝোঁক আছে কিনা জানা যায় না। একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেও সেটা জানা যায় না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে একসময় বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান মনস্তত্ত্বমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করতেন। এই পরীক্ষা ছিল কতকটা অবজেক্‌টিভ টেস্টের মত। প্রতিষ্ঠানটি দাবী করতেন এতে প্রার্থীদের বাছাই ঠিকমতো হয়। বর্তমানে পরিষদে ঐ পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও এই ধরনের একটি পরীক্ষা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে কিছুকাল গ্রন্থাগারবিদ্যার শিক্ষকতা করেছিলাম। এই সার্টিফিকেট কোর্স প্রাথমিক স্তরের হলেও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উচ্চতর কোর্স হলেও বি. লিব. কোর্সেও প্রাথমিক স্তরের অনেক বিষয় পড়ানো হয়। সার্টিফিকেট কোর্সের সঙ্গে যেহেতু বি. লিব. এস. সি-র কোন সম্পর্ক নেই এবং অনেক ছেলেমেয়েই সার্টিফিকেট কোর্সে না পড়ে সরাসরি বি. লিব. এস. সি পড়তে আসে সুতরাং সেখানে প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলি থাকবেই। বলা যায়, বিষয় হয়তো দুটি কোর্সেই এক; তফাৎ শুধু তার বিস্তার, পড়ানো এবং পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে।

পাঠশালার গুরুমশাই-এর মতই গ্রন্থাগারবিদ্যা পড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছিলাম আমি সত্যিই তার যোগ্য ছিলাম কিনা আজ ভাবি। গ্রন্থাগারবিদ্যার সামান্যই আরম্ভ করেছি—কেননা আমরা ছিলাম সাবেক আমলের গ্রন্থাগারিক। ঘটনাচক্রে একজন শিক্ষক হয়ে পড়েছিলাম বৈ তো নয়। না হলে এখন যেভাবে শিক্ষক নির্বাচিত হয়—পরীক্ষায় বরাবর ভালো ফল করা, তাতো আমার ছিল না। অবশ্য অনার্স এবং এম. এ আমার ছিল। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে নিশ্চয়ই আমি বাতিল হয়ে যেতাম আজকের এই কঠোর নির্বাচনে। আর আজ গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্লাসে যেভাবে শিক্ষার্থী নির্বাচন হয় তাতেও আমি নির্ঘাৎ বাতিল হয়ে যেতাম। সুতরাং গ্রন্থাগার-জগতে প্রবেশই হয়ে যেত আমার রুদ্ধ। তবু ঐ পাঠশালার গুরুমশাই-গিরির জোরেই আজও যখন কোন কাজ উপলক্ষে কোন বড় লাইব্রেরীতে যাই, ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়; সভাসমিতিতে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা দেখা হলে জিজ্ঞেস করে, ভালো আছেন স্যার। তারা তখন গ্রন্থাগারবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত, বড় বড় পদে কাজ করছে।

লেখকের কিন্তু এখনো ধারণা গ্রন্থাগারবিদ্যায় পাশ করলে সহজেই চাকুরী পাওয়া যায়। সাধারণ বি. এ., এম. এ. পাশ করে চাকুরী পাওয়া শক্ত। তবে গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে বেকার সমস্যা বরাবরই আছে। মাঝখানে কিছু দিন অনেক নতুন লাইব্রেরী হওয়াতে অনেক পদের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েক বছর চাকুরীর কিছু রমরমা হয়েছিল ঠিকই। সেটা আশীর দশকে। মাত্র পাঁচ বছর ছিল এই রমরমা অবস্থা। সে সময়ে পরিষদেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছিল চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগার কর্মী যোগান দেওয়ার জন্য। তারপর একে একে পদগুলি পূরণ হয়ে যাবার পর অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। শীঘ্রই এমন একটা সময় এল যখন নতুন কোন লাইব্রেরী খোলা হচ্ছিল না—কোন পদে আর লোক নেওয়াও হচ্ছিল না। তারপর ক্রমে ক্রমে স্বপ্নভঙ্গ হতে আরম্ভ হল যখন শত চেষ্টাতেও আর চাকুরী মেলে না।

গ্রন্থাগারবিদ্যায় পাশ করে সবাই চাকুরী পাবে এটা আশা করা যায় না। এটা যেমন সেকালেও হত এখনও হয়। স্বভাবতই যারা পরীক্ষায় ভালো ফল করে এবং চাকুরীর ইন্টারভিউতে ভালো ফলের জন্য চাকুরী পায়। বাদবাকীরা পড়ে থাকে। গ্রন্থাগারবিদ্যার কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। এখানে হাতে-কলমে কাজ

করতে হয়। গ্রন্থাগারের কাজের ধারা ঘিরেও কিছু শিক্ষণীয় আছে। এটাকে অনেক বলেন 'ইন-সার্ভিস-ট্রেইনিং'। বড় বড় লাইব্রেরীতে কাজের ধারা ঘিরেই অনেক শিখে নেয়। কিন্তু ছোট লাইব্রেরীতে যেখানে একজন মাত্র লাইব্রেরীয়ান সেখানে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়।

আমরা তো ছেলেমেয়েদের বেছে নিয়েছি গ্রন্থাগার বৃত্তির জন্য। আমাদের আশা তাদের দ্বারা গ্রন্থাগার বৃত্তি সমৃদ্ধ হবে। তবে এ প্রজন্মের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে এত অভিযোগ কেন শোনা যায়? তারা নাকি গ্রন্থাগার বৃত্তিকে চাকুরী হিসেবেই দেখেন; সেবামূলক বৃত্তি হিসেবে দেখেন না। অথচ সেকালের গ্রন্থাগারিকদের কাজের প্রতি কেমন নিষ্ঠা ছিল। গ্রন্থাগার বৃত্তিকে তাঁরা দেখতেন সেবামূলক বৃত্তি হিসেবেই। এমনকি, সেকালে গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত নন এমন গ্রন্থাগার কর্মীও ছিলেন কত নিষ্ঠাবান। দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারবিদ্যার ভালো ফল করেও অনেকে চাকুরীর ইন্টারভিউতে ভালো করতে পারেন না।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হারে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি করার যে আশা আমরা করেছিলাম তা কি পূর্ণ হয়েছে? বোধ হয় নয়। বরং নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন গ্রন্থাগার-বিদ্যায় শিক্ষিত এক বিরাট বেকার বাহিনী দেখা দিয়েছে চাকুরী না পেয়ে দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য, অন্য দিকে অনেক গ্রন্থাগারেই উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নেই—মাসের পর মাস গ্রন্থাগারিক নেই, কাজ চালাচ্ছেন সাইকেল পিয়ন বা সহকারী। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি নাকি সময়ে খোলা হয় না—গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেকেই নাকি সময়মতো গ্রন্থাগারে যান না বা থাকেন না। গ্রন্থাগারে থাকলেও তাঁরা নাকি কাজ করেন না। এই অভিযোগ কতদূর সত্য—এবং এজন্য কতজন দায়ী এটা বলা না গেলেও এ সব অভিযোগের কিছু কিছু যে সত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শুধু গ্রন্থাগার কর্মীরা নন, অভিযোগ শোনা যায় অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই—নিয়মানুবর্তিতা কোথাও নেই, কেউ কাজ করতে চান না। এটাই নাকি আজকের দিনের অবস্থা। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীরাই বা কেন দায়ী হবেন? অন্যেরাও তো কাজ করেন না, তবে তাঁরাই বা কেন কাজ করবেন? অন্যরা অন্যায় করলে গ্রন্থাগার কর্মীরাও অন্যায় করবেন, অন্যরা কাজ না করলে তাঁরাও কাজ করবেন না এটা কোন যুক্তিই নয়। তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এসবের ফলে গ্রন্থাগারের ব্যবহারই বিঘ্নিত হয়। এ ধরনের গ্রন্থাগার যদি সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে গ্রন্থাগার কর্মীদের মুখপত্র স্বরূপ গ্রন্থাগার পরিষদেরও কিছু বলার মুখ থাকে না।

বর্তমান প্রজন্মের গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি তাঁদের কাজকে সেবামূলক মনে না করেন তবে তাঁরা খুব ভুল করবেন। গ্রন্থাগারিক কর্মীরা বহুদিন ধরে সেবা দিয়ে যে সম্মান অর্জন করেছিলেন তা তাঁরা হারাবেন। আমাদের ভাবতে হবে ভালো ভালো ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেও এ বৃত্তি কেন সমৃদ্ধ হচ্ছে না? তারা বৃত্তিকুশলী হবে, বৃত্তির প্রতি দরদী হবে তবে তো এ বৃত্তি সমৃদ্ধ হবে। তবে কি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেই কোন ত্রুটি রয়েছে না সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ রয়েছে এটা ভেবে দেখা উচিত। গ্রন্থাগার পরিষদের এজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সরকারী হোক, বেসরকারী হোক আমাদের গ্রন্থাগার-গুলি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। আমাদের সামনে আদর্শ গ্রন্থাগার খুব সামান্যই আছে। আমাদের বেসব বেসরকারী গ্রন্থাগার আছে এককালে তারাই পাঠকের চাহিদা মেটাতো। এখন সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার হওয়া আমাদের নজর এদের ওপর থেকে সরে গেলেও এগুলি এখনও অল্পসংখ্যক স্বেচ্ছাকর্মীর সাহায্যে চলছে। গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত বিরাট বেকার বাহিনীর হতাশা ও নৈরাশ্য দূর করতে হলে তাঁদের চাকুরীর বিকল্প

ব্যবস্থা অন্তত সাময়িকভাবে হতে পারে। যদি সরকার থেকে এইসব বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার সাহায্য করতে পুস্তক তালিকা প্রস্তুত, গ্রন্থবর্গীকরণ, পুস্তক সম্ভার পরিগ্রহণ ইত্যাদি কাজে বেকার বাহিনী থেকে ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট দল করে সাহায্যের পরিকল্পনা করেন তবে ঐ ছেলেমেয়েরাও যতদিন চাকুরী না হয় ততদিন সামান্য ভাতা পেতে পারে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে এ ধরনের কাজ করে দেবার জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ আসে! গ্রন্থাগারের পুরানো কর্মীদের নিয়েও সমস্যা আছে। গ্রন্থাগারবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হয়। এজন্য রিফ্রেসার্স কোর্স, সেমিনার, স্টাডি সার্কেল প্রভৃতির আয়োজন করা উচিত। মোট কথা, ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমেই এসব সমস্যার কিছুটা সমাধান করা চলে। গ্রন্থাগার কর্মী বাহিনীকে উপযুক্ত করে তুলতে হলে বিভিন্ন অবস্থাতেই তাদের শিক্ষণ প্রয়োজন। ছাত্র অবস্থায় এবং শিক্ষণ শেষে পাশ করার পর, ইন্টারভিয়ু-এ এবং কর্মরত অবস্থায়।

বেকারদের বিকল্প ব্যবস্থা হলে তারা যে শুধু সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারবে তা নয়, তাদের অভিজ্ঞতার পুঁজিও বাড়বে। চাকুরী প্রার্থী যথাযথ ইন্টারভিয়ুতে নির্বাচিত হলে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং তার গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ সার্থক হয়ে উঠবে। আর কর্মরতরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হলে ব্যক্তিকুশল ও যোগ্য হয়ে উঠলে এ বৃত্তিকে সমৃদ্ধ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই সমস্যাগুলির সমাধানের ওপরই এ বৃত্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বৃত্তিসংশ্লিষ্ট সকলের অতএব এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

By the Bye

(From the pen of a Super-annuated Librarian.)

কলকাতার দুটি পুরাতন গ্রন্থাগার

ডঃ কৃপাল সিংহ

উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথম দশ বছরের মধ্যে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ছোট-বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বিডন স্ট্রীট সন্নিহিত এলাকার পুরানো দিনের তিনটি গ্রন্থাগার এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। গ্রন্থাগারগুলি হ'ল দি ইউনাইটেড রিডিং রুমস্, হিরণ লাইব্রেরী ও চৈতন্য লাইব্রেরী। চৈতন্য লাইব্রেরী সম্বন্ধে অন্যত্র লেখা হয়েছে। অন্য দুটি গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল।

(১) দি ইউনাইটেড রিডিং রুমস্।

১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার উত্তর কলিকাতার রবীন্দ্রকাননের নিকট নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের উপর অবস্থিত।

এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। আহিরীটোলা, বিডন স্ট্রীট, গরাণহাটা এবং পাথুরিয়াঘাটার গুটিকয়েক জ্ঞানপিপাসু উদ্যোগী যুবক একজোট হয়ে একটা ছোট আকারের গ্রন্থাগার করার কথা চিন্তা করেছিলেন। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই গ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু হয়, নাম ক্যালকাটা রিডিং রুমস্ এবং স্থান—আপার চিৎপুর রোড ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ওরিয়েন্টাল স্কুলের তদানীন্তন সেক্রেটারী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রবাবু, মধুমোহন ঠাকুর প্রমুখ। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে মতবিরোধিতার জন্য এই গ্রন্থাগার কমিটির একাংশ বেরিয়ে গিয়ে পৃথক একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে। ১৮৯১ সালে জন্ম হল দ্বিতীয় গ্রন্থাগারটির। গোপীকৃষ্ণ পাল লেনে অবস্থিত এই

গ্রন্থাগারটির নাম ছিল "আহিরীটোলা রিডিং রুম"। তারপর শুরু হ'ল দুটি গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রতিযোগিতা—কোন্ গ্রন্থাগার কত বেশী সমৃদ্ধ তা হ'ল প্রতিযোগিতার বিষয়। দুটি গ্রন্থাগারই তখন বেড়ে ওঠে। নানা দিক থেকে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা এসে দুটি গ্রন্থাগারের মিলন ঘটান। ১৯০১ সালের ২৪শে আগস্ট জন্ম নেয়—"দি ইউনাইটেড রিডিং রুমস্"—দুটি গ্রন্থাগারের মিলিত নাম।

১৯০৯ সালে গৌর লাহা স্ট্রীট ও নিমতলাঘাট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এই গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন গড়ে তোলা হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তির সহায়তায় গ্রন্থাগারের দোতলার কাজ শেষ হয় এবং গ্রন্থাগারটি তার নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই এলাকার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অমৃতলাল দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেছিলেন।

বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালকদের মতে সে সময় এই গ্রন্থাগার এ অঞ্চলে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। কলিকাতার "পাবলিক লাইব্রেরী গাইড"-এ এই গ্রন্থাগারটির নাম যুক্ত হয়। নানা কারণে ইউনাইটেড রিডিং রুমের সেই সুদিন আর নেই। গ্রন্থাগারটি আর্থিক দুর্দশা ক্লিষ্ট। চরম দুরবস্থার মধ্যে এই গ্রন্থাগারকে চালু রাখার জন্য একতলার তিনটি ঘর ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিচালকগণ এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর। গ্রন্থাগার ভবনটির সংস্কার ছাড়াও তারা প্রাচীন ও ঐতিহ্য মূল্যবান পুস্তকগুলির যথাযথ সংরক্ষণ চান। তারা ইতিহাস ও সাহিত্যের পুস্তকগুলির ক্যাটালগ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য—চাঁদা, সাধারণ সদস্যের জন্য মাসে ৭ টাকা, ২টি করে বই দেওয়া হয়। কিশোর সদস্যদের জন্য মাসিক চাঁদা ৪ টাকা ১টি করে বই দেওয়া হয়। খোলার সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা ৩০ মিঃ (রবিবার ব্যতীত)। রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১০-৩০ মিঃ। ঠিকানা—৬৭/১/২ নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬। বর্তমান গ্রন্থাগারিকের নাম হিমাংশু মণ্ডল। সভাপতি বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় (অ্যাডভোকেট)। সম্পাদক পদে শূন্য। পুস্তক সংখ্যা, আনুমানিক ১৬০০০। এ ছাড়া অল্পসংখ্যক বাঁধানো পত্রপত্রিকা। সদস্যসংখ্যা ১৫১ জন (কিশোর ও আজীবন সদস্য-সহ)। গ্রন্থাগারে কোনো ছাপানো পুস্তক তালিকা নেই। ১৯০০ সালের পূর্বে প্রকাশিত বই আছে অনেকগুলি। কিন্তু কোনো পৃথক তালিকা না থাকার জন্যে এগুলি কীভাবে পাঠকের নজরে আসবে জানা সম্ভব না। (যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম" নামক গ্রন্থটি গ্রন্থাগারে আছে কিন্তু কোনো পুস্তক তালিকা না থাকার জন্য এই ধরনের পুস্তকের অস্তিত্ব পাঠকের জানা সম্ভব নয়।

(২) হিরণ লাইব্রেরী

হিরণ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা হিরণকুমার ঘোষ ছিলেন "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। তিনি কলিকাতার মিলিটারী অ্যাকাউন্টস্ অফিসে কাজ করতেন। ১৯০৯ সালের ১০ই মার্চ কলিকাতার কালী ঘোষ লেনের পৈতৃক বাড়িতে ৫০ খানি পুস্তক নিয়ে তিনি গ্রন্থাগারটির কাজ শুরু করেন। পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে স্বীয় বেতনের অর্থেই সেই ব্যয়ভার বহন করতেন। পরবর্তীকালে সদস্যদের জন্য মাসে দুই আনা চাঁদা ধার্য করা হয়।

কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ও লেখক পুস্তক দান করে এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ করে তোলেন। হিরণকুমার ঘোষের ভাগিনেয় মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর লেখা 'রমলা', 'জীবনায়ন' ও অনেকগুলি ব্যক্তিগত গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে দান করেন। প্রথমে নীলমণি মিত্র স্ট্রীটে ও পরে ১১নং বিডন স্ট্রীটে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়ায় নেওয়া। বাড়ির মালিক ভীমাচরণ রক্ষিত।

ঊনিশ শতকের শেষে ও বিশে শতকের প্রথমে অনেকগুলি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে প্রধানতঃ উত্তর ও মধ্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে। গ্রন্থাগারগুলি হ'ল—ইউনাইটেড রীডিং রুম (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ঠিকানা : ৬৭/১।২, নিমতলাঘাট স্ট্রীট ; তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮২) ঠিকানা : ১২বি, তালতলা লাইব্রেরী রো ; বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী (১৮৮৩) ঠিকানা : ২৫/১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট ; কুমারটুলি ইন্‌স্টিটিউট (১৮৮৪) ঠিকানা : ১১, অভয় মিত্র স্ট্রীট : চৈতন্য লাইব্রেরী (১৮৮৯) ঠিকানা : ৪'১ বিডন স্ট্রীট : ভারতী পরিষদ (১৮৯০) ঠিকানা : ৬, আর. জি. কর রোড, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট (১৮৯১) ঠিকানা : কলেজ স্ট্রীট ; সুহৃদ লাইব্রেরী (১৮৯১) ঠিকানা : ১২১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ : বেনেপুকুর লাইব্রেরী (১৭৯১) ঠিকানা : ২০, কিমেটোরিয়াম স্ট্রীট ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৮৯৩) ঠিকানা : ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

বিশে শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগার—নারকেলডাঙা গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউট (১৯০১) ; রামমোহন লাইব্রেরী (১৯০৫), হেমচন্দ্র পাঠাগার (১৯০৭) ; বয়েজ ওন্‌ লাইব্রেরী (১৯০৯) ; হিরণ লাইব্রেরী (১৯০৯) ; জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার (১৯১০) ; মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (১৯১৫) ; জীবন মিলন লাইব্রেরী (১৯১৫) ; শান্তি ইনস্টিটিউট (১৯১৮) ; মদনমোহন লাইব্রেরী (১৯২০) ; শিশিরকুমার ইন্‌স্টিটিউট (১৯২০)।

বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর গৌরব ও খ্যাতি সব কিছুর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তার শিক্ষার অনুরাগের উপর। এই অনুরাগের বশেই সে ইংরেজী শিক্ষা করেছে এবং পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পরিচয় লাভ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিল। এই জ্ঞানস্পৃহার বশেই কলিকাতার এই গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়েছিল। এগুলির অনেক কয়টি আজ মুমূর্ষু অবস্থায় কোনমতে প্রাণরক্ষা করে আছে। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনসমাজের দায়িত্ব হ'ল এগুলির বৈশিষ্ট্য ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা।

হিরণ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি হিরণকুমার ঘোষ ১৯৩০ সালের ২৬শে নভেম্বর পরলোকগমন করেন। পরবর্তী সময়ে সভাপতি হন অজিতকুমার ঘোষ। সম্পাদন ও কোষাধ্যক্ষ হন সবিৎকুমার ঘোষ। ইনি হিরণকুমার ঘোষের পৌত্র। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন এই গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক। প্রথমাবস্থায় সভাপতি হিরণকুমার ঘোষের ও বর্তমান সময়ে সম্পাদক সবিৎকুমার ঘোষের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাগারটি তার কার্য নির্বাহ করে। এজন্য গ্রন্থগারটিকে ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগার বলা চলে না।

এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা করে দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত অংশটি সংযোজিত হ'ল। এই গ্রন্থাগারে অনেক লেখক, লেখিকার বই সংগৃহীত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

অনুরূপা দেবী, অনুরূপা দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, "অবধূত", অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অলোক গুহ, আশাপূর্ণা দেবী, "কালপেঁচা", কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কুমুদনাথ মল্লিক, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, গোকুলচন্দ্র নাগ, গোপাল হালদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় রায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, তুলসী লাহিড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দামোদর মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার রায়, দীনবন্ধু মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, দুর্গাদাস লাহিড়ী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নবীনচন্দ্র সেন, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন গুপ্ত নীহাররঞ্জন রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষাল, "পরশুরাম", প্রবোধকুমার

সান্যাল, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বনফুল", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সংখ্যা ১—৩৫, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বুদ্ধদেব বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মহীন্দ্রলাল বসু, মধুসূদন দত্ত (মাইকেল), মন্মথ রায়, মনোরঞ্জন হাজরা, মনোজ বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, "যাযাবর", রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র সেন, "রঞ্জন", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, রাধারানী দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, অরবিন্দ, সতীনাথ ভাদুড়ী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, সুমথনাথ ঘোষ, সমরেশ বসু, সীতা দেবী, সুনির্মল বসু, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রপত্রিকার নাম—

অচলপত্র, কথাসাহিত্য, গল্প-ভারতী, চলন্তিকা, ছায়াপথ, দীপালী, দেশ, দ্বন্দ্ব, নতুন জীবন, নর-নারী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, বঙ্গশ্রী, বসুমতী, বাংলা ও বাঙ্গালী, ভারতবর্ষ মহিলা, রহস্য-রোমাঞ্চ, রূপ ও কথা, রূপ-মঞ্চ, রূপালী, শনিবারের চিঠি, শিশির, সচিত্র ভারত, সচিত্র সাপ্তাহিক। অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে হিরণ লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন'-এর একটি কপি আছে।

বিশে শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত কয়েকজন প্রখ্যাত বাঙ্গালী লেখিকার রচিত গ্রন্থাদি এখানে স্থান পেয়েছে। এগুলির অধিকাংশই উপন্যাস। তবে জীবনীও আছে কয়েকটি। মনে হয় বাঙ্গালী নারীর জীবনচর্চা, বাঙ্গালী সমাজে নারীর স্থান ইত্যাদি বিষয়ে জানতে আগ্রহী গবেষকগণ এই গ্রন্থাগারে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। তবে এই গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একই রাস্তা বিভন স্ট্রীটের উপর সমগোত্রীয় দুটি গ্রন্থাগার চলা। লাইব্রেরী ও হিরণ লাইব্রেরী কতকাল তাদের পুঁথি সম্ভার রক্ষা করতে পারবে বোঝা যায় না।

হিরণ লাইব্রেরী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য :

গ্রন্থাগারিক : গোপাল [illegible]

কর্মসচিব : সতীশকুমার ঘোষ

এটি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার নয়।

Working hours :

সোমবার থেকে শনিবার : সকাল ৭টা— সকাল ৮-০
রাত ৭-০—রাত ৮-৩

রবিবার : সকাল ৭টা—সকাল ১-০

রবিবার সন্ধ্যায় বন্ধ।

প্রতিষ্ঠাকাল : ১০১ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলা বইয়ের সংখ্যা : ১২৪০

বাঁধানো সাময়িক পত্রের সংখ্যা : ২০০০ আনুমানিক)

ইংরাজী বইয়ের সংখ্যা : ২২০০ ইংরাজী বইগুলি সবই old collection.

জীবন সদস্য : ৪

চাঁদা দেওয়া সদস্য : (contributing member) : ২৮০।

Printed Catalogue-এর প্রথমটিতে ২৬৮০ accession no. পর্যন্ত আছে। তারপরেও দুটি catalogue প্রকাশিত হয়েছে ; ২৬৮০ accession no.-এর পরবর্তী বইগুলি তাতে আছে।

হিরণ লাইব্রেরী

অতুলপ্রসাদ সেন
কাকলি, ১ ও ২য় খণ্ড।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্মৃতি কথা (১—৪র্থ ভাগ)।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য।

কল্যাণী ভট্টাচার্য
জীবন অধ্যয়ন।
কালীপ্রসন্ন সিংহ
হুতোম প্যাঁচার নক্সা।
কুমুদনাথ মল্লিক
নদীয়া কাহিনী।
ক্ষিতিমোহন সেন
১। জাতিভেদ।
২। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ।
৩। হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধন।
গঙ্গেন্দ্রনাথ মিত্র
আমার জীবন।
গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা।
গিরীন্দ্রশেখর বসু
স্বপ্ন।
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্যার বাসুদেব সুচেলদেব।
জগদানন্দ রায়
গাছপালা, গ্রহনক্ষত্র, পোকামাকড়, প্রকৃতি পরিচয়, প্রাকৃতিকী, বিজ্ঞানের গল্প, বৈজ্ঞানিকী, স্থিরবিদ্যুৎ।
দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতলেখা (ম, ২য় ভাগ)।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরচিত জীবনচরিত।
নগেন্দ্রনাথ বসু
ধর্মবিজয়, নারীরত্ন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।
নন্দলাল বসু
শিল্পকথা।
নলিনীকান্ত সরকার
হাসির আড়ালে।
নলিনীকিশোর গুহ
তরুণ বাংলা, বাঙ্গালার বিপ্লববাদ, বিপ্লবের পথে, ভারতের নারী।
নীহাররঞ্জন রায়
রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ।
পঞ্চানন ঘোষাল
অপরাধ বিজ্ঞান (ম—৬ খণ্ড)
পঞ্চানন তর্কসিদ্ধান্ত
ধর্ম সিদ্ধান্ত।
পরিমলবালা দাসী
নার্সের আত্মকথা।
প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও অপব্যবহার, হিন্দু রসায়নবিদ্যা।
প্রবোধচন্দ্র সিংহ
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।
প্রমথ চৌধুরী
আত্মকথা (৮৫), আহুতি, ঘোষালের হিকথা, চারইয়ারি কথা, নানা কথা, নীললোহিত, নীললোহিতের আদিপ্রেম, পদচারণ, বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, হিন্দু সংগীত (২০৭)।
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
অগ্নিযুগ, আমার আত্মকথা, দীপালী, মানুষ গড়া, মিলনের পথে, মুক্তির রূপ, সোনার সিঁড়ি।
বিধায়ক ভট্টাচার্যের—কয়েক খানি নাটক।
কিরণকুমার সরকার
ইতালিতে বারকয়েক, চীনা সভ্যতার অ আ ক খ, ধনদৌলতের রূপান্তর, নিগ্রোজাতির কর্মবীর, প্যারিসে দশমাস, বর্তমান জগৎ (ম, ২য় ভাগ), শিক্ষা সমালোচনা, সাধনা, হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন।

756·3/008/15

বিনোদিনী দাসী
আমার কথা।
বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সংখ্যা ১—৫৫।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১। শরৎ পরিচয়
২। শরচ্চন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস।
রামনারায়ণ তর্করত্ন
কুলীন কুলসর্বস্ব, নবনাটক, যেমন কর্ম তেমনি ফল।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, চরিত-কথা, জিজ্ঞাসা, প্রকৃতি, শব্দকথা।
শাহনওয়াজ খান
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী।
শিবনাথ শাস্ত্রী
আত্মচরিত, ছায়াময়ী পরিণয়, জাতিভেদ, নির্বাসিতের বিলাপ, বিধবার ছেলে, মেজ বৌ, যুগান্তর, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, হিমাদ্রিকুসুম।
শিশিরকুমার ভাদুড়ী
রীতিমত নাটক।
শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (—৫ ভাগ)।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, বৌদ্ধ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
বন্দী জীবন।
সুকুমার সেন
প্রাচীন বাংলো ও বাঙালী।
মধ্যযুগের বাংলো ও বাঙালী।
সুন্দরীমোহন দাস
বুড়া বাঘার রোজনামচা।
সুভাষচন্দ্র বসু
দিল্লী চলো, ভারত পথিক, তরুণের স্বপ্ন, নূতনের সন্ধান।
সুভাষচন্দ্র বসু
মুক্তি সংগ্রাম।
সুভো ঠাকুরের তিনখানি কবিতার বই
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
একটি বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প।
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
অধ্যাপক
রবিদীপিকা
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলেকজাণ্ডার
কলির সমুদ্র মন্থন
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ, গীতালিপি (১ম—৫ম ভাগ), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, মোগল পাঠান, যোগেশের খা, সরমা, হিন্দু বীর।
সোমনাথ লাহিড়ী
কলিযুগের গল্প।
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যাদুঘর, ১ম ভাগ।

P 10,044

হিরণ লাইব্রেরী—পত্রপত্রিকা

অচলপত্র	১৩৫৮—১৩৬০	বসুমতী	১৩৫৫—১৩৬১
কথাসাহিত্য	১৩৫৬—১৩৬১	বাংলা ও বাঙ্গালী	১৩৫৪—১৩৫৬
কল্প-ভারতী	১৩৬০—১৩৬১	ভারতবর্ষ	১৩৫৫—১৩৬২
চলচ্চিত্রিকা	১৩৫৫—১৩৫৮	মহিলা	১৩৫৫—১৩৬১
ছায়াপথ	১৩৫৮—১৩৫৯	রহস্য-রোমাঞ্চ	১৩৫৪—১৩৫৬
দীপালি	১৩৫৩—১৩৬০	রূপ ও কথা	১৩৫৫—১৩৫৯
দেশ	১৩৫৭—১৩৬১	রূপ-মঞ্চ	১৩৫৫—১৩৬২
ধন্য	১৩৫৪—১৩৫৭	রূপালি	১৩৫৯—১৩৬০
নতুন জীবন	১৩৫৪—১৩৫৯	শনিবারের চিঠি	১৩৫৫—১৩৫৮
নরনারী	১৩৫৪—১৩৬০	শিশির	১৩৫৫—১৩৫৭
প্রবাসী	১৩৫৫—১৩৬১	সচিত্র ভারত	১৩৫৫—১৩৬১
বঙ্গদর্শন	১৩৫৪—১৩৫৫	সচিত্র সাপ্তাহিক	১৩৫৯—১৩৬১
বসশ্রী	১৩৫৫—১৩৬১		

পুস্তক সমালোচনা

রহমান, আফিফা,

গ্রন্থাগারে বই নির্বাচন। প্যারাগন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, [৮], ১১৯ পৃঃ ; ১০০ টাকা।

একটি গ্রন্থাগারের সার্থকতা নির্ভর করে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্য-সামগ্রীর বহুল ব্যবহার ও ক্রমশঃ তার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। এজন্য গ্রন্থাগারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ—পাঠকদের চাহিদামত উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও অমুদ্রিত সামগ্রীর নির্বাচন ও সংগ্রহ গড়ে তোলা। বিশেষতঃ বিগত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব তথ্য-বিস্ফোরণ ঘটে বসেছে এবং ফলশ্রুতিরূপ মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তথ্য-আকরের সংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সীমিত অর্থ-অনুদান বা বাজেটের মধ্যে এই নির্বাচন ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এজন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী—যারা আগামী প্রজন্মে গ্রন্থাগারিকতা পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে চলেছেন—তাদের যেমন একাধারে বইয়ের বিভিন্ন অংশ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে তেমনই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং পাঠকদের চাহিদা নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আলোচিত গ্রন্থটি তাদের এই ব্যাপারে খুবই সাহায্য করবে।

শিরোনামে "বই নির্বাচন" থাকলেও আধুনিক গ্রন্থাগারে বইছাড়া অন্যান্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সবরকম তথ্যসামগ্রীর আলোচনা হয়েছে এই বইটিতে—যা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বইয়ের অবয়ব, গুণাবলী, বিভিন্ন অংশ এবং শ্রেণীবিভাগ ; বই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা নিয়ে প্রথম দুটি অধ্যায়। মেলভিল ডিউই, ম্যাক্‌কলভিন, ছুরী, হ্যারল্ড বলী, হেলেন হেনসন, রঙ্গনাথন, কার্টার, বক্ক ও ম্যাকরাঈ এবং বুডাম—এইসব প্রাচীন ও নবীন বিশেষজ্ঞদের বই নির্বাচনের বিভিন্ন মতবাদ উদ্ধৃত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। নানা ধরনের গ্রন্থাগারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে লেখিকা—গুপ্তগ্রন্থাগার ও শিশু বিভাগ ; শিশু-গ্রন্থাগার ; বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংযুক্ত গ্রন্থাগার ; বিশেষ গ্রন্থাগার ও সবশেষে জাতীয় গ্রন্থাগারে বই-নির্বাচনের নীতিগুলির বিষয় বিবরণ দিয়েছেন পরবর্তী অধ্যায়ে।

বর্তমানযুগে বই ছাড়া অ-বই (Non-book) ও অমুদ্রিত তথ্যসামগ্রীর অপরিহার্যতা বিবেচনা করে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অ-বই (সাময়িকী, পত্রিকা, সংবাদপত্র, ম্যাপ চার্ট ইত্যাদি) এবং অমুদ্রিত (Film, ক্যাসেট, Microform, Magnetic Tape ইত্যাদি) সামগ্রীর নির্বাচন ও মূল্যায়ন।

বই নির্বাচনে সাহায্যকারী নির্দেশিকা, পুস্তক সমালোচনার ভূমিকা, গুণাবলী ও ব্যাখ্যামূলক টীকা, এবং বই নির্বাচনে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জীর বর্ণনা ও অবদান আলোচিত হয়েছে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে।

সংগ্রহ মূল্যায়ন (Collection Evaluation) এবং অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় বই ও পত্র-পত্রিকার ছাঁটাই (Weeding) বই নির্বাচনের মতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে কোন গ্রন্থাগারে। ছাঁটাইয়ের মানদণ্ড, নিয়মাবলী বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের ছাঁটাই-পদ্ধতির বর্ণনা ; সংগ্রহ মূল্যায়ন সম্পর্কে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা—পরিসংখ্যান, পাঠক-সমীক্ষা (User Study) ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর সুন্দর আলোকপাত (আলোচনা) করেছেন লেখিকা নবম ও দশম অধ্যায়ে। User Study

এর বাংলা প্রতিশব্দে "পাঠক-পর্যবেক্ষণ"-এর পরিবর্তে "পাঠক-সমীক্ষা" আরো অর্থবহ।

গ্রন্থটির আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন—কপিরাইট ও সেন্সরশিপের উপর শেষ দুইটি অধ্যায়। আন্তর্জাতিক, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের কপিরাইট আইন; (Censorship) সেন্সরশিপের অর্থ—রাজনীতি, ধর্ম এবং নৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে এর ব্যবহার এবং এবং সবশেষে ALA-Library Bill of Rights-এর মূল অংশগুলির ভাবানুবাদ।

আলোচিত গ্রন্থটি মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক হলেও গ্রন্থাগারিক-পেশার সঙ্গে সকলেরই কাজে লাগতে পারে। এই বিষয়ের উপর বাংলায় লেখা এ ধরনের সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ-বই বিরল। বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও পরীক্ষা এবং ইউ. এস., এ. ইউ. কে অস্ট্রেলিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই গ্রন্থের লেখিকা—ডঃ আফিফা রহমান তাঁর বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের নব-সংযোজিত বিষয়গুলির উপর আরো পাঠ্যপুস্তক রচনা করুন এই আশায় রইলাম।

গ্রন্থ সমালোচনা—**হিরণকুমার দত্ত।**

Annual Subscription : Rs. 120 00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs 10 00 LICENCE No WB/CC-CL-2
Postal regd No WB/CC-[illegible]
Regd Nr R N 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 12 March-April 1998

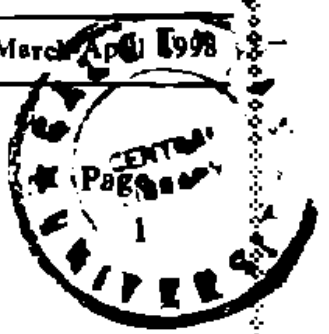

CONTENTS

Page

Editorial 1

Barunkumar Chattopadhyay

Dr. Aditiya Kumar Ohdedar : An Annotated Bibliography 3—7

Diptimoy Roy

Existance of Computer Librarian 8—10

Dr. Afifa Rahaman

'Pre-natal Technical Work' of Ranganathan and C. I. P. of the Library of Congress 11—13

From a Retired Librarian

By the By 13—16

Dr Kunal Sinha

Calcutta's two old Libraries 16—22

Hiran Kumar Datta

Book Review 23—24

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at J. D. Press, 52 Kailash Bose Street, Calcutta-6.
Editor : Arun Ray.

25/ [illegible]

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২ | সম্পাদক : অরুণ রায় | জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১—৩

মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী
আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৪—১২

পার্থসারথি জানা
জেলাভিত্তিক আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা :
একটি নমুনা সমীক্ষা ১৩—১৯

অসীমকুমার দাস
মেদিনীপুর জেলার মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য :
উৎস, সংরক্ষণ

গৌতম মাইতি ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস
সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাপ নিরূপণ :
একটি সমীক্ষা ২২—২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ২. সম্পাদক : অরুণ রায় জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্তি অভিমুখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই গৌরবময় দীর্ঘ দিনের কর্মের এবং বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হয়নি। লেখা হলে এর বহু বিচিত্র কথা জানা যেত। ইতিহাস আমাদের অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; তার ফলে আমরা অতীতকে বিচার করতে পারি। দু'হাজার সাল আসতে আর দেড় বছরও নেই। পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব যথাযোগ্য ভাবে পালন করতে হলে এখনই এজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৯২৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে এই পরিষদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে এই পরিষদের সঙ্গে আরও বহু মনীষী যুক্ত হয়েছেন—পরিষদে দলে দলে এসেছেন বহু নিষ্ঠাবান কর্মী—তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবায় এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়ে গেছে। এ রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্য বহন করে গ্রন্থাগার আন্দোলন এনে দিয়েছে গ্রন্থাগার জগতের এক বিশেষ মর্যাদা। তবে বর্তমানে হয়তো এই সমাজ ও সংস্কৃতির এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতালাভের পর থেকেই নানারকম স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে। আমরা এখন এক নতুন যুগের সম্মুখীন। পুরানো ধ্যান-ধারণা বদলাচ্ছে—আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটছে। ঐতিহ্য বলতে আমাদের সমাজের রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস-বিশ্বাস, আচার-আচরণ সবই বোঝায়। বর্তমানে অপসংস্কৃতি বলে একটা কথাও উঠেছে। নতুন যুগের পরিবর্তনের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই-ই আছে। গত কয়েক দশকে আমরা অনেক কিছুই দেখেছি : রাজনীতির উত্থান-পতন ও ধর্মান্ধতা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর; দেশবিভাগ ও তার পরবর্তী অন্ধকার দিনগুলিও দেশের দুর্ভাগ্য; দেশময় বিশৃঙ্খলা—চোরা কারবার, মজুতদারি, দুর্নীতি ও ঘুষের রাজত্ব শিক্ষা জগতের নৈরাজ্য।

এরই মধ্যে দিয়ে দেশের উত্তরণও ঘটেছে; জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত হয়েছে। হয়তো এরই ভেতর দিয়ে গড়ে উঠবে আগামী দিনের বাঙালী সমাজ এবং নতুন প্রজন্ম।

এই ভাঙাগড়ার মধ্যেও একদল লোক যে গ্রন্থাগার আন্দোলন আঁকড়ে বসেছিলেন এটাই আশ্চর্য। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারাশ্রয়ী শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নতি হতে হতে পারে না। এইকাল সমগ্র ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত লোকের হার ছিল অল্প। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অনেক বৎসর পর্যন্ত এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার কোন প্রচেষ্টা হয়নি।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান হয়েছে এবং এ পর্যন্ত এই অভিযান কিছুটা সফলও হয়েছে। মনে রাখা কর্তব্য, বহুসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর থেকে সাক্ষরে পরিণত হলেও তাঁদের সেই সাক্ষরতা ধরে রাখতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

অপরিহার্য। সাক্ষর লোকেদের তাঁদের উপযুক্ত বই ও পত্র-পত্রিকা না দিতে পারলে তাঁরা চর্চার অভাবে পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হবেন। নিরক্ষরতার অভিধানে এ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে এটা রোধ করা যাবে।

এখন এই সদ্য-সাক্ষরদের উপযুক্ত বই ও পত্র-পত্রিকার যোগান দেওয়া, তাঁদের গ্রন্থাগারাভিমুখী করা খুব সহজ কাজ নয়। এ ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকার প্রথমত অপ্রতুলতা রয়েছে; তারপর যা-ও বা রয়েছে তার সন্ধান অনেক সময়েই অজ্ঞাত থেকে যায়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি কর্তৃক 'চলতি জগৎ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা সদ্য সাক্ষরদের খুবই উপযোগী। সদ্য সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসতে হলে গ্রন্থাগারের কিছু আকর্ষণীয় কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন। তেমনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরেও যেসব নিরক্ষর রয়ে গেলেন তাঁদের গ্রন্থাগারে আনার জন্য নানারকম শ্রাব্য-দৃশ্য কার্যক্রমও থাকা প্রয়োজন। যেমন, গল্প বলা, খবরের কাগজ পাঠ, বই থেকে পাঠ, আবৃত্তি, কথকতা প্রভৃতি। আর, সাক্ষর লোকেরাও যে গ্রন্থাগার বিশেষ ব্যবহার করে থাকেন তা নয়। তাঁদেরও গ্রন্থাগারে আকর্ষণের উপায় ভাবতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অনুদান পেয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু পরিষেবার দিক থেকে এ রাজ্যে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অথচ এর চাইতে অনেক কম অনুদান পেয়েও ভারতের অন্য কয়েকটি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিষেবার দিক দিয়ে অনেক উন্নত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এ রাজ্যের মন্ত্রিসভার গ্রন্থাগার বন্ধুদের ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রীও রয়েছেন। এছাড়া গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদও অনেকদিন হল গঠিত হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব বোধ হয় কারও ওপর নেই। কেননা, সেখানে রাজ্যের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এ রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ঠিক কত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট থেকে বোধ হয় তা জানা যাবে না। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি কেমন চলছে, পরিষেবারই বা কী অবস্থা এটা জানারও উপায় নেই। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন রিপোর্ট প্রকাশ করেন নি। এদের নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে—আমরা এ ব্যাপারে কারও ওপর দোষারোপ করতে চাই না। তবে দেখা যায় এ রাজ্যের কিছু কিছু সাধারণের গ্রন্থাগার কার্যত বন্ধ আছে। অনেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নেই বা উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নেই। কোন কোন গ্রন্থাগার আবার সময়ে খোলা হয় না বা সময় হবার অনেক আগেই বন্ধ করা হয়। অবিলম্বে এইসব বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে না উঠলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না—গ্রন্থাগার অব্যবস্থায় রাজ হবে। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই রকমই যখন অবস্থা তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন চুপ করে রয়েছে? কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাতে তো এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—এ ব্যাপারে সরকারই পারেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তবে এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবশ্যই আকর্ষণ করে থাকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণেও গ্রন্থাগার পরিষদের এক অতি গৌরবজনক ভূমিকা গ্রন্থাগার পরিষদের রয়েছে। ১৯৩৭ সাল থেকে এই পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। সে-সময়ে সমগ্র ভারতে এই শিক্ষণের জন্য একটি বা দুটি কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স খোলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক গ্রন্থাগার, এমন-কি, কিছু সাধারণ গ্রন্থাগারও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্গীকরণ, সূচীকরণের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করা হচ্ছে শিক্ষিত

গ্রন্থাগারিকের ধারা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন-পাঠন ও গবেষণার যেমন অগ্রগতি হয়েছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই ও পত্র-পত্রিকাও তেমনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এদেশে এ পর্যন্ত ইংরেজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও এরকম পুস্তকের সংখ্যা কম নয়।

কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের বর্তমানে শিক্ষকদের সমান বেতনক্রম ও মর্যাদা হয়েছে বা হতে চলেছে। এমন ভাবেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি হচ্ছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটিরও একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী এই পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সংবাদ ছাপা হয়েছে। পঞ্চসপ্ততি বর্ষের পূর্তি উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অগ্রগতি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাহিত্য প্রকাশনার বিবরণ, ইত্যাদি।

এই উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি ক্রমচরিত নির্ঘণ্টও প্রকাশ করা প্রয়োজন। পরিষদেরই একজন সদস্য বহুপূর্বেই এমন একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন—সেটি ছাপা যায় কিনা দেখা উচিত।

পরিষদের পঞ্চসপ্ততি বর্ষের পূর্তি উৎসব পালনের জন্য নিশ্চয়ই একটি উপযুক্ত কমিটি গঠিত হবে। তাঁরা আরও অনেক কিছু কার্যক্রম হয়তো গ্রহণ করবেন। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐ উৎসবের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে এটা যাতে যথাযথভাবে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয় তার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাই। এ বিষয়ে কোন পরামর্শ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদককে জানালে তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখা হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১০) ৩৫.০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) ১৯১৫-১৯৩০) ২০.০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫.০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫.০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০.০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫.০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫.৫
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০.০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫.০০

আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
(In-house use of libary)

মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী

ভূমিকা :

গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হল গ্রন্থাগার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। আর এই সর্বোত্তম ব্যবহারের সামগ্রিক পর্যালোচনায় মূলতঃ দু'ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবহারের কথা এসে যায়—(১) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে বা গ্রন্থাগার চত্বরে গ্রন্থসম্পদ ব্যবহার, এবং (২) গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক ধার করে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা। উক্ত দু'ই ধরনের গ্রন্থাগার পরিষেবা একক্ভাবে এবং এক-যোগে গ্রন্থাগার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে সাহায্য করে।

১। **আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্বরূপ :**

ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রন্থ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রন্থের অন্তর্স্থ তথ্য বা জ্ঞানকে আত্মস্থ করা। এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে পি. বাটলার 'An Introduction to Library Science' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—

"The reader's aim is to transferknowledge from the book to his own mind."

আর এই আত্মীকরণের প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগার একই সঙ্গে দু'ধরনের ভূমিকা নিতে পারে। প্রথমতঃ, গ্রন্থাগারে বসে গ্রন্থ পড়ার ব্যবস্থা করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারকারীদের বাড়ীতে গ্রন্থ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা বা অনুমতি দেওয়া। প্রথমোক্ত প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন ডকুমেন্টের প্রকারভেদে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার-এর পরিমাণগত তারতম্য ঘটে থাকে। তবে লক্ষ্য করা গেছে সাময়িক পত্রের সাম্প্রতিক সংখ্যার ব্যবহার পুরানো সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশিই হয়ে থাকে। অবশ্য সাময়িকপত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এমন ধরনের। যে সমস্ত ডকুমেন্ট বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য ইস্যু করা হয় না মূলতঃ সেই বিশেষ ডকুমেন্টগুলির আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার হয়ে থাকে। এই মাপকাঠিতে আকর গ্রন্থ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাগার ব্যবহার মূলতঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যবহারকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই বলা যায় বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে যে বিশেষ পরিবর্তন বা ধারা (Trend) সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি এবং গ্রন্থাগারে এই প্রযুক্তির ব্যবহার। অনলাইন (Online) ও সিডিরম (CD-ROM) ব্যবহার করে অতি সাম্প্রতিক তথ্যের অনুসন্ধান স্বল্পায়াসে এবং স্বল্প সময়ে করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে একটু সতর্কতা অবলম্বন করাও প্রয়োজন। তথ্যানুসন্ধানের কাজে সিডি-রম ((CD-ROM), অনলাইন (On-line) কিংবা অন্য কোন Text Retrieval Package ব্যবহার করা হোক না কেন সেগুলির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে এবং যথোচিত মূল্যায়ন করে তবেই গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের কাজে নির্বাচন করতে হবে।

এম. এস শ্রীধর ব্যাঙ্গালোরের ইস্রো স্যাটেলাইট সেন্টার (ISRO Satellite Centre)-এ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের উপর একটি সমীক্ষা করেছেন। এই

সমীক্ষার শ্রীধরের পর্যবেক্ষণ হল—ব্যবহারকারীদের স্ট্যাটাস-এর সাথে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। (In-house use of documents and participation in collection development (through document suggestion) are positively and linearly related to status of users).

২। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতি :

আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সামগ্রিক পর্যালোচনায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতি নির্ধারণ খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশেষ কিছু গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর কথা এ প্রসঙ্গে এসে যায় যাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবহার বলতে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকেই সম্পূর্ণ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। যেমন, অন্তঃবাসী ব্যবহারকারী ; গ্রন্থাগারে বসে পড়ার অনুমতিই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কেবল এই ব্যবহারকারীদের দিয়ে থাকেন। এছাড়া, যাঁরা শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে বসে পড়ার জন্যই গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে থাকেন তাঁদের ব্যবহারও মূলতঃ আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকেই নির্দেশ করে থাকে। বলাবাহুল্য, আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারেও এই প্রকার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের বিশেষ চল আছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সুবাদে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতিতেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। কি সেই লক্ষণীয় পরিবর্তন ? আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা অনেক সময়ে গ্রন্থাগারে বসে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাগার সংগ্রহ থেকে টুকে না নিয়ে সেই অংশটুকু জেরক্স করে নিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থায় একাধারে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীর সময়-সংক্ষেপ ও শ্রমলাঘব হয়।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল লাইব্রেরী অটোমেশন। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি হয়তো এমনই একটি জায়গায় পৌঁছবে যখন ডকুমেন্টের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রচলিত রূপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে যে অবয়ব ধারণ করবে সেটি সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিশেষতঃ কম্পিউটারাইজেশনের-ই প্রতিচ্ছবি। এমন অবস্থায় গ্রন্থাগারে বসে মাথা গুঁজে বই পড়ার সেই চিরাচরিত চিত্রটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে লোপ পাবে। আর দরকারই বা কি বই-এর মত মুদ্রিত কপি বা হার্ড কপি বা Print on Paper (pop)-এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকে সর্বদা সীমিত রাখার ? তথ্যের বাজারে তো এসেই গেছে বেশ কিছু Text Retrieval Package যেমন, BASIS (Pc version), BRS / Search (C version), CDS / 1515 (Micro version), Idealist, (PC version)। এছাড়া আরও একটি কারণে লাইব্রেরী অটোমেশনকে স্বাগত জানাতে হয়। ইলেকট্রনিক জার্নাল ইতিমধ্যেই অনেক গ্রন্থাগারে আসতে শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে গ্রন্থাগারে ইলেকট্রনিক জার্নাল বাদেও ব্যবহার করা হবে কেন ? গ্রন্থাগারের ক্রয়ক্ষমতা কিংবা বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারে রাখা সম্ভব না হলে Resource sharing তো করা যেতে পারে ? কিন্তু যে পরিস্থিতিতে Resource sharing-এর সাহায্য নিয়েও প্রয়োজনীয় সাময়িকপত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে Electronic journal কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আর্থিক নীতির প্রেক্ষাপটে এর সঠিক উত্তর দিয়েছেন "Margo Sasse" এবং B. Gean Winkler "Electronic Journals : A Formidable Challenge for Libraries" নিবন্ধে। তাঁদের বক্তব্য—

"Librarians have a special interest in the progress of electronic journals; one expectation is that they may provide an answer to the high cost of scholarly journals."

অর্থাৎ কাগজে ছাপান প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ পত্র-পত্রিকার অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইলেকট্রনিক জার্নাল এর

সরবরাহ হওয়া এবং এই ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা।

এবার একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতি পরখ করা যেতে পারে। শ্রীধরের সমীক্ষা (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে দেখা যায় কোন বিশেষ বিষয়ের চারত্মো বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত সমীক্ষার সিদ্ধান্ত হল গণিতজ্ঞদের আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার বেশি হয় অন্য বিশেষজ্ঞদের তুলনায়। শ্রীধরের ভাষায়—

Mathematicians have the least proportion of non-users in respect of borrowed use of books (5%), in-house use of library (10%) and document reservation service (11.8%).

তথ্যানুসন্ধানের কাজে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল—অন-লাইন (On-line) ও সিডি রম (CD-ROM) যা আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের কাজে বিশেষ উপযোগী। এই দুই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য টুকু আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীরা চটজলদি পেতে পারে।

যে সমস্ত পদ্ধতির কথা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হল সেগুলির মধ্যে অনেক কটিই বেশ ব্যয়-সাপেক্ষ। খুব সঙ্গত কারণেই অনেক গ্রন্থাগারের বাজেট ঐ সমস্ত ব্যয়বহুল ডকুমেন্ট প্রব্যের অনুমোদন নাও দিতে পারে। তথাপি গবেষণার স্বার্থে চটজলদি সঠিক তথ্যটি পেতে বিকল্প আর কিই বা হতে পারে ?

৩। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগারকর্মী :

গ্রন্থাগারের যে কোন পরিষেবা গ্রন্থাগারকর্মীই দিয়ে থাকেন। এ আর নতুন কথা কি ? যে বিষয়ের অবতারণা করতে এ কথা বলা সেটি হল গ্রন্থাগার পরিষেবার সাথে মূলতঃ দু'ধরনের কর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। হুইটেকার (whittaker)-এর মতে এই দুই ধরনের কর্মী হল—Frontline staff এবং Back room staff। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাথে এই Frontline staff মূলতঃ জড়িত। Frontline staff বলতে পরিষেবা প্রদানের কাজে যাঁদের প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী-দের মুখোমুখি হতে হয় এমন ধরনের গ্রন্থাগারকর্মী'দের-ই নির্দেশ করা হয়।

৪। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের তাৎপর্য্য :

গ্রন্থাগার চত্বরের বাইরে ও অভ্যন্তরে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবহারের সমষ্টিগত ফলই হল এক কথায় গ্রন্থাগার সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার। স্বাভাবিকভাবেই, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ব্যবহার বিবেচনা করা না হলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ও ব্যবহারকারীর অসম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে। হেইস (Hayes) আঙ্কিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গ্রন্থাগার সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহারকে শুধু-মাত্র সঞ্চারণ (Circulation)-এর দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। গ্রন্থাগার গৃহে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবহার পরি-মাপের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ গ্রন্থাগারের তুলনায় গবেষণা গ্রন্থাগারে বেশি কারণ এই গবেষণা গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার পুস্তক সঞ্চারণ-এর থেকে বাস্তবে বেশিই হয় এবং গবেষণা গ্রন্থাগারের ব্যবহার বলতে এই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকেই মূলতঃ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার-এর পরিমাপের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—সঞ্চারণ এবং আভ্যন্ত-রীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্যে আন্তসম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য আন্তসম্পর্কের বিষয়ে এ যাবৎ অনেক গবেষণাই হয়েছে। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য কোন্ ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, কতটা ব্যবহার হয়েছে সেটুকু জানা নয় (The Purpose of performing an in-house study should be to discover what is being used, not how much the library is being used)। আভ্যন্তরীণ-গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এখানেই শেষ নয়। যাঁরা গ্রন্থাগারে বসে গ্রন্থ সম্পদ ব্যবহার করে থাকেন

এমন ব্যবহারকারীদের সনাক্তকরণ, উক্ত ব্যবহারকারী ও তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এমন অনেক মূল্যবান তথ্য আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার থেকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে। কোন্ কোন্ বিষয়ের ডকুমেন্ট বা কোন্ কোন্ ডকুমেন্ট বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা অব্যবহৃত অবস্থায় দিনের পর দিন গ্রন্থাগারে পড়ে থাকছে এমন পরিস্থিতিকেও সনাক্ত করা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট ডকুমেন্টের ব্যবহারের পর্যায় (Frequacy) জানা যায়।

আর্থিক সঙ্কটাবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি Cost-benefit বিশ্লেষণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। আর তখনই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয় গ্রন্থাগারের পরিগ্রহণ কি আর্থিক তত্ত্বের বিচারে ন্যায় সঙ্গত? এমন প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। এর যোগ্য জবাবও খুঁজতে হবে পরিগ্রহণের ব্যবহারের (use of acquisitions) মাপকাঠিতেই। গ্রন্থাগার সংগ্রহের অন্যান্য কার্যকারিতাও আছে—যেমন, অনুপ্রেরণামূলক এবং মিউজিয়াম কার্য। কিন্তু গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার যদি প্রকৃত অর্থে না-ই হয় তবে গ্রন্থাগারে সেই গ্রন্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কোথায়?

গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগার প্রশাসনের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের অপ্রচলিত (obsolescence) হওয়ার ধারণা। বিষয়-বস্তুর প্রাচীনতার জন্য অর্থাৎ সাম্প্রতিক তথ্য না থাকার দরুণ গ্রন্থাগার সংগ্রহের একটা অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অব্যবহারের পর্যায়ে পৌঁছায়। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রন্থাগার সংগ্রহের এই অনিবার্য পরিণতিকে মাথায় রেখেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য রক্ষিত গ্রন্থাগার সংগ্রহের কোন্ অংশ অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে এবং এই অপ্রচলনের হারটুকুই বা কেমন? এর আগে বুঝে নেওয়া দরকার 'অপ্রচলিত' শব্দের অর্থগত ব্যাপ্তি-টুকু। সাদামাটা অর্থে 'অপ্রচলিত' বলতে বোঝায়, ব্যবহারের অযোগ্য কিংবা অকেজো—এই ধারণাগুলিই সাধারণতঃ মনে ভেসে ওঠে। আরও মনে আসে লাইন (Line এবং সান্ডিসন (Sandison) প্রদত্ত সেই সুন্দর সংজ্ঞাটি—

"decline over time in validity or utility of information."

অর্থাৎ এই সংজ্ঞা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সময়-এর সাথে তথ্যের উপযোগ মূল্যের অপেক্ষক সম্পর্কটি। অপ্রচলন-এর উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথায় বলা যায় আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পর্যালোচনা করে অপ্রচলিত গ্রন্থাগার সংগ্রহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং অপ্রচলনের হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

অবশেষে, এমন কিছু ধরনের ডকুমেন্টের উল্লেখ করতে হয় (যেমন, সাময়িকপত্র, আকরগ্রন্থ) যেগুলির ব্যবহার বিশেষভাবে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অতএব, এই বিশেষ ধরণের ডকুমেন্ট ব্যবহারের গুণগত ও পরিমাণগত হিসাব পেতে গেলে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পরিমাপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

৫। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিমাপ :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্ততঃ একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল, যে কোন গ্রন্থাগারেই আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পরিমাপ করা অবশ্য পালনীয় কাজ। এখন দেখা যাক গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ডকুমেন্ট ব্যবহার পরিমাপ করার কি কি পদ্ধতি আছে? এর উত্তরে বলা যায় অনেক পদ্ধতির সাহায্যেই এই পরিমাপ করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে সহজতম পদ্ধতিটি হল—পড়ার টেবিলে বা ছেড়ে ফেলে যাওয়া গ্রন্থগুলিকে গণনা করে দেখা। গ্রন্থাগারে এই টেবিল গণনা (Table count) পদ্ধতির অধিক প্রচলন আছে। অবশ্য এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে গেলে ব্যবহারকারীদের জানানো প্রয়োজন যে সমস্ত গ্রন্থ তারা গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরেই কেবল মাত্র ব্যবহার করেছেন সেগুলি যেন পুস্তকশকটে না তোলেন। লাইব্রেরী স্লোলিপ, কার্ড বা প্রতিষ্ঠানবিশেষে কার্যকর হবে-এমন

কোন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীদের এই জানানোর কাজটি সহজেই করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, টেবিল গণনা পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল বিবেচিত হলেও বেশ কিছু মারাত্মক ত্রুটি এই পদ্ধতির আছে। যেমন—

(ক) কিছু ব্যবহারকারী ডকুমেন্ট ব্যবহারের পরে উক্ত ডকুমেন্টগুলি নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুস্তক-মঞ্চে তুলে রাখেন। স্বাভাবিকভাবে, এই পদ্ধতি প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় কম ব্যবহারের হিসাবই দেখাবে।

(খ) টেবিলে পড়ে থাকা ডকুমেন্টগুলির মধ্যে কিছু ডকুমেন্ট একবারও ব্যবহার হয় না, অথচ টেবিলে অহেতুক ফেলে রাখা হয়। বহুল ব্যবহার বা সম্পূর্ণ অব্যবহারের এই চিত্রটি টেবিল গণনা পদ্ধতি কোন ভাবেই প্রকাশ করতে পারে না।

(গ) পুস্তক-এর দৈর্ঘ্যের আকৃতির উপর অনেক সময় নির্ভর করে পুস্তক মঞ্চ থেকে পুস্তক বের করে এনে টেবিলে রেখে ব্যবহার করা হবে না কি পুস্তক মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে নিয়ে পুনরায় মঞ্চে সাজিয়ে রাখা হবে। অভিজ্ঞতা থেকে অনেকসময় দেখা যায়, খুব ভারী বই টেবিলে রেখে পড়া হয় কিন্তু হাল্কা বই পড়ার পর পুনরায় ব্যবহারকারী নিজেই সেটি পুস্তকমঞ্চে সাজিয়ে রাখেন।

(ঘ) ব্যবহারকারীরা নিজেরাই পুস্তকমঞ্চে পুস্তক সাজানোর ফলে গ্রন্থসজ্জার বিন্যাসে ভুল বা বিশৃঙ্খলার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়।

(ঙ) মুক্তদ্বারপ্রথার সুযোগ নিয়ে ব্যবহারকারীরা নিজেদের খেয়ালখুশিমত নির্ধারিত পুস্তক ফেরত মঞ্চে বা টেবিলে ব্যবহৃত পুস্তক ফেরত না দিয়ে অন্যান্য ব্যবহৃত পুস্তক রাখেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি ধারণা পরিষ্কার যে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ডকুমেন্টের ব্যবহার সঠিক জানতে পারা না গেলেও মোটামুটি একটি চিত্র অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে যে বিষয়টি একেবারেই জানা যায় না সেটি হল—কে বা কারা ডকুমেন্টের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করেছেন? সার্ভে ফরম পূরণ করে এই অজ্ঞাত পরিচিতি (anonymity) হ্রাসের চেষ্টা করা যেতে পারে। সাময়িক-পত্রের কোন ভল্যুমের (volume) জন্য টেলর Taylor ঠিক এমনই একটি ফরম ব্যবহার করেছিলেন যাতে থাকবে ব্যবহারকারীর কিছু ব্যক্তিগত বিবরণ বিশেষতঃ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাথে ঐ ব্যবহারকারী যুক্ত এবং বর্তমান মর্যাদা অর্থাৎ স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের ছাত্র না শিক্ষক, ইত্যাদি)। এই সার্ভে ফরম পূরণ করার সাথে সাথে গ্রন্থাগার সমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও সম্পন্ন হয়ে যায়। আবার, কোয়েশ্চনার (Questionnaire) পদ্ধতিতেও আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার এর পরিমাপ করা যায়। তবে, রুবিন (Rubin) এই কোয়েশ্চনার পদ্ধতিকেই অনুমোদন করেছেন কারণ এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারী ও ব্যবহৃত ডকুমেন্ট সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview method)। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের হিসাব (estimate) পাওয়া যেতে পারে পর্যবেক্ষণ কাল (Observation period)-এর সাহায্যে। আবার, অনেকসময় বারকোড স্ক্যানার (Barcode Scanner) ব্যবহার করেও আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার পরিমাপ করা যেতে পারে।

এই সমস্ত আলোচিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে শুধুমাত্র এটুকু সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে এক-এক রকমের ফল পাওয়া যাবে যার একটির সাথে অন্যটির কোন সাদৃশ্য প্রায় নেই বলা চলে।

৬। সাধারণ বনাম আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার :

বলাবাহুল্য, সাধারণ এবং আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার দুটি কর্মপদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের ডকুমেন্ট ব্যবহারকে নিশ্চিত করে থাকে। তবু এই দুই

পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায়। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য বই ধার দেওয়ার কাজ সম্ভারণ এ হয়ে থাকে। অন্যদিকে, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার শুধুমাত্র গ্রন্থাগার চত্বরেই ডকুমেন্ট ব্যবহারকে নির্দেশ করে থাকে; অর্থাৎ, গ্রন্থাগার ব্যবহার উভয় পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ব্যবহারের পদ্ধতিগত এবং মূলতঃ স্থানগত ব্যবধানএই দুয়ের মধ্যে রয়েই গেছে। অবশ্য এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকুই শেষ কথা নয়, এমন কিছু মিলও আছে যা দিয়ে এদেরকে একসূত্রে গ্রথিত করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে বিশেষতঃ ১৯৮০ সালের মধ্যে এই একটি দশকে সম্ভারণ এবং আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক (correlation) প্রতিষ্ঠা করার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। ম্যাকরাথ (Mcgrath) আবিষ্কার করেছেন যে সমস্ত বই বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য ধার দেওয়া হয় সেই সমস্ত বই-এর বিষয়ের সাথে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত বই-এর বিষয়বস্তুর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। অতি সাম্প্রতিককালে হার্ডেস্টি (Hardesty)-ও দেখিয়েছেন যে সমস্ত বই-এর কোন সম্ভারণ নেই সেগুলি গ্রন্থাগারে পড়ার জন্য কেউ কোনদিন স্পর্শ করেও দেখে না। লরেন্স (Lawrence) এবং ওজা (Oja) পরিসংখ্যানগত তাৎপর্যপূর্ণ অথচ দুর্বল আন্তঃসম্পর্ক দেখিয়েছেন। তাঁদের বিবেচ্য বিষয়—একটি ডকুমেন্ট কতবার ধার দেওয়া হয়েছে এবং কতবার গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ব্যবহার হয়েছে? হিন্ডল (Hindle) এবং বাকল্যান্ড (Buckland) নির্দেশ করেছেন—যে বই যত কম গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধার দেওয়া হয় সে বই-এর ব্যবহার গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরেও তত কম হয় এবং যে বই-এর সম্ভারণ যত বেশি গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ব্যবহারও সে বই-এর তত বেশি হয়। চাহিদাই এখানে মূলশক্তি। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর কাছে যে বই-এর চাহিদা আছে সে বই-এর সম্ভারণ যেমন বেশি আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারও তেমনি বেশি হয়।

৭। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার ও রেফারেন্স সংগ্রহ :

রেফারেন্স বিভাগের কোন ডকুমেন্ট কোন অবস্থাতেই গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য ধার দেওয়া হয় না। ব্যবস্থামূলক ভাবে গ্রন্থাগার চত্বরেই বিশেষতঃ রেফারেন্স বিভাগেই রেফারেন্স ডকুমেন্টের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই, রেফারেন্স ডকুমেন্টের ব্যবহার বলতে একমাত্র আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। রেফারেন্স সংগ্রহ ও অনুশীলন পরিষেবার মূল্যায়নের কাজে এই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করতেই হয়। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকে উন্নত করার কাজে গ্রন্থাগারের সম্ভারণ বিভাগও অন্যান্য বিভাগের তুলনায় রেফারেন্স বিভাগের ভূমিকা অনেক বেশি সমর্থক ও সক্রিয়।

৮। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার ও সাময়িক পত্র :

সাময়িকপত্রের ব্যবহার মূলতঃ আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার। প্রসঙ্গতঃ, সাময়িকপত্রের ব্যবহার-এর স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাময়িকপত্র নির্বাচন এবং সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ওল্টানোর কাজ (physical selection of a journal and the act of leafing through the pages.-ই হল একথায় সাময়িকপত্রের ব্যবহার। এখন একটাই প্রশ্ন—সাময়িকপত্রের ব্যবহার গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে কেমন হবে? এখানেও অনেকগুলি চালক (Variables) এক সাথে বা একাকী সক্রিয় থাকে। যেমন :

১) সাময়িকপত্রের মূল্য বা Subscription—যে সাময়িকপত্রের মূল্য ব্যক্তিবিশেষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সেরকম পত্রিকা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন উক্ত পত্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যবহার পরিমাণে খুব অল্পই হয়: অর্থাৎ সাময়িকপত্রের মূল্যের সাথে আভ্যন্তরীণ

গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিপরীতমুখী সম্পর্ক (inverse relation) রয়েছে।

২) আবার সব সাময়িকপত্র নয়, শুধুমাত্র সাম্প্রতিক সাময়িকপত্রেই আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। ব্যবহারকারীদের প্রবণতা বা ঝোঁক থাকে সাময়িকপত্রের যে সংখ্যাটি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা। তবে পুরনো সংখ্যার ব্যবহার যে একেবারেই হয় না এমন মনে করাও ঠিক হবে না। পুরনো সংখ্যার ব্যবহারও কিছুটা হয় যদি সাম্প্রতিক সংখ্যার নিবন্ধে উক্ত পুরনো সংখ্যার নির্দেশ বা উল্লেখ থাকে।

৩) ফোটোকপির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলতে হয়। সাম্প্রতিক সংখ্যায় উল্লেখ থাকলে তবেই পুরনো সংখ্যার কোনো বিশেষ নিবন্ধের খোঁজ পাওয়া যায় এবং উক্ত নিবন্ধের ফটোকপি করার প্রয়োজনবোধ হয়।

৯১। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সমস্যা :

আজকের দিনে প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল—গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে বসে গ্রন্থ ব্যবহারের সমস্যা। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী উভয়কেই এই সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। এখন দেখা যাক, সমস্যাগুলি কেমন এবং কোন্ কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে এগুলির উদ্ভব হয়?

(ক) প্রাচীন গ্রন্থ—প্রথমেই চলে আসি প্রাচীন গ্রন্থের কথায়। প্রাচীন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহও প্রাচীন। বলাবাহুল্য, সাম্প্রতিক তথ্য এমন গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থাগারে যদি আধুনিক গ্রন্থের তুলনায় এমন প্রাচীন গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি হয়ে পড়ে তাহলে সাম্প্রতিক তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়ার কাজে এমন গ্রন্থাগার সহায়ক হয় না। অভাবতই আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার কমে যায়।

(খ) তহবিল-এর অপ্রতুলতা—অনেক সময় পর্যাপ্ত অর্থ তহবিলের অভাবে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী যাবতীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার হয়ে পড়ে সীমিত।

(গ) ডকুমেন্ট নির্বাচনে ত্রুটি—ডকুমেন্ট নির্বাচনের ত্রুটি সরাসরি প্রভাব ফেলে গ্রন্থাগার ব্যবহার বিশেষতঃ আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপর।

(ঘ) ডকুমেন্টের ভুল স্থানান্তর (misplaced)—পরিশেষে, আর একটি সমস্যা হল ডকুমেন্টের ভুল স্থানান্তর ঘটে। যে গ্রন্থাগারে মুক্ত মঞ্চপ্রথা চালু আছে সেই গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীরা ডকুমেন্ট ব্যবহার করার পর নিজেরাই পুস্তকমঞ্চে সেগুলিকে তুলে রাখেন। এর ফলে অনেক সময় ডকুমেন্টগুলি মঞ্চের ঠিক যে স্থানে রাখা প্রয়োজন সে স্থানে না রেখে অন্য কোন ভুল স্থানে রাখা হয়। পুনরায় প্রয়োজনের সময় সেটিকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগারকর্মী উভয়কেই যথেষ্ট অসুবিধার মোকাবিলা করতে হয়, সময় বিশেষে দুই পক্ষকেই বেশ নাকানি চোবানি খেতে হয়।

৯২। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের উন্নতি :

আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়ে প্রথমেই যে উপলব্ধিটুকু হওয়া দরকার সেটি হল যে কোন গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই দুই তরফ থেকে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সম্প্রসারণ তথা বিকাশসাধনে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই —সম্প্রসারণের সম্ভাব্য পদ্ধতি কি হতে পারে? কেমনটি হবে strategic planning? একথা অনস্বীকার্য যে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার অসংখ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে মূলতঃ যে বিশেষ ঘটনাগুলির দ্বারা আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহার (পরিমাণগত ও গুণগত বিচারে) প্রভাবিত হয় ব্যবহার (পরিমাণগত ও গুণগত বিচারে) প্রভাবিত হয় সেগুলি হল—

(ঝ) অনুলেখ সেবা—পূর্বেই বলা হয়েছে রেফারেন্স বিভাগে রেফারেন্স ডকুমেন্টের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অতএব আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অনুলেখ সেবার সম্প্রসারণ ঘটানো একান্তই প্রয়োজন।

(ঞ) মুক্তমঞ্চপ্রথার প্রবর্তন—পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির মাধ্যমেই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের সম্প্রসারণ সম্ভব। অনুলেখ সেবার পাশাপাশি পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল মুক্তমঞ্চ প্রথার প্রবর্তন। তবে মুক্তমঞ্চ প্রথাকে কার্যকরী করতে গেলে সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন। মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে বিষয়টি "রঙ্গনাথন কমিটি, ১৯৫৮-তে যথোচিত গুরুত্বসহকারে বিবেচিতও অনুমোদিত হয়েছে। কমিটির অনুমোদন—

"Safe-guarded open access and provision of ample reference service should be provided by each university and college library."

তবে অভিজ্ঞতার নিরীখে বলা যায়, মুক্তমঞ্চ প্রথা যে সকল গ্রন্থাগারে বা গ্রন্থাগারের যে সমস্ত বিভাগে চালু আছে সেই গ্রন্থাগার বা বিভাগের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বেশি হয়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—এই আভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রকৃত অর্থে কতটুকু বিস্তার লাভ করে? এ প্রসঙ্গে রঙ্গনাথন কমিটির অভিমত—

"It is known that the introduction of open access has led to the shoot-up of use ten-fold in many libraries."

(ট) সম্ভারণ বিভাগ ও পাঠকক্ষ বিভাগের মধ্যে সঠিক সমন্বয়সাধন—পূর্বেই বলা হয়েছে সম্ভারণ বিভাগের বই ব্যবহারকারীদের ইস্যু করে দেওয়া হয় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য আর পাঠকক্ষ বিভাগের বই গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে (বিশেষতঃ পাঠকক্ষে) ব্যবহারের জন্য। এখন প্রশ্ন—এই দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আর সমন্বয়-সাধন কিভাবে করা যেতে পারে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কাম্য গ্রন্থাগারপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা উচিত ব্যবহারকারী-দের কাছে যে গ্রন্থের চাহিদা আছে একমাত্র সমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই এই দুই বিভাগে সেই গ্রন্থের যথাতাত্ত্বিক যোগান নিশ্চিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান কিছুটা জটিল। যে সমস্ত গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদা আছে সেগুলিকে প্রথমেই যথাযথ সনাক্ত করে একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তারপর এই তালিকাভুক্ত গ্রন্থসমূহ দুই বিভাগেই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সচেতনভাবে এই কার্যক্রমটি নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন গ্রন্থাগারকর্মী-দের সচেতনতা, আগ্রহবোধ ও অধ্যবসায়।

(ঠ) আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারসংক্রান্ত নিয়মের সরলতা—গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংখ্যা যথাসম্ভব কম হবে এবং সহজ-সরল হবে যা গ্রন্থাগার ব্যবহারে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি না করে বরং আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

(ড) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাগার সংগ্রহ—এমনভাবে গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রতিটি ডকুমেন্টের অন্ততঃ একটি করে কপি যেন পাঠকক্ষে থাকে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে নিরপেক্ষ গ্রন্থাগার সংগ্রহ নীতি রচনা করতে পারলে তবেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

(ঢ) 'User Orientation' কর্মসূচীর প্রবর্তন—গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেওয়া তবেই সম্ভব যদি ব্যবহারকারীদের জানিয়ে দেওয়া যায় গ্রন্থাগারের কোথায় কোন্ ডকুমেন্ট আছে এবং সম্ভাব্য কি কি উপায়ে সেই সমস্ত ডকুমেন্টের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার করা যেতে পারে? আর এজন্যই তো 'User Orientation' কর্মসূচীর প্রবর্তন প্রয়োজন। এই ধরনের কর্মসূচীর সঠিক রূপায়ণের মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার অনেক সহজসাধ্য হয়ে যায় এমনকি বহুলাংশে বৃদ্ধিও পায়।

(ছ) ব্যবহারকারীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

সবশেষে, আর একটি কথা বলে রাখা দরকার, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা সর্বদা গ্রন্থাগারের তরফ থেকে সর্বতোভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এই সম্প্রসারণ ব্যবহারের কোন্ প্রকৃতিগত অর্থ নির্দেশ করে থাকে? আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থেকেও পুরনো ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যবহারের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি অথবা এই দুই পরিস্থিতির সমষ্টিকে আভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সম্প্রসারণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩। উপসংহার :

কি কি ধরনের এবং কোন্ কোন্ বিভাগের ডকুমেন্ট মূলগ্রন্থ গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা বিজ্ঞানসম্মত? এ প্রশ্নের উত্তর কিংবা এই সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের বিষয়টি গ্রন্থাগারের কয়েকটি বিশেষ আনুষঙ্গিকের উপর নির্ভরশীল। ডকুমেন্টের প্রকৃতি, গ্রন্থাগারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, ব্যবহারকারীর প্রকৃতি ও ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি বিষয়গুলি একই সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, রেফারেন্স বিভাগ, সাময়িকপত্র বিভাগ, শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী বিভাগ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিভাগে যে সমস্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ গড়ে তোলা হয় সেগুলি গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য অবশ্য কোন কোন গ্রন্থাগার (যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার) শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীও ইস্যু করে থাকে। পাশাপাশি এটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন এখনও পর্যন্ত ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার বাড়ীতে শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারের সহায়ক যন্ত্রগুলি রাখা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উক্ত শ্রবণ বীক্ষণ সামগ্রী গ্রন্থাগার থেকে ইস্যু করে বাড়ীতে নিয়ে আসার প্রাসঙ্গিকতাই বা কতটুকু?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. BOYCE (Bert R), MEADOW (Charles T), KRAFT (Donald H). Measurement in information science. C 1994. P 116.
2. BUTLER (Pierce). An Introduction to library science. 2nd ed. 1961. P 69.
3. LANCASTER (F W). If you want to evaluate your library. 1993. P. 79-80.
4. SASSE (Margo) and WINKLER (B Glean). Electronic journals : a formidable challenge for libraries. In GODDEN (Irene P), Ed. Advances in librarianship. V 17 ; 1993 ; P. 149.
5. SRIDHAR (M. S.). Non-use and non-users of libraries. Library science with a slant to documentation and information studies. 31, 3 ; 1994, September ; 122.
6. ——————————124.
7. UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (India). University and college libraries Report. UGC, New Delhi, 1965. P. 42.
8. ——————————P. 146.
9. WHITTAKER (Kenneth). The Basics of library-based user services. 1993. P. 64.

জেলাভিত্তিক আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা : একটি নমুনা সমীক্ষা

পীযূষকান্তি জানা

প্রস্তাবনা :

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়েছে ১৯৭১ সালে। উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে সঠিকপথে পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সাহায্যের স্বীকৃতি প্রদান এবং শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। রাজ্যস্তরে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা স্তরের প্রথম পর্যায়ে জেলা গ্রন্থাগার, দ্বিতীয় পর্যায়ে মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগার, তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে গ্রামীণ বা ইউনিট গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এরূপ স্তরবিন্যাস যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পর সাতের বছর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে। তাই এখন স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন—উক্ত আইন প্রবর্তনের সময় গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে কিরূপ গ্রন্থাগার পরিষেবা আশা করা হয়েছিল? সঠিক গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য আইনে কোন পথ নির্দেশ আছে কিনা? গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানে কি আশানুরূপ গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে পারছে? কিংবা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে কিভাবে আরও ভাল পরিষেবা পাওয়া যায়।

১। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সঙ্গতি ও সরকারী অনুদান :

আইনের দিকে আলোচনা ত্বরান্বিত না করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও পরিষেবার মানোন্নয়ন এই আলোচনার বিষয়বস্তু, তবে তার আগে এই গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান আর্থিক সঙ্গতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায় এই সব গ্রন্থাগারগুলি সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কিছু কিছু গ্রন্থাগারে স্থানীয়ভাবে কিছু আয়ের উৎস থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। তাই সমস্ত সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে নেয় সাংগঠনিক সরকারী অনুদানের পরিমাণ নিম্নরূপ :

বই ও পত্রপত্রিকা ক্রয়	টা:	৩৭০০·০০
পুস্তক বাঁধাই ও সংরক্ষণ	টা:	৬০০·০০
আসবাবপত্র ক্রয়	টা:	৬০০·০০
সম্ভাব্য খরচের জন্য রক্ষিত তহবিল	টা:	১১০০·০০

সূত্র : বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য সাম্প্রতিক রক্ষণাবেক্ষণের অনুদান (কর্মীদের বেতন ব্যতীত) সরকারী আদেশনামা নম্বর ৫৬০ তারিখ ২৮।৩।৯১

অন্য একটি আদেশনামায় বলে বর্তমান আর্থিক বছর থেকে প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বই ও পত্রপত্রিকা ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত ৪৩০০.০০ টাকা করে পাবে।

সূত্র : সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত পৌনঃপুনিক অনুদান। আদেশনামা নম্বর 308—Edn (MRE) SL-11/91 P+1 তারিখ ২৭-০২-৯৭।

১৯৯১ সালের পূর্বে পর্যন্ত উল্লেখিত চারটি খাতে সরকারী অনুদানের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০০০ টাকা ৬৯০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা। অবশ্য রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন থেকে পাওয়া অর্থ বা বাইরের হিসাব এখানে ধরা হয়নি। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও সরকারী উদাসীনতা যে দেখা যায়নি তা অবশ্য। বাস্তবে আবার অন্য জিনিস চোখে পড়ে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ টাকা আসে তা সেই খাতে ব্যয় হয় না। অনেক টাকাই গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ কিংবা মেরামতের কাজে লাগানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে

গ্রন্থাগার পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে এ কাজ করেন সত্য কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষেবার মনোন্নয়নের জন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাকে এভাবে হেয় করা হয় না কি ?

২। উদ্দেশ্য :

এখন সময় এসেছে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবা বাড়ানোর জন্য বর্তমান আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করেই নতুন নতুন নীতি বা পরিকাঠামো তৈরী করা তথা গৃহীত রূপরেখার সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। সেরকমই একটি উদ্যোগ হল গ্রামীণস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রচলন।

এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল জেলাভিত্তিক আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়নে উদ্ভূত সমস্যা, বিভিন্ন বিচার্য বিষয়সমূহ ও সম্ভাব্য সমাধানসূত্রের প্রতি আলোকপাত করা।

৩। নমুনা সমীক্ষার পরিধি ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ :

জেলাস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা তৈরী করতে গেলে প্রথমেই প্রত্যেক ব্লকের অন্তর্গত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরী করা প্রয়োজন। সেজন্য উক্ত গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা, যেমন—গ্রন্থাগারের বর্তমান সংগ্রহ ও বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস, গ্রন্থগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থের চাহিদা। পাঠকের শ্রেণীবিভাগ, পাঠকের রুচি, পাঠকের চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগারের ক্ষমতা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় গ্রন্থাগারিকদের মতামত ও সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার পরিকাঠামো রূপায়নে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণার জন্য বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত মেদিনীপুর জেলার ১০টি ব্লকে অবস্থিত ৪২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপর সমীক্ষার বিষয়-বস্তু এখানে তুলে ধরা হল। সমীক্ষায় কয়েকটি শহর গ্রন্থাগার থাকলেও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য পরিসংখ্যানে শহর গ্রন্থাগারগুলির তথ্য অনুপস্থিত।

৩১। গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা ও অনুমোদন লাভের বছর নিম্নরূপ :

	প্রতিষ্ঠা বছর		অনুমোদন লাভের বছর	
	শতকরা হার (প্রায়)		শতকরা হার (প্রায়)	
১৯৪০-৫০	৬	১৪	—	—
১৯৫০-৬০	৬	১৪	৩	৭
১৯৬০-৭০	৭	১৭	৪	১০
১৯৭০-৮০	১২	২৯	১	২
১৯৮০-৯০	১১	২৬	৩৪	৮১

৩২। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা :

শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতা	গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)
অনধিক মাধ্যমিক বা এর সমতুল	৫	১২
মাধ্যমিক বা এর সমতুল	৪	১
উচ্চ-মাধ্যমিক বা এর সমতুল	৮	১৯
স্নাতক / সাম্মানিক	২০	৫৫
স্নাতকোত্তর	২	৫
সার্টিফিকেট কোর্স	৩০	৭২
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক	১১	২৬
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর	১	২

৩৩। গ্রন্থাগারগুলিতে গড়ে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা :

পাঠক / পাঠিকা	সংখ্যা	শত করা হার (প্রায়)
পুরুষ	২১২	৭১
মহিলা	৪০	১৩
শিশু	২৯	১০
নবসাক্ষর পুরুষ	১৩	৪
নবসাক্ষর মহিলা	৬	২

৩৪। গ্রন্থাগারগুলিতে গড়ে বিষয়ভিত্তিক বইয়ের সংখ্যা :

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	বিষয়	বইয়ের সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)
সাহিত্য ও দর্শন	২১২	১৩	ভ্রমণ	৬৬	৩
ধর্ম	৮৪	৪	ইতিহাস	১১০	৫
বিজ্ঞান	১০১	৪	রাজনীতি	১৬	৪
শিশু ও কিশোর সাহিত্য	১৯৬	৯	বৃত্তিশিক্ষা	৩২	১
উপন্যাস	৯৯৬	৪৩	নবসাক্ষর	৫৫	২
জীবনী	১১৫	৫	অন্যান্য	১৫০	৭

গ্রন্থাগার পিছু গড়ে মোট বইয়ের সংখ্যা ২২৯৫

৩৫। গ্রন্থাগারিকদের মতে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের বিন্যাস (সারণীর প্রথম পংক্তির ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পুস্তকের চাহিদার অধঃক্রম নির্দেশ করছে) :

বিষয় / চাহিদা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সাহিত্য ও দর্শন					১০	৪	২	১২	৮	৬	
ধর্ম		২		৬	৮	১২	১০	২			
বিজ্ঞান			২০	৬	৪	৬	৬	২			
শিশু ও কিশোর সাহিত্য	২	০০	৪	৪				২			
উপন্যাস	৩৮			২	২						
জীবনী		৪	২	১০	৪	৬	৮	৪	৪		
ভ্রমণ		৪	১২	৪	৮	২	২	৮	২		
ইতিহাস			৪	১০	৪	৬	৪	৬	৮		
রাজনীতি	২				২	৪	১০	৬	১০	৮	
বৃত্তিশিক্ষা		২				৪			৬	২২	৮
নবসাক্ষর									৪	৪	৩৪

৪। **আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতায় গ্রন্থাগারিকদের মতামত :**

উপরোক্ত সারণীগুলি থেকে গ্রন্থাগারগুলি কোন সময়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিংবা কোন সময়ে গ্রন্থাগারগুলি বেশী অনুমোদন লাভ করেছে বা বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা বা অনুমোদনের ধারা কিরূপ তা জানতে পারা যায়। আবার গ্রন্থাগারিকগণ নিজেদেরকে কতটা পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছে, গ্রন্থাগার পুরুষ, মহিলা বা শিশু পাঠকের আনুপাতিক হার, গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বিষয়ভিত্তিক বইয়ের সংখ্যা তথা সংগ্রহের ধারা ও সারণীগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কোন বিষয়ের পুস্তকে পাঠকের চাহিদা কিরূপ তার প্রতিফলন ও সর্বশেষ সারণী থেকে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও একটি সুষ্ঠু আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়নে গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

৪১। **সাধারণ বিষয়সমূহ :**

(ক) পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে সব গ্রন্থাগারই অসুবিধায় পড়েন।

(খ) পাঠকের চাহিদা পূরণে অন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য কোন গ্রন্থাগারিকই নেন না।

(গ) শতকরা ১০ ভাগ গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি বর্গীকরণ করা আছে।

(ঘ) শতকরা ১২ ভাগ গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি সূচীকরণ করা আছে যার মধ্যে কার্ড ফর্ম ও বুক ফর্মের অনুপাত ১:৪।

(ঙ) শতকরা ১২ ভাগ গ্রন্থাগারে গ্রন্থসূচীকরণের জন্য সূচীকার্ডের বেরাজ (Card Catalogue Cabinet) আছে। আবার বাকী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ গ্রন্থাগারের উক্ত ক্যাবিনেট কেনার সামর্থ আছে।

(চ) সূচীকরণের কাজে সূচীকার্ডের বেরাজ ক্রয় করার জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য পেলেও তার মধ্যে মাত্র ৫৬ ভাগ গ্রন্থাগার উক্ত বেরাজ কিনতে সমর্থ হয়েছে।

৪২। **সহযোগিতা বিষয়ক বিষয়সমূহ :**

(ক) এই সহযোগিতায় সব গ্রন্থাগারিকদের মত আছে।

(খ) একটি ব্লকের অধীন গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির শত করা ১০ ভাগ গ্রন্থাগারিক সমবায় ভিত্তিতে গ্রন্থ নির্বাচনে রাজী আছেন।

(গ) গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ইচ্ছা সবার আছে। তবে সহযোগিতার প্রয়োজনে ঠিকা পদ্ধতিতে উদ্ভূত বর্গীকরণ ও সূচীকরণের খরচ শতকরা ৪০ ভাগ গ্রন্থাগারিক স্থানীয়ভাবে তুলতে পারবেন।

(ঘ) গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সূচীকরণের প্রশ্নে ব্লকের মধ্যে কোন গ্রন্থাগারিক উপযুক্ত—এ বিষয়ে ও প্রায় সবাই অভিন্ন মত পোষণ করেন।

(ঙ) ব্লকভিত্তিক সমবায় বই বাঁধাইয়ে সবার মত আছে এবং এ জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচনে কারও কোন দ্বিমত নেই।

(চ) ব্লকভিত্তিক আন্তঃগ্রন্থাগার আদান-প্রদানে ও সবার মত আছে।

এছাড়া গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সূচীকরণ শেখার উৎসাহ সবার আছে এবং এজন্য এ ধরনের ট্রেনিং-এ সবাই যেতে উৎসুক। তাছাড়া আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিভিন্ন কাজের জন্য ব্লকের মধ্যে কোন গ্রন্থাগারটি উপযুক্ত তা সবাই চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং এ বিষয়েও কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন না।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা ও আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিভিন্ন বিচার্য বিষয়সমূহে এই সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য গ্রন্থাগারিকদের সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গী হলাম। পরবর্তী আলোচনায় কিভাবে আমরা একটি সুষ্ঠু সহযোগিতার রূপরেখা তৈরী করতে পারব সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

দীর্ঘ আলোচনায় মেদিনীপুর জেলার ১০টি ব্লকের অন্তর্গত ৪২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহ, পাঠক / পাঠিকা, তাদের পছন্দ অপছন্দের ক্রম, বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ব্যবহার, গ্রন্থাগারিকদের আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়াস মানসিকতা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া গেল। এখন জেলাভিত্তিক একটি আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা তৈরী করতে গেলে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা একে একে আলোচনা করা হল।

৫। ব্লকভিত্তিক সহযোগিতা

৫১। সাধারণ বিষয়সমূহ :

(ক) প্রথমেই একটি ব্লকের অন্তর্গত গ্রামীণ ও শহর / মহকুমা গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে হবে।

(খ) কোন গ্রন্থাগার কোন বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করছে এবং তা কতটা কার্যকর তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

(গ) বিষয়ভিত্তিক বই-এর সংখ্যা পর্যালোচনা করা দরকার।

(ঘ) কোন কোন গ্রন্থাগারে সূচীকরণের ব্যবস্থা নেই কিংবা না থাকলে তাদের ক্রয় করার সামর্থ্য আছে কিনা এবং এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও প্রয়োজন আছে।

৫২। সমবায় সংগ্রহ :

গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির উপর সমীক্ষা থেকে পাওয়া বিষয়ভিত্তিক বই-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ঐ গ্রন্থাগারগুলিতে উপন্যাসের সংখ্যা সর্বাধিক এবং তা প্রায় সমস্ত সংগ্রহের অর্ধেক। আবার এও দেখা গেছে যে গ্রন্থাগারগুলিতে উপন্যাসের বইগুলির একটি বৃহৎ অংশ এক। ফলস্বরূপ বেশী মূল্যের কোন উপন্যাস কিংবা কোন বেশী দামের বই কেনার সামর্থ্য তাদের থাকে না।

তাই একটি ব্লকের অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলি তাদের গ্রন্থ নির্বাচনের সময় যদি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা করতে পারেন তাহলে আর একই বই-এর একাধিক কপি (duplication) হবে না। বিবেচ্য বিষয়গুলি হল :

(ক) ব্লকের মধ্যে এমন একটি গ্রন্থাগার নির্বাচন করতে হবে যেখানে খুব সহজেই যাতায়াত করা যায়।

(খ) মোটামুটিভাবে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে বইগুলি না কিনলেই নয় সেগুলি প্রত্যেক গ্রন্থাগার নির্বাচন করবে। এক্ষেত্রে কোন একটি বই-এর একাধিক কপি ক্রয় করা যেতে পারে।

(গ) বেশী দামের বই বা কোন খণ্ডের বই ক্রয় করার সময় গ্রন্থাগারিকদের বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে বইগুলির যাতে একাধিক কপি ক্রয় না করা হয় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

৫৩। সমবায় প্রকরণ :

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতায় আসতে হলে ব্লকের অন্তর্গত সব গ্রন্থাগারের বইগুলিকে গ্রহণযোগ্য কোন বর্গীকরণ বা সূচীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে প্রকরণ করা দরকার। এই সমবায় কাজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনাধীন :

(ক) সমবায় সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থাগারে ব্লকের অন্তর্গত সব গ্রন্থাগারের বইগুলির প্রকরণ করতে হবে।

(খ) উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কিংবা অন্য কোন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এ বিষয়ে পারদর্শী হলে তাঁদেরকে এ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

(গ) প্রত্যেক বই-এর জন্য বর্গীকরণ নম্বরযুক্ত সূচীকরণ কার্ডগুলি সব গ্রন্থাগারে রাখতে হবে যাতে যে কোন গ্রন্থাগার অপর গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ সহজেই জানতে পারে। কার্ডে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, বইটি কোন গ্রন্থাগারে আছে।

(ঘ) ব্লকের অন্তর্গত কোন শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার থাকলে এবং ঐ গ্রন্থাগারটির অন্যান্য কোন অসুবিধা না

থাকলে সমবায় প্রকল্পের জন্য উক্ত গ্রন্থাগারটি নির্বাচন করা উচিত।

৪৩। সমবায় বই বাঁধাই :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে বই বাঁধাই একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। বন্ধনকারীর (Binder) অভাবে অনেক বই না বাঁধানোর ফলে তা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে এবং অচিরেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমাধানগুলি নিম্নরূপ :

(ক) ব্লকের মাঝামাঝি স্থানে কোন গ্রন্থাগার নির্বাচন যেখানে অন্য গ্রন্থাগারগুলি থেকে যাতায়াতের সময় কম লাগবে।

(খ) একজন দক্ষ বন্ধনকারী (Binder) নির্বাচন।

(গ) সপ্তাহের কোন কোন দিন বই বাঁধাই হবে এবং বই প্রতি বাঁধাই খরচ কত পড়বে তাও ঠিক করতে হবে।

(ঘ) নির্দিষ্ট দিনে বই দিয়ে আসার ও নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে নিতে হবে।

(ঙ) আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার আওতায় আসার জন্য যে কোন গ্রন্থাগারিককে অন্য কোন ভাবে বই বাঁধাই-এর প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪৫। সমবায় হাতে কলমে শিক্ষা।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ অনিচ্ছায়, অবহেলায় বা কাজের পরিবেশের অভাবে ক্রমশ অর্জিত জ্ঞান ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার মানসিকতা থেকে দূরে সরে যান। তাই তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের বিকাশ তথা গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে।

(ক) নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পাঠচক্র, সেমিনার বা গ্রন্থাগার পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

(খ) বছরে অন্তত একটি করে ব্লকভিত্তিক উক্ত আলোচনা সভা বা প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা দরকার।

(গ) গ্রন্থাগার দিবস যথোপযুক্তভাবে পালন করতে হবে।

ঘ) সবচেয়ে জরুরী বিষয় হল ব্লকের অধীন সব গ্রন্থাগারিককে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার স্বার্থে সব-রকম কাজে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে।

(ঙ) এই শিক্ষা যেমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হতে পারে তেমনই জেলান্তরে কোন সংগঠিত গ্রন্থাগার বা এই বিষয়ে কোন সংগঠনের দ্বারাও পরিচালিত করা সম্ভব।

৪৬। সমবায় আন্তঃ গ্রন্থাগার আদান-প্রদান

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আন্তঃ গ্রন্থাগার আদানপ্রদান। পূর্বে আলোচিত সব সমবায় কাজকর্মের চিত্র ফুটে উঠে এই সহযোগিতায়। এখানে নিজের গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য অপর গ্রন্থাগারগুলি থেকে কিংবা অন্যান্য গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজের গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজের গ্রন্থাগারে বই-এর আদান-প্রদানই মুখ্য বিষয়। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের দুটি বিষয়ের উপর মতামত তুলে ধরা দরকার।

প্রথমটি হল আন্তঃ গ্রন্থাগার আদান প্রদানে সর্বাধিক সংখ্যক বই-এর সংখ্যা।

বই-এর সংখ্যা	দিতে ইচ্ছুক	নিতে ইচ্ছুক
১০-২০	— ০	০
২১-৩০	— ২০	১৭
৩১-৪০	— ২	১
৪১-৫০	— ১	২
৫১-৬০	— ০	৭
৬১-৭০	— ×	১
৭১-৮০	— ১	×
৮১-৯০	— ×	×
১১-১০০	— ১২	১১

দ্বিতীয়টি হল বইগুলি কতদিনের জন্য ধার দেওয়া বা নেওয়া যেতে পারে সেই সম্ভাব্য

সর্বাধিক দিন	জবাব (Response)
৭ দিন পর্যন্ত	১
৮-১৫ দিন	৯
১৬-৩০দিন	২১
৩১-৪০ দিন	১১

উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ নেওয়া যেতে পারে।

(ক) নিজের গ্রন্থাগারের বইগুলি থেকে প্রথমে উক্ত ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটাতে হবে।

(খ) বই আদান-প্রদানের জন্য কিছু নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি তৈরী করা দরকার। যেমন—

i) বইগুলি কতদিনের জন্য ধার নেওয়া বা দেওয়া যেতে পারে। গৃহীত সিদ্ধান্ত হল ২১ দিন।

ii) প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বইগুলি ১৫ দিনের জন্য issue করা যেতে পারে। সুতরাং অপর ৭দিন থাকল বইটি অন্য গ্রন্থাগারে ফেরৎ দেওয়ার জন্য।

iii) সর্বাধিক ২৫ খানা বই এই সহযোগিতায় আদান-প্রদান করা যেতে পারে।

iv) আদান প্রদানে বই-এর বাহ্যিক ক্ষতির জন্য গৃহীত গ্রন্থাগারটি দায়ী থাকবে।

গ) প্রত্যেক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে উদ্যমশীলতা উদারচেতা ও সহকারিতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

৬। আন্তঃ ব্লক সহযোগিতা

ব্লকস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কাজকর্ম সঠিক-ভাবে করতে পারলে জেলা স্তরে উক্ত প্রক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়া অনেক সহজ হয়ে পড়ে। এই স্তরে নতুন করে সমবায়ের কাজগুলি আর করতে হয় না। এখানে আদান-প্রদানের বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে। প্রাথমিক কাজ-কর্মগুলি নিম্নরূপ :

(ক) দু-তিনটি ব্লক নিয়ে এক-একটি গুচ্ছ (cluster) তৈরী করতে হবে।

(খ) এই স্তরে বেশী মূল্যের বই বা কোন খণ্ডের বই (যেমন—বিশ্বকোষ, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি) যা নির্দিষ্ট কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নয় এমন বইগুলি আদান প্রদানের আওতায় আনতে হবে।

(গ) এজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কোন বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) প্রত্যেক ব্লকের অন্তর্গত অন্তত একটি গ্রন্থাগারে অপর ব্লকগুলির সূচীকরণ কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক।

(ঙ) এই স্তরে হাতে-কলমে শিক্ষার পরিধি এবং পরিবেশের বিস্তৃতি ঘটে।

৭। জেলাস্তরে সহযোগিতা

জেলাস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার দায়িত্ব মোটামুটিভাবে জেলা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিকের উপর এসে পড়ে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কিংবা সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির গুরুত্ব ও অপরিসীম। এই স্তরে বিভিন্ন ব্লকভিত্তিক যে গুচ্ছ (cluster) গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। প্রাথমিক স্তর থেকে যে একটা কাজের ধারা গড়ে উঠেছে তার নিরবচ্ছিন্ন গতি যাতে কোন মতেই ব্যাহত না হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া সমবায় হাতে-কলমে শিক্ষা কাজটির যথাযথ রূপ এই স্তরেই দেওয়া সম্ভব। এজন্য স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্বল্প সময়ের কোন পাঠক্রম চালু করতে পারে।

উপসংহার :

জেলাস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা প্রণয়নে গ্রন্থাগারিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। এজন্য দরকার সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার কাজে উদ্যোক্তরণ, সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে গ্রন্থাগার প্রিয় মানুষ যদি সব রকম বিভেদ ভুলে নিজেদেরকে একাজে নিয়োজিত করতে পারেন তবেই একটি স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আসুন না, সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি।

মেদিনীপুর জেলার মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ঃ উৎস, সংরক্ষণ

অসীমকুমার দাস

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। এই জেলার আয়তন ১৩,৬০,৪০০ হেক্টর। ৩৭:৯৯ হেক্টর এলাকা মৎস্য উৎপাদন হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যা ৮৫৪৯৮৯০ (১৯৯১ সালের লোকগণনা অনুসারে)। ৭৫০০০ জন মৎস্যজীবী।

সারা জেলায় গ্রাম নির্ভর অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবার জন্য এবং জেলার অভ্যন্তরভাগে বড় বড় জলাশয়, খানা, ডোবা, পুকুর ইত্যাদির অনুকূল পরিস্থিতির উপস্থাপন, বিকল্প জীবিকার সন্ধানের জন্য জেলায় মৎস্য উৎপাদনের বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে।

মেদিনীপুর জেলার অভ্যন্তরভাগে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র।

(ক)	অভ্যন্তরীণ মৎস্য জল আয়তন	৩৭:৯৯ হেক্টর
(খ)	পুকুর	২৩২০০ হেক্টর
(গ)	জলাশয়	১.৭১ লক্ষ হেক্টর

মেদিনীপুর জেলায় আলমপুর, দীঘা, নরঘাট, কোলাঘাট, হলদিয়া, শরশংকা, কাঁসাইবাঁধ স্থানে বেশ কয়েকটি অতিবড় জলাশয় রয়েছে এদের আয়তন প্রায় ১৭৭ একর।

এই বৃহদায়তন কর্মকাণ্ডে তথ্য ব্যবস্থার একটি সামগ্রিকতা রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থা নির্দিষ্টপর্যায় ক্রমিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক (Institutionally) ও নথী সংক্রান্ত (Documentary) ভাবে মৎস্য চাষে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট পৌঁছে যায়।

সমগ্র জেলাটিকে পূর্ব ও পশ্চিম দুভাবে ভাগ করে দুইটি সরকারী মৎস্য উন্নয়ন পরিষদ গড়ে উঠেছে। পূর্বে কাঁথি শহরে রয়েছে নোনাজলের মৎস্য চাষ উন্নয়ন পরিষদ। পশ্চিমে মেদিনীপুর শহরে রয়েছে ফিস্ ফার্মার ডেভালোপমেন্ট এজেন্সি। পশ্চিমের কেন্দ্রটি মিষ্টি জলের মৎস্যচাষ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে। এই দুইটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে রাজ্য মৎস্য নগম পরিষদ থেকে বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা আসে। এরপর এই উন্নয়ন পরিষদদ্বয় জেলা পরিকল্পনা কমিশন, জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে জেলার ৫৬টি ব্লকের অধীন ৫১৮ গ্রাম পঞ্চায়েতে একদম চাষীর কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। এইভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পৌঁছে দেবার একটি সুপরিকল্পিত রূপ দেখা গেছে।

নথী সংক্রান্ত ভাবেও আগ্রহী মৎস্যচাষীরা তথ্য পেয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, ছোট ছোট সারপুস্তিকা বই, ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সব নথী থেকে (Documentary Source) প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। যেমন মেদিনীপুর মৎস্য উন্নয়ন পরিষদ থেকে বেরোয় "Different Sebemes of F.F.D.A & its execution."

এইভাবে তথ্যগুলি পৌঁছে যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে। নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় মৎস্য নিগম পরিষদ—মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (পুঃ ও পঃ)—পঞ্চায়েত সমিতি—ব্লক— জেলা পরিষদ —জেলা পরিকল্পনা কমিশন চাষী ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী।

এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারা জেলার মৎস্য চাষের

ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। জেলার বহু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্তিগত ভরাবধানে চারা পোনা ফোটানো, বিতরণ করা একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

তাই তথ্য উৎপাদন, সম্প্রসারণে এই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অবহেলা করা যায় না। তথ্যের ব্যক্তিগত উৎস (Human Source) হিসাবে এগুলির গুরুত্বও অনেকখানি।

জেলার মৎস্য উৎপাদনে এবং এই সংক্রান্ত কার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে তথ্যগুলি উৎপাদিত হচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইসব তথ্যের যথাযথভাবে সংরক্ষণ হচ্ছে না বললেই হয়। তথ্যের উৎসরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মধ্যে একটা অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যে সব ডকুমেন্টারি উৎসগুলি পাওয়া যাচ্ছে, সেই সব উৎসগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ আদৌ করছে না ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি, কোন টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার নাই যারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐ সব তথ্যের সংরক্ষণ করে, কোন সুনির্দিষ্ট লাইব্রেরী নাই, যে, যেখানে ঐ সব তথ্যের সমষ্টিগতভাবে পর্যালোচনা ঘটেছে। তাই এক বিক্ষিপ্ত তথ্য ব্যবস্থার (Information System) মধ্যে মেদিনীপুর জেলার মৎস্য চাষের কার্য প্রক্রিয়া এগোচ্ছে। যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার সিংহভাগই সরকারী পর্যায় হওয়ার ফলে, সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থা এক বিচ্ছিন্নরূপ নিয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্যের উৎস ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামিল হওয়া দরকার। কারণ বৃহত্তম স্বার্থে সামাজিক স্বার্থে এই অসংগঠিত তথ্য ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস এখুনি প্রয়োজন।

সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাণ নিরূপণ : একটি সমীক্ষা

গৌতম মাইতি ও বিমানচন্দ্র বিশ্বাস

১। **ভূমিকা :** বর্তমান দিনে দূরদর্শন, বেতারবন্ধ, দূরভাষ প্রভৃতি অসংখ্য শক্তিশালী গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও সংবাদপত্র তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এর মূলে রয়েছে সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ তথ্য ও তার আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য। (১) একজন প্রখ্যাত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, Late Robert Maxwell-এর মতে, "There is nothing more convenient than a newspaper. You can take it even to the toilet, but you will not be able to carry a TV set there." এছাড়া সংবাদপত্রে তথ্য বিশদভাবে পরিবেশন এবং সেই তথ্য লিপিবদ্ধ রূপে থাকার জন্য সংবাদ পাঠকরা তথ্য উদ্ধারে বিশেষ সুবিধা পায়, যা এই গণমাধ্যমকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করার অন্যতম কারণ।

তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন মাধ্যমের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপগতভাবে (Form) কিছুটা পৃথক হলেও, মূলগতভাবে প্রক্রিয়াটি প্রত্যেক মাধ্যমের ক্ষেত্রে এক। দূরদর্শন, বেতারবন্ধ, সংবাদপত্র প্রভৃতি সংবাদপ্রবাহ প্রক্রিয়ার রূপগত বিভেদ সত্ত্বেও মূলগতভাবে এই সংবাদমাধ্যমগুলির তথ্যজ্ঞাপন পদ্ধতিটি এক। সকল মাধ্যমের তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে তিনটি উপাদান বর্তমান থাকে। এগুলি হল—উৎস, বার্তা এবং লক্ষ্য। উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তথ্যবৈজ্ঞানিক Ed Sola Pool (E) তথ্যপ্রবাহ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত-ভাবে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ / শব্দসমষ্টি (Words)

যোগান (Supply) — - — →ব্যবহার (Consumption)

এক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহ প্রক্রিয়াটির মূলগতভাবে কোনো পরিবর্তন হয় না। সংবাদ প্রকাশক /পরিবেশক সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার সংবাদ (শব্দ / শব্দসমষ্টির আকারে) যোগান দেয়। অন্যদিকে ব্যবহারকারী / পাঠক সেই সংবাদ তার প্রয়োজনমত ব্যবহার করে।

বর্তমান সমীক্ষাতে সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের যোগান ও ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে 1995 সালের ডিসেম্বর মাসে একটি নমুনা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২। **উদ্দেশ্য :**

ফলপ্রসূ সংবাদপত্র তথ্যোদ্ধার ব্যবস্থা (Effective Newspaper IR System) গঠন প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের পরিমাণ নির্ণয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অথচ দুঃখের বিষয় এ ধরনের সমীক্ষা বিদেশে কিছু কিছু বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত হলেও, আমাদের দেশে এরূপ প্রচেষ্টা বাস্তবে বিরল। সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় হলো সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের যোগান (supply) ও ব্যবহারের (consumption) পরিমাণ। যোগান ও ব্যবহারের পরিমাণ যে অনুপাত নির্দেশ করে তার দ্বারা একটি ফলপ্রসূ সংবাদপত্র তথ্যোদ্ধার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যার কারণগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে এবং এর ভিত্তিতে সমাধানের পথনির্দেশও সম্ভব হবে।

৩। **কার্যপ্রণালী :**

তথ্য প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচকের (Index) প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু সংবাদপত্রে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয় শব্দ / শব্দসমষ্টির (Words) সুসামঞ্জস্য বিন্যাসের দ্বারা, তাই এক্ষেত্রে শব্দ/শব্দসমষ্টি

(Words) একটি কলমপ্রসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়, কারণ সমস্ত শব্দের মূল্য / গুণ (Merit) সবক্ষেত্রে সমান নয়। তবু সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের পরিমাপ নির্ণয়ে এই সূচক (Index) উপযোগী, কারণ Mass phenomena বিচারসূচক ছাড়া সম্ভব নয়।

সমীক্ষাটিতে তথ্য প্রবাহের পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য প্রখ্যাত তথ্যবৈজ্ঞানিক Ed Sola Pool (E) (1984 প্রস্তাবিত পদ্ধতি ও সূত্রাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের যোগান ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় উপাত্ত (Data) সংগৃহীত হয়েছে দুটি ভিন্ন উপায়ে। শব্দ যোগানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তগুলি হলো : সংবাদপত্রের গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে অবস্থিত গড় শব্দসমষ্টি। অন্যদিকে শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি হলো : প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠের গড় সময়। শব্দের যোগান ও শব্দের ব্যবহার এই দুই পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাপ (Quantification) নির্ণীত হবে।[৫]

সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও তার পাঠকের সংখ্যা প্রকাণ্ড এবং এই কারণে এই সমীক্ষার বিবেচনাধীন সকল পত্রিকা ও তার সকল ব্যবহারকারীর সংখ্যা (Population) বিশাল। এই বিশালত্বের কারণে একটি নমুনা সমীক্ষার (Sample study সাহায্য নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এই নমুনা সমীক্ষার জন্য সারা ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও তার ব্যবহারকারীদের বিবেচনা করা ও অসম্ভব, কারণ এক্ষেত্রেও নমুনার সংখ্যা বিশাল এবং যার জন্য সকল পরিচালনা করা দুঃসাধ্য।

তাই, বর্তমান সমীক্ষায় শব্দের যোগান ও ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকাকে অভীষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। 1922 সালে এর প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকেই এটি একটি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় পত্রিকা। বাংলা ভাষায় এটি সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। তাছাড়া কেবলমাত্র একটি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় এমন দৈনিক হিসেবে এর প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক। 1993 সালে তথ্য অনুযায়ী এর দৈনিক প্রচার সংখ্যা 4,60,631। যেহেতু দৈনিক আনন্দবাজারের প্রচার সংখ্যা ও বিশাল তাই কেবলমাত্র ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যাগুলিকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে অবস্থিত গড় শব্দসমষ্টি নির্ণয়ের জন্য যথাক্রমে পৃষ্ঠা গণনা ও শব্দ গণনা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠকের সংখ্যার বিশালতার কারণে, শব্দের ব্যবহার পরিমাপ করার জন্য কলকাতা শহরের এই পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে ১৫০ জনকে নমুনা হিসেবে Random sampling পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এদের সকলের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে মোট ১০০ জনের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেছে।

প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতিরও ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যসূত্র হিসেবে বিভিন্ন প্রকার নথির (Document) সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের (Self observation) ও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৪। সংগৃহীত উপাত্তের চেহারা :

সংগৃহীত উপাত্তগুলি তথ্যের যোগান ও ব্যবহার এই দুই শিরোনামে বর্ণনা করা হলো।

৪.১। তথ্য যোগানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত :

গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা = 13 পৃষ্ঠা (দেখুন : পরিশিষ্ট—১)

প্রতি পৃষ্ঠার গড় শব্দ সংখ্যা = 2,800 শব্দ [৬]

৪·২। তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত :

প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা = 200 শব্দ•

প্রতিদিন গড় সংবাদপত্র পাঠের সময় = 60 মিনিট S

• (দেখুন : পরিশিষ্ট—২)

S(দেখুন : পরিশিষ্ট—৩)

৫। পরিমাপগত বিশ্লেষণ :

পরিমাপগত বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি এবং সেইসঙ্গে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তগুলি ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন তথ্যের যোগান ও ব্যবহারের পরিমাপগত মূল্যায়নের জন্য তথ্যবিজ্ঞানী De Sola Pool (E) (1984)-এর সূত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে।

৫·১) তথ্যের যোগান :

যোগানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রস্তাবিত সূত্রটি হলো নিম্নরূপ :

তথ্য যোগানের পরিমাণ = গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা × প্রতি পৃষ্ঠার গড় শব্দসংখ্যা

= 13 × 2,800

= 36,400 শব্দ

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে তথ্যের যোগান নির্ভর করে সংবাদপত্রের গড় পৃষ্ঠাসংখ্যা ও প্রতি পৃষ্ঠায় অবস্থিত গড় শব্দসমষ্টির ওপর।

৫·২। তথ্যের ব্যবহার :

তথ্য ব্যবহারের পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য প্রস্তাবিত সূত্রটি হলো নিম্নরূপ :

তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ = প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা × প্রতিদিন গড় সংবাদ পাঠের সময়

= 200 × 60

= 12,000 শব্দ

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে তথ্যের ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা ও প্রতিদিন গড় সংবাদ পাঠের সময়ের ওপর।

৫·৩। তথ্য যোগান ও ব্যবহারের অনুপাত :

ইতিপূর্বে তথ্যের যোগান ও ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণীত হয়েছে। এখন,

তথ্যের যোগান : তথ্যের ব্যবহার = 36,400 : 12,000

= 3,03 : 1

= 3 : 1 (Approx)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তথ্যের যোগান তথ্য ব্যবহার অপেক্ষা তিন গুণ বেশী।

৬। উপসংহার :

বর্তমান সমীক্ষায় সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার ভিত্তিতে তথ্য প্রবাহের (যোগান : ব্যবহার) পরিমাপ নির্ণয়ের দ্বারা কতগুলি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। নিম্নে এগুলি বর্ণনা করা হলো।

১) যেহেতু তথ্যের যোগান নির্ভর করে সংবাদপত্রের গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত গড় শব্দ-সমষ্টির ওপর, তাই অনুমান করা যায় যে, পৃষ্ঠার আকার (Size) ও মুদ্রাক্ষরের আদলের (Type face) হেরফের হলে সংবাদপত্রে তথ্যের যোগানেরও হেরফের ঘটবে।

২) তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা এবং প্রতিদিন গড় সংবাদ পাঠের সময়ের ওপর। যদি দেখা যায় যে প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত সংখ্যার (200 শব্দ/প্রতি মিনিটে) চেয়ে বেশি কম এবং প্রতিদিন গড় সংবাদ পাঠের সময় ও বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত সময়ের (60 মিনিট) চেয়ে বেশী / কম, তাহলে সংবাদপত্র তথ্যের ব্যবহারের পরিমাণেরও হেরফের ঘটবে।

৩) বর্তমান সমীক্ষাতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তথ্যের যোগান ও ব্যবহারের অনুপাত হলো 3 : 1। কিন্তু এই অনুপাত কোনো সার্বজনীন (Common) এবং স্থির (Constant) অনুপাত নির্দেশ করে না। কারণ এদের অনুপাত কতগুলি চলরাশির (variable) ওপর নির্ভরশীল।

(ক্রমশঃ)

Annual Subscription : Rs. 120 00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs 10 00 LICENCE No. WB/GC-CL—2
Postal regd. No WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 12 April-May 1998

CONTENTS

	Page
Editorial	1—3
Madhabchandra Chatterjee In-house use of Library	4—12
Piyushkanti Jana District wise Inter Library cooperation : A Sample Survey	13—19
Ashimkumar Das Data of Fish production of Midnapur District : Source and preservation	20—21
Goutam Maity and Bidhan Chanda Biswas Quantification of Information Flow in Newspapers : A Survey	22—24

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association,
P-134 I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at J. D. Press, 52 Kailash Bose Street, Calcutta-6.
Editor : Arun Ray.

P 25 ১৩।১১।৭৪

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : অরুণ রায় | আষাঢ়, ১৪০৪

সূচীপত্র

CENTRAL LIBRARY

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
গৌতম মাইতি ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস সংবাদপত্র তথা প্রবাহের পরিমাপ নিরূপণ : একটি সমীক্ষা	৩—৫
অমলেন্দু ঘোষ স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ (১৯৪৭—৮৭)	৬—১২
চিঠিপত্র	১৩—১৬
গৌতম মাইতি ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস প্রগতি পরিষদ পাঠাগার : একটি সমীক্ষা	১৭—২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৩. সম্পাদক : অরুণ রায় আষাঢ় ১৪০৪

সম্পাদকীয়

কিছুকাল আগে পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ও অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বেতন কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা রাজ্যসরকারী বেতন কমিশনের রিপোর্টটি সংগ্রহ করেছি ও খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করছি। যে যে অসংগতি চোখে পড়বে সেগুলি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবার আমরা যাব সমাধানের জন্য।

নূতন বেতন বিন্যাসে স্তরের কর্মীরাই যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবেন, এতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিকভাবে দেখে মনে হচ্ছে—সর্বনিম্নস্তরের কর্মীদের লাভ হবে। যদিও এখনও বাড়িভাড়াভাতা ও চিকিৎসাভাতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

যে সমস্ত কর্মীরা সে-কমিশনের আওতাভুক্ত হয়েছেন তাঁদের অবগতির জন্য কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

সংগঠিত স্তরের Organised sector কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে সকল স্তরের মানুষের জন্য। অসংগঠিত স্তরের (unorganisedsector) শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা সংগঠিত স্তরের কর্মীদের চেয়ে অনেক পরিমাণে বেশী। সংগঠিত কর্মীরা অর্থাৎ যাঁরা কোন-না-কোন সংগঠনের ছায়ায় আছেন, বেতন বৃদ্ধি ও ডিয়ারনেস এলাওরেন্স বৃদ্ধির ফলে তাঁরা হয়ত আরও কিছুকাল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপটা সামলে নেবেন, কিন্তু মূল্যের মার খাবেন অসংগঠিত কর্মীরাই। একজন কৃষি শ্রমিক বা ছোট ছোট ছোট কারখানার কর্মী ২ বা ৩ টাকা দৈনিক মজুরী বাড়াতে কি পরিমাণ অতিরিক্ত লোকসের শিকার হন এটা যেন আমরা একটু লক্ষ করে দেখি আর তাঁদের দুর্দশাটাও যেন খেয়ালে রাখি। এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখলে হয়ত কিছুটা বাস্তবগ্রাহ্য সামাজিক অবস্থানও খুঁজে পাব। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার এই সামাজিক বৈষম্য চিরকাল চলতে পারে না। আমরা যাঁরা ক্রমান্বয়ে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছি, এতদিন তাঁদের সমাজের অন্য বঞ্চিত অংশের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, যদিনা আমরা আমাদের দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না থাকি। সমাজ আমাদের যা দিচ্ছে তার কিছুটা অন্তত যেন ফেরৎ দিতে চেষ্টা করি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১০) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) ১৯১৫-১৯০০) ২০·০০

- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০

- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা

- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০

- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০

- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·৫

- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০

- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodolcgy ১২৫·০০

সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাণ নিরূপণ : একটি সমীক্ষা

গৌতম মাইতি ও বিজ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪) প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তথ্যের যোগান তার ব্যবহারের পরিমান অপেক্ষা বেশী হওয়া অনিবার্য। এটি সর্বক্ষেত্রেই সত্য। কারণ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন কাঠামো অনুযায়ী তার পাঠক্ষমতা, স্মরণক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে প্রযুক্তি তথ্যের যোগান দেয় তার ক্ষমতা অসীম।

৫) প্রত্যেক মানুষের সংবাদ পাঠাভ্যাস একান্তভাবে তার নিজস্ব পছন্দমাফিক (Selective)। কেউই পুরো সংবাদপত্রের সমস্ত সংবাদ পাঠে আকর্ষণ বোধ করে না। কেউ রাজনীতি, কেউ খেলাধুলো, কেউবা ব্যবসায় ও অর্থনীতি ইত্যাদি এক বা একাধিক সংবাদ পাঠ করে। সবধরনের সংবাদ পাঠ করে এমন পাঠকের সংখ্যা বিরল। তাই তথ্যের যোগান তার ব্যবহার অপেক্ষা বেশী হতে বাধ্য।

৬) আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। সময়ের মূল্য তার কাছে অনেক। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের অভাবে ব্যস্তমানুষ সংবাদপত্র পাঠে সময় কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তার সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য।

৭) সংবাদের উৎস হিসেবে সংবাদপত্র ছাড়াও রয়েছে অনেক মাধ্যম। এবং বর্তমান বিশ্বে তাদের রমরমাও বেশ। বেতারযন্ত্র, দূরদর্শন, কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক (Internet) প্রভৃতি মাধ্যমগুলি সংবাদ মাধ্যম হিসেবে অনেকের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। সংবাদ দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় এগুলির আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। তাই অনেকে সংবাদপত্রের বিকল্প হিসেবে এগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ফলে সংবাদপত্র ব্যবহারের পরিমাণ কমে যায়।

বর্তমান বিশ্বে তথ্যের যোগান অবশ্যম্ভাবীরূপে তথ্যের ব্যবহার অপেক্ষা অনেক বেশী। সংবাদপত্রে উদ্ভূত তথ্যের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। প্রযুক্তির অসীম উৎপাদন ক্ষমতা ও সেই তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং উল্লিখিত আরও বিভিন্ন কারণে তথ্যের যোগান তার ব্যবহার অপেক্ষা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হলো তথ্যের যোগান ও ব্যবহারের পরিমাণের কোনো সার্বজনীন (Universal) ও স্থির (Constant) নির্দেশক নেই, যা স্থান—কাল নির্বিশেষে অপরিবর্তনীয়। উন্নত দেশগুলিতে তথ্যের যোগান যেমন বেশী তেমনি তথ্য ব্যবহারের পরিমাণও অনেক বেশী। সে তুলনায় উন্নতি-কামী দেশগুলিতে তথ্যের যোগান ও ব্যবহার দুইই অপেক্ষাকৃত কম।

ভারতবর্ষের মতো উন্নতিকামী দেশে সংবাদপত্র ব্যবহারের পরিমাণ উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে সংবাদপত্র পাঠের পরিমাণ (পাঠের গতি × পাঠের সময়) অনেক বেশী। এর পেছনে শারীরবৃত্তীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন কারণ লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যাগুলি (Barriers) কাটিয়ে উঠলে সংবাদপত্র তথ্য ব্যবহার হয়তো অনেকখানি বেড়ে যাবে। নিবন্ধের পরিশেষে সংবাদপত্র তথ্যপ্রবাহের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখা হচ্ছে।

ক) সংবাদপত্রের বাহ্যিক চেহারা এবং সাজসজ্জা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাকে তথ্যোদ্ধারে উৎসাহ যোগায়। এজন্য সংবাদপত্রে ব্যবহৃত মুদ্রাক্ষর, কাগজের উৎকর্ষ এবং ছবির মান উন্নত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে পাঠক সংবাদপত্র থেকে তথ্যোদ্ধারে আরো উৎসাহিত হবে।

খ) পরিবেশিত সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পাঠককে সংবাদ পাঠে উৎসাহিত করে ও তৃপ্তি এনে দেয়। সংবাদ তার বাস্তব ভিত্তি হারিয়ে মনগড়া হলে পাঠক তথ্যোদ্ধারে নিরুৎসাহ অনুভব করে। সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তথ্যোদ্ধারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গ) সংবাদের পাঠযোগ্যতা পাঠকের তথ্যোদ্ধার স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। এজন্য সংবাদ পরিবেশককে সহজ সরল ভাষার ব্যবহার ও সাবলীল লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করা দরকার।

ঘ) সংবাদপত্রে উদ্ধৃত তথ্যের বিশালতা এবং বৈচিত্র্যের কারণে কোনো পাঠকের পক্ষে সমস্ত সংবাদ পাঠ করা সম্ভব নয় এবং পাঠক এতে উৎসাহ বোধও করে না। বিভিন্ন পাঠকের চাহিদা বিভিন্ন ধরনের। তাই সংবাদ-পত্রের প্রথম পাতায় বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-গুলিরএকটি নির্ঘণ্ট (Index) দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে পাঠকের সময় সাশ্রয় হবে। এবং তার তথ্যোদ্ধারের সময় ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) মনোরম পরিবেশ, উপযুক্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, অবসাদ সৃষ্টিকারী বিষয়ের অনুপস্থিতি, সুস্থ-সবল দেহ ও মানসিক অবস্থা সংবাদ পাঠককে তথ্যোদ্ধারে অনুপ্রেরণা যোগায়।[১৩] এরই সঙ্গে সঙ্গল অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তির জীবনযাত্রার উন্নতমান এবং সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংবাদপত্র পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিতে একান্ত জরুরী। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, প্রশাসন, গণমাধ্যম সকলেরই সচেতন এবং সক্রিয় প্রয়াস প্রয়োজন। এখানে লক্ষণীয়, আমেরিকা- জাপান প্রভৃতি দেশে উপরিউক্ত পরিবেশ বিদ্যমান থাকার জন্য সেখানে মানুষের সংবাদ-পাঠ এবং পাঠের গতি দুই-ই ভারতের তুলনায় বেশী। তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত।

: তথ্য নির্দেশিকা :

১. THE STATESMAN, OCT. 13, 1990, Calcutta.

২. MCGARRY (K J). Mass Communications : Selected readings for librarians. C 1972. Clive Bingley ; London.

৩. DE SOLA POOL (I) and others, Communication flows : a census in the United States and Japan. 1984. University of Tokyo Press ; Amsterdam.

৪. Ibid.

৫. DE SOLA POOL (I) and others. Op. Cit.

৬. THE PRESS IN INDIA, 1994. Registrar of Indian Newspapers, Govt, of India ; New Delhi.

৭. MAITY (G). Identification and effectiveness of the factors in designing a Newspaper IR system. (Kalyani University, Report on progress of research, 1997)

৮. DE SOLA POOL (I) and others. op, Cit.

৯. KAMATH (MV). Professional Journalism. 1986. Vikash Publishing House ; New Delhi.

১০. DE SOLA POOL (I) and others. Op Cit.

১১. KAMATH (MV). Op. Cit.

১২. কৃষ্ণ রায়, সম্পাদক। সংবাদ ও সাংবাদিকতা। ১৯৯০। গণমাধ্যমকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; কোলকাতা।

১৩. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। ৩য় সং। ১৯৮৮। ব্যানার্জী পাবলিসার্স, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট—১

গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা :

আনন্দবাজার পত্রিকা—ডিসেম্বর, 1995

তাং :	পৃষ্ঠা সংখ্যা	তাং :	পৃষ্ঠা সংখ্যা	তাং :	পৃষ্ঠা সংখ্যা	তাং :	পৃষ্ঠা সংখ্যা	তাং :	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	12	8	12	15	12	22	12	29	12
2	20	9	20	16	20	23	20	30	16
3	16	10	16	17	16	24	16	31	16
4	12	11	12	18	12	25	12		
5	8	12	12	19	12	26	8		
6	12	13	12	20	12	27	12		
7	12	14	8	21	12	28	12		

মোট দিন = 31

মোট সংখ্যা = 416

প্রতিদিন গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা = 416 ÷ 31 = 13·42 = 13 পৃষ্ঠা (Approx)

পরিশিষ্ট—২

প্রতি মিনিটে শব্দ পাঠের সংখ্যা

শব্দসংখ্যা (প্রতি মিনিটে)	পাঠকসংখ্যা	%	মোট
150 শব্দ	20	20	3000
200 শব্দ	60	60	12000
250 শব্দ	20	20	5000
	মোট = 100	100	20000

প্রতি মিনিটে গড় শব্দ পাঠের সংখ্যা = 2000 ÷ 100 = 200 শব্দ / প্রতি মিনিটে

পরিশিষ্ট—৩

প্রতিদিন সংবাদ পাঠের সময়

সময়	পাঠক সংখ্যা	%	মোট
30 মিনিট	30	30	900
60 মিনিট	55	55	3300
120 মিনিট	15	15	1800
	মোট = 100	100	6000

প্রতিদিন গড় সংবাদ পাঠের সময় = 6000 ÷ 100 = 60 মিনিট / প্রতিদিন

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ
(১৯৪৭-৮৭)

অমলেন্দু ঘোষ

এশিয়া মহাদেশের ব্যাপক পরিসীমার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির সৃষ্ট যাবতীয় কার্যকলাপের অনুসন্ধান ও গবেষণাদির কাজকর্ম পরিচালনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই বিগত ১৭৮৪ সনে এই কলকাতায় স্থাপিত হয়ে আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। তখন থেকেই নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর নেতৃত্বে প্রথমে বিদেশী পণ্ডিতবৃন্দ এবং পরে ক্রমশ দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় এই সোসাইটি ক্রমশ সমৃদ্ধি ও গৌরবের শিখরে উঠে বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনলাভে সমর্থ হয়। অতঃপর সোসাইটির ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হলো—ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি / ১৯৪৭ এবং ঘোষ সোসাইটির বিগত-বার্ষিকীর উৎসব / ১৯৮৪ ও আরো নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার ধারা। আজ সেই গৌরবময় ধারা আজও প্রবহমান অর্থাৎ ইতিহাস কখনো রুদ্ধ বা গতিহীন নয়—তা মানুষ বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে, কিংবা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে—যেক্ষেত্রেই হোক-না কেন।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য—স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ (১৯৪৭-৮৭)। আলোচনার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে দুভাগে ভাগ করা হলো, যথা—ক. খ্রী. ১৯৪৭-৮৩, খ. খ্রী. ১৯৮৪-৮৭ পর্যন্ত।

ক. ১৯৪৭-৮৩ কাল পর্ব। বিগত ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর (বর্তমানের 'এশিয়াটিক সোসাইটি' সেকালে ঐ নামেই পরিচিত ছিল) লক্ষ্য হলো : বিশাল এই ভারত-উপমহাদেশের ঐতিহ্যময় অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করা এবং তার ফলাফলকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা যার মধ্যে আছে বহুমুখী বা বহুবিচিত্র উন্নতি / অগ্রগতির কথা যা এখনো আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে চলেছে—যে অনুসন্ধানের আদর্শ লক্ষ্য হলো—'এশিয়ার ব্যাপক পরিসীমার মধ্যে মানুষের সৃষ্ট যাবতীয় কার্যকলাপ'-এর (Whatever had been performed by man within the bounds of Asia") অনুসন্ধান ও গবেষণাদির কাজকর্ম পরিচালনা করা।

১. প্রথমেই উদ্যোগ নেওয়া হলো ভারতের যেসব পুঁথিপত্র ভারতের বাইরে জার্মানি এবং 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি / লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে যেকোনো ভাবে হোক হস্তান্তরিত হয়ে চলে গিয়েছিল, সেগুলিকে আবার এদেশে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা। লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা ও শিক্ষায়তনের সদস্যরা সোসাইটির বিদ্যাচর্চা ও গবেষণা-মূলক কার্যকলাপের উন্নতি / অগ্রগতির জন্যে যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে সোসাইটিকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করলেন (Philanthrophists and academicians give donation charitably for the promotion of learning and research activities of the Society.")। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বেশ কিছু পুরস্কার ও মেডাল প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়—গবেষকদের উৎসাহদান করার জন্যে নিয়মিতভাবে আলোচনাচক্র ও গবেষণামূলক ভাষণেরও ব্যবস্থা করা হয় ("Regular symposium and scholarly discussions were arranged.")। সোসাইটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহটি সোসাইটি প্রকাশিত

গ্রন্থাদির সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত গবেষক / বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থাদির সঙ্গে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে। সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত পুঁথিপত্রাদিও প্রয়োজনমতো খ্যাতনামা গবেষক। বিশ্বগুণী ও প্রতিষ্ঠানকে গবেষণাদির জন্যে ধার দেওয়া হয়েছে ("Manuscripts in the posession of the Society were also loaned to reputed Scholars and Institutions.") প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, প্রচুর সংখ্যক গবেষণা সমৃদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থাদি এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত ১৯৫০ সনে, "শান্তি ও সংস্কৃতির" নামে সোসাইটির তরফে পুরস্কার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হলো দুনিয়ার শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহিত / বা উন্নতি সাধনের জন্যে ("Arrangement was made for awarding 'peace and culture' medal for fostering peace and unity of the world.")। এই পুরস্কারটি প্রথম বৎসরে, দেওয়া হয় (মরণোত্তর)—মহাত্মা গান্ধীকে এবং দ্বিতীয় বৎসরে দেওয়া হয় (মরণোত্তর) শ্রীঅরবিন্দকে।

2. সোসাইটির নামের সঙ্গে গুণবাচক বিশেষণ 'রয়্যাল' (royal) কথাটি এখন কালবিরুদ্ধ (anachronistic)—অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বেমানান, তাই সোসাইটি এখন আবার মূল পুরনো নামে ফিরে এসেছে, যথা—'দি এশিয়াটিক সোসাইটি', গত ১৯৫১ জুলাই থেকে ("The epithat 'royal' being anachronistic In the new perpective, the Society resumed its original name The Astatic Society from July 1951.")। গত 'পঞ্চাশের দশকে' সোসাইটির প্রাণবন্ত / চটপটে কার্যকলাপের ফলে (brisk activities of the Society) সোসাইটির 'জার্নাল' এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশনা 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' ইত্যাদি। (Journals and the prestigious Bibliotheca Indica etc.) যথাসময়ে নিয়মতো প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া, আরো বেশ কতকগুলি বহুখ্যাত গ্রন্থাবলীরও অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল, যথা—স্যার যদুনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত 'আইন-ই-আকবরী', অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ কৃত 'ভারত নাট্যশাস্ত্র', এবং জর্জ এন. রোয়েরিখ-এর ঐতিহাসিক তিব্বতী-সাহিত্য 'ব্লু অ্যানালস' ইত্যাদি (Translations of works of wide renown such as the Ain-I-Akabari' under the supervission of Jadunath Sarkar, and frustations of 'Sharata Naya Sastra' by Monomoban Ghosh, and 'Blue Annals', the Historical literature of Tibet, by George N. Roerich were published.")।

৩. সোসাইটি এখানে একটা আলাপ-আলোচনার মঞ্চ গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যার মাধ্যমে-এশীয় দেশসমূহের মধ্যে—এশিয়ার সাংস্কৃতিক সমস্যাদি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা ও তার নিষ্পত্তি ইত্যাদি করা যায় ("Society made endeavour to evolve a forum among the Asian countries to consider the cultural problems of Asia.")

এক্ষেত্রে অতঃপর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থনসূচক আসতে থাকে সুদূর নানান দেশ থেকে, যথা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইজিপট (মিশর), সিংহল (শ্রীলঙ্কা), অস্ট্রেলিয়া, এবং বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে, যথা—অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মিশিগান স্টেট কলেজ, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লন্ডন অ্যান্ড রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন ইত্যাদি (Institutions such as Australian National University, Michigan State College, School of Oriental Studies, London and Royal Asiatic Society of Great Britain-etc.)।

৪. গত 'পঞ্চাশের দশকে' প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষক/পণ্ডিতবৃন্দ, যথা—আলবার্ট আইনস্টাইন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, রোনাল্ড রস, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা, সি. ভি. রমন, জে. বি. অজেন, মর্টেমার

হুইলার, জে. পি. মিলস, হোমি জে. ভাবা, আরনল্ড জে. টয়েনবি, জে. এইচ. হার্শেল, জা ফিলিপ ভোগেল, জি. এন. কবিরাজ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কৃতী ব্যক্তিরা সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত করেন।

৫. ১৯৫৬ সন পর্যন্ত সোসাইটির কার্যকলাপ ছিল মোটামুটিভাবে ভারতকেন্দ্রিক ("activities of the Society were more or less Indo-centric")। কিন্তু ক্রমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কার্যকলাপের পরিসীমা বৃদ্ধির গুরুত্ব অত্যন্তরিভাবেই অনুভূত হলো। এশিয়াটিক সোসাইটি সমগ্র ভারতের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসেবে যোগ সংস্থার তরফ থেকেই উদ্যোগী হলো—ভারতের গবেষক / বিদ্বজ্জনদের মধ্যেই ভারতের প্রতিবেশী দেশ-গুলির ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাতে আগ্রহের সৃষ্টি করা যায়। তার ফলে, ভারত ও বাকিদের গবেষক / বিদ্বজ্জনদের মধ্যে আরবী ও ফার্সী বইপত্র ও পত্রিকাপত্রের অনুশীলন ও চর্চার জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশ দুটির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আদান-প্রদান ঘটে। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে যেসব 'রিসার্চ ফেলোশিপ'-এর প্রবর্তন করা হয় তা হলো, যথাক্রমে—ক. সংস্কৃতবিদ্যা, খ. বৌদ্ধতত্ত্ব, গ. লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে, এবং ঘ. ইসলামীতত্ত্ব বিষয়ে অনুশীলন ও চর্চা (Research Fellowship were instituted for (i) Sanscritic, (ii) Buddhistic, (iii) epigraphic and numismatics and iv) Islamaic Studies.)।

৬. সোসাইটির কার্যকলাপের প্রসার ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরো বৃহদায়তন স্থান সংকুলানের প্রয়োজন অনুভূত হয় অত্যন্ত জরুরীভাবে—সেই সময়টা ছিল প্রকৃত 'ষাটের দশকের' কালে ("great need was felt for larger accommodation during the late Sixties")। এই জরুরি প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেই তৎকালীন ভারত সরকার বেশ মোটা টাকার অর্থ মঞ্জুর করেন, যাতে স্থান সংকুলানের সমস্যার সমাধান হয়, এবং সেই সূত্রে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় গত ১৯৬১ সনে। চারতলা যুক্ত এই নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পরে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এই নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন গত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ তারিখে (formally opened on 22nd February 1965 by Dr, Sarvepalli Radhakrishnan, the President of India)।

৭. সোসাইটির কার্যকলাপ আরো একবার প্রসার লাভ করে বিশেষত বিজ্ঞানচর্চার কার্যকলাপের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানচর্চার কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করা ছাড়াও এই সোসাইটি আরেকটি বড় রকমের সম্মানজনক কাজে প্রথম গ্রহণ করে "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস ইন ইণ্ডিয়া"র সঙ্গে, অর্থাৎ "ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস" সংকলনের কাজে (the Society took a respectable share with the National Institute of Sciences in India incompiling the 'History of Indian Science.")। এই সময়েই এটা বেশ যথেষ্ট ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সোসাইটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যথাশীঘ্র সম্ভব বর্তমান সংস্থাটিকে একটি 'গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে' রূপান্তরিত করার কাজের মধ্যে ("the future of the lay in the direction of speedy transformation into a Research Institute.")। এক্ষেত্রে বড় রকমের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো অর্থাৎ সোসাইটির মতো বিদ্যাচর্চার সংস্থার ক্ষেত্রে গত ১৯৭১ সনে এখানে একটা 'গবেষণা দফতর' সৃষ্টি করা হলো। এবং এই দফতরটি দুইভাগে বিভক্ত করা হলো, যথা—ক. বিজ্ঞান খ. মানবিকীবিদ্যা (a. Science, b. Humanities.)।

৮. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন স্তরে 'ভারততত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে (National and International Conferences on Indology and

Linguestics) কাজের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও সোসাইটি 'ইউনেস্কো'র পক্ষে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশন'-এর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ভারতস্থ সমযোগরক্ষাকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে থাকে (the Society was also working with the financial assistance from the Indian National Commission for UNESCO as a coordinating Institution in India"), যার দায়িত্ব হলো—'ইউনেস্কোর পক্ষে' মধ্য-এশিয়ার প্রাক-মোঙ্গোল ও উত্তর-মোঙ্গোল সময়কালের সাহিত্য সংক্রান্ত গতি প্রকৃতি সূচক তথ্য প্রমাণ যুক্ত একটি সংকলন করার কাজ পরিচালনা করা ("for Conducting the UNESCO Project for compilation of data on literary trends in Central Asia in the, Pre-Mongol and post-Mongol periods." ইউনেস্কোর সাহায্য/সহযোগিতা নিয়ে সোসাইটি একই সঙ্গে 'বৌদ্ধ তন্ত্রযান আর্ট'-এর সূচনা ও বিকাশের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করতে থাকে ("the Society was simultaneously collecting materials for the history of Origin and development of Buddhist Tantrayana art.")।

৯. গত 'আশির-দশকের সোড়ার দিকে' এশিয়াটিক সোসাইটি ক্রমশ বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে ও পরিচিতি লাভ করে যার মনেপ্রাণে একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের ঐতিহ্যের পুনরাধিকার, এবং তার ফলে সোসাইটি আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকে ("dedicated to rediscovering of the heritage of India and regain the knowledge about its glorious past.")। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বিশ্বের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই সোসাইটি ক্রমশ দুটি বিষয়ের জন্যে সুপরিচিত হয়ে উঠতে থাকে, অর্থাৎ এই সংস্থার মূল্যবান প্রকাশনা এবং গ্রন্থাগার ("The Society came to be best known for two things—the publications and its library.")। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এবং বিদেশ থেকেও বহু সংখ্যক, দর্শনার্থী এই সোসাইটি দর্শন করতে আসেন এই সময়কালের মধ্যে।

ঘ. ১৯৮৪—৮৭ কাল পর্ব ঃ দুশো বছর অতিক্রান্ত (১৭৮৪—১৯৮৪) হওয়ার পর এশিয়াটিক সোসাইটি তার দ্বিশতবার্ষিকী পূর্তির অনুষ্ঠান পালন করে উপযুক্ত গুরুত্ব ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এই উপলক্ষে ভারতের প্রাক্তন [প্রয়াত] প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটি "ইতিহাসকে কেবলমাত্র অনুসরণ করেনি বরং সোসাইটি ইতিহাসে কিছু অবদান রেখেছে।" ("Not only reflected history but had also contributed to it." —Smt. Gandhi. সোসাইটি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি ও উন্নত মেধাগত অগ্রগতির চিত্রাবলী বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করে কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই নয়, ব্যাপক অর্থে বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যেও। সোসাইটির এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কার্যকলাপের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধীর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটিকে ভারতের লোকসভা কর্তৃক আইনের মাধ্যমে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৮৪ সনে এবং লোকসভার সেই আইনটি "এশিয়াটিক সোসাইটি অ্যাক্ট, ১৯৮৪" নামে পরিচিত ("The Society was declared an Institution of National Importance in 1984 by the enactment of theAct by the Parliaments entitled the Asiatic Society Act of 1984")। তখন থেকে সোসাইটি একটা নতুন মাত্রাযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়—যার মধ্যে বিদ্যাচর্চাযুক্ত-গবেষণাযুক্ত কার্যকলাপ (academic-cum-research activities) যুক্ত থাকে, এবং সেক্ষেত্রে যুক্ত করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন / গবেষকদের সোসাইটির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ও নিয়োগের মাধ্যমে সমাবেশ ঘ

করা হয়—যাতে তাঁরা সোসাইটির দ্বারা প্রবর্তিত বহুমুখী গবেষণামূলক পাঠক্রমনির্ভিক্ত গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সংগ্রহকারীদের সঙ্গে গাইড / বা নির্দেশক হিসেবে সমাপতনের মধ্যে চিন্তাভাবনাসূত্র সম্বন্ধ ঘটিয়ে। এই পরিকল্পনামূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে যে পাঠক্রম আছে তা হলো, যথাক্রমে—(ক) পুঁথিতত্ত্ব, (খ) প্রাচ্যবিদ্যাতত্ত্ব, এবং সংস্কৃতমূলক (গ) আচার্য ও (ঘ) শাস্ত্রী পাঠক্রম বিষয়ক ((a) Manuscriptology, (b) Oriental Studies, (c) Acharya, and (d) Sastri courses in Sanskrit)।

১০. সোসাইটির গবেষণামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে এবং সোসাইটির চালু গবেষণা প্রকল্পগুলির সঙ্গে অতিরিক্ত আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্প সোসাইটি বাহির সহকারে হাতে নিয়েছে। এগুলি যথাক্রমে (ক) ভারততত্ত্ব : নতুন ক্ষেত্রসন্ধান, (খ) ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, (গ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক চর্চা ও ইতিহাস, (ঘ) চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস, (ঙ) প্রাচীন ভারত, (চ) ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক চর্চার ভারতীয় তত্ত্ব, (ছ) ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, (জ) সর্বজাগতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, (ঝ) লোকযান ও সংস্কৃতি, (ঞ) উচ্চতর সংস্কৃতচর্চা ও গবেষণা, (ট) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত চর্চা, (ঠ) এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাস রচনা, (ড) ভারততত্ত্ব বিষয়ক একখানি কোষগ্রন্থ সংকলন, (ঢ) রোমান লিপিতে সংকলিত একখানি বাংলা-ইংরেজি অভিধান সংকলন। ("a) Indology Research for New Areas, (b) History of Indian Science, (c) South-East Asian Studies and Research, (d) History of Medicine. (e) Ancient India, (f) Studies in Indian Theories of Language and Linguistics, (g) Islamic Culture and Civilization, (h) Universal Spiritual Values and Tradition, (i) Folklore and culture, (j) Higher Sanskrit Studies and Research, (k) Studies on Rabindranath Tagore, (l) Writing History of Asiatic Society, (m) preparations of an Encyclopaedia on Indology, (n) Compilations of a Bengali-English Dictionary in Roman Script.)।

১১. অন্তত ১৫ জন 'প্রোফেসার', ৭ জন ভিজিটিং ফেলো / 'অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসার ও ৪৫ জন 'স্কলার' গবেষণা প্রকল্পে, এবং ৫৯ জন 'স্কলার' বিদ্যাচর্চা প্রকল্পে এ পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছেন সোসাইটির বিদ্যাচর্চা প্রকল্পে ও গবেষণামূলক কার্যকলাপের প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্যে (15 Professors and 7 Visiting Fellows / Associate Professors, 45 Scholars in the Research projects and 59 scholars in the Academic programmes were appointed to participate in the Academic programmes and Research activities of the Society.)। এইসব প্রখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতদের মধ্যে আছেন,—অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম / টোরোন্টো ইউনিভার্সিটি ; অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল / স্যালভিং প্রোফেসার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, অধ্যাপক পি. ভি. শর্মা / বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ; অধ্যাপক ডিয়েটমার রাথারমান্ড / হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি (পশ্চিম জার্মানি) ও অধ্যাপক আলেক্স ওয়েমান / ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ; অধ্যাপক হেরমান কুলকে/ হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ; অধ্যাপক এইচ. বি. সরকার / দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ; অধ্যাপক সমর সেন / একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী : অধ্যাপক জে. এন. সরকার / ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর / পুঁথিতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, প্রমুখ বিদ্বজ্জনবৃন্দ।

১২. এই সময়কালের মধ্যে সোসাইটি তার গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটানোর ও আধুনিকীকরণের কাজ এবং সেইসঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ হাতে নিয়েছে। গ্রন্থাগারের

জিনিসপত্র অর্থাৎ বইপত্র ও পত্রপত্রিকার এবং সংগ্রহশালার জিনিসপত্রের বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে আধুনিক ফটো ডকুমেন্টেশান'-এর সাহায্যে। বিশেষত পুঁথিপত্রের ক্ষেত্রে ; তাছাড়া পুঁথির সাধারণ ও বিবরণমূলক তালিকা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ("arrangements have been made for conservation of Library materials, and Museum objects through photo-ducumentation of Manuscripts, and of publication of new volumes of General and Descriptive Catalogue.")। সোসাইটির প্রকাশন বিভাগটিকেও পুনর্গঠিত ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এখানে আরো বেশি সংখ্যক বইপত্রের সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ করা হয়, বহু পূর্বে নিঃশেষিত বইপত্রের পুনঃপ্রকাশ হয়, সেমিনার প্রোসিডিংস ও অন্যান্য প্রীনজাকশান মুদ্রিত হয়, এবং সোসাইটি জার্নালের একাধারে গুণগত মান উন্নত ও নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

১৩. সোসাইটির বিচিত্র বিদ্যাচর্চামূলক ও গবেষণামূলক কার্যক্রম ও কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক বিদেশী বিদ্বজ্জনও গবেষকবৃন্দ সেই সঙ্গে বহু সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকবৃন্দ সোসাইটি পরিদর্শনে আসেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে, যথা—ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, বুলগেরিয়া, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা। তাছাড়া, বিদেশী ছাত্রদের একটি সোষ্ঠী যারা আপাতত কলকাতায় রয়েছে তাদেরকে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণামূলক ভাষ্যাদি জানানো হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশানস' / নয়াদিল্লীর নির্দেশমূলক সুপারিশক্রমে ("on Orientation course on Historical and Cultural background of our country at the behest of the Indian Council for Caltural Relations.")।

১৪. বিগত ১৯৮৪ সনে সোসাইটির দ্বিশত বার্ষিকীর বর্ষব্যাপী (১৭৮৪-১৯৮৪) ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান পালনের সময় সোসাইটি তার কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটায়, বিশেষত আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা ও প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে (boosted up its activities including Seminars, Cultural activities, Book Fair and Exhibitions tremendously.")। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক স্তরে 'ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান ভাষাতত্ত্ব' সম্ক্রান্ত একটি আলোচনাচক্র, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন'-এর জন্যে জাতীয় স্তরে শিক্ষা সম্ক্রান্ত একটি আলোচনাচক্র এবং সর্বভারতীয় 'প্রাচ্য সম্মেলন' ইত্যাদির অনুষ্ঠানগুলি ছিল একটা বড় রকমের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ("International Seminar on Indo-Europians Linguistics, National Seminar on Education for Development of Human Resources, and All-India Oriental Conference were big events") যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সোসাইটির নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায়-সোসাইটিরই দ্বিশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

১৫. এশিয়াটিক সোসাইটি– যা কলকাতায় অবস্থিত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, এবং ভারতে ও বিশ্বে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ("a very noted Institution of National Importance in Calcutta, and one of the formost Institutions of knowledge and research in India and the world")—যার সঙ্গে ভারত সরকার এখন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে প্রেরণ / বিনিময় সম্ক্রান্ত চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দেশের সমজাতীয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সংস্থাগুলির একটা সম্পর্ক রয়েছে। সোসাইটির দ্বিশতবার্ষিকীর বছরে, অর্থাৎ

১৯৮৪ সনে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে হাঙ্গেরীর 'সোমা-ভি. কোরোস সোসাইটি'র একটি সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির অন্তর্গত বিবিধ বিষয়ের মধ্যে আছে—এই দুটি দেশের মধ্যে গবেষক বিনিময়, সাংস্কৃতিক তথ্যাদি বিনিময় ও প্রকাশনা ইত্যাদি আদান-প্রদান হবে (exchange of scholars cultural information and publications between the two socities of India and Hungary."। ভারত সরকারের পরিকল্পনা আছে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় কলা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করবে —চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে, ইউরোপ, মধ্য-এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে।

১৬. এশিয়াটিক সোসাইটির মূল আদর্শ হলো—এশিয়ার মানবিকীবিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলা, সেক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতিসাধন করা ("Original motto of the Asiatic Society was to organise, initiate and promote Researches in Humanities and Sciences in Asia.")। সোসাইটির বিগত দুশো বছরের অস্তিত্বের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানটি চমৎকার একটা অবদান রেখেছে বিশেষত ভারতীয় জাতিসত্তা এবং আত্ম-বিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে (Society has made a significant contribution to the emergence of Indian nationhood and the spirit of Self-Confidence.")। এশিয়াটিক সোসাইটি তার নিরন্তর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবশ্যই ইতিহাসের যথাসাধ্য প্রতিফলন ঘটাতে এবং ইতিহাসে কিছু অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে (Asiatic Society has certainly been "reflecting history and Contributing to it.")। সোসাইটির ইতিহাসে তার পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।•

• গত ১৯৮৭-৮৮ সনে সোসাইটি প্রচারিত একটি "রিপোর্ট" অনুসরণে —অ.।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার' সমীপেষু,

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার (মাঘ, ১৪০৩) রামকৃষ্ণ সাহা-র প্রবন্ধ 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সমস্যা' পড়ার পর লেখকের অনেক মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেও কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করছি। শ্রীসাহা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে যে পটভূমি রচনা করেছেন তা সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার অব্যবস্থারই চিত্র। অব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি তার কারণ, কারণ ও সমাধানের কথাও বলেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়েছে শ্রীসাহা কয়েকটি ক্ষেত্রে অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেছেন যার সমর্থনে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান অথবা তথ্যের উল্লেখ না থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া অন্তত একটি ক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধী উক্তি করেছেন বলে মনে হয়েছে। আমার ধারণা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে আশা করি শ্রীসাহা অথবা 'গ্রন্থাগার' পাঠকদের কেউ আমার বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবেন।

প্রথমে স্ববিরোধিতার কথাই বলছি। শ্রীসাহা লিখেছেন, 'বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সদস্যদের প্রয়োজনানুসন্ধান পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। পাঠক গ্রন্থাগার থেকে তার প্রার্থিত বই পত্র-পত্রিকা পান না। এমনকি কোথায় সেগুলি পাওয়া যেতে পারে তার হদিসও পান না' (পৃষ্ঠা-৩)। এর পরে তিনি বলেন, 'তাই আজ গ্রন্থাগারগুলি যে পরিষেবা দেয় তা হলো বই লেন-দেন কেন্দ্রিক---তথ্য পরিষেবা নয়' (পৃষ্ঠা-৫)। তার পরও তিনি আবার বলেন, 'আসল সমস্যা হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা যার ফলে বই, পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায় না, গ্রন্থাগারে থাকলেও সেগুলি পাওয়া যায় না নানা কারণে—এমনকি কোথায় আছে তার হদিস দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে' (পৃষ্ঠা-৭)। প্রসঙ্গত সব শেষে তিনি বলেন, 'এরকম একটা নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থাতেও গ্রন্থাগারগুলি যে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে এটাই আশ্চর্যের বিষয়' (পৃষ্ঠা-১০)। পাঠক যেখানে 'গ্রন্থাগার থেকে তার প্রার্থিত বই পত্র-পত্রিকা পান না' সেখানে কিভাবে 'বই লেন-দেন কেন্দ্রিক পরিষেবাও 'একটা নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থাতেও' গ্রন্থাগারগুলিতে চালু আছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয় কি ?

এবারে শ্রীসাহার কয়েকটি মন্তব্যকে আমার প্রতিক্রিয়া সহ এক এক করে উল্লেখ করছি :

(১) 'এ ছাড়া আর একটি বিষয় যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এক শ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে গ্রন্থাগার হলো অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র' (পৃষ্ঠা-৩)। 'মৃগয়া ক্ষেত্র' বলতে এখানে প্রবন্ধকার কি বোঝাতে চাইছেন ?

(২) আজকের দিনে গ্রন্থাগার কোন বিচ্ছিন্ন সংস্থা নয়, সে পরিবেশ নির্ভর' (পৃষ্ঠা-৩)। আগে কি 'পরিবেশ নির্ভর' ছিল না ?

(৩) 'দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই গবেষকদের সাহায্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—

বিশেষ করে এই রাজ্যে এই অবস্থা বেশি করে চোখে পড়ে' (পৃষ্ঠা-৪)। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক কোন সমীক্ষা করা হয়েছে কি ?

(৪) 'সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বিচারে তৃতীয় হলেও কিন্তু তারা পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত বই, পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভরশীল' (পৃষ্ঠা-৬)। বিজ্ঞানের গবেষণা কি শুধুই স্বদেশের বা পূর্ব দেশে প্রকাশিত বইপত্রের উপর নির্ভর করেই করা উচিত বা সম্ভব ?

(৫) 'রাজ্যে বর্তমান সরকারের আমলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ সংখ্যার দিক থেকে দেখতে ভাল, কিন্তু সে সংগ্রহ আধুনিকও নয় সুষমও নয়' (পৃষ্ঠা-৯)। এই মন্তব্যটি কি কোন পরিসংখ্যানভিত্তিক অথবা সমীক্ষা নির্ভর ?

(৬) 'রাজ্যের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে আছে' (পৃষ্ঠা-১০)। এ বিষয়েও কি কোন সমীক্ষা হয়েছে ?

নিবেদক

০১লে মার্চ, ১৯৯৭ অরুণ ঘোষ

অরুণ ঘোষ মহাশয়ের পত্রের উত্তরে প্রবন্ধকারের বক্তব্য :

অরুণ ঘোষ মহাশয় লেখকের প্রবন্ধটি পড়েছেন এবং কিছু মন্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়েছেন। প্রথমেই প্রবন্ধকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর পত্রের জন্য। প্রবন্ধে কিছু অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতার উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো প্রবন্ধকার প্রবন্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কিছু কিছু বক্তব্য একত্রিত করেছেন—ফলে 'স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি তাঁর নজরে এসেছে। প্রত্যেক বক্তব্যের একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, সেগুলি সেই সেই ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে—প্রবন্ধকারের নজরে সেগুলি আসে নি বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ 'পরিসংখ্যান' বিষয়টি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন, ফলে অনেক সময়েই তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। পরিসংখ্যান ছাড়াও কিছু কিছু প্রমাণ আছে বা থাকে ; যেমন—অনুমান, উপমান ও অর্থাপত্তি ইত্যাদি। যেখানে পরিসংখ্যান নেই সেখানকার অবস্থা কিভাবে ব্যাখ্যাত হবে বা বিশ্বাসযোগ্য হবে ? লেখক কোনভাবেই 'মুক্ত' সিদ্ধান্তে আসেন নি—কারণ লেখকের কর্মজীবন শুরু কলেজ গ্রন্থাগারে ; বাকী জীবনটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই কেটেছে। সুতরাং প্রবন্ধের সবটাই তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল। যাহোক প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্নকারীর মতে (১) "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সদস্যদের প্রয়োজনানুগ পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে" (২) "পরিষেবা বই লেন-দেন কেন্দ্রিক তথ্য পরিষেবা নয়" (৩) আসল সমস্যা হলো 'তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা' এটা স্ববিরোধী কিনা তা বিচারের ভার পাঠককুলের উপরেই রইলো। তাঁর অন্যান্য মন্তব্য সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপ।

১. 'মুন্সেরা ক্ষেত্র' : বিষয়টি ১০ পৃষ্ঠায় 69নং ধারায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধিকন্তু মনে হয় যে শ্রীঘোষ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষককুল কিভাবে ব্যবহার করেন তা বোধ হয় সম্যক অবহিত নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর সদস্য যাদের মধ্যে শিক্ষককুল প্রধান তাঁরা গ্রন্থাগারের সম্পদকে কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন বা এখনও করছেন তা বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির লেন-দেনের নথিগুলি যাচাই করলে স্পষ্ট হবে। শ্রীঘোষ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে গবেষণা করে পরিসংখ্যান পেতে পারেন। কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সেগুলির পরিসংখ্যান দেন না। প্রসঙ্গতঃ একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রন্থাগারিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর ১০-১১ মাস পার করার পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় অন্য একজন কর্মীকে বলেছিলেন যে, এক-দুমাস চাকুরীর

মেয়াদ বৃদ্ধি করতে গেলে শুধু দরখাস্ত করলে হবে না—'ওঁকে এসে বলতে হবে'। গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের আত্ম-সম্মান জ্ঞান টনটনে থাকায় দেড় মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির দরখাস্ত করেন নি ফলে গ্রাচুইটি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের অপরাধ ছিল যে ঐ উপাচার্য যখন অন্য একটি বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি তাঁর কাছ থেকে বই ফেরৎ চেয়েছিলেন। শোনা যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের বই ফেরৎ চাইবার অধিকার ছিল না; রিমাইণ্ডারে সই করতেন উপাচার্য মহাশয়। তৎকালে শিক্ষকমহাশয়রা উপাচার্যের 'অনুরোধে' বই ফেরৎ দিতেন। বর্তমানে 'রিমাইণ্ডার' গ্রন্থাগার থেকেই দেওয়া হয়—কিন্তু বই ফেরৎ না এলে অবসর গ্রহণের আগে কিছু করার নেই। রাজ্যের কোন কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়েই শিক্ষকরা জরিমানা দেন না। সম্প্রতি IIT ও ISI প্রভৃতি সংস্থায় জরিমানা ব্যবস্থা চালু হওয়ার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

২. 'পরিবেশ' শব্দটির অর্থ নানাজনের কাছে নানা-ভাবে অভিহিত হয়। এতদিন গ্রন্থাগারগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালাচ্ছিল—এখন দেশব্যাপী নেটওয়ার্কে অংশ নেওয়ার ফলে তাদের কর্মধারা নেটওয়ার্ক তথা পরিবেশ-নির্ভর হয়ে পড়ছে। এখন একজন গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থাগারের কর্মধারা বদল করতে গেলে তাঁরা সে নেটওয়ার্কের অংশীদার তার বিষয় আগে বিবেচনা করতে হয়।

৩. গবেষণাকে সাহায্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার বিষয় এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনার বিষয় সম্পর্কে শ্রীঘোষকে জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে গবেষণার কোন সম্পর্ক লক্ষ করা যায় না। যাঁরা পুস্তক নির্বাচন করেন তাঁরা মূলতঃ নির্ভর করেন পুস্তক বিক্রেতাদের 'Push'-এর উপর। আর যিনি বিভাগের দায়িত্বে থাকেন তাঁর মানসিকতার উপর সেই বিষয়ের পুস্তক সংগৃহীত হয়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো যাদবপুরের বাঙ্গালোরে IISC-তে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যখনই গেছি পড়ার অসুবিধা হয়নি। এখানে গ্রন্থাগারের সদস্য নন এরকম ব্যক্তি পড়তে এলে যে অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় তা পাঠকমাত্রই জানেন। তার মানে এই নয় যে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মীই অসহযোগিতার দোষে দুষ্ট। প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ-সহ অন্যান্য সমস্ত পুরাতন সরকারী কলেজের সমস্ত বইয়ের তালিকা আছে কি? তালিকা অনুসারে বই পাওয়া যায় কি? একটা বই পরিগ্রহণ তালিকায় অন্ত-ভুক্তির কতদিন পরে পাঠক বই হাতে পান। শুধু কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন কক্ষে যথাক্রমে ৪০ হাজার এবং ২৫ হাজার বই তালিকাভুক্তির অপেক্ষায় পড়ে আছে। সুতরাং গবেষণাকে সাহায্য করার ক্ষমতা কতটা আছে তা সহজেই অনুমেয়।

৪. 'বৈদেশিক প্রকাশনার উপর অতিনির্ভরতা'। একটা ঠিক যে বিজ্ঞানের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই বা থাকাও উচিত নয়। কিন্তু একটা দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাবলম্বন দেশের স্বাবলম্বন ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশেষ করে আমেরিকা এই বিষয়ে সদা সতর্ক থাকায় অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাতে স্ব-নির্ভর না হতে পারে তার জন্য সততই তৎপর। স্ব-নির্ভরতার অন্যতম শর্ত হলো তথ্যজনন ও তথ্য পরিবেষ্টনের স্ব-নির্ভরতা। তথ্য-পরিবেষ্টনের অন্যতম শর্ত হলো দেশীয়ভাষায় প্রকাশনা—জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের গবেষণার ফসল তাদের দেশের ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় তার ফসল ঐ দেশের আপামর জনসাধারণ ভোগ করে। আধিপত্যকামী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গবেষণায় স্ব-নির্ভরতার ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধানিষেধ আরোপ করে। যেমন—আমাদের দেশ যখন সুপার কম্পিউটার বা ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন কিনতে চেয়েছিলো—তখন আমেরিকার সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা

সকলের জানা। ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় 'Science' পত্রিকাটি ভিয়েতনাম কিনতে পারতো না। সাবেক USSR ফটোকপি করে চেনে পাঠিয়ে দিতো। আজ ইরাক কিউবার সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই—তারা কি আমেরিকার প্রকাশিত বই, পত্র-পত্রিকা কিনতে পারে? তাহলে সেই দেশের গবেষণা কিসের উপর নির্ভর করে চলবে? আরো একটা বিষয় আছে তা প্রকাশ করা প্রয়োজন—একটা আমেরিকার প্রকাশিত পত্রিকার দাম আমেরিকায় যতটা ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে তার দাম বেশ বেশি আর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে একই পত্রিকার দাম অনেক বেশি। শুধু অর্থনৈতিক কারণে বহু পত্র-পত্রিকা ভারতবর্ষে আসা বন্ধ হয়েছে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম শর্ত হলো প্রত্যেক দেশের শক্তিশালী নিজস্ব ও তথ্য জনন ও পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকা।

৫. 'সূক্ষ্ম গ্রন্থ সংগ্রহ'—এ প্রসঙ্গে শ্রীঘোষকে জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে সূক্ষ্ম গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে তোলার পরিবেশ নেই—আর আধুনিকও নয়—তার কারণ হলো বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বই কেনার প্রশ্নও নেই। এর জন্য পরিসংখ্যান প্রয়োজন হয় না। বাকী বিষয়ের খানিকটা ওপরে অংশে বিবৃত করা হয়েছে।

শ্রীঘোষের সর্বশেষ প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে গুজরাট বিদ্যাপীঠ, ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অফ্ সায়েন্স, মাদ্রাজ, কানপুরস্থিত IIT, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, জবাহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগ এরকম বহু সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের বহু পূর্বে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছেন। আমাদের রাজ্যের IIT-ই প্রথমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। রাজ্যের বাকী সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সবে কাজ শুরু হয়েছে।

সবশেষে প্রবন্ধের খুঁটিনাটি বিষয় পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য শ্রীঘোষকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

রামকৃষ্ণ সাহা

প্রগতি পরিষদ পাঠাগার : একটি সমীক্ষা

গৌতম মাইতি ও বিমানচন্দ্র বিশ্বাস

(১) ভূমিকা :

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ-শহরে বেশ কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এদের লক্ষ্য ছিল—একদিকে এলাকার মানুষকে সমাজসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা ও অন্যদিকে সংগঠিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৪৪ সালে মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার কলাগেছিয়া গ্রামে এই ঐতিহ্যবাহী 'প্রগতি পরিষদ পাঠাগার'-এর জন্ম হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি' প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আভা মাইতি সহ মেদিনীপুর জেলার বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ও দেশপ্রেমী মানুষ এই অখ্যাত গ্রামীণ গ্রন্থাগারটির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারিয়ে নামমাত্র টিকে থাকে। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার এ ধরনের হাজার হাজার সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৯ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্তন হয়। ১৯৮১ সালে এই ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি সরকারপোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি মেদিনীপুর জেলার, খেজুরী—২নং ব্লকের কলাগেছিয়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তার পরিষেবা দান করে। এই এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৬,০০০। এই জনসংখ্যার মধ্যে স্বাক্ষরের সংখ্যা ১৫,৬০০ (৬০%)। অঞ্চলটিতে ১টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় (-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত), ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩টি নার্সারি বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রন্থাগারটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনে তথ্য পরিষেবা দান করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্বাক্ষরতা কর্মসূচী ও নবস্বাক্ষরদের তথ্য পরিষেবা কার্যে ও এই গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(২) উদ্দেশ্য :

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার উদ্দেশ্য হলো : (ক) অর্জিত শিক্ষাকে রক্ষা, দৃঢ় ও আরো সম্প্রসারিত করা ; (খ) জীবন জীবিকা এবং সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে ব্যবহারকারীদের সচেতন, সক্ষম ও সমৃদ্ধ করা ; (গ) সুস্থ ও জীবনমুখী সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের চিত্তবিনোদন করা ও তাদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন করা : উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে গ্রন্থাগারে সংগঠন ও তথ্য পরিষেবা কার্য সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। বর্তমান সমীক্ষার লক্ষ্য হলো গ্রন্থাগারটির বর্তমান সংগঠন ও পরিষেবার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা এবং এর ভিত্তিতে গ্রন্থাগারটির বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথনির্দেশ করা। আশা করা যায় এই সমীক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য একটি ফলপ্রসূ তথ্য পরিষেবা ব্যবস্থা নির্মাণে সাহায্য করবে।

(৩) কার্যপ্রণালী :

এই সমীক্ষাতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়েছিল। এছাড়া গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারের সদস্য ও এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও কিছু উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। সমীক্ষাটিতে বিভিন্ন প্রাথমিক মাধ্যমিক নথির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

(৪) পর্যবেক্ষণ :

সংগৃহীত উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(৪·১) **গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা :**

নিম্নে বর্ণিত টেবিল—১-এ গ্রন্থাগারটির বিগত ৫ বছরের সদস্য সংখ্যার হিসেব দেওয়া হলো।

টেবিল—১

গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা

বৎসর	নিয়মিত সদস্য	%	অনিয়মিত সদস্য	%	মোট
১৯৯২-১৯৯০	১৫৬	৭০·২৭	৬৬	২৯·৭৩	২২২
১৯৯৩-১৯৯৪	২৮৪	৭৫·৪১	৬০	২৪·৫৯	২৪৪
১৯৯৪-১৯৯৫	২৪০	৮১·০৮	৫৬	১৮·৯২	২৯৬
১৯৯৫-১৯৯৬	২৭০	৮৫·৪৪	৪৬	১৪·০৬	৩১৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৩০৬	৮১·৪৭	৫৬	১০·৫৩	৩৪২

টেবিল—১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটিতে বিগত পাঁচ বছরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার ধীর হলেও তা নিয়মিত (Steady)। বিগত পাঁচ বছরে এর সদস্যসংখ্যা মোট ২২০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে ২৪ জন (২০%) করে সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থাগারে ১৯৯২-১৯৯৩ সালে নিয়মিত সদস্য (যারা নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও বইপত্র লেনদেন করে) সংখ্যা ছিল ১৫৬ জন (৭০·২৭%), পরবর্তী পাঁচ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৬ জন (৮১·৪৭%) হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৯২-১৯৯৩ সালে যেখানে অনিয়মিত (যারা নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না বা বইপত্র লেন-দেন করে না) সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৬ জন (২৯·৭২%) ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ জন (১০·৫২%)। এখন দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটি বিগত পাঁচ বছরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এইসঙ্গে অনিয়মিত পাঠক সংখ্যা হ্রাস করে অনেক বেশী সংখ্যক সদস্যকে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে সক্রিয় করা হয়েছে।

(৪·২) **গ্রন্থাগারের নবস্বাক্ষর সদস্য সংখ্যা :**

নিম্নে বর্ণিত টেবিল—২-এ গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৩ বছরের নবস্বাক্ষর সদস্যদের সংখ্যা দেখানো হলো :

টেবিল—২

গ্রন্থাগারের নবস্বাক্ষর সদস্য সংখ্যা

বৎসর	নিয়মিত সদস্য	%	অনিয়মিত সদস্য	%	মোট
১৯৯৪-১৯৯৫	২৬	১০০·০০	০০	০০·০০	২৬
১৯৯৫-১৯৯৬	০৮	৩০·৭৭	১৮	৬৯·২৩	২৬
১৯৯৬-১৯৯৭	০৮	৩০·৭৭	১৮	৬৯·২৩	২৬

১৯৯৪-১৯৯৫ সালে এই গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্বাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করে। টেবিল—২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে মোট ২৬ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করে তোলে এবং তারা নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে এদের মধ্যে মাত্র ৮ জনকে (৩০·৭৬%) নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশিষ্ট ২৬ জন (৬৯·২৩%) গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটি যত সংখ্যক মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলেছে তার অধিকাংশদের (৬৯·২৩%) গ্রন্থাগার ব্যবহারে ধরে রাখতে পারেনি।

(৪.৩) গ্রন্থসংগ্রহ ও তার বিষয়ানুগ শ্রেণীবিভাগ :

নিম্নে বর্ণিত টেবিল—৩ গ্রন্থাগারটির বিগত ৫ বছরের গ্রন্থসংগ্রহ ও তার বিষয়ানুগ শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো ।

টেবিল—৩

গ্রন্থসংগ্রহ ও তার বিষয়ানুগ শ্রেণীবিভাগ

বৎসর / %	ধর্ম ও দর্শন	গল্প ও উপন্যাস	কবিতা	নাটক	সংগীত	জীবনী	ভ্রমণ	ইতিহাস	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	খেলা-ধুলা	অনুলেখ গ্রন্থ	প্রবন্ধ	মোট
১৯৯২-'৯৩	২৪	১০৬৬	৬০	৭০	২০	১৬৫	৭০	৪৫	৫৫	১৬	৫৫	০৫২	১,১৮৮
%	১.৪১	৫০.৬২	৩.০২	৩.৬৭	১.০	৮.২১	৩.৬৭	২.২৬	২.৭৭	০.৮০	২.৭৭	১৬.৭০	১০০
১৯৯৩-'৯৪	৩০	১০৭১	৬৫	৭৬	২০	১৭০	৭৫	৫০	৬০	১৮	৬০	০৩৫	২,০৩০
%	১.৫৮	৫২.৬৮	৩.১১	৩.৭৪	১.১০	৮.৩৬	৩.৬১	২.৪৬	২.৯৫	০.৮১	২.৯৫	১৬.৪৮	১০০
১৯৯৪-'৯৫	৩০	১১১১	৬৫	৭১	২০	১৮০	৮০	৫০	৬০	১৮	৬৫	৩৪১	২,১০১
%	১.৪২	৫০.১৫	৩.০৮	৩.৬০	১.০১	৮.৫৪	৩.৭১	২.৩৭	২.৮৫	০.৮৫	৩.০৮	১৬.১৭	১০০
১৯৯৫-'৯৬	৩০	১২২১	৬৫	৮০	২৩	১৯০	৮০	৫০	৬০	১৮	৭০	০৬১	২,২৪৮
%	১.৩৪	৫৪.৩২	২.৮৯	৩.৫৬	২.০২	৮.৫৫	৩.৫৬	২.২২	২.৬৭	০.৮০	৩.১১	১৬.৩৬	১০০
১৯৯৬-'৯৭	৩২	১০৭২	৭০	৯১	২৪	২১৮	৮৪	৫৬	৬৭	২১	৭৯	৫৮৬	২,৫০০
%	১.২৮	৫৪.৮৮	২.৮	৩.৬৪	০.৯৬	০.৯৬	৩.০৬	২.২৪	২.৬৮	০.৮৪	৩.১৬	১৫.৬৪	১০০

টেবিল—৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৫ বছরে গ্রন্থসংখ্যার ধীর কিন্তু স্থিতিশীল (Steady) বৃদ্ধি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এবং বিগত ৫ বছরের মধ্যে প্রতিবছরই এর সংখ্যা মোট গ্রন্থসংখ্যার ৩০% এর বেশী ছিল। এরপর প্রবন্ধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তৃতীয় স্থানে রয়েছে জীবনীমূলক গ্রন্থ। বিগত ৫ বছরে জীবনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা ধীর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থাগার সংগ্রহে অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এবং বিগত ৫ বছরে এর বৃদ্ধির হারও আশাপ্রদ নয়।

৪(.৪) গ্রন্থসংগ্রহের উৎস :

নিম্নে বর্ণিত টেবিল—৪-এ গ্রন্থসংগ্রহের বিভিন্ন উৎসগুলি উল্লেখ করা হলো :

টেবিল—৪

গ্রন্থসংগ্রহের উৎস

বছর	ক্রয়	%	দান	%	মোট	%
১৯৯২-'৯৩	৪৩	৯৩.০২	৩	৬.৯৮	৪৩	১.৪৫
১৯৯৩-'৯৪	৪৩	৮৮.৬৯	৫	১১.১১	৪৫	১.৮১
১৯৯৪-'৯৫	৬৮	৮১.৪৭	৮	০০.৫৩	৭৬	১৬.৭০
১৯৯৫-'৯৬	১১৫	৮৫.১১	২০	১৪.৮১	১৩৫	২১.৬৭
১৯৯৬-'৯৭	১২৬	৮০.৭৭	৩০	১৯.২৩	১৫৬	৩৪.২১
	৩৮১	৮৫.৪৯	৬৬	১৪.৫১	৪৫৫	১.০০

টেবিল—৪ থেকে দেখা দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৫ বছরে মোট ৪৫৫টি গ্রন্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার যেখানে ১৯৯২-'৯৩ সালে ছিল ১.৪৫%, ১৯৯৬-'৯৭ সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪.২১%। বিগত পাঁচ বছরে গ্রন্থসংগ্রহের মূল উৎস ছিল (৮৫.৪১%)। দান থেকে ১৪.৫১% গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। যেহেতু সাধারণ গ্রন্থাগারটির বই ক্রয়বাবদ অর্থ বরাদ্দ একটি নির্দিষ্ট পরিমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই এক্ষেত্রে গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য দানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যদিও ওপরের টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯২-'৯৩ সালে দান থেকে ৬.৯৮ % গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১.২০% হয়েছে। এই বৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক। তবুও ফলপ্রসূ পরিষেবার কথা মাথায় রাখলে দান থেকে গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(৪·৫) **গ্রন্থের লেনদেন :**

নিম্নে বর্ণিত টেবিল - ৫-এ গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন গ্রন্থের লেনদেনের হিসেব দেওয়া হলো।

টেবিল—৫

গ্রন্থের লেনদেন

বৎসর	সাধারণ সদস্য (%)	শিশু ও কিশোর (%)	নবসাক্ষর (%)	মোট
১৯৯২-'৯৩	১১৭০ (৬২·৫৭)	৭০০ (৩৭·৪৩)	— —	১৮৭০
১৯৯৩-'৯৪	১২০৪ (৫৮·৬২)	৮৫০ (৪১·৩৮)	— —	২০৫৪
১৯৯৪-'৯৫	১৬৬৮ (৪৯·১৭)	১২০০ (৩৫·৮৮)	৫২৪ (১৫·৪৫)	৩৩৯২
১৯৯৫-'৯৬	২০২৫ (৫০·৬২)	১৭০০ (৪২·৫০)	২৭৫ (৬·৮৮)	৪০০০
১৯৯৬-'৯৭	২৫৬০ (৫১·২০)	২১০২ (৪২·৬৪)	৩০৮ (৬·১৬)	৫০০০

টেবিল—৫ থেকে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারটিতে গ্রন্থের লেনদেন বিগত ৫ বছরে ক্রমবর্ধমান। ১৯৯২-'৯৩ সালে লেনদেনের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ১৮৭০, ১৯৯৬-'৯৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০০। বিগত ৫ বছরে শিশু ও কিশোরদের লেনদেন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালে যেখানে লেনদেনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০ (৩৭·৪৩), ১৯৯৬-৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২১০২ (৪২·৬৪%) হয়েছে। সাধারণ সদস্যদের লেনদেন সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বিগত পাঁচ বছরে সাধারণ সদস্যদের লেনদেনের সংখ্যা মোট লেনদেনের শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশী ছিল। নবসাক্ষরদের লেনদেনের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৪-'৯৫ সালে তাদের লেনদেনের সংখ্যা ৫২৪ (১৫·৪৫%) থেকে ১৯৯৬-'৯৭ সালে হ্রাস পেয়ে ৩০৮ (৬·১৬%) হয়েছে।

(৪·৬) **পাঠকক্ষ ব্যবহার :**

নিম্নে বর্ণিত টেবিল—৬-এ গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৫ বছরের পাঠকক্ষ ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া হলো।

টেবিল—৬

গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার

বৎসর	সাধারণ সদস্য (%)	শিশু ও কিশোর (%)	নবসাক্ষর (%)	মোট
১৯৯২'-৯৩	১৪৮০ (৪০·০০)	২২২০ (৬০·০০)	—	৩,৭০০
১৯৯৩-'৯৪	১৬৪৫ (৩৮·০০)	২৬৮৫ (৬২·০০)		৪,৩৩০
১৯৯৪-'৯৫	১৭৬৭ (৩৫·০০)	৩০৫৫ (৬০·৫২)	২২৬ (৪·৪৮)	৫,০৪৮
১৯৯৫-'৯৬	১৮৪৩ (৩১·২২)	৩৮০৯ (৬৬·১৩)	১০৮ (১·৮৮)	৫,৭৬০
১৯৯৬-'৯৭	২১৬০ (৩০·০০)	৪৮৪২ (৬৭·৩১)	১৮৮ (২·৬১)	৭,২০০

টেবিল—৬ থেকে গ্রন্থাগারটিতে বিগত ৫ বছরের পাঠকক্ষ ব্যবহারের একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বিগত ৫ বছরে পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১২-'১৩ সালে পাঠকক্ষ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৭০০ বার। ১৯১৬-'১৭ সালে তা প্রায় দ্বিগুণে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২০০ বার। পাঠকক্ষ ব্যবহারে শিশু ও কিশোররা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিগত ৫ বছরে তাদের পাঠকক্ষ ব্যবহার শতাংশের হিসেবে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই সংখ্যা কখনই মোট পাঠকক্ষ ব্যবহারের ৬০%-এর কম ছিল না। সাধারণ সদস্যদের পাঠকক্ষ ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯১২-'১৩ সালে পাঠকক্ষ ব্যবহার ১৪৮০ (৪০·০০%) থেকে ১৯১৬-'১৭ সালে হ্রাস পেয়ে ২১৬০ (৩০·০০) হয়েছে। নবসাক্ষরদের পাঠকক্ষ ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯১৪-'১৫ সালে ২২৬ বার (৪·৪৮) থেকে ১৯১৬-'১৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৮৮ বার (২·৬১%) হয়েছে।

(৪·৭ পাঠকক্ষে নথির রূপগত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ব্যবহার :

নিম্নে লিখিত টেবিল—৭-এ গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে নথির রূপগত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ব্যবহার বর্ণনা করা হলো।

টেবিল—৭

পাঠকক্ষে নথির রূপগত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ব্যবহার

বৎসর	সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র (%)	অনুলর গ্রন্থ (%)	শিশু গ্রন্থ (%)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (%)	গল্প ও উপন্যাস (%)	মোট
১৯১২-'১৩	৮৬০ (৫০·০০)	২৫৮ (১৫·০০)	৪০০ (২৫·০০)	১২০ (৬·৯৮)	৫২ (৩·০২)	১৭২০
১৯১৩-'১৪	১০১২ (৫৫·০০)	২৫০ (১৩·৫১)	৫২০ ২২·৪৩)	১০০ (৫·৪৩)	৫৮ (৩·১৬)	১৮৪০
১৯১৪-'১৫	১১৩০ (৫৬·৩১)	৩১৫ (১৫·৭২)	৫০১ (২৫·০০)	৪০ (২·০০)	১৮ (০·৪৯)	২০০৪
১৯১৫-'১৬	১১৯৯ (৫৫·০০)	৩২৭ (১৫·০০)	৫২০ (২০·১১)	১০০ (৪·৫৯)	৩১ (১·৪২)	২১৮০
১৯১৬-'১৭	১০৮০ (৬০·০০)	২৫৩ (১১·০০)	৫৭৫ (২৫·০০)	৬১ (৩·০০)	২৩ (১·০০)	২৩০০

টেবিল—৭ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিগত ৫ বছরে গ্রন্থাগারটির পাঠকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর নথির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১২-'১৩ সালে বিভিন্ন প্রকার নথির ব্যবহার ছিল ১৭২০। ১৯১৬-'১৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০০০। পাঠকক্ষে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। বিগত ৫ বছরে পাঠকক্ষে ব্যবহৃত মোট নথির মধ্যে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ব্যবহার প্রতি বছরই ৫০% বা তার বেশী ছিল। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ব্যবহার ১৯১২-'১৩ সালে ছিল ৮৬০ (৫০%)। ১৯১৬-'১৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১০৮০ (৬০%) হয়েছে। গ্রন্থাগারটির পাঠকক্ষে শিশু গ্রন্থের ব্যবহার ও উল্লেখযোগ্য। বিগত ৫ বছরে শিশুগ্রন্থের ব্যবহারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও তা কখনই ২/৩ শতাংশের বেশী বা কম ছিল না। পাঠকক্ষে এছাড়া অনুলর গ্রন্থের ব্যবহার ও উল্লেখযোগ্য। এইসঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বই এবং কদাচিৎ গল্প ও উপন্যাস পাঠকক্ষে ব্যবহৃত হয়।

(৪.৮) **গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা :**

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারে ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন গ্রন্থাগার কর্মী কর্মরত আছেন।

(৪.৯) **গ্রন্থাগার ভবন :**

গ্রন্থাগারটিতে বর্তমান ২টি ঘর রয়েছে। এর মধ্যে একটি গ্রন্থসংগ্রহশালা (Stock room) এবং অফিসঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্য ঘরটি পাঠকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য একটি নতুন গৃহনির্মাণ শুরু হয়েছে। এই গৃহনির্মাণে সাহায্য করছে 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন।'

(৫) **উপসংহার :**

সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে—এটি উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট। সংগঠন ও তথ্য পরিষেবায় গ্রন্থাগারটি ধীর কিন্তু স্থিতিশীলভাবে উন্নতি লাভ করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ নেই। কারণ গ্রন্থাগারটির সংগঠন ও তথ্য পরিষেবায় কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলি এবং একই সঙ্গে সমাধান সূত্র হিসেবে কিছু প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

(ক) যে এলাকাটিতে গ্রন্থাগারটি পরিষেবা প্রদান করে, সেখানে স্বাক্ষরের সংখ্যা ১৫৬০ (60%, মোট জনগণের)। অথচ সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থাগারটির সদস্যসংখ্যা ৩৪২ জন। অতএব আরো নতুন সদস্য-সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্যদের নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

(খ) এলাকার ৪০% জনগণ (১৬০০) নিরক্ষর। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীদের দ্বারা কৃত স্বাক্ষরের পরিমাণ ১৯৯৪-'৯৫ সালে ছিল মোট ২৬। এই সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাছাড়া এই স্বাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে মোট ৮ জনকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত করা গেছে। বাকি ১৮ জনকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে নিয়মিতভাবে ধরে রাখা যায়নি। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের আরো বেশী সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে এইকাজে গ্রন্থাগারের সদস্যদের যুক্ত করতে হবে। এছাড়া নবস্বাক্ষর ব্যক্তিদের নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলতে হবে। এদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

(গ) গ্রন্থাগারটিতে গ্রন্থের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ নির্বাচনে ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বই, নানাধরনের তথ্যমূলক বই, সমাজ দেশ ও বিশ্বপরিচিতিমূলক, পরিবেশ, কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত বই গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ নিতে হবে। নবস্বাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঘ) গ্রন্থসংগ্রহের পরিমাণ বাড়াতে হলে আরো বেশী গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারী বরাদ্দের ওপর নির্ভর না করে অন্য উপায়ে গ্রন্থসংগ্রহে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দান হিসেবে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। গ্রন্থক্রয়ের জন্য এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রন্থ-ক্রয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারটিতে গ্রন্থাদি লেনদেনের সংখ্যা আশা-ব্যঞ্জক হলেও নবস্বাক্ষরদের লেনদেনের সংখ্যা ক্রম-হ্রাসমান। এক্ষেত্রে নবস্বাক্ষর ব্যক্তিদের লেনদেনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবাকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে গ্রন্থ লেনদেনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য গ্রন্থাগারের সাধারণ সদস্যদের যুক্ত করতে হবে।

(চ) পাঠকক্ষ ব্যবহারের পরিমাণ আরো বাড়াতে

হবে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর, নবসাক্ষর, স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিদের পাঠকক্ষ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য এদের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন করতে হবে। পাঠকক্ষের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য পাঠককে সুন্দর ছবি ও অন্যান্য সামগ্রীর সাহায্যে সাজিয়ে তুলতে হবে। পাঠকক্ষ যাতে ধুলোবালিমুক্ত হয় এবং যথেষ্ট আলোবাতাসের ব্যবস্থা থাকে তা দেখতে হবে।

ছ) পাঠকক্ষে আরো বেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, শিশু ও কিশোর গ্রন্থ এবং অনুন্নত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। সংবাদপত্র পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যার স্বল্পতার জন্য গ্রন্থাগার সংগঠনও পরিষেবা কার্যে গ্রন্থাগারের সদস্যদের উৎসাহিত করে যুক্ত করতে হবে।

ঝ) গ্রন্থাগার ভবনটিতে যথেষ্ট আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সেইসঙ্গে ধুলোবালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ সজ্জাকে ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

ঞ) গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হলে তার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য মনীষীদের জীবনচর্চা, সাক্ষরতা দিবস, বিজ্ঞান দিবস ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের আনার জন্য তৈরী করতে হবে।

ট) গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নবসাক্ষর, অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত অথচ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না এমন ব্যক্তিদের আকর্ষিত করতে হবে। বিভিন্ন আলোচনাচক্র এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

ঠ) ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণাসৃষ্টির জন্য এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যান (Statistics) রাখা এবং ব্যবহারকারী সমীক্ষার (Users Study) ব্যবস্থা করতে হবে।

ড) এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য গ্রন্থসংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের গ্রন্থাগারের সদস্য করতে হবে। এদের প্রয়োজনে বিশেষ ধরণের অনুন্নত সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢ) অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থ বিনিময়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবাকে উন্নত করতে হবে। এজন্য নিকটবর্তী গ্রন্থাগারগুলির একটি যৌথ সূচী (Union Catalogue) প্রস্তুত করতে হবে।

ণ) গ্রন্থাগারকর্মীগণকে গ্রন্থাগারের সদস্যদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

পরিশেষে স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য স্মরণ করতে বলবো। তিনি বলেছিলেন :

'দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাইতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় ও অন্যান্য সব স্থানে যাইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটা অসাধ্য নয়। ভূতপূর্ব সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল মানুষের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে। সে অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারি। ইতিহাস আমাদের সঙ্গী, এখন দরকার নিষ্ঠা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

তথ্য নির্দেশিকা

১) প্রবীর রায়চৌধুরী। সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা। (৪২-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধসমূহ হইতে সংগৃহীত)।

২) গৌতম মাইতি। বিপন্ন উত্তরাধিকার। (প্রগতি পরিষদ সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা হইতে সংগৃহীত)।

৩) প্রগতি পরিষদ। অডিট রিপোর্ট, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫।

৪) প্রগতি পরিষদ। বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৬-'৯৭।

৫) THE LENIN STATE LIBRARY OF THE USSR. Lenin and library organisation. Moscow : Progress Publishers, C 1983.

৬) West Bengal Public libraries Act, 1979 (Amended in 1982 and 1985)

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Re. 10·00 LICENCE No WB/CC-CL–2
Postal regd. No WB/CC—145
Regd. Nr. R N 2674-47

CENTRAL LIBRARY

GRANTHAGAR

Volume 48 : No 8 June-July 1988

CONTENTS

	Page
Editorial	1
Goutam Maity & Bidhan Chandra Biswas Assessment of Information Flow of Newspapers : A Survey	3—5
Amalendu Ghosh Workings of the Asiatic Society during post Independence period (1947—87)	6—12
Letters to the Editor	13—16
Goutam Maity & Bidhan Chandra Biswas Pragati Parishad Pathagar : A Survey	17 - 24

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association,
P-134 C.I.T Scheme 52, Calcutta-700 014, Phone : 244-6866
at J. D. Press, 52 Kailash Bose Street, Calcutta-6
Editor : Arun Ray.

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : অরুণ রায় | শ্রাবণ, ১৪০৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
ছায়া বেরা প্রয়াত	২
কল্যাণ সরকার	
জৈব প্রযুক্তি, জৈব বৈচিত্র্য ও তথ্য সংরক্ষণে ভারতের অগ্রগতি	৩—১৩
সংযুক্তা রায়	
ইনফ্লিবনেট-একটি আলোচনা	১৪—১৬
ডঃ সত্যানন্দ মণ্ডল	
রঙ্গনাথের শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও প্রয়োগে শিক্ষা দান	১৭—১৮
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (হুগলী জেলা শাখা)	
সরকার পোষিত সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি কনভেনশন	২১ - ২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪. সম্পাদক : অরুণ রায় শ্রাবণ ১৪০৪

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিককালে একটি বিষয় আমাদের খুবই চিন্তান্বিত করে তুলেছে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের লেখা, ছবি ও আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহের স্বত্বাধিকার বা কপিরাইট সংক্রান্ত।

আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন লেখা আর প্রচারপত্র ইত্যাদিতে রবীন্দ্র-উক্তি সমূহ ব্যবহার করে আসছি। ভবিষ্যতেও না করার কোন কারণ নেই, তবু জানিনা একটা আশঙ্কা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে—এই বুঝি বিশ্বভারতী থেকে কপিরাইট ভঙ্গ করার 'অপরাধে' চিঠি এলো! রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরিষদের অন্তত দুইটি বই আছে দুইটি বইই সুধি মহলে যথেষ্টই সমাদৃতও হয়েছে, তবু আশঙ্কার অবসান থাকছে।

কয়েকদিন যাবতই আমরা সংবাদপত্রে বিশ্বভারতী বনাম রবীন্দ্র ভারতীর মধ্যে কপিরাইট আইনের বিষয়ে লড়াই চলছে দেখতে পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে বলতে হচ্ছে বিষয়টা দুঃখজনক।

বাল্যকাল থেকে দেখছি রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বলিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। এক সময় তো কলকাতার একটি নামী মিষ্টির দোকানে তাঁর ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাদের দই-এর প্রশংসায়। সেই দোকানে আর মিষ্টি বিক্রি হয় না, সেই ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপনও নেই, থাকলে নিশ্চয়ই দোকানের মালিককে দুর্ভোগে ভুগতে হতো।

বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। নানা সংগঠন, নানা সংস্থা বিভিন্নভাবে রবীন্দ্র উক্তি ব্যবহার করে আসছেন, কোন বিতর্ক এতাবৎকাল দেখা যায়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি এই ধরনের বিতর্কে প্রবেশ করতেন না বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

কেউ যদি কদর্থে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে তবে নিশ্চয়ই আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সদর্থক ব্যবহারের প্রতিবাদ করাকে আমরা রবীন্দ্র চিন্তা-ভাবনার প্রসার সংকোচনের চেষ্টা বলেই মনে করি এবং আমরা এই ধরনের প্রয়াসের বিরোধীতা করি ভবিষ্যতেও করব।

আমরা মনে করি কপিরাইট আইনের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা হচ্ছে। আজ বিশ্বভারতী কপিরাইট আইনের দোহাই দিচ্ছেন, কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে রবীন্দ্র ভাবনার সংগে কতটা সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বভারতী তার কাজ কর্ম চালাচ্ছে? তবে কি শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থেই বিশ্বভারতী আজ কপিরাইটের ধুয়া তুলছেন? এতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কি মর্যাদা বৃদ্ধি হচ্ছে? যদি দোষ আমার আদর্শ প্রসার করার ক্ষেত্রে কেউ এগিয়ে এসেছে তাতে বাধা দেব কেন?

বাংলাদেশ সরকার যে রবীন্দ্রসংগীতকে (আমার সোনার বাংলা, তোমায় আমি ভালবাসি···) তাঁদের জাতীয় সংগীত হিসাবে নিয়েছেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কি তাঁদেরকেও কপিরাইট আইনের ভয় দেখাবেন? বিজ্ঞজন হয়ত বলবেন বাংলাদেশ তো বার্ণে কনভেনশনের শরীক ছিল না সুতরাং·····

ছায়া বেরা প্রয়াত

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছায়া বেরা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বিগত ১০ জুলাই, ২৮ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আমরা পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার কর্মী ও বরধীরা বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ করছি ও তাঁর উপস্থিতির অভাব বোধ করছি, তার প্রধান কারণ তিনি ছিলেন ২য় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

ছায়া বেরা যখন রাজ্য মন্ত্রীসভার গ্রন্থাগার বিভাগের ভার পেলেন তখন আমরা বেশীর ভাগ কর্মীরাই তাঁকে চিনতাম না, তাঁর কর্মধারার সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু দ্বিধা সংকোচ নিয়েই আমরা তাঁর নেতৃত্বে কাজ আরম্ভ করি। অল্পদিনেই তাঁর আন্তরিকতা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর জানার আগ্রহ আমাদের আশান্বিত করে তোলে। যখনই প্রয়োজন হতো, তাঁর রাইটার্স বিল্ডিং-এর অফিসে হাজির হয়েছি। তিনি অনাবিল হাসিমুখেই আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন। কখন দুপুরের দিকে গিয়েছি হয়ত, তাঁর সঙ্গে ভাগ করে তাঁর টিফিনের অর্থাৎ মুড়ির ঠোঙ্গার অংশ ভাগ হয়েছি। গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করেছে। যে কয় বছর তিনি গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সে কয় বছর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে রূপায়নের চেষ্টা করা হয়।

প্রয়াত বেরার স্বাস্থ্য ছিল বাঙ্গালী মেয়েদের তুলনায় ঈর্ষা করার মত। দীর্ঘ দেহী, সুঠাম চেহারার ছায়া বেরা যে এত অল্প বয়সে এই দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন এটা কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আজ ব্যথাতুর চিত্তে আমরা প্রয়াত বেরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও এটা নিশ্চিত জানি তিনি যে আদর্শ নিয়ে কাজ করে গেছেন, একদিন সেই আদর্শ জয়যুক্ত হবে।

জৈবপ্রযুক্তি, জৈববৈচিত্র্য ও তথ্যসংরক্ষণে ভারতের অগ্রগতি

করুণ সরকার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ভূমিকা :

সম্প্রতি, নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধকে, জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) এবং তথ্যপ্রযুক্তি (Information technology) সারা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসহ সমগ্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি এবং প্রবাহ-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এই ব্যবস্থাকে ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। অথচ ১৯৮০ সালের আগে 'জৈবপ্রযুক্তি' শব্দবন্ধের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রথম এই শব্দবন্ধটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—'a live human made micro-organism is patentable matter'। এই রায়ের অনিবার্য প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে Genentech, Biogen, New England Biolabs, Cetus এবং Genex নামে জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর বেশকিছু বাণিজ্যিক সংস্থা জন্ম লাভ করে। বর্তমানে এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থা সারা পৃথিবীর জৈববৈচিত্র্যকে (Bio-diversity) কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ এবং খাদ্যসম্পদ, বীজ উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। কেননা "Essentially, the success of biotechnology is dependent on the existence of biodiversity"। সুতরাং জৈববৈচিত্র্যের যথাযথ সংরক্ষণ ভিন্ন জৈবপ্রযুক্তির সার্বিক উন্নতি অসম্ভব। আবার জৈববৈচিত্র্য বলতে আমরা বুঝি—"The wide genetic and specific distribution of flora & fauna in time and space, giving rise thereby to vast qualitative and quantitative difference in living Organism." অতএব জৈবপ্রযুক্তি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুটি বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের অগ্রগতি, বিশেষত অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং তথ্যব্যবস্থার ক্রমোন্নতি এই প্রবন্ধে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

2.0 জন্মকথা (Genesis)

আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার সূত্রপাত ষাটের দশকের প্রথমে। যদিও প্রথম জৈব-নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন সংস্থা (Bioethics study Institute) হিসাবে ১৯৬৯ সালে জুন মাসে হেস্টিং সেন্টার গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তা স্থানান্তরিত হয়েছে নিউইয়র্কে। ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে জোসেফ হ্যাণ্ড রোজ কেনেডি ইন্সটিটিউট অব্ এথিক্স। এখানে জৈব-নীতি শাস্ত্রকেন্দ্র (Bioethics Centre) গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৮ সালে এই কেন্দ্র থেকে প্রথম 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ বায়োএথিক্স' প্রকাশিত হয় (Encyclopedia of Bioethics Vol. 4)। ঠিক ঐ সময় জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) প্রজনন বাস্তুবিদ্যার (Genetic Engineering) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। একটি উৎপাদনমাত্র, বিষয় হিসাবে (Subject) প্রকাশ ঘটেনি। কাজেই জৈবপ্রযুক্তি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তখন নিছকই উন্নয়নের সঙ্গে মানবিক পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে একটা আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের (U.NO) উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে মানবিক পরিবেশ বিষয়ে প্রথম বিশ্বসম্মেলন (UNCED) অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে তিনটি সাধারণনীতি গৃহীত হয়। এই তিনসূত্রের প্রবক্তা হল রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প (UNEP)। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই গৃহীতসূত্রগুলি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশন (UN General Assembly) অনুমোদন লাভ করে। বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বর্ষ হিসাবে পালনের ডাক দেওয়া

হয়। এরপর ১৯৯২ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলন (UNCED) আহূত হয় ব্রাজিলের রাজধানী রিয়ো-ডি-জেনিরোতে। এই সম্মেলনে প্রথম জৈববৈচিত্র্য (Biodiversity) এবং জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়। এবং সারা পৃথিবীতে জৈবপ্রযুক্তির কার্যকারিতা ও তার অপরিমেয় ব্যবহারিক সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। সার্বজনীন এই প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়। আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও পৃথিবীর পরিবেশ, জৈববৈচিত্র্য এবং জৈব-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ২১টি সাধারণনীতি (21 Principles) গৃহীত হয়। সুতরাং স্পষ্টতই প্রতীয়মান এই যে, নব্বের দশকে এসে জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) বিষয় ধারণাটি সুসংবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

2.1 জৈববৈচিত্র্য ও জৈবপ্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ :

এই প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সম্মেলনে (UNCED) ভারতবর্ষের ভূমিকা ছিল গৌরব-জনক। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশ তার পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার পরিচয়ও রাখে। ১৯৮৬ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এবং ১৯৮৬ সালেই পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে নিয়মপদ্ধতি (Rules) নির্দিষ্ট হয়। ১৯৮৯ সালে Hazardous wastes (Management & Handling) Rules এবং Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rule নির্দিষ্ট হয়। ১৯৯২ সালে রিয়ো-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও ভারতের ভূমিকা ছিল নেতৃস্থানীয়। জৈববৈচিত্র্যময় তৃতীয় বিশ্বের সার্বজনীন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারে ভারতেরও জোরালো আপত্তি ছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক গঠন ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এসব আইন এবং বিধি প্রচলন যেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। এর মধ্যে ১৯৯৫ সালে গ্যাটচুক্তির ফলে বিশ্ববাণিজ্যসংঘ (WTO) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই প্রশ্নে নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার নতুন করে দেশব্যাপী বিতর্ক সুরু হয়েছে। বিশেষ করে ভারতে গাছ ও গুল্মনির্ভর বনৌষধি (Plant based pharmaceuticals) প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আধিপত্য এখানকার মানুষের দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব বহুজাতিক সংস্থাগুলি ক্রমেই জৈবপ্রযুক্তির নানাবিধ প্রণালী এবং ট্রান্সজেনিক সীডস্ (Transgenic Seeds) উৎপাদন ও তার পেটেন্টকরণে উদ্যোগ নেওয়ায় ভারতবর্ষসহ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এবংবিধ বনৌষধি উৎপাদক গাছপালা মেক্সিকো, ব্রাজিল ভারতবর্ষসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাত্র কয়েকটি ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং এ বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বহুজাতিকের নির্দেশ মানতে হবে, কথেষ্ট মুনাফা দিতেও হবে।

2.2 পরিসংস্থান : ভারতবর্ষের সম্ভাবনা :

আমরা যদি পরিসংস্থানের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাবো সারা পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রজাতির গাছ আছে। তার অর্ধেক সরকারীভাবে সনাক্তকরণ ও নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নথিভুক্ত প্রজাতি বৃক্ষাদি ভারতবর্ষে রয়েছে এক-পঞ্চমাংশ। এ ভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যময় প্রাণীর সংখ্যাও কম নয়। ৭৫ হাজার প্রজাতি প্রাণীজসম্পদ এখানে রয়েছে। এছাড়া FAO-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ ৬৭ মিলিয়ন হেক্টর (বিশ্বে দশম স্থানাধিকারী)। বনসৃজনে ভারতবর্ষের স্থান ষষ্ঠ। আবার, গবাদি-পশুর সংখ্যা বিচারে ভারতবর্ষ প্রথম হলেও দুগ্ধ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। কেননা এখানে গবাদি-পশুর দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম।

অনাদিকে ভারতবর্ষের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ক্রমেই

বাড়ছে। ১৯৯০ সালের রপ্তানির পরিমাণ পাঁচ বিলিয়ান ডলার। এর মধ্যে বাবাশসা, ফল, সবজি, বীজ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফুল এবং অর্কিডজাতীয় গাছ-গাছালি রয়েছে। শুধুমাত্র বীজের (Seed) বেচাকেনা হয়েছে তিনশো মিলিয়ান ডলার। ২০০০ সালে এর পরিমান হবে ১·৪ মিলিয়ান ডলার। সব মিলিয়ে জৈব-প্রযুক্তি-জাত উৎপাদন ও পরিষেবার মূল্যমান ছিল ১৯৯৬ সালে চল্লিশ মিলিয়ান ডলার। আবার ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৫ বিলিয়ান ডলার অর্জিত হয়েছে নতুন ধরনের কৃষিজাতপণ্য যেমন ফুল ইত্যাদি থেকেই। এসব দিকে তাকিয়ে ভাবা যায় ভারতবর্ষ আগামী শতকে শ্রেষ্ঠ খাদ্যশস্য ও বীজ উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

2.3. বাস্তবতা : ভারতের প্রেক্ষাপট :

ভাবনাটা অমূলক নয়। বিশ্বের ৪১০০০ প্রজাতির গাছ এবং ৭৫০০০ প্রজাতির প্রাণীজসম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের জৈববৈচিত্র্য (Biodiversity) নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে অন্যত্র। এইসব দুর্মূল্য এবং বিরল প্রজাতি ওষধিবৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং প্রাণীজ-সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও ভারতবর্ষে কি সেই সম্ভাবনা বিকাশের উপযোগী উদ্যোগ, নীতি এবং রূপায়ণ পরিকাঠামো গঠন করার প্রচেষ্টা আছে? অর্থাৎ জৈবপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করার উপযুক্ত পরিকাঠামো কি ভারতবর্ষে উপস্থিত আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হলে আমাদের স্বভাবতই তাকাতে হয় সরকারী নীতি, উদ্যোগ এবং কার্যকরী সংগঠনের দিকে।

2.4. আমাদের অন্বিষ্ট :

ভারতবর্ষ মূলত দুটি স্বতন্ত্র সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে এই পরিপূরক ব্যবস্থাগঠনের প্রক্রিয়া চালু আছে। একটি হল DBT (Department of Biotechnoloy), অন্যটি (Ministry of Environment & Forest)। এই দুই বিভাগের সাম্প্রতিককালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই কাজের একটা ধারাবাহিক বিবরণী সহজেই লাভ করতে পারি। কিন্তু সেই ধারা বিবরণী আমাদের অন্বিষ্ট বিষয় নয়। তথ্যযুগের (Information Age) প্রেক্ষাপটে তাদের কাজের পর্যালোচনাই আমাদের অন্বিষ্ট বিষয়। অর্থাৎ পরিবেশ ও জৈবপ্রযুক্তিগত তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, একীকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে হচ্ছে; তথ্যবিস্তারক (Information Networking) নির্মিত হয়েছে কিনা, হলে তা চাহিদার তুলনায় কতোটুকু ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান আমাদের বর্তমান আগ্রহের বিষয়। আমরা আলাদা আলাদাভাবে সেই দুটি অন্বিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই।

3.0. পরিবেশ ও বনজবৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের ভূমিকা :

ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক ভারতবর্ষের পরিবেশ ও বন-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে রয়েছে। এদের প্রধান কাজ নিয়মিত Ecological Study-র উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তথ্যবিস্তারক (Networking) সৃষ্টি করা। Ecological Study বলতে আমরা বুঝি "the Study of the Structure and function of Nature অথবা the study of thestructure and function of ecosystems." (Eugene P. Odum). আরো ভালোভাবে বলতে গেলে "Ecology Concerns itself with the interrelationship of living Organisms, Plant or animal, and their environments, these are Studied with a view to discovering the Principle which govern the relationships" (A. Macfadyen). এই উদ্দেশ্যে সারাদেশ জুড়ে ২১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাবছর ধরে পরিবেশগত তথ্যের সংগ্রহণ, একীকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং বিকেন্দ্রীকরণের কাজ হচ্ছে। এভাবেই ভারতবর্ষ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে এনভিস (ENVIS) নেটওয়ার্ক। এই কেন্দ্রগুলিতে ২১টি বিশেষ বিষয় নির্ধারিত আছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি তথ্যবিস্তারক জন্ম নিয়েছে। এই কেন্দ্রবিন্দুগুলি ছাড়াও এতে অংশগ্রহণ-

কারীরা Comprehensive databasis সৃষ্টি এবং বিষয়-গত সুনির্দিষ্ট সম্পদ সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। Focal point-এর প্রধান প্রধান কার্যাবলীকে আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি :—

3.1. **সার-পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ :**

'পরিবেশ অ্যাবস্ট্রাক্স' নামে একটি ত্রৈমাসিক সার-পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পত্রিকায় ৬০০ বেশি আন্তর্জাতিক মানের দেশী ও বিদেশী পরিবেশ-পত্রিকার রচনার সার সংকলিত করা হচ্ছে। বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ, পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিবেশসংক্রান্ত আইন, বনসৃজন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও বিষাক্ত বিষয়, পরিবেশবিদ্যা ইত্যাদি শ্রেণীতে এই সার সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশিত হয়।

3.2. **পরিবেশসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরদান :**

পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা এবং ব্যবহারকারী সংস্থাকে প্রদান করা এর অন্যতম প্রধান কাজ। ১৯৯৬-৯৭ সালে এনভিস নেটওয়ার্কে ১৭৭১টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮৮৫০টি দেশী এবং ৮৯১টি বিদেশী। এছাড়া Envis Focal Point একাই ৫৪০টির মত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছে।

3.3. **বৃহত্তর তথ্য বিস্তারক সৃষ্টি :**

Envis তথ্যবিস্তারক রূপেই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যেমন তথ্যবিস্তারক সৃষ্টি করছে, তেমনি বৃহত্তর তথ্য বিস্তারকের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার প্রয়াসও নিয়েছে। Focal Point-গুলি দেশের সমস্ত ENVIS CENTRE-এর সঙ্গে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে ERNET প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই ২১টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টি কেন্দ্র মোডেম (Modem) ও অন্যান্য সফ্‌টওয়ার সামগ্রীর সহায়তায় E-Mail-এর সুযোগ পেয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতেও এই প্রয়াস অব্যাহত আছে। দ্রুত ও সহজে তথ্যকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য Online Communication-কে Focal point এবং ENVIS Centre-গুলিকে সংযুক্ত করারও চেষ্টা চলছে।

3.4. **নতুন নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা :**

প্রয়োজন অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাও ENVIS-এর কাজ। এজন্য একটি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে এই বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুসারে দেরাদুনে একটি বনগবেষণা সংস্থা এবং ভারতীয় বন্যপ্রাণী গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি বনসৃজন, অন্যটি বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও বিকেন্দ্রীকরণের কাজ সম্পন্ন করবে।

3.5. **এনভিস কেন্দ্রের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ :**

সুসংহত এনভিস প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিভাগীয় গ্রন্থা-গারকে আরো সমৃদ্ধ এবং আধুনিকীকরণ করার কাজ চলছে। এ বছর (১৯৯৬-৯৭) ৩৫০টি মূল্যবান পরিবেশ-বিষয়ক পুস্তক, মূল্যবান নথি ও পত্রিকা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া ৩০০টির বেশি দেশী ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সংগৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে দ্রুত তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা গবেষকরা এ বছর নানা প্রয়োজনে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করেছে। এছাড়া Reprographic service-কে ENVIS Centre-সহ মন্ত্রকের সমস্ত ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

3.6. **INFOTERRA Network-এর Sub-Regional Centre হিসাবে কাজ :**

United Nations Environment Programme-এর অন্তর্গত INFOTERRA Network-এর Sub-Regional Centre হিসাবে National Focal Point (NFP)-গুলি যাতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তথ্য প্রয়োজন বিবৃত করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষেবা কেন্দ্র হিসাবে এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান ও ভূটান থেকে আসা সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে শুরু করেছে।

3.7. দেশের অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কাজ :

ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে এনভিস (ENVIS) যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় শুরু করেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশের অন্যান্য পরিবেশসংক্রান্ত তথ্য সমাবেশে পুনরাবৃত্তির সুযোগ ঘটবে না।

3.8. সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ :

পরিবেশ তথ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত National Focal Point-গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

3.9. অনুবর্তনশীল উন্নয়ন বিস্তারক প্রকল্প রূপায়ণ :

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে National Focal Point হিসাবে অনুবর্তনশীল উন্নয়ন বিস্তারক প্রকল্প (Sustainable Development Network Programming) রূপায়ণে এনভিস কেন্দ্র কাজ করছে।

3.10. ENVIS Centre-গুলিতে যে বিশেষ ধরনের কাজ হচ্ছে তার বিবরণও আমরা এখানে রাখছি। আগেই বলা হয়েছে ২১টি Nodal centre ২১ ধরনের সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বে রয়েছে। এখন ২১টি কেন্দ্র এবং তার সুনির্দিষ্ট কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে বলছি :

3.11. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ; দিল্লী :

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে অবস্থিত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 'পরিবেশ' নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করছে। এই প্রকাশনাতে বায়ুদূষণ ও তার প্রতিকার, ভূমিস্থ জলের গুণ নিয়ন্ত্রণ, উপকূলদূষণ, জৈব-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিশেষ ধরনের আলোচনা ও সংবাদ সংলিখিত হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ইতিমধ্যেই ২০টি বুকলেট ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছে পর্যায়ক্রমে (series)। ভূমিস্থ জলের গুণ ও দূষণ প্রশমন ও সুস্থিতকরণ প্রযুক্তি তথ্য এই দুটি পর্যায়ে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে এবছর ১৮৫০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

3.12. সেন্টার অন টক্সিক কেমিক্যাল ; লক্ষ্ণৌ :

নিয়মানুগ কার্যাবলী ছাড়াও লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত শিল্পজাত বিষাক্তীকরণ গবেষণা কেন্দ্র (Industrial Toxicological Research Centre) অবস্থিত এই কেন্দ্র মূলত ৫০টি বিষাক্ত রসায়ন সংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেস তৈরি করেছে। এই কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যও সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে উত্তরপ্রদেশের পরিবেশ বন্ধুর লক্ষ্ণৌ জেলা সুনির্দিষ্ট বাঞ্ছিত পদার্থের মূল্যায়ন করে একটি নিবেদিকা প্রস্তুত করেছে।

3.13. বিকল্প উন্নয়ন সমিতি ; দিল্লী :

দিল্লীর ENVIS কেন্দ্রে অবস্থিত Society for Development Alternatives ইতিমধ্যেই DAINET (Development Alternatives Information Network) সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে। এই তথ্যবিস্তারক এরই সঙ্গে পরিবেশসংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তথ্য বিস্তারণের (Dissimination) মধ্য দিয়ে পরিবেশ প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এ বছর এদের ডাটাবেস RDBMS Platform-এর অন্তর্গত হয়েছে এবং ইন্টারনেটের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে।

3.14. পরিবেশবিদ্যা কেন্দ্র ; মাদ্রাজ :

মাদ্রাজের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এই এনভিস্ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই বর্জ্য পদার্থের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং পরিবেশ প্রশমন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এই ডাটাবেসে দুটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ৫০০০ পেপার সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া এখানকার গ্রন্থাগারে ৮০০টির বেশি মূল্যবান পুস্তক এবং বিষয় প্রতিবেদন রয়েছে। চল্লিশ-জনেরও বেশি গবেষক সারা বছর এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন। এ বছর ৩২৪টির মত প্রশ্ন এখানে এসেছে এবং সেগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে E-mail-এর সুবিধা রয়েছে।

3.15. **টাটা শক্তিগবেষণা কেন্দ্র ; নয়াদিল্লী :**

এই এনভিস কেন্দ্র থেকে একটি নতুন পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়েছে। পত্রিকাটির নাম "TERI Information Monitor on Environmental sciences"। শক্তি-সম্পদ ও পরিবেশ ঘিরে মূল্যবান প্রবন্ধ,পুস্তক সমালোচনা, সাম্প্রতিক সারসংক্ষেপ, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে এই পত্রিকাটিতে। তাছাড়া এবছর সংগ্রাহিক গ্রন্থপঞ্জীকৃত অনুলয় সেবা ও ৬০০-এর মত প্রবন্ধের পানমুদ্রণ করা হয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ মন্ত্রকের Environmental Management Capacity Building বিষয়ে একটি প্রকল্প এই কেন্দ্রের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

3.16. **পরিবেশ পরিকল্পনা ও সমন্বয় সংস্থা (EPCO), ভূপাল :**

ভূপালের এই এনভিস কেন্দ্রটি মধ্যপ্রদেশের পরিবেশগত অবস্থানের তৃতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এবং মধ্য-প্রদেশের পরিবেশ, পরিবেশবিধি ইত্যাদি বিষয়ে তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সরকারী দপ্তর, বেসরকারী দপ্তর, ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসব বিলি করা হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বোধভাবে আলোচনাচক্র, ক্যাম্প এবং কর্মশালারও উদ্যোগ নিয়েছে এই কেন্দ্র। বলা ভালো যে বর্তমানে ২৫০টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) মধ্যপ্রদেশে পরিবেশচেতনা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। এবং এসব কাজের অভিজ্ঞতা তথ্যের আকারে বস্তুগতকে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করাও হচ্ছে।

3.17. **কেন্দ্রীয় শুষ্ক অঞ্চল গবেষণা সংস্থা ; যোধপুর :**

এই এনভিস কেন্দ্রে মাটিবিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও সমীক্ষার কাজ চলছে। এখানে CDS/ISIS প্যাকেজ ব্যবহৃত হচ্ছে। লেখক – শিরোনাম —বিষয়—শব্দসূচক—প্রকাশক্রম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে অনুসন্ধান করা সম্ভব। Current Awareness Bulletin নামে একটি পাক্ষিকও এখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত Desertification, soil conservation & Environment বিষয়ে একটি গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করা হয়েছে।

3.18. **পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র ; আমেদাবাদ :**

এই এনভিস তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষাবস্তু তৈরি করা হয়। এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, গুয়াহাটি এবং পুনেতে কর্ম-শালার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে শিক্ষার্থীদের তথ্য পরিগ্রহণ, তার ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় বিশেষ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ ছিল। এখান থেকে News EE নামে ছটি বুলেটিন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমীক্ষা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় স্বেচ্ছাসেবক সংঘের ডাইরেক্টরী ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

3.19. **জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা :**

এই এনভিস কেন্দ্রে এতোদিন প্রাণীসংরক্ষণের পরিবেশ বিষয়ে গবেষণা হচ্ছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালে এটি পরিবর্তন করে এখানে Faunal Biodiversity বিষয়ে গবেষণা শুরু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে তথ্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং বিকেন্দ্রীকরণের উপযোগী সফটওয়ারের উন্নতি ঘটানো হয়েছে। এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের (১৯৭২) ১নং তপশীলে নির্ধারিত ১২টি প্রজাতির সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসম্ভার সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভুটান ও মায়ানমারের বিশেষ ধরনের প্রজাপতি সংক্রান্ত তথ্য ও কম্পিউটারে সংকলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এখান থেকেই ভারতীয় প্রাণীসম্পদের সংরক্ষণের উপযোগী ভূ-পরিবেশ ও জৈববৈচিত্র্যের ওপর চার হাজারের বেশি তথ্যসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থপঞ্জী ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত করা সম্ভব হয়েছে।

3.110. জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র, নাগপুর :

এই এনভিস কেন্দ্রে Solid and Hazardous waste management বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সক্রিয়ভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে দেশী ও বিদেশী বিষয় তথ্যাদির অনুসন্ধান এবং ব্যবহারক্ষম করে তোলার উপযোগী কাজও সম্পন্ন করা হচ্ছে। আগামী দিনে শক্ত ও বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের এভাবেই সমাধান করা যাবে বলে মনে হয়।

3.111. জে. বি. পন্থ ইন্সটিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট : কোশিকাটারমান :

উত্তরপ্রদেশের এই এনভিস্ কেন্দ্র থেকে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ এবং তার উন্নয়ন বিষয়ে ৫০০ এর বেশি সার (Abstract), গবেষণাপত্র এবং প্রযুক্তি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বলা ভালো যে এর অধিকাংশ তথ্য হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ১২টি রাজ্যের গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এ যাবৎ ২০০-এর বেশি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের হিমালয় সংক্রান্ত গবেষণাপত্রের সংগ্রহও এই কেন্দ্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এখান থেকে নিয়মিত এনভিস বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তথ্যও এখানে সংরক্ষিত আছে। এগুলি হিমালয় সংলগ্ন ৭২টি জেলা পরিসংখ্যান অফিস থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

3.112. পরিবেশ সমীক্ষা কেন্দ্র, নয়াদিল্লী :

স্কুল অব প্ল্যানিং আর্কিটেকচার-এ অবস্থিত এই এনভিস কেন্দ্রে মানবিক বসতিস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপরে মূলত কাজ হচ্ছে। দেশের ছটি মেগাসিটির চার দশকের উন্নয়নের নানা প্রবণতা বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা এই কেন্দ্রের তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। দশকোটি জনসংখ্যা বহুল চারটি মেট্রোপলিটান শহরের মানবিক পরিবেশ, বাসস্থান এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এই তথ্যভাণ্ডারের অন্তর্গত।

3.113. পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী :

এই এনভিস কেন্দ্রটি জৈব ভূ-রসায়ন এবং পরিবেশবিধি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে ৭১৬২টি জৈব-রসায়ন ও পরিবেশবিধি বিষয়ক মূল্যবান তথ্য কম্পিউটারে সংগৃহীত হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মশালা এখানে ১৯৯৬ সালে বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশিত হয়।

3.114. বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা :

এই এনভিস কেন্দ্রটি পুষ্পজ জৈব-বৈচিত্র্য (Floral bio-diversity) নিয়ে গবেষণা করছে। এর আগে গাছ ও পরিবেশবিদ্যা নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ, তার পরিবেশ, উপকূলবর্ত্তীয় উদ্ভিদ, তার পরিবেশ, উপকূলবর্ত্তীয় উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক ভূব্যবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিরল তথ্যের সম্ভার এখানে গড়ে উঠেছে। E-Mail-এর সুযোগ এখানে আছে। নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশিত হয়।

3.115. পরিবেশ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা, হায়দ্রাবাদ :

এখানে অবস্থিত এনভিস কেন্দ্রটি গ্রন্থপঞ্জী ও অগ্রন্থপঞ্জী—উভয় প্রকৃতির তথ্যের উপাদানে গঠিত। অগ্রন্থপঞ্জী তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে Remote Sensing data, ভৌগোলিক তথ্য পরিচয় (GIS), পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চলের মানচিত্র ইত্যাদি তথ্যের দ্বারা। অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল ১ : ১ মিলিয়ন স্কেলের মানচিত্র সম্পন্ন হয়েছে। এবং নির্বাচিত কয়েকটি এলাকার ১ : ৫০,০০০ স্কেলের মানচিত্র প্রণয়নের কাজ চলছে। পূর্বঘাট সম্পর্কিত অন্যান্য সকল তথ্যাদি এখানে GIS/

ISIS ব্যবহারে কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখান থেকে নিয়মিতভাবে নিউজ লেটার প্রকাশিত হচ্ছে।

3.116. **সামুদ্রিক জীববিদ্যা বিষয়ক উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, আন্নামালাই :**

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এই এনভিস কেন্দ্র ম্যানগ্রোভ, কোরাল রিফস, এস্টুয়ারিস এবং লাগুণে গবেষণা এবং তথ্যসংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য এনভিস কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজও পাশাপাশি চলছে। এ বিষয়ে এ বছর State of the art প্রকাশিত হয়েছে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান (ASFA—Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts) সার সর্বশেষ তথ্যাদি এখানে সংকলিত হয়েছে।

3.117 **জাতীয় পেশাগতস্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা, আমেদাবাদ :**

এই এনভিস কেন্দ্র পেশাগত বিপজ্জনক স্বাস্থ্য কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। এ বিষয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সমূহ প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধানের কাজ এবং পাশাপাশি প্রকাশনার কাজ এখানে চলছে।

3.118. **ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড ফাণ্ড ফর নেচার, নয়া দিল্লী :**

এই কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯৪ সাল থেকে সমেধে আলোচিত পরিবেশ সংক্রান্ত সমূহ প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধানের কাজ এবং পাশাপাশি প্রকাশনার কাজ এখানে চলছে।

3.119. **ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, মুম্বাই :**

এই কেন্দ্রে অবস্থিত এনভিস প্রকল্পটি পক্ষী-পরিবেশ (Avian Ecology) ও অন্তর্দেশীয় জলাভূমি (Inland wetland)-এর ওপর ১৯৯৬ সালের জুন থেকে কাজ শুরু করেছে। এখানে তথ্যসম্ভার নির্মাণ ও গ্রন্থপঞ্জীকৃত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংগৃহীত হচ্ছে। প্রথম নিউজ লেটারটি ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে।

3.120. **সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্স, বাঙ্গালোর :**

এই এনভিস কেন্দ্রে পরিবেশবিজ্ঞানের নানা দিক জীবপরিবেশবিদ্যা (Bionomics), প্রাণপদার্থবিদ্যা (Biophysics), প্রাণরসায়ন (Biochemistry), জীব-প্রজননবিদ্যা (Biogenesis), জীবনধারণ সমীক্ষা (Bionics), জীবপরিমণ্ডল (Biosphere), জীবন-পরিসংখ্যানবিদ্যা (Biometry), ইত্যাদি বিষয় এবং অন্তর্গত বহু নবাগত চিন্তা নিয়ে কাজ হচ্ছে।

3.121. **সেন্টার অব মাইনিং অ্যাণ্ড এন-ভায়রনমেণ্ট, ধানবাদ :**

এই এনভিস কেন্দ্রটি ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এ অবস্থিত। এখানে খনিবিদ্যা ও পরিবেশ বিষয়ের কাজকর্ম সংগঠিত হবে।

4.0 **জৈববৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে উন্নত জৈব প্রযুক্তি সৃষ্টি : DBI : ভূমিকা :**

ভারতবর্ষের জৈব-প্রযুক্তি (Biotechnology) বিকাশের সার্বগ্রিক দায়িত্বে আছে ভারত সরকারের জৈব-প্রযুক্তি দপ্তর (DBT)। এর মধ্যে জৈব-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ, তথ্যএকীকরণ, তথ্যবিশ্লেষণ, তথ্যসংরক্ষণ, তথ্যব্যবহার বা তথ্য বিকেন্দ্রীকরণ সমস্ত কাজই পড়ে। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে অষ্টম পরিকল্পনার (১৯৯২-৯৭) জৈব তথ্যসংক্রান্ত কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশজুড়ে দশটি তথ্যপ্রদানকারী কেন্দ্র এবং ২০টি তথ্যপ্রদানকারী উপকেন্দ্র কাজ করছে। দেশব্যাপী এই তথ্যবিস্তারক অত্যাধুনিক যন্ত্রকলক এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার (WAN) অন্তর্গত। প্রায় সমস্ত কেন্দ্রই এখন উপগ্রহ যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয় তথ্যকেন্দ্রের (NIC) তথ্যবিস্তারকের (NICNET) সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯৯৬-৯৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (জৈবরসায়ন বিভাগ), চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয় (জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ , জোরহাটের আসাম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রজনন ও বৃক্ষ অণুবীক্ষণ বিভাগ), মুম্বাইয়ের ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র (জীবকোষ বিভাগ), অমৃতসরের গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ), তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রজনন বিভাগ) এই উপকেন্দ্রগুলি NICNET/RENIC সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে জৈবপ্রযুক্তি তথ্যব্যবস্থা বিস্তারের আকৃতি নিয়েছে এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে তথ্যবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি FAO/UNDP/UNIDO অনুমোদিত FARM কর্মসূচির অন্তর্গত দেশগুলির সঙ্গে জৈবপ্রযুক্তি এবং জৈববৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকায় উন্নীত হয়েছে এদেশ।

4.1. মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিদ্যা বিভাগ, হায়দ্রাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার এ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা, কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দির, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিভাগ Molecular Modeling, Charge Calculations, Structure Determination, Stucture Analysis ইত্যাদি বিষয়ে কাজ ইতিমধ্যেই সম্পাদিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল জীববিদ্যাবিষয়ক প্রকাশনার কাজও একই সঙ্গে গত তিনবছর ধরে এই কেন্দ্রগুলিতে সম্পাদিত হচ্ছে। এসব তথ্য সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি সহজ এবং উন্নত সফটওয়ার প্যাকেজের ও উদ্ভব ঘটেছে। এর মধ্যে IICB-এর PROCER উল্লেখযোগ্য। বলা ভালো যে সফটওয়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যকেন্দ্রটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে সেখানে গবেষণারও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

4.2. অন্যদিকে জীববিদ্যা ও জৈবপ্রযুক্তি নিত্যনতুন উদ্ভাবিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে জীব তথ্যবিদ্যা (Bioinformotics) নামে একটি বিষয়ে উদ্ভব ঘটেছে। মলিকুলার মডেলিং, ম্যাক্রোমলিকুলার বিন্যাস বিশ্লেষণ, অনলাইন ডাটাবেসগ্রহণ, গ্রন্থপঞ্জী গবেষণা, সফটওয়ার উন্নয়ন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। তাই Advance Course in Bioinformatics নামে একটি পাঠক্রমও চালু হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীকৃত প্রকল্পের কাজ এই কেন্দ্র (D/C)-গুলিতে শুরু হয়েছে। এগুলি হল Molecular dynamics, Simulation of a Pvali Substrate, Modelling of peptides for rheumatoid arthritis factor, Beta—microglobutin, Peptide Vaccine Modelling for JE ইত্যাদি। প্রতি বছর সারাদেশের কমপক্ষে ২০০ জন গবেষক যাতে জৈব প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। DBT ইতিমধ্যেই পুনে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি Advance Course-এর আয়োজন করেছে। যাতে এই নবোদ্ভূত বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। বর্তমানে দক্ষকর্মীর প্রয়োজন সর্বাগ্রে অনুভূত হচ্ছে।

5.0 **পরিশেষ :**

জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অগ্রগতি আন্তর্জাতিকমানের। এজন্য এখানে International Centre for Genetic Engineering & Biotechnology গড়ে উঠেছে নয়াদিল্লীতে। যার আরেকটি ইতালির ত্রিয়েস্তে অবস্থিত। জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে ভারতবর্ষে উন্নতির হার ১০ শতাংশ। এবং ভ্যাকসিন নির্মাণের ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটেছে বিস্তর। Indian Veterinary Research Institute বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে পশু পাখির জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন প্রস্তুতে সফলতা অর্জন করেছে। National Diary Research Institute সম্প্রতি দুগ্ধ পরিবাহী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুধের বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে দুধের পরিমাণ হয়তো দ্রুত বাড়বে কিন্তু এতে জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। এ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। এছাড়া জৈবপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোর জন্য এবং এর বাণিজ্যিক

ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে এ বিষয়ে জাতীয়নীতি এবং আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যদিও ICAR-এর অন্তর্গত Indian Agriculture Research Institute ইতিমধ্যেই National research Centre for Biotechnology গড়ে তুলেছে। সেখানে বিশেষ করে প্রাণীপ্রজনন ও কৃষির সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। তবু WTO-এর সর্বগ্রাসী বাণিজ্যিকপরিবেশে রিয়ো-ডি-জেনিরো জৈববৈচিত্র্য বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সফলতার জন্য অবিলম্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম জৈবপ্রবৃত্তি জাতীয়নীতি ঘোষণা ও আইনী সমর্থনের প্রয়োজন আইনী সমর্থনের প্রয়োজন আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. R. N. Basu—Biotechnology & Bioethis : Pashimbanga Vigyan Mancha, Calcutta, 1998.

২. Asian Recorder Aug. 12—18, 1997

৩. The New Encyclopaedia Britannica (Ed. 15) Vol.—2.

৪. Paradigm Vol. I No. 2, 1998

৫. Today & Tomorrow vol. 16 No. 2, 1997

APPENDIX—I

তথ্যপ্রদানকারী কেন্দ্র (DIC) :

1. Biotechnology Information Centre, Dept. of Biotechnology, New Delhi.
2. Bose Institute, Calcutta.
3. Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad.
4. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
5. Indian Institute of Science, Bangalore.
6. Institute of Microbial Technology, Chandigarh.
7. Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
8. Madurai Kamaraj University, School of Biological Sciences Madurai.
9. National Institute of Immunology, New Delhi.
10. University of Pune. Deptt. of Zoology, Pune.

তথ্যপ্রদানকারী উপকেন্দ্র (DISC) :

1. Aligarh Muslim University, Bioinformatics Centre, Aligarh.
2. All India Institute of Medical Sciences, Dept. of Biotechnology New Delhi.
3. Anna University, Centre for Biotechnology, Chennai.
4. Assam Agricultural University, Dept. of Genetics & Plant Breeding Jorhat.
5. Banaras Hindu University, School of Biotechnology.
6. Biotech Consortium India Ltd. New Delhi.
7. Calcutta University, Deptt. of Biophysics, Calcutta.
8. Cancer Research Institute, Deptt. of Cell Biology, Mumbai.
9. Central Drug Research Institute, Lucknow.

10. Central Institute for Fresh water Aquaculture, Bhubaneswar.
11. Delhi Ahilya Vishwavidyalaya, School of Biotechnology Indore.
12. Guru Nanak Dev University, Deptt. of Biotechnology, Amritasar.
13. Indian Institute of Technology, Deptt. of Biochemical Engg. & Biotechnology, New Delhi.
14. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
15. Kerala Agriculture University, Bio-informatics Division Thrissur.
16. M. S. University of Baroda, Deptt. of Microbiology & Biotechnology, Vadodara.
17. National Dairy Research Institute, Karnal.
18. National Environmental Engg. Research Institute, Nagpur.
19. National Institute of Ocenography, Biological Oceanography Division, Goa.
20. Pondicherry University, Pondicherry.
21. Timilnadu Agricultural University, School of Genetics, Coimbatore
22. T. N. Veterinary & Animal University, Biotech, Division, New Delhi.
23. University of Delhi, Deptt. of Biochemistry, New Delhi.

ইনফ্লিবনেট একটি আলোচনা

সংযুক্তা রায়

সূচনা :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত গ্রন্থাগারিকতার জগতে ভারতবর্ষ বহুদিন থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সম্পদের বিনিময় প্রথা (inter library loans) রূপায়ণের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তবে পূর্বে এই ধরনের গ্রন্থাগার সহযোগিতা (library cooperation) খুবই বিধিবহির্ভূত (informal) ভাবে করা হত। সাম্প্রতিককালে গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নূতন শব্দের সংযোজন ঘটেছে। শব্দটি হল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer networking)। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং শব্দটিকে আমরা ব্যাখ্যা করে বলতে পারি যে যখন একাধিক কম্পিউটারকে একত্রে জুড়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে তথ্য ব্যবহার করা হয়, তখন এই সমগ্র সংযুক্তিকরণ ব্যবস্থাটিকে বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং।

দৈর্ঘ্য বিশেষে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে :

—লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network or LAN)।

—মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network or MAN)।

—ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network or WAN)।

আশির দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে কম্পিউটার যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার (Computer-Communication technologies) দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা শুরু হয়। এই নেটওয়ার্কিংগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Calcutta Library Network (CALIBNET) Delhi Library Network (DELNET) Information & Library Network (INFLIBNET) প্রভৃতি।

ইনফ্লিবনেট :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) ১৯৯১ সালে ইনফ্লিবনেট (Information & Library Network or INFLIBNET) কার্যসূচীর সূচনা করে। এই নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (R & D institution) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তথ্যকেন্দ্র, ডকুমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (Document Resource Centre or DRC) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলি যুক্ত আছে।

INFLIBNET ব্যবস্থায় মূলতঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, কলাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যগুলি স্থান পায়।

ইনফ্লিবনেট প্রধানতঃ চারটি স্তরে level)-এ কাজ করে।

—জাতীয় স্তর—INFLIBNET-এর বিভিন্ন কার্যাবলীগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এই স্তরের কাজ।

—আঞ্চলিক স্তর—এই স্তরে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীয় গ্রন্থসূচী (union catalogue) তৈরী করা হয়।

—কেন্দ্রীয় স্তর—এই স্তরে retrospective bibliographic database তৈরী হয়।

—স্থানীয় স্তর—এই স্তরে পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করা হয়ে থাকে।

ইনফ্লিবনেটের উদ্দেশ্য :

ইনফ্লিবনেটের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

—দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার / তথ্যকেন্দ্রগুলির আধুনীকিরণ।

—তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো স্থির করা।

—গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সাধ্যমত সমস্ত স্তরের গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা।

—গ্রাহকদের কাছে দ্রুত এবং দক্ষ তথ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

—এই ব্যবস্থার অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগার / তথ্যকেন্দ্রগুলির সম্পদ যাতে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার / তথ্যকেন্দ্রগুলি যৌথভাবে ভোগ করতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করা।

ইনফ্লিবনেটের পরিষেবা :

ইনফ্লিবনেট তার গ্রাহকদের নানাবিধ পরিষেবা প্রদান করে থাকে। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) **সূচী সংক্রান্ত পরিষেবা** (Catalogue-based service) :

ইনফ্লিবনেট ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহের একটি যৌথ গ্রন্থসূচী (union catalogue) তৈরী করা হয়েছে। এই গ্রন্থসূচীতে কোন গ্রন্থের (books), পত্রপত্রিকার (serials) থিসিসের (Thesis) এবং অগ্রন্থ (non-book material)-এর সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। উপরন্তু সেই তথ্যটির অবস্থান (location) সম্বন্ধেও তথ্য জানা যাবে। ভবিষ্যতে এই সমস্ত গ্রন্থ এবং অগ্রন্থের সারসংক্ষেপ (abstract) এবং মূল অংশ সম্বন্ধেও তথ্য দিতে এই গ্রন্থসূচী সক্ষম হবে।

(২) ডাটাবেস সংক্রান্ত পরিষেবা (database service) :

ইনফ্লিবনেট ব্যবস্থার অধীনস্থ গ্রন্থাগারগুলির গ্রাহকদের সঠিক তথ্যটি সব থেকে কম সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা এই পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যদি সহযোগিতা থাকে তাহলে এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়। যদি কোন পাঠক ইনফ্লিবনেটের কাছে কোন তথ্য জানতে চায় তাহলে ডাকযোগাযোগের মাধ্যমে বা ই-মেলের (e-mail) মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে সেই তথ্য পাঠককে সরবরাহ করা এই পরিষেবার একটি প্রধান কাজ।

বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির দাম খুবই ঊর্ধ্বমুখী। তাই যদি ইনফ্লিবনেটের অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারগুলি এই সব পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেয় তাহলে অযথা অর্থের অপচয় রোধ যাবে আবার পাঠকরাও উপকৃত হবেন।

(৩) যোগাযোগ-সংক্রান্ত কার্যাবলী (Communication-based service) :

ইনফ্লিবনেট ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অনলাইন (online) এবং অফলাইন (offline)-এ যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। অফলাইন-এ database অনুসন্ধান করার জন্য অথবা গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য E-mail ব্যবহার করা যায়।

ভবিষ্যতে ইনফ্লিবনেট বুলেটিন বোর্ড সার্ভিস (Bulletin Board Service or BBS), টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing) প্রভৃতি পরিষেবা প্রদানও সম্ভবপর হবে।

(৪) COPSAT পরিষেবা

NCSI (National Centre for Science Information), ব্যাঙ্গালোর এবং ইনফ্লিবনেটের যৌথ প্রচেষ্টায় ১লা এপ্রিল, ১৯৯০ সাল থেকে একটি নতুন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যসূচীটি COPSAT (Contents with Abstracts of Periodicals in Science and Technology), এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ-

কারী গ্রন্থাগারগুলি প্রতিমাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার 25টি পত্র-পত্রিকার সূচীপত্র (Contents) এবং সারসংক্ষেপ (abstracts) সংক্রান্ত তথ্য পাবে অথবা 40টি পত্র-পত্রিকার তথ্য Floppy-তে পাবে।

COPSAT ডাটাবেসে ISO 2709 ফরম্যাট (format) ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইনফ্লিব-নেট-এর গ্রাহকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(৫) গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন সফটওয়্যার-এর ব্যবহার সংক্রান্ত পরিষেবা।

ইনফ্লিবনেট বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরী করেছে গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার জন্য। বিগত দুই বছরে "Integrated Library Management Software" তৈরী করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি DOS এবং Unix-এ কাজ করে। তাছাড়া Windows এবং Windows NT-এ এই সফটওয়্যারটিকে কাজ করানোর জন্য গবেষণা চলছে।

(৬) ক্যাটালগ কার্ড জেনারেশান (Catalogue Card Generation) CDS/ISIS-এর ওপর ভিত্তি করে একটা interface কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী AACR 2 অনুসরণ করে CCF tag অনুসারে ISO-2709 ফরম্যাট-এ ক্যাটালগ কার্ড তৈরী করা হবে। এই ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী মুখ্য সংলেখ এবং অতিরিক্ত সংলেখ তৈরী করা হবে।

ইনফ্লিবনেটের ব্যবহার :

ইন্টারনেটের সাহায্যে ইনফ্লিবনেটের ডাটাবেস ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটের অন্তর্গত E-mail-এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে খুব কম সময়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা সম্ভব।

ইনফ্লিবনেটের e-mail পাঠানোর ঠিকানা হল

@ inland. eruet. in অথবা inflibg @ Shakti. nest eruet. in.

উপসংহার :

ইনফ্লিবনেটের উদ্দেশ্য যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তার জন্য অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আরও আলো দেখাতে ইনফ্লিবনেট সক্ষম হবে।

রঙ্গনাথনের সেই শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও এই পত্রযোগে শিক্ষা দান

ড: সত্যানন্দ মণ্ডল
আংশিক সময়ের অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

● মুখবন্ধ

ভরদ্বাজ প্রভৃতির সামনে যবক্রীত বললেন, হে দেবগণ, আমি বেদ অধ্যয়ন করেছি, কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছি। তবু রৈভ্য মুনি ঐভাবে কেন আমার বিনাশ কার্যে সক্ষম হলেন ?

তখন দেবগণ বললেন, যবক্রীত, তুমি যেভাবে ভাবছ —সেটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি যে বেদ অধ্যয়ন করেছিলে, তা গুরুর সাহায্য ছাড়া। কিন্তু রৈভ্য বহু ক্লেশ সহ্য করে নিজ চেষ্টায় গুরুকে সন্তুষ্ট করে অনেক সময় ধরে বেদ অধ্যয়ন করেছে। তাই রৈভ্য তোমার থেকে বড় আর তাই রৈভ্য তোমার বিনাশে কৃতকার্য হয়েছিল।—এই কথা বলে দেবগণ আবার দেবলোকে গমন করলেন।[1]

গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে বেদজ্ঞ হওয়া বহুকাল সাধ্য বলে সে পথ মহাতপা যবক্রীত গ্রহণ করেননি। ইন্দ্রের পরামর্শ ছিল—গুরুর নিকটে গিয়ে অধ্যয়ন কর। বেদশিক্ষার্থী যবক্রীতের নিজ চেষ্টায় বেদজ্ঞ হওয়ার এই তপস্যাকে তিনি অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া ও বুদ্ধির কার্য নয় বলেছিলেন। এমনকি এই কাজ বালুকারাশি মহাবেগবতী গঙ্গায় সেতু নির্মাণের চেষ্টার মত ঘটনা—তাও বুঝিয়েছিলেন। তবু যবক্রীত তাঁর মনোমত পথে চলেছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে এই কাহিনী। এই কাহিনীর সংগে সংশ্লিষ্ট মৃত্যু, পুনর্জন্ম, রাক্ষস, পরস্ত্রীর পরিগ্রহ, প্রভৃতির একটি মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য।[2] তবে সে প্রসঙ্গ এখানে নয়।

1. গুরুকুল-শিক্ষাব্যবস্থা

গুরুকুল-শিক্ষার একটি শর্ত হল,—গুরুর সঙ্গে একত্র বসবাস করা। বাইরের দিক থেকে দেখলে এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকা, কিন্তু গূঢ় উদ্দেশ্য হল জীবনকে গুরুর সাহচর্যে দেখা ও তৈরি করা, ধীরে ধীরে জ্ঞানচর্চার ও চিন্তার একত্ব অনুভব করা, শিক্ষালাভ জীবনযাপনের কোন খণ্ড সময়ের জন্য নয়, কিন্তু সার্বিক এক প্রয়াসরূপে দেখা। এই সার্বিক শিক্ষালাভের সময়ও ধেলা আছে, বেড়ানো আছে, কিন্তু মূল শিক্ষা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না।

মানবমনে অহরহ চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। গুরু আর ছাত্র একত্র না হলে এই দুজনের মধ্যে কারোর মনে যে চিন্তার স্রোত থেমে থাকবে, তাও হবার নয়। কিন্তু একত্র থাকলে যে-কোন সময় যে-কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে।

এই শিক্ষার অন্য শর্ত হল, শ্রদ্ধার সংগে পাঠ গ্রহণ। শ্রদ্ধা বলতে অন্ধ ভক্তির কথা নয়। ছাত্র, বিরুদ্ধ মত থাকলে, যুক্তির সংগে তা ব্যক্ত করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের সময় নিষ্ঠা চাই, সিগারেট টানতে টানতে বা ঘোলে খবর নিতে নিতে পাঠ নেওয়া চলে না।

গুরুকুল-শিক্ষার অন্য শর্তগুলোর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য হল, —গুরুকে সেবা করা। সেবা যে চিত্তশুদ্ধির একটি উপায়, —একথা ভারতীয় ঋষিরা খুব প্রাচীন কাল থেকেই বলে আসছেন। সেবার অনেক গুণ। সেবা করতে করতেই গুরুর সংগে ছাত্রের একাত্মতা

গড়ে ওঠে, যা শিক্ষালাভে সহায় হয়। কেননা অহরহ বিরোধী ভাব নিয়ে গুরুর কাছ থেকে শেখা যায় না। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে, এই সেবাকেই মনে হতে পারে গুরু ছাত্রকে খাটিয়ে নিচ্ছেন অনৈতিকভাবে।

এই শিক্ষার আর একটি শর্ত হল, —ছাত্রজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে কাটবে। ছাত্রের অধ্যয়ন হল তপস্যা। তপস্যা মানে শুধু গাছতলায় বসে ধ্যান করাকেই বোঝায় না। আরও অন্যান্য রকম আছে। যেকোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় ধৈর্য ধরে ইন্দ্রিয়াধীন না হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে নির্দিষ্ট কাজ করে যাওয়াকে তপস্যা বলা যেতে পারে। ছাত্র তার তপস্যা থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হবার আত্মবিশ্বাস পেয়ে যায়।

২. রঙ্গনাথনের শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতে শিক্ষায় যে গুরুকুল-ধারা ছিল এবং এখনও আছে কোথাও কোথাও, সেই ধারার কাছাকাছি ছিল রঙ্গনাথনের শিক্ষা ব্যবস্থা। (২) রঙ্গনাথনের পক্ষে তা স্বাভাবিকই মানানসই, কেননা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে—তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সাধনার সম্পদকে গ্রহণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। ভারতীয় দর্শন, পুরাণ তাঁর চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

গুরুর সঙ্গে বসবাস করতে করতে অধ্যয়ন—এই শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমে নানা কারণে সরে যেতে লাগল এবং ক্লাসঘরের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পেল।[৩] কিন্তু শিক্ষার এই আসের মত মনোযোগের অখণ্ড প্রবাহ রইল না। খণ্ড সময়ে আগের তুলনায় বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। আগের তুলনায় উল্লিখিত শর্তগুলোর যেন প্রয়োজনীয়তা কমে গেল।

রঙ্গনাথনও এই ক্লাস ঘরের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন অনেক বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনা। ক্লাসঘরের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক সাধারণত কোন বিষয়ের উপর ভাষণ দেওয়ার মত করে বলে যান আর সামনে বসে থাকা ছাত্ররা তা শুনে যায়। রঙ্গনাথন শিক্ষা দেওয়ার এই পদ্ধতিতে থেমে থাকেননি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মত তিনি চারটি জিনিস মনে রেখেছিলেন :

"1. Adhit (Study) ;
2. Bodha (Understanding) ;
3. Acharana (Practice) ; and
4. Pracharana (Teaching)". (3)

তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা-চিন্তা বোঝার চেষ্টা করলে কয়েকটি কথা মনে হতে পারে। যেমন

ক. সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও, যদি শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হয়,তাহলে ক্লাসঘরের বাইরেও ছাত্র ও শিক্ষকের মিলিত হবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে কেন।

খ. শিক্ষায় ছাত্রের কৌতূহল জাগ্রত হওয়া বা করা চাই।

গ. শিক্ষা যিনি দেবেন, তাঁর যেন নতুন চিন্তাকে গ্রহণ করারও নতুন চিন্তাকে প্রস্ফুটিত করার ক্ষমতা থাকে।

ঘ. শিক্ষায় ছাত্রের যেন করে দেখার সুযোগ থাকে।

ঙ. ছোট বড় দলের মধ্যে ছাত্রদের যেন বারবার আলোচনার সুযোগ থাকে।

এইসব চিন্তারই যেন বিভিন্ন প্রয়োগ রূপে দেখা যায় তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায়।[৪] যেমন,

ক. আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষালাভ (discussion method)

খ. প্রারম্ভিক আলোচনার সূত্র ধরে পুনরায় ছাত্রদের দিয়ে পাঠ ও অনুশীলন (follow up method)

গ. ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা বা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে (case study method) শিক্ষাগ্রহণ

ঘ. পরিকল্পিত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে (project method) শিক্ষালাভ।

ঙ. প্রয়োগ মাধ্যমে শিক্ষা (practical work)

চ. অধিবেশন থেকে (Seminar method) শিক্ষা

ছ. মাঝে মাঝে আমন্ত্রিতের বক্তৃতা (occasional lecture) থেকে পাঠগ্রহণ

জ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-method)[৩]

ঝ. শিক্ষানবিশিতে শিক্ষালাভ (apprentice method)

ঞ. শিক্ষাদানার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলের সংগে বৈঠক (tutorial method)

ট. দলগত গবেষণার মধ্য দিয়ে (team research) অধ্যয়ন

ঠ. ক্লাসঘরের বাইরে প্রাতঃভ্রমণে বা অন্য সময়ে সাক্ষাতে (informal meeting) শিক্ষার কোন বিষয় নিয়ে চিন্তার আদান-প্রদান।

এত রকম প্রয়োগ রূপ, কোথাও কোথাও একটা অন্যকে অংশত আবৃতও করে (overlop), বৈচিত্র্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে করেছে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রদ।

3. পত্রযোগে শিক্ষা (correspondence education) / দূরে থেকে শিক্ষা (distance education)

ক্রমে ক্লাসঘরের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাধারা জন্ম নিল—পত্রযোগে শিক্ষা বা দূরে থেকে শিক্ষা। দূরে থেকে পাঠানো বিষয় নির্ভর প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর আর অল্প সময়ের জন্য ক্লাসঘরে অনুশীলনের ব্যবস্থা—এসব নিয়ে এই শিক্ষাধারা।

চাকরি, ব্যবসা, কিংবা সংসার করতে করতে কিংবা অন্য কারণে ব্যস্ত থাকলে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় এবং নিয়মিত ক্লাসঘরে গিয়ে পাঠ নেওয়ার নানারকম অসুবিধা। বাড়িতে বসে পড়াশোনা করা যায়। কিন্তু বাড়িতে বসে পড়াশোনা করার থেকে কোথাও পত্রযোগে শিক্ষার জন্য ভর্তি হলে কিছুটা পথনির্দেশ পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় ডিগ্রি। সে যেভাবেই আসুক ডিগ্রি-কৃতার্থদের কাছে তার একটি মানসিক মূল্য আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন কিছু থেকে যায়।

ব্যবহারিক মূল্যে, সামাজিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সাধারণত লোকে হতাশাজনক বলেই মনে করে। বিশেষ করে প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা মনে রেখে। যেমন, একজন চিকিৎসক, কিংবা স্থাপত্যবিদ কিংবা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী—এঁরা যদি শিক্ষালাভের সময় নিজে করে শেখার যথেষ্ট সুযোগ না পান, তাহলে এঁদের কাজে আকাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা মিলবে?

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের সামনে করে শেখার সুযোগ অল্পই, নিয়মিত ক্লাসঘরে পাঠের ব্যবস্থা নেই, নিয়মিত উপদলে আলোচনার সুযোগ নেই, প্রয়োজনে শিক্ষকের সংগে মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই।

শিক্ষালাভের অধিকার সকলের আছে—একথা মানলেও নির্দিষ্ট কোন শিক্ষালাভ করার জন্য সকলের যোগ্যতা আছে কি না একথা ভাবার আছে। যেপথে শিক্ষাকে যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা যায় সেপথে না গিয়ে যারা শিক্ষালাভ করতে চায়—তারা কি তাহলে শিক্ষার মূল বিধিকূলোকে ভাঙতে চায়? তারা কি মকরীতের মত অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত?

4- গ্রন্থাগার সমিতির ভূমিকা

দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার সমিতিগুলির একটি ভূমিকা আছে। অর্থাৎ এইভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে পেশাগত শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁদের মতামত ঠিক করা ও সেই মতামতকে সামনে রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া।[৪]

5 আধুনিক প্রযুক্তি কৌশল : শিক্ষার সম্ভাবনা ও সমস্যা

তথ্য প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়ে গেছে যে এখন ঘরে বসেই অনেক কিছু জানা যায়, শেখা যায়। 'মাল্টি-মিডিয়া'—তার সাথে 'ডিজিটাল টেকনোলজি' নিয়ে দূরে থাকা একজনের সংগে অন্যজনের নানাভাবে যোগা-যোগ বা আলাপ করার (communicate) সম্ভাবনাকে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি করেছে, সেকারণেই 'গ্লোবাল ভিলেজে'র ধারণার বার বার ভেসে ওঠে 'ইন্টারনেট', 'ভিডিও কনফারেন্সিং', 'ভারচুয়াল রিয়েলিটি'। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যধারার পরিবর্ধিত অনেকটা পুনর্বিচারের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। শ্রবণে, দর্শনে নতুন প্রযুক্তি কৌশলে ছবি, শব্দ, অ্যানিমেশনে। গড়ে তোলা বাস্তব,

এই যে ভারচুয়াল রিয়েলিটি (virtual reality), তা প্রকৃত বাস্তবের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রকৃত বাস্তব না হলেও তাকে অস্বীকার করবে কে? তাকে সঙ্গে রাখতে অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল—সে এসেছে বলে প্রকৃত বাস্তবকে কি ফেলে দিতে হবে?

6. উপসংহার :

মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবিক দিকগুলোর একটা মূল্য আছে। তাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারবে আগামি দিনে—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না আজ। তবে এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞান মানুষের শেখার বা জানার ক্ষেত্রে সহায়ক খন্ড খন্ড কল্পনার উদ্ভাবনা দেখাতে পেরেছে, মানুষের শিক্ষার সামগ্রিক রূপকে ধরতে পারেনি। সে বড় অন্য জিনিস। সেকালে বল্কীত তো তাকে ধরতেই চাননি। সে বড় অন্য এক প্রক্রিয়া।

7. টীকা (Note) :

১. আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর মতে, অন্য অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই কাহিনী ঈডিপাস-গুটেবার একটি ভাল উদাহরণ।

২. অবশ্য কোন কোন জায়গায় ক্লাসঘরের কাছাকাছি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা আছে।

৩. শ্রী এ সি শ্রীবাস্তব তাঁর "Ranganathan : a pattern maker—a syndetic study of his contributions" গ্রন্থে লিখেছেন, "He did not talk much, only asked questions and let students do the talking. The sequencing of his questions made students aware of ignorance and led them to proper answer. He never delivered ready made answers, instead he made them participate in deriving suitable solutions collectively." রঙ্গনাথনের এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ভুল হলেও বার বার চেষ্টা (trial and error), চেষ্টার সঙ্গে অনুসন্ধান।

৪. যেমন, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন পত্রযোগে শিক্ষাব্যবস্থা যে রঙ্গনাথনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী একথা মনে রেখে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর উল্লেখ আছে R R C Newsletter, no, 8, 1996-এ।

8. তথ্যসূত্র (References)

1) বেদব্যাস মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত। কলকাতা : ভূ'ল-কলম, ১৯৮৩। ১ম খন্ড (পৃ ৪৩৭-৪৪০)

2) Rao, C. V. Subba. Dr. Shiyali Ramamritan Ranganathan : the teacher par excellence. In Ranganathan's philosophy : assessment, impact and relevance/ed. by T. S. Rajagopalan. New Delhi : Vikas Publishing House, 1986. p. 633

3) Ranganathan, S. R. Theory of library catalogue. Madras : Madras Library Association, 1938. p. 14

4) Ragvan, M. C. S. R. Ranganathan : a versatile genius. R.R.C. News letter. no. 8,1996. p. 9

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

(হুগলী জেলা শাখা)

সরকার পোষিত সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালন
"সমিতি কনভেনশন"

দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলশ্রুতি ১৯৭১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বিধিবদ্ধ হয় গ্রন্থাগার আইন। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে বেশ কিছুটা দায়দায়িত্ব এসে পড়েছে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির উপর কারণ পরিষদের গ্রন্থাগার আন্দোলন কখনও পরিচালন সমিতি ব্যতীত সফল হতে পারে না। তাই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতি ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে পরিচালন সমিতিগুলি যেমন দৈনন্দিন পরিচালনগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে তেমনি গ্রন্থাগারগুলিকে গণমুখী করার কাজে নানা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। কারণ গ্রন্থাগারগুলিকে গণমুখী করতে পারলে তবেই গ্রন্থাগার আন্দোলন আরো ব্যাপ্তি লাভ করবে।

গ্রন্থাগারগুলিকে গণমুখী করতে গিয়ে এবং সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি।

(১) পাঠকের সাথে গ্রন্থাগারকে আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি এবং প্রস্তাব গ্রহণ।

(২) গ্রন্থাগারের আর্থিক সমস্যা ও তার সমাধান সংক্রান্ত প্রস্তাব।

(৩) গ্রন্থাগারের বই কেনার সমস্যা ও তার প্রতিকারের চেষ্টা।

(৪) সমস্ত গ্রন্থাগারে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী থাকার প্রয়োজনীয়তা/কর্মীসমস্যা।

৫) গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিতে গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রতিনিধির ভূমিকা/জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সদস্যদের গ্রন্থাগার প্রশাসনে ভূমিকা।

(১/১) গ্রন্থাগারের পাঠক, কর্মী ও পরিচালন স্বার্থে গ্রন্থাগার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন।

(১/২) গ্রন্থাগারকে গণমুখী করে তুলতে গেলে চাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

(১/৩) বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সমালোচিত বইএর আলোচনা এবংপুরোন ভালো বই-এর সারসংক্ষেপ রচনা করে পাঠকদের নজরে আনা দরকার। ফলে সদ্য প্রকাশিত বই-এর জন্য পাঠকের চাহিদা সীমাবদ্ধ থাকবে না পুরোনো বই-এর চাহিদা বাড়বে।

(১/৪ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারমুখী প্রতিযোগিতা চালু করা দরকার।

(১/৫) সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে যৌথভাবে গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিকে নিয়ে সদ্যসাক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের নতুন দিক নির্দেশ করতে হবে।

(১/৬) Xerox Service-এর মাধ্যমে সকল পাঠকদের সকল রকম তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(১/৭) সরকারের প্রতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা প্রতি গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য সরকারী উদ্যোগ নিতে হবে।

(১/৮) বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জন্মদিন, জন্মশতবর্ষ

পালন এবং তাঁদের বই-এর প্রদর্শনী ও তাদের লিখিত বই দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা করা প্রয়োজন।

(১/১) আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক বই ও ভাব বিনিময় একান্ত প্রয়োজন।

(১/১০) পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এক-একটি পত্রিকা সভার গড়ে তুলবে।

(২/১) বর্তমান দুর্মূল্য বাজারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

(২/২) বেতনের ন্যায় পুজা অগ্রিম সরকারীভাবে দেবার জন্য কনভেনশন মনে করে।

(২/৩) গৃহনির্মাণ প্রকল্প, গৃহ মেরামতি খাতে সরকারকে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য আজকের কনভেনশন দাবী জানাচ্ছে।

(২/৪) গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ শুধুমাত্র গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

(৩/১) বই পাঠক বইমেলা-গ্রন্থাগারে একটি অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অথচ জেলা বইমেলায় যে ধরনের বই আসে তাতে বই বাছাই-এর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। অপরদিকে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর হতে বই কেনার জন্য উদ্ভট নিয়মকানুন গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন সমিতিকে বিপদে ফেলে।

(৩/২) বইতে মুদ্রিত মূল্য ছাড়া অন্য কোনরকমের মূল্যের ভিত্তিতে বই কেনা উচিত হবে না।

(৩/৩) জেলা বইমেলা কমিটিতে পরিচালন সমিতির প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন।

(৩/৪) পাঁচশত টাকা উর্দ্ধের মূল্য বইগুলিকে জেলা গ্রন্থাগার সংগ্রহ করবে।

(৪/১) প্রতিটি গ্রন্থাগারে পাঠক অনুপাতে কর্মী সংখ্যা ঠিক করা উচিত।

(৪/২) প্রতিটি গ্রন্থাগারে একই নিয়মে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। কর্মীদের হিসাব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা/আয়োজন করতে হবে।

(৪/৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সূচীকরণ ও বর্গীকরণ করতে হবে। কারণ জেলার প্রায় সব ব্লকে রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গ্রন্থাগারে Dewey Schedule পৌঁছে গেছে। পরিষদের জেলা শাখা এবিষয়ে উদ্যোগী হবে।

(৪/৪) শহর গ্রন্থাগারে বুক বাইন্ডারদের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষদ এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

(৪/৫) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের স্বাধীনতা পরিচালন সমিতিকে দিতে হবে।

(৫/১) গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধির ভূমিকা বিষয়ে আজকের কনভেনশন মনে করে গ্রন্থাগার পরিচালনার L. L. A. Nominee গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি এবং জেলার গ্রন্থাগার কৃত্যকের মধ্যে জনসংযোগকারীর ভূমিকা পালন করবেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায় L.L.A. Nominee-র নিয়োগকর্তা D.L.O.-এর সাথে L. L. A. Nominee-র কোন পরিচয় নেই। আজকের কনভেনশন প্রস্তাব দিচ্ছে জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের L.L.A. Nominee নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের উপায় জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে জানিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। বৎসরে অন্ততঃ দুবার গ্রন্থাগার সম্পাদক এবং L. L. A. Nominee গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে পাঠিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে গণমুখী করার ভূমিকা পালন করুন। এর জন্য জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক জেলার সমস্ত L.L.A. Nominee-দের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করুক।

(৫/২) স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক সদস্যদের বাধ্যতা-মূলক সহযোগিতাভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিদর্শন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

(৫/৩) স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক সদস্যদের সরকারী আইন/গ্রন্থাগার আইন নিয়ে অবহিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

(৫/৪) জেলা গ্রন্থাগারের পরিষেবার ক্ষেত্রে একই ছাদের নিচে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর এবং জেলা গ্রন্থাগার থাকা বাস্তবে সম্ভব নয়। এর ফলে পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিস এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের কার্যালয় আলাদা ভাবে করা প্রয়োজন।

(৫/৫) জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে ভবিষ্যনিধি সম্পর্কিত পরিষ্কার হিসাব আর্থিক বৎসর শেষে গ্রন্থাগারে সদস্য পাঠাতে হবে।

বহু অনালোচিত বিষয় প্রতিবেদনের বাইরে থেকে গেল। উপস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে আসা পরিচালন সমিতির সদস্যগণ প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে নতুন দিক নির্দেশ করবেন এই আশা রাখি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা শাখা মনে করে পরিষদের পতাকাতলে এসে আপনারা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গণমুখী করে তুলুন, নতুন দিক নির্দেশ করুন।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী '১৮ রবিবার দেওড়াফুলি দি ইয়ং বেনস্ এ্যাসোসিয়েশন নগর গ্রন্থাগার সভাকক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা শাখা আয়োজিত সরকার পোষিত সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভাপতি অনিল কুমার দত্ত মহাশয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে ৪২ জন সদস্য নিজ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিত্ব করেন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা এবং পরিচালন সমিতির সদস্য অনুশ্রী রায় ও বিশ্ববরণ গুহ।

কনভেনশন উদ্বোধন করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ সাহা বলেন "সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মী সমস্যা পূর্বেও ছিল এখনও আছে। তবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে তা হলো পরিচালন সমিতি এবং কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ভাবছেন গ্রন্থাগার সরকার পোষিত হওয়ায় এঁদের কোন ভূমিকা নেই। অপর দিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাবনা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের কর্মী হওয়া তাদের অবস্থান একটা বিশেষ জায়গায়—ফলে কেন্দ্রবিশেষে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গিয়ে দুই ভাবনার মেলবন্ধন হচ্ছে না। অপরদিকে গ্রন্থাগারে পাঠক-পাঠিকা যাওয়া আসার সংখ্যা কমেছে এ প্রবণতা শুধুমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগার নয় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। একথা সত্য আজও গ্রন্থাগারের বিকল্প কিছু নেই বইই দূরদর্শন মানুষকে গ্রন্থাগার বিমুখ করুক না কেন। সামাজিক সচেতনতায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম—একথা মনে রেখে হুগলী জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস স্মরণ করেন। পরিচালনা সমিতি এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবার জন্য আহ্বান জানান।

জেলা সম্পাদক অশোককুমার প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদনের মর্মবস্তু আগে দেওয়া হয়েছে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য :

দীপেনকুমার সিংহরায় (জনাই সাধারণ পাঠাগার)

পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই দেওয়ার সমস্যা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারে পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বই রাখা বা বই কেনার কথা ভাবতে বলেন।

গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধি হিসাবে যেন বয়স্ক মানুষকে দেওয়া হয়—গ্রন্থাগার মনস্ক মানুষ প্রতিনিধি হিসাবে দেওয়ার জন্য তিনি হিসাবেই করেন।

গ্রন্থাগারে নির্বাচনের বুথ করা হয় ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং পুস্তক পত্রপত্রিকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। গ্রন্থাগারগুলিতে একই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন এবং ব্যবস্থা নেবার কথা বলেন। পুস্তকের মান ক্রমহ্রাসমান

বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

ডঃ কর্ণ রায় (দি ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন নগর গ্রন্থাগার) :—

গ্রন্থাগারে পাঠকের ক্রমহ্রাসমানতার কারণ হিসাবে তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী বলে মনে করেন। Note oriented শিক্ষাব্যবস্থার বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেন। গ্রন্থাগার-মুখী প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা পাঠকদের গ্রন্থাগার-মুখী করতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন।

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধি—পরিচালন সমিতিতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার কথা বলেন। পরিচালন সমিতিতে নিয়োজিত স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকারীভাবে সভা করার আবেদন জানান।

সুবীর রায় (রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার, বিষড়া)

গ্রন্থাগারে পাঠককে আকৃষ্ট করতে হলে রবিবারে সাধারণের গ্রন্থাগারে খুলে রাখা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

আর্থিক সমস্যা হল গ্রন্থাগারে প্রয়োজনে বই-এর ব্যাচের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারী তরফে ব্যাচ বন্টনের সুষ্ঠু নিয়মের কথা বলেন।

বিজ্ঞানসম্মত সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় গ্রন্থাগারে Card Cabinet করার ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। সংগঠনগতভাবে অথবা সরকারীভাবে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অদূরদর্শিতার ফলে গ্রন্থাগারে দুটি আর্থিক বছরে হিসাব পরীক্ষা করানো সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অরুণ চট্টোপাধ্যায় (হরিপুর শ্রাবণী পাঠাগার)—

গ্রন্থাগারে মানুষকে নিয়ে আসার জন্য আকাশবাণী এবং দূরদর্শন, গ্রন্থাগারে আসুন বই পড়ুন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শ্যামল চৌধুরী (মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী)—

পরিচালন সমিতি কনভেনশন আয়োজন করার জন্য সংগঠন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন। পরিচালন সমিতির পক্ষে এই কনভেনশন প্রয়োজন।

সাধারণ ছুটির দিনে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সরকারী নির্দেশ থাকার জন্য মত প্রকাশ করেন। বর্তমান পরিবেশে সময় এবং দিন পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। পাঠককে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা সরকারী নিয়মে পরিচালন সমিতির মাধ্যমে করতে হবে।

গ্রন্থাগারে আমানত জমা বাড়াবার ক্ষমতা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অনুমোদনসাপেক্ষে পরিচালন সমিতিকে দিতে হবে।

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ ক্ষমতান্বিত করতে হবে। বিলম্ব হওয়ার ফলে বিভিন্ন জায়গার অনুদানের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় শুধু তাই নয় গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা সময়মত করা সম্ভব হয় না।

পরিচালন সমিতিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধির পরিচালন সমিতির সভায় যোগদানে অনীহা পরিচালকমন্ডলীর কাছে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য সংগঠন ও সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গ্রন্থাগারে সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হওয়া উচিত নয়। ফলে গ্রন্থাগারের বার্ষিক প্রশাসনের অসুবিধা হয়। গ্রন্থাগারে অব্যবহৃত বই বাতিল করার ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অনুমতির সাথালোচনা করেন। এর ফলে বার্ষিক পরিষেবা বিঘ্নিত হয়।

গ্রন্থাগার পরিষেবার বার্ষিক উন্নতিতে পরিচালন সমিতির সাথে গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগী হতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন—ক্ষেত্রবিশেষে তা হয় না।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রামেন্দ্র পাঠভবন, কোন্নগর)

গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র পাঠ-এর হার বেড়ে যাচ্ছে।

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs 10·00 LICENCE No WB/CC-CL – 2
Postal regd. No WB/CC—145
Regd. Nr R N 2674·47

GRANTHAGAR

Volume 43 : No 4 September-October 1994

CONTENTS

Page

Editorial 1

Chhaya Bera ded 2

Kankan Sarkar
Information Storage, Progress of India in Btotechnology a Diodiversity 3—13

Sanjukta Roy
INFLIBNET : A discussion 14 – 16

Dr. Satyanandra Mondal
Education System of Dr. Ranganarhnn and Postal Education 17—18

Convention of the Hooghly Dist Committee of Bengal Library Association. 21—24

Printed & Published by Arun Roy for the Bengal Library Association, P-134 C I T Scheme 52, Calcutta-700 014, Phone : 244-6866
at J D. Press, 52 Kailash Bose Street, Calcutta-6. Editor : Arun Roy.

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩ সম্পাদক : অরুণ রায় আশ্বিন, ১৪০৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
মোঃ হানিফউদ্দিন বাংলাদেশের বর্তমান গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও সমাধানের কতিপয় সুপারিশ	২—১২
সত্যব্রত সেন-অনীতা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস) ভারতে জন-গ্রন্থাগার আইন : কয়েকটি অসঙ্গতির প্রসঙ্গ	১৩—১৯
English Abstracts	২০—২৩
গ্রন্থাগার-সংবাদ : পত্রশ্রী পাঠাগার	২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : অরুণ রায় | আশ্বিন, ১৪০৫

সম্পাদকীয়

বহু কথিত, বহু আলোচিত একটি বিষয়ের অবতারণা করছি এখানে কারণ যতই আলোচিত হোক বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা শেষতো হয়নি বরং গুরুত্ব বেড়েছে 'অনেকগুণ।

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠান হওয়ার বেশ কয়েক বছর বাদে রাজ্যের অধিকাংশ জেলা জুড়ে সাক্ষরতা আন্দোলন 'শুরু' হয় বেশ সাড়া জাগিয়ে। কিছুকাল যাবত সেই আন্দোলনে ভাটার টান লক্ষিত হয়, তবে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রথমে বর্ধমান জেলা রাজ্যের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষর জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরে আরও কয়েকটি জেলাও ঐ গৌরবে গৌরবান্বিত হয় এটা সাক্ষরতা আন্দোলনের সাফল্যের একটা দিক।

সম্প্রতি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মহাশয়ও এই সাক্ষরতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে সারা ভারতে সাক্ষরতাহীনতার গুরুত্ব বেশ স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছরের অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন নি।

যাইহোক দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করেই বলেছেন। আশার কথা আমাদের রাজ্য সরকারও বিষয়টিতে আবার নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করে নতুন করে উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন। এটার খুবই প্রয়োজন ছিল।

এখন যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাইছি তা হচ্ছে এটা কি সম্ভব যে শুধু সাক্ষরতা আন্দোলনের পক্ষে সমস্ত রাজ্যের মানুষকে সাক্ষর করে তোলা। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হয়ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে সাক্ষরতা অর্জনের পরে যদি কোন follow-up না থাকে, কোন চর্চার জায়গা যদি না থাকে তবেও ঐ মানুষেরা যাঁরা সাক্ষর হয়েছেন, তাঁরা কতদিন তা থাকবেন। রাজ্যের ২৫০০ মত সাধারণ গ্রন্থাগার আরও অনেক সংঘ বা সংস্থা পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী একটা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ আমরা মনে করি এই সাক্ষরতা অর্জনের পরেও গ্রন্থাগার Follow-up করতে পারে ও সাক্ষরতা বিস্তারের কাজেও সহায়ক হতে পারে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে ব্লক ভিত্তিক একটি করে Community Information Centre গড়ে তোলা হবে যে সমস্ত জায়গায় সাধারণ গ্রন্থাগার সেই সমস্ত জায়গার জন্য।

আসুন আমরা কাজে লাগি অন্তত আমাদের রাজ্যকে পূর্ণ সাক্ষরতার পথে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র কর্তব্য পূরণে।

বাংলাদেশের বর্তমান গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও সমাধানের কতিপয় সুপারিশ

মোঃ হালিক উদ্দিন
প্রভাষক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ব্যবস্থাপনার প্রচলন শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যবস্থাপনা হলো জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান শাখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবস্থাপনা আমাদের সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের সোপানরূপে কাজ করছে।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল যে উন্নত ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ফলে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানী রাশিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ প্রভূত উন্নতি লাভ করতে লাগলো।

সাধারণভাবে কোন কার্য সুচারু রূপে নির্বাহ করার পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ব্যবস্থাপনার ধারণা অনেক পুরাকালের। কালান্তরে এর সংজ্ঞার পরিবর্তিত রূপ দেখা যায় এবং পরিবর্তিত রূপটিই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যুগে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাচীনকালে ব্যবস্থাপনার ধারণাসমূহ জন ব্যবস্থাপনাতে (Public Management) এ সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান রূপে গ্রন্থাগারেও ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।[২]

গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় এবং গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপায়ণের ধারাবাহিক কার্যকরী দিকগুলো গ্রন্থাগার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগার সংগঠনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগুলো সুচিন্তিতভাবে পর্যালোচনা করে তাদের কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের প্রশাসনের। একটি গ্রন্থাগারের উন্নতি, অবনতি কিংবা সাফল্য, ব্যর্থতা অথবা কর্মোদ্যোগ, কর্মহীনতা নির্ভর করে গ্রন্থাগার প্রশাসনের উপর। পাঠক ও ব্যবহারকারীদের যথার্থরূপে গ্রন্থাগার-মনস্ক করা, তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিকতম পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযোগ্য উন্নতি সাধন আধুনিক গ্রন্থাগার পদ্ধতির পরিচায়ক। পাঠক ও ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারের যে ব্যবস্থা ও রূপ দেখতে পান ও তাদের সংগে পরিচিত হন, তা'হল গ্রন্থাগার প্রশাসনের কার্যকরী দিক। সেই দিক ঘিরে গ্রন্থাগার-প্রশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

কোনো উদ্যোগের জন্য সামগ্রিকভাবে নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার রূপায়ণকে বলে প্রশাসন। প্রশাসনের নীতি ও লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা স্বীকৃত। জে. উইলিয়াম সুলভ প্রশাসনকে একটা শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কোনো সংগঠনের জন্য প্রশাসন নীতি নির্ধারণ করে, ব্যবস্থাপনা তাকেই বাস্তবায়িত করার জন্য করে প্রাণপাত। কিন্তু তার পিছনেও থাকে কতগুলো ব্যাপক নীতি। এই নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণের পিছনে যে শক্তি সক্রিয় থাকে তাকেই বলে প্রশাসন।[৪]

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কখনো কখনো একাকার হয়ে যায়। কিন্তু এ দুইয়ের সম্পর্ক কতকটা জাতি, উপজাতির মত। প্রশাসন ব্যবস্থাপনারই একটা দিক। কেউ কেউ বলেন, প্রশাসন হলো ব্যবস্থাপনার সেই কার্যাবলী যা কোন সংগঠনের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করে তোলে। গ্রন্থাগার যেহেতু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের কল্যাণেই তার টিকে থাকা, সেহেতু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দিকে গ্রন্থাগারকে ফিরে তাকাতে হয়।

ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহকে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আসলে গ্রন্থাগারিককেও একজন প্রশাসক তাকে যেমন একদিকে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের তত্ত্বসমূহকে স্মরণে রাখতে হয় অপরদিকে তেমনি জনপ্রশাসনের নীতি সমূহের দিকেও সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। লাইব্রেরীর লক্ষ্য হল ন্যূনতম ব্যয়ে পাঠাগ্রন্থের অধিকতম ব্যবহার। গ্রন্থাগারিককে শুধু বিদ্বান হলেই চলে না, তাকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতি সম্বন্ধে হতে হয় পরম বোদ্ধা।[৬]

মূলনীতি আমরা তাকেই বলবো যা কোন কার্য সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু একটি নিয়মের চেয়ে মূলনীতির স্থান অনেক উপরে, যদিও একে নিয়মের ভিত্তি বলা যায়। যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মূলনীতি নির্ণীত হয় তেমন ফেয়ল বলেছেন এগুলো হলো অবিমিশ্রিত যোগফল; এগুলো হলো বহুলভাবে ব্যবহৃত বা কোনো বিশ্লেষণাত্মক সামাজিক বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়।[৬]

হেনরী ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা নীতির জনক বলা হয়। তিনি ১৯১৬ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে একটি বই রচনা করেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো আলোচনা করেছেন।[৭]

বিশেষত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী শুধু মানুষের বুদ্ধিপূর্ণ কাজের সাথেই জড়িত। নীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আইন বা নিয়ম না বলে, তিনি মূলনীতি (Principles) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কারণ মানুষ যাতে তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে এদের নমনীয়ভাবে ব্যবহার করতে পারে। অবস্থা বা পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে একজন ব্যবস্থাপক বা গ্রন্থাগারিক এগুলোর ব্যবহার করতে পারেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য পন্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যার আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ ৭৯.৯% গ্রামে এবং ২০.১% শহরে বাস করে এবং প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন লোক বাস করে।[৮] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি অত্যাধিকারপ্রাপ্ত খাত। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (১৯৯১) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭% এ দাঁড়িয়েছে শিক্ষার হার ৩২.৪% (৭ বছর ও তার উর্দ্ধে)।[৯] এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা উন্নত বিশ্বের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। অথচ কোন দেশের উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উন্নতমানের দক্ষতাসম্পন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলোতে অপরিহার্য। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলোর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা অনেকাংশেই দুর্বল। তাছাড়া গ্রন্থাগার প্রশাসনে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলোর সঠিকভাবে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। অনেক সময় গ্রন্থাগারিক বা পরিচালক তার নিজস্ব মতানুসারে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে পারেন না। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বরূপ। প্রথমেই বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৮৩[১০] সালে থেকে ৩২, জাস্টিস মাহবুব মোর্শেদ রোড শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও-ঢাকা এর বর্তমান সুপরিসর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এটা বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রণালয়ের নিয়মনীতির আলোকেই এটি পরিচালিত। গ্রন্থাগারটি জনবহুল এলাকা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য পাঠকের উপস্থিতি কম হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বাৎসরিক

হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় বাংলাদেশ সরকারী প্রেসের কাজকর্মের চাপের কারণে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সময়মত প্রকাশিত হয় না। তবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দ্রুততার সাথে প্রকাশ করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারটিতে স্বল্পসংখ্যক পেশাজীবী ও দক্ষতাসম্পন্ন যোগ্য লোক রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্মসৃষ্টির অভাবে জনশক্তিকে সক্রিয়ভাবে কাজে ব্যবহার করা যায় না। অন্যদিকে যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন না করারজন্য সম্ভাব্য (Potential) জনশক্তির ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। এর ফলে কর্ম-বিমুখীনতা জন্ম নেয়। দীর্ঘ দিন থেকে যোগ্য জনশক্তিকে অনুৎপাদিত অবস্থানে আটকেরাখার কারণেকর্মোদ্দীপনা লোপ পেয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, পেশাজীবী ও যোগ্য জনশক্তির অধিকাংশকেই যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি না দিয়ে স্থবির করে রাখা হয়েছে। ফলে কর্মস্পৃহা যেমন বৃদ্ধি পায় না তেমনি স্বাভাবিক মান-সম্পন্ন সেবাদান বিঘ্নিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রন্থাগারটি বরাবরই একজন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রেষণে একজন পরিচালককে নিয়োগ করা হয়েছে; যিনি একজন শিক্ষাবিদ ও গবেষক। কিন্তু এরূপ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য জন্য দক্ষ ও পেশাজীবী স্থায়ী সংগঠকের নিয়োগ অপরিহার্য। প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে কোন সংগঠকই একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মকাঠামো প্রণয়ন করতে পারেন না। এক্ষেত্রে একজন সংগঠকের অবস্থানের সময়, প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও অন্যান্য বিষয়সমন্বিত পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়। এরকম একটি অবস্থা জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিদৃষ্ট হয়। জাতীয় স্বার্থে এই অবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

১৯৮৫ সালের এনাম কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কাঠামো[১১] নিম্নরূপ ঃ

সারণি—১

পরিচালক

প্রশাসন শাখা	বিবলিওগ্রাফার (সংগ্রহ)	বিবলিওগ্রাফার (সম্পাদনা)	বিবলিওগ্রাফার (রেফারেন্স)	সহকারী পরিচালক (গ্রন্থাগার)
প্রধান সহকারী	সিঃ কাঃ সহকারী	সিঃ কাঃ সহকারী	সিঃ কাঃ সহকারী	গ্রন্থাগারিক
হিসাব রক্ষক	নিম্নমান সহকারী	নিম্নমান সহকারী	নিম্নমান সহকারী	সিঃ কাঃ সহকারী
নিম্নমান সহকারী	এম. এল. এস. এস.	এম. এল. এস. এস.	এম. এল. এস. এস.	জুঃ কাঃ সহকারী
এম. এল. এস. এস.				নিম্নমান সহকারী
নাইট গার্ড				এম. এল. এস. এস.

কেল কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে উপ-পরিচালক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু পদটির চূড়ান্ত নিয়োগবিধি না থাকায় পদটিতে উপ-পরিচালক পূর্ণে বাহির দিয়ে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তিনিই গ্রন্থাগারের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া আরও দেখা যায় অনেক কর্মকর্তা একই পদে আসীন থেকে পেনশনে চলে যাচ্ছেন। তাই সঠিকভাবে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও উচ্চতর পদ সৃষ্টি করা অতীব জরুরী। গ্রন্থাগারটি ১২৮৫ থেকে নিম্ন লিখিত জনশক্তি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

সারণি—২

পেশাজীবী	অ বা পেশাজীবী	অপেশাজীবী	মোট জনশক্তি
১ জন	৪ জন	৪০ জন	৫০ জন

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত হক অনুযায়ী জনবল কাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

সারণি—৩

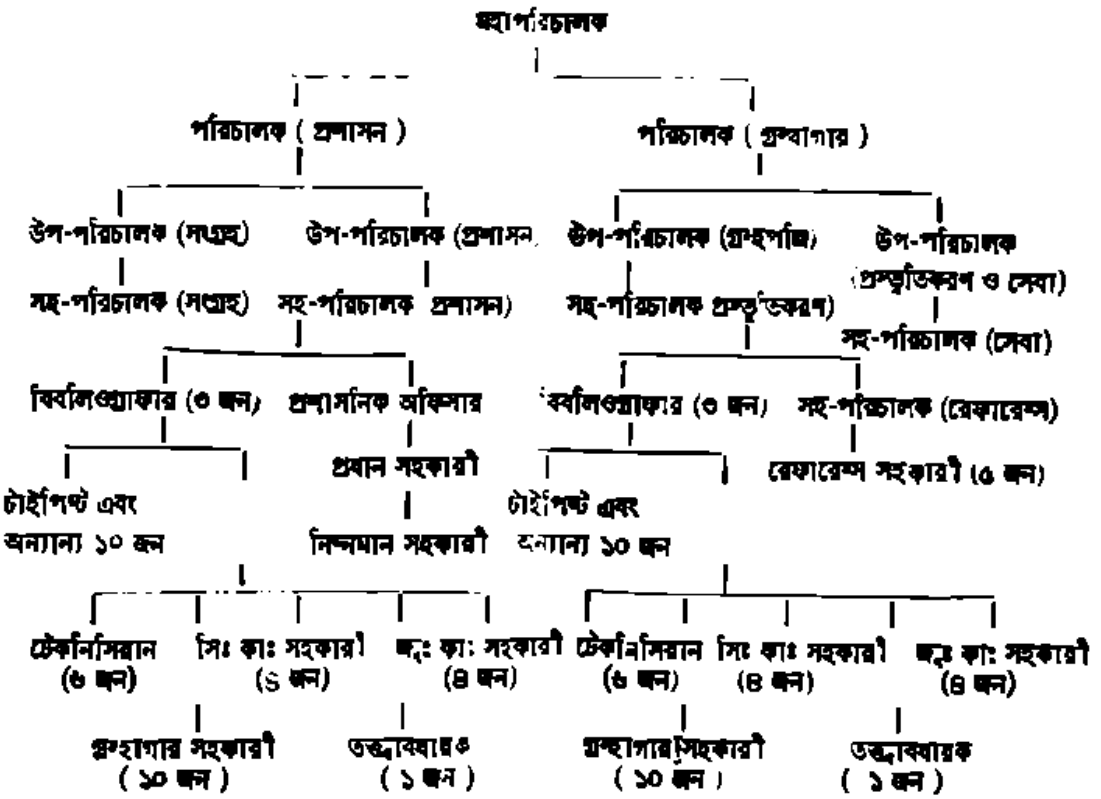

জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাগার এবং গণ-গ্রন্থাগারের সুপারিশকৃত পদ, বর্তমান অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় লোক-বলের অবস্থা সারণী-১[১২]-এর সাহায্যে দেখানো হলো ঃ

সারণি—৪

গ্রন্থাগারের নাম	সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমান অবস্থান	প্রয়োজনীয় লোকবল
জাতীয় গ্রন্থাগার	১টি	৬০	৫৩	০৭
জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার	১টি	১০	০৮	০২
কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার	১টি	১১৯	১০৫	১৪
বিভাগীয় গণ গ্রন্থাগার	৩টি	৭০	৬২	০৮
জেলা গণগ্রন্থাগার	৬০টি	২৫২	২৩৪	১৮

বাংলাদেশের গণ-গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাও খুব সন্তোষজনক নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গণ-গ্রন্থাগার একটি, তিনটি বিভাগীয় গণ-গ্রন্থাগার, ৪টি উপ-কেন্দ্র এবং ৬০টি জেলা সদরে সরকারী গণ-গ্রন্থাগারসহ ৬৮টি সরকারী[১৩] এবং ৮৮০টি বে-সরকারী[১৪] পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। গণ-গ্রন্থাগারগুলো বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। গণ-গ্রন্থাগারগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৪ সালে গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠন করা হয়। সে অনুযায়ী একজন পরিচালকের অধীনে প্রশাসনের কার্যক্রম ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিচালক পদে স্থায়ী কোন পেশাজীবী নিয়োগ করা হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ফলে এখানেও কোন প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে উঠতে পারছে না। একইভাবে গণ-গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিষেবার অবকাঠামোও বিনির্মাণে শৈথিল্য বিরাজমান। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাছাড়া অনেক গ্রন্থাগারেই দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে। জেলা গণ-গ্রন্থাগারগুলোতেও উপযুক্ত লোকের অভাব রয়েছে। তাই প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই দুর্বল থাকে। তবে ইতিমধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি এবং পরে ১০টি জেলায় পেশাজীবী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিছু পদ ইতিমধ্যে পূরণও করা হয়েছে।

সারণি—৫

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গণ-গ্রন্থাগার-ঢাকা-এর বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো[১৫]

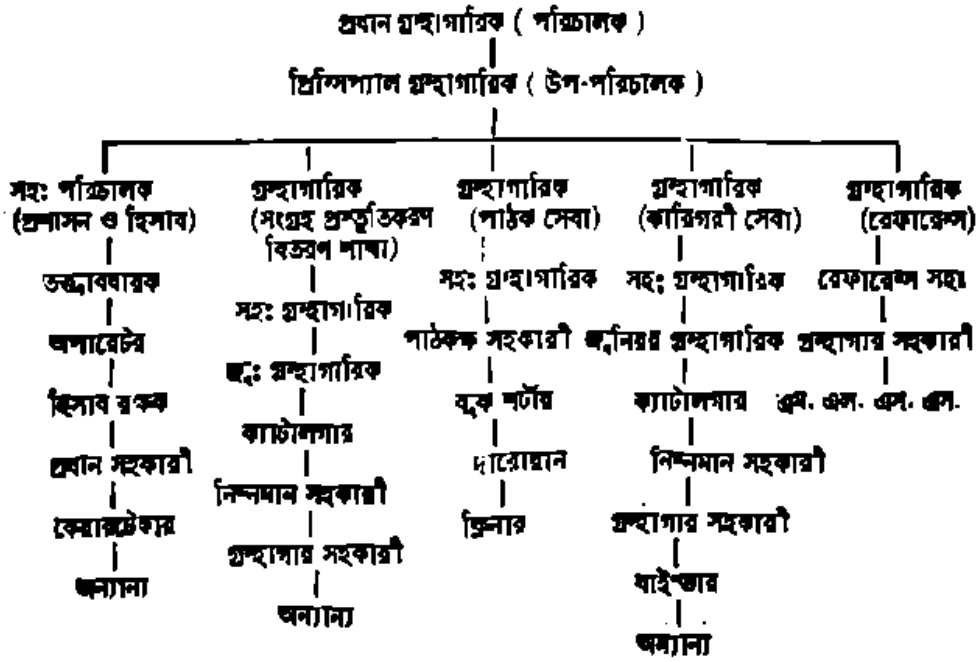

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জনবল নিম্নরূপ :

সারণি—৬

পেশাজীবী	আধাপেশাজীবী	পাঠাগারপেশাজীবী	অন্যান্য (ধরুন)	অপেশাজীবী	মোট
৭ জন	৬ জন	৩১ জন	২৩ জন	৩৬ জন	১০৫ জন

গ্রন্থাগারটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরও একটি উপ-পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষে একাডেমিক, লাইব্রেরিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়[১৬], ১৮টি বেসরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়[১৭], ১৩টি মেডিকেল কলেজ, ৩টি প্রকৌশল কলেজ, তিনটি কৃষি কলেজ এবং ১২৬৮টি উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজ[১৮] রয়েছে। তাছাড়া বেসরকারী পর্যায়েও আরো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরীকৃত পদ এবং বর্তমান লোকবল, প্রয়োজনীয় লোকবলের অবস্থান সারণি-২[১৯] ২২-এর মাধ্যমে দেখানো হলো :—

সারণি—৭

প্রতিষ্ঠানের প্রকার	গ্রন্থাগার সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমান লোকবল	প্রয়োজনীয় লোকবল
P.TI, NAPE, DPE, DNFE, PMED	৩৮	৬১	১৬	৪৬
উচ্চবিদ্যালয়	১৫৬৩	১৬৬৩	৩১৭	১৩৪৬
উচ্চবিদ্যালয়-কলেজ	৬০৩	৬০৩	১০০	৫০৩
ক্যাডেট কলেজ	১০	১০	১০	০
ডিগ্রী কলেজ	৬৮২	৬৮২	৩৮২	৩০০
শিক্ষাবোর্ড	০৫	০৫	০১	০৪
কারীগরী ইন্স	৫২	১৬	৫৬	৪০
কারিগরী কলেজ	৩৭	২১	১০	১১
চিকিৎসা মহাঃবি / সেবা ইন্স.	৬৬	২৭	১০	৫৮
কৃষি কলেজ	০৪	১২	০৮	০৪
বিশ্ববিদ্যালয়	১১	৩৮১	৩৩০	৫১

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেকগুলোতেই গ্রন্থাগার নিয়মিত নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতির আলোকেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো পরিচালিত হয়। এখানেও গত-কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক দিয়ে গ্রন্থাগারগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা যায় কোন অধ্যাপককে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয়। এতে প্রশাসনিক কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কারণ যিনি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকেন তাঁর গ্রন্থাগারের বাইরেও তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিভাগকেও সময় দিতে হয়। ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ধরা হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হলো ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। হৃৎপিণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সঠিকভাবে পরিচালনা ছাড়া ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক ও গবেষকদের সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তাই হৃৎপিণ্ডস্বরূপ গ্রন্থাগারটির সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং গ্রন্থাগার প্রশাসনের সম্পর্ক যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থায় থাকে না। যার জন্যে গ্রন্থাগার কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জনশক্তি[২৩] নিম্নরূপ :

সারণি—৮

পেশাজীবী কর্মকর্তা	অপেশাজীবী কর্মকর্তা	আধাপেশাজীবী কর্মকর্তা	কারিগরী কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৩২ জন	৭ জন	২৬ জন	৬ জন	১৫৬ জন (৩ শিফটে)	২২৫ জন

কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অনেক কলেজে ছাত্রদের পড়ার উপযোগী পাঠকক্ষ নেই এবং অনেক কলেজে গ্রন্থাগারও সঠিকভাবে নেই। অনেক কলেজ গ্রন্থাগারে পাঠোপকরণ খুবই কম এবং গ্রন্থাগারে পাঠের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নেই। কলেজ গ্রন্থাগারগুলো কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং কলেজ অধ্যক্ষই পরিচালনা করে থাকেন। এখানে কলেজের গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা গৌণ। অনেক কলেজে দেখা যায় গ্রন্থাগারিক নেই। সাধারণ ডিগ্রী (পাস) লোক দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয়[২৪]। যার জন্যে কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উপরোক্ত তিন প্রকার গ্রন্থাগারের চেয়ে কিছুটা ভালো। বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল এবং বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার সামগ্রীর সমন্বয়েই পরিচালিত হয়।

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোর সংখ্যা, মঞ্জুরীকৃত পদ, বর্তমান লোকবল, সারণী-১১৫-এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি ৯

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমান লোকবল
মন্ত্রণালয়	৫৪	১৪	৩৮	৩৮
অধিদপ্তর	৩১	৩১	৪১	৪১
কমিশন / প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৩	০৩	১৩	১৩
স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান	৪৫	০৯	১৩৯	১৫৪

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় মধ্যেও কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়তো গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ মোতাবেক গ্রন্থাগার পরিচালনায় উৎসাহিত বোধ করেন না। তাই একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের মতানুসারে বলতে হয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ উন্নতমানের গ্রন্থাগারের সাহায্যেই নিয়ে থাকেন, একথাটি তারা অকপটে স্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারও যে উন্নত দেশের মত হওয়া উচিত—এটি বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। যার জন্যে অনেক বিশেষ গ্রন্থাগারিকের মনে ক্ষোভ থাকে এবং অনেকেই পদ মর্যাদার দিক দিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। এখানেও গ্রন্থাগারিকদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

সারণি—১০

একটি বিশেষ গ্রন্থাগার

ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থাগারে প্রশাসনিক কাঠামো[১৩] নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

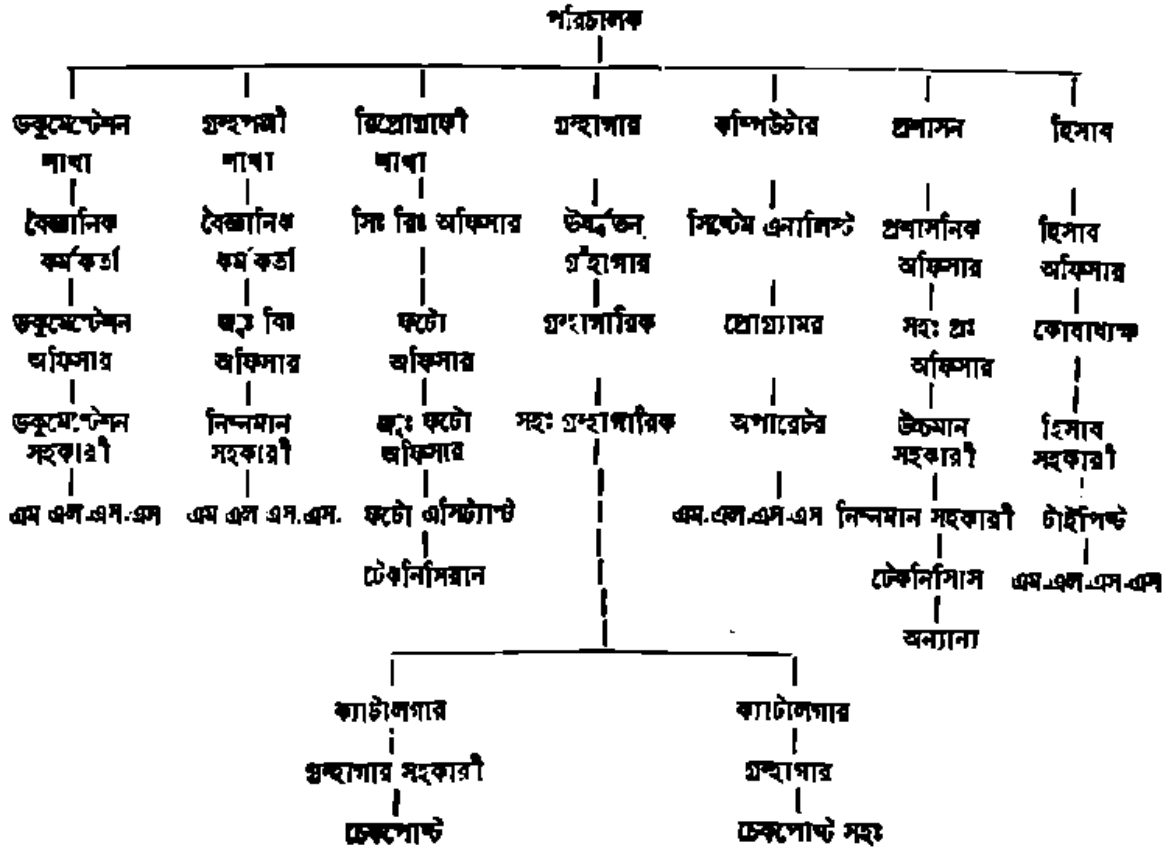

ব্যান্সডক গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়রূপ :

পেশাজীবী	আধাপেশাজীবী	অপেশাজীবী	মোট
৫ জন	২ জন	৫ জন	

সমস্যা : গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শুরু হওয়ার সময় দেখা গেছে যে, তখন একটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সামগ্রী, লোকবল এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। সেই সময়ে যেমন লোকবল কম ছিল তেমনি গ্রন্থাগার প্রশাসনের ধার-ধারণাও কম ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপনা কার্য সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও তথ্যের উৎপত্তি লাভ ঘটেছে। তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকের যুগ প্রযুক্তি-নির্ভর। তাই পাঠকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের জন্য গ্রন্থাগারে প্রযুক্তির ব্যবহার অতি জরুরী। বর্তমানে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিম্নলিখিত সমস্যার সম্মুখীন।

(ক) রাজনৈতিক কারণে সমস্যার উৎপত্তি অনেক সময় দেখা যায় হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদির কারণে গ্রন্থাগার দিনের পর দিন বন্ধ থাকে। তাতে করে গ্রন্থাগার সেবার ভাটা পড়ে যায়।

(খ) অর্থনৈতিক সমস্যা—আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলোর জ্বলন্ত সমস্যা এটি। অর্থনৈতিক কারণে অনেক গ্রন্থাগারের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ে। অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত ক্রয় করা যায় না। সেবার কাঠামো উন্নতি লাভ করে না।

(গ) গ্রন্থাগার প্রশাসনে ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহের সঠিকভাবে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। এতে করেও গ্রন্থাগার প্রশাসন বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়।

(ঘ) গ্রন্থাগার প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব।

(ঙ) গ্রন্থাগার প্রশাসনের সাথে পিতৃ প্রতিষ্ঠানের (Parent organization) প্রশাসনের সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব।

(চ) গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভাব।

(ছ) বেতন বৈষম্য ও নিম্ন বেতন কাঠামোর কারণে গ্রন্থাগার কর্মচারীদের মধ্যে ঐকান্তিকতার অভাব সৃষ্টি হয়।

(জ) উপযুক্ত গ্রন্থাগার নীতিমালার অভাব।

সুপারিশমালা :

(ক) রাজনৈতিক দলগুলো এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর উচিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে হরতাল আওতামুক্ত রাখা এবং ধর্মঘটের পথ পরিহার করা।

(খ) অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তরণের জন্য সরকার, শিল্পপতিগণ এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলোকে গ্রন্থাগার উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে।

(গ) গ্রন্থাগার প্রশাসনে উপযুক্তভাবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে দক্ষ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে পারে।

(ঘ) আমাদের দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক পদগুলো সাধারণত এম. বি. এ. (M.B.A.) ডিগ্রীপ্রাপ্ত লোকবল দিয়ে পূরণ করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক পদগুলো পূরণের বেলায় এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাই গ্রন্থাগারিক পদ পূরণের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত হলেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ লোকের অভাব কিছুটা হলেও পূরণ হবে।

(ঙ) অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে দেখা যায় গ্রন্থাগার প্রশাসনের সাথে মূল প্রশাসনের সম্পর্ক যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থায় থাকে না। ফলে কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গ্রন্থাগার প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য পিতৃ প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

(চ) গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পেশাগত

দক্ষতাসম্পন্ন জনবল সৃষ্টির জন্যই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অতীব জরুরী। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর আলোকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালু হতে পারে। উদ্বর্তন গ্রন্থাগারিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সরকারী সহযোগিতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

(ছ) গ্রন্থাগার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিদ্যা, দ্বন্দ্ব কলহ, মনোমালিন্য, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ঐকান্তিকভাবে কাজ করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে তারা দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন।

পেশাজীবীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য এবং সেবা প্রদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পেশাজীবীদের ন্যায় একটি অভিন্ন বেতন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে বিরাজমান বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করে একটি অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রবর্তন করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে,

(জ) গ্রন্থাগারগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য উন্নত দেশের আলোকে গ্রন্থাগার নীতিমালা প্রণয়ন করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায় যে, গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের প্রশাসন যদি নিশ্চিত, উন্নত ও বৈজ্ঞানিক হয় তবে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের পরিপূর্ণ উন্নতি সাধন হবে এবং যার ফলে পাঠক, গবেষক, সমাজ সুফল ভোগ করতে পারবে। দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। Kumar, Krishan, Library administration and management, 3rd ed, New Delhi, Vikas Publishing house, 1989 P-1.

২। Sharma, C. K. Library management and organization, Delhi, Shee Publishing house, 1985, P-2.

মহাপাত্র শীষ্বেকান্তি ও চক্রবর্তী, সত্যব্রতোষ, গ্রন্থাগার প্রশাসন, কলিকাতা, বি ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৮৬, পৃঃ-১।

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ-২।

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ-৫।

৬। Wilson L. R. & Tauber, M. F. The University Library, 2nd edn, NewYork, Columbia University Press, 1956, P-117,

৭। Henri Fayol, General and industrial management, tr. by Constance Storrs, London, Pitman, 1949, P-22.

৮। বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯৫, পৃঃ XIX,XXV.

৯। বাংলাদেশ অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ১৯৯৬, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৫ পৃষ্ঠা-১৫-১৬।

১০। Ahmed, S.U. Librarianship and the state of libraries in Bangladesh, Dhaka, 1994, P-81.

১১। The Bangladesh Gazette, Extra-ordinary, January 3, 1985.

১২। হারুন-অর-রশীদ, মোঃ ও অন্যান্য, "জাতীয় শিক্ষানীতিতে (খসড়া) গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা এবং শিক্ষা" বেলিড ও ইলিস কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা এবং শিক্ষা ঃ পর্যালোচনা ও সুপারিশ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত, ঢাকা, মে ১৪, ১৯৯৮।

১৩। Department of Public Library, Bangladesh Central Public Library Introducing, Dhaka, 1996.

১৪। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পাঠাগার নির্দেশিকা, ঢাকা, গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৯৬।

১৫। Department of Public Libraries, Bangladesh Central Public Library Official record, Dhaka, 1997.

১৬। Ministry of planning, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical pocketbook of Bangladesh 1996, Dhaka, BBS, 1997, P-321.

১৭। Ibid, p-321.

১৮। Ibid, p-321.

১৯। বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৯৬, ঢাকা, বি. বি. এস., ১৯৯৭।

২০। Bangladesh, Ministry of Education, BANBEIS 1996, Bangladesh Education Statistics 1995, Dhaka.

২১। Enam Committee's Reports.

২২। Official records of different offices.

২৩। University of Dhaka official records, 1998.

২৪। Ahmed, SU, Librarianship and state of libraries in Bangladesh, Dhaka, 1994, p-61.

২৫। হারুন-অর-রশীদ, মোঃ ও অন্যান্য, "জাতীয় শিক্ষানীতিতে (খসড়া) গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা এবং শিক্ষা" বেলিড ও ইলিস কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা এবং শিক্ষা : পর্যালোচনা ও সুপারিশ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত, ঢাকা, মে ১৪, ১৯৯৮।

২৬। Ministry of Science and Technology, Bangladesh National Scientific Technical Documentation Centre (BANSDOC) Official record, Dhaka, BANSDOC, 1998.

ঃ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ঃ

গত ২রা আগষ্ট ১৯৯৮ রবিবার সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় পার্ক-সার্কাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সংঘ গ্রন্থাগার আয়োজিত এক সম্বর্ধনায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ তমাল কান্তি পাল মহাশয়ের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তিতে এবং কুমারী চৈতালী কর মহাশয়ার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে (মহিলা ফুটবল) অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীদিপ্টু ব্যানার্জী ডাঃ তমালকান্তি পাল এবং মহিলা ফুটবলার কুমারী চৈতালী করের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সম্পাদক শ্রীনির্মাল্য রায়, প্রাক্তন সৈনিক ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার শ্রীশৈলেন মান্না এবং প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় শ্রীরবীন পাল চৌধুরী যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ তমালকান্তি পাল মহাশয়কে এবং শ্রীশৈলেন মান্না, কুমারী চৈতালী কর মহাশয়াকে পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতে জন-গ্রন্থাগার আইন : কয়েকটি অসঙ্গতির প্রসঙ্গ

[উদ্দেশ্যাংশে, সংজ্ঞাংশে, প্রাপ্তব্য পরিষেবা প্রসঙ্গ ও পরিষেবা কেন্দ্রের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে]

সত্যব্রত সেন• অজীতা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস)

আইনের উদ্দেশ্য : আইনভিত্তিক জন-গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নের প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের শিক্ষিত সমাজে অনুভূত হয়ে আসছে, যার ফলশ্রুতি হিসেবে দশটি রাজ্যে জন-গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। দশটি রাজ্যের মধ্যে বড় রাজ্য আছে সাতটি : তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা ও কেরালা। ছোট তিনটি রাজ্য হচ্ছে মণিপুর, মি াম ও গোয়া।

প্রধানত গ্রন্থাগার (১) প্রতিষ্ঠা, (২) অনুমোদন বা স্বীকৃতিদান, (৩) সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন, (৪) রক্ষণাবেক্ষণ, (৫) পর্যবেক্ষণ (৬) নিয়ন্ত্রণ ও (৭) পরিষেবা বা সংগঠিতকরণ প্রসঙ্গ নিয়েই গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্যাংশে বর্ণনা করা হয় আইনের ভূমিকায়।

কিন্তু এই উদ্দেশ্য বর্ণনায় যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিধৃত থাকা একান্ত প্রয়োজন তা ভারতের জন-গ্রন্থাগার আইনে সবকটির সবক্ষেত্রে উপস্থিত, একথা বলা যায় না। নিম্নের ছকে কোন রাজ্যের আইনে কোনটি উপস্থিত বা অনুপস্থিত তা দেখানো হল :

	নিয়ন্ত্রণ	স্থাপন	অনুমোদন বা স্বীকৃতি	সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন	রক্ষণাবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ	পরিষেবা সংগঠিতকরণ
১। তামিলনাড়ু	×	আছে	আছে	× ×	×	×	আছে
২। অন্ধ্রপ্রদেশ	×	ঐ	ঐ	×	আছে	×	ঐ
৩। কর্ণাটক	×	ঐ	ঐ	×	ঐ	×	ঐ
৪। মহারাষ্ট্র	×	ঐ	ঐ	আছে	ঐ	×	ঐ
৫। পশ্চিমবঙ্গ	আছে	ঐ	ঐ	×	×	আছে	×
৬। কেরালা	×	×	ঐ	আছে	আছে	×	আছে
৭। হরিয়ানা	×	আছে	ঐ	ঐ	ঐ	×	×
৮। মণিপুর	×	ঐ	আছে	×	ঐ	×	×
৯। মিজোরাম							
১০। গোয়া							

যে যে রাজ্যে যা যা নেই, তা কি হচ্ছে না সেই রাজ্যগুলিতে? হচ্ছে। আবার ঠিকমত শৃঙ্খলার সঙ্গে হচ্ছে নাও বটে।

এই উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে গ্রন্থাগারটি কি বা কি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার বর্ণনাও এই অংশে কোন আইনে স্থান পায়নি আজীবন শিক্ষার ক্ষেত্র যেএই জনগ্রন্থাগার তা অনুল্লেখিত থাকার পরবর্তী অন্যান্য ধারা উপধারাগুলিও শিথিলভাবে রচিত। এই অসঙ্গতি খুব সামান্য নয়। উদ্দেশ্য বর্ণনায় একেক রকম অসঙ্গতির অনিবার্য পরিণামে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ প্রসঙ্গ অবহেলিত হবার অন্যতম কারণ অবশ্য পরিচ্ছন্নভাবে ও ভাষায় আকাঙ্ক্ষাতে প্রকাশ করার

অক্ষমতা। বলা যেতে পারে শিক্ষাদীক্ষার সামাজিক সীমাবদ্ধতা। তাই বোধহয়, রাজ্যের শাসকশ্রেণীর আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি মুখ্য ভূমিকায় থাকে। মনুষ্য-মস্তকচিন্তা আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

আইনে ব্যবহৃত পদের সংজ্ঞা: প্রসঙ্গতির দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি গ্রন্থাগার আইনের ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদের সংজ্ঞা স্থাপন বিষয়ে। প্রত্যেকটি আইনেই ২নং ধারাটি সংজ্ঞার জন্য ব্যবহৃত।

কিন্তু পদ নির্বাচনে ও ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অন্তত জনগ্রন্থাগার বা Public library পদগুচ্ছটি। Public library-র বাংলা পদ এখানে জন-গ্রন্থাগার উল্লেখ করলে ভারতের দশটি আইনে পদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইংরাজীতে যদি তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়া, মারাঠা, হিন্দী, বাংলা, মনিপুরে, ইংরেজী ভাষা ভাষী অঞ্চলে আইনগুলির প্রসার, তাহলেও বোধহয় কোন রাজ্য সরকার করেনি। করতে গিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কাজেই ইংরাজী 'পদ' প্রসঙ্গ নিয়েই এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটির আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করি যে, অন্ধ্র, কর্নাটক কেরালা, মহারাষ্ট্র, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ আইনে পদসংখ্যা যথাক্রমে ১৩, ১৮, ২১, ১২, ১০। অন্য পাঁচটি আইনে ৯টি করে। কিন্তু হওয়া উচিত মূলপদ সংখ্যা ১৩টি। সঙ্গে কয়েকটি উপপদ থাকতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে অক্ষর অনুযায়ী আভিধানিক পদ্ধতি নয়। থাকা উচিত তেরটি পদ ইংরাজীতেই উল্লেখ করা হল, কোন পদটি কোন আইন উল্লিখিত হয়েছে তা নির্দেশ করে—

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Authority Council										
1. Book	×		—	—	×	—	×	—		
2. Committee	×	—	×	—	×	×	×	—		
3. Director	—	—	×	—	—	×	×	—		
4. District	—	—	—	—	—	—	×	—		
5. Govt	—	—	×	—	—	×	×	—		
6. Library	×	×	×	×	—	×	×	×		
7. Library Cess	×	—	—	×	×	×	×	×		
8. Notification	—	—	—	×	—	—	×	—		
9. Prescribed	—	—	—	—	—	—	×	—		
10. Public library	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. State	—	—	×	×	×	—	—	—		
12. State Central Library	×	—	—	×		×	×	—		
13. Year	—	—	—	—	+	—	—	—		

উপপদ হিসাবে librarya অধীনে Aided library এবং প্রধানপদ হিসাবে Authority ও Council পদ দুটি থাকা উচিত। Public Library পদটি, যেহেতু আইনের শিরোনামে স্থান পায়, তাই সেটি library পদের অধীনে উপপদ হিসাবে গণ্য করতে একেবারে বলছি না, তবে এই পদটির সংজ্ঞা যে একেক আইন একেক ভাবে দিয়েছে, তা তুলে ধরছি অসঙ্গতিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্য :

A. তামিলনাড়ুতে আছে, 'Public library' means a Library *established* or *maintained* by a Local Library *Authority* and includes the

branches and *delivery stations of* such Library.

B. অন্ধ্রপ্রদেশে আছে, 'Public Library' means (a) a library *established* or *maintained* by Zilla Granthalaya *Samstha* including the *branches* and *delivery stations* of such a Library.

(b) a Library *established* or *maintained* by the *Govt* and *declared open to public.*

(c) a Library established or maintained by *Local body* or *Co-operative Society and declared* open to the Public.

(d) a Library *declared to be eligible* for aid and receiving aid from Govt. or from the *Library Fund* and includes any other library notified by the Govt as a Public Library for the purpose of this Act.

C. কর্ণাটকে আছে, "Public Library" means (a) a Library *established* or *maintained* by a local library *Authority* including the *branches* and *delivery stations* of such library

(b) a library *established* by State Govt. and *declared* open to the public.

(c) a library *established* or *maintained* by the *authority* and declared open to the public.

(d) a library declared to be eligible for aid, receiving aid from the State Govt. and includes, and other library notified by the State Govt. as a Public library for the purpose of the Act.

D. মহারাষ্ট্র আইনে আছে "Public library" means(a) a library *established* and *maintained* by the State Govt. for the use of the Public.

(b) a library recognised by the *Director* for the purpose of grant-in-aid from the *library Fund* and

(c) any other library which the State Govt. by *notificaion* in the official Gezitteers *declared* to be a Public library for the purpose of this Act.

E. পশ্চিমবঙ্গে প্রথা ছিল Public library means a library *established* or *maintained* by the Govt. or by a local library *Authority in.* তারপর ১৯৮২ সালের সংশোধনে Sponsored library এই পর্যায়ে সংযোজিত হয় এবং তার সংজ্ঞা দেওয়া হয় Sponsored library means a library declared by the State Govt. as such। ১৯৮৩ সালে সংস্কারে সংশোধন করে বলা হয় Public library means a library open to public and (i) *established* or *maintained* by the govt or (ii) declared by the govt as a Sponsored Public library under Section 16A ১৯৯৪ সালে পুনরায় সংশোধন হয়ে এখন দাঁড়িয়েছে, public library means a library opened to the public and includes (i) a Govt. Public library (ii) State Central library, (iii) a sponsored Public library declared as such under a section I G A or (iv) sueh other library as Govt. may declared be a Pablic library.

F. হরিয়ানায় আছে Public library means, a library which permets a member of the Public to use it for *reference* and *borroasing* without charging *fee* or *subscription.*

এই সংজ্ঞায় একটা নূতনত্ব হচ্ছে ঋণ গ্রন্থাগার দু'রকমের ব্যবস্থারের কথা আছে এবং বিনা দক্ষিণায়

ব্যবহারের কথাও অতিরিক্ত আছে।

মণিপুর আইনের সংজ্ঞাটিতে কর্ণাটক আইনের (a) ও (b) ও (d)-এর অনুসরণ। তবে (c)-তে সমবায় সমিতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত গ্রন্থাগারও যুক্ত হয়েছে।

এই একটি পদের সংজ্ঞা জ্ঞাপনে ভারতের জন-গ্রন্থাগার আইনে ভিন্নতা দেখে বিভ্রান্তি জাগে যে আমরা জনগ্রন্থাগার ভাবনা নিয়ে কোথায় আছি এবং ভিন্নতার জন্যই বোধহয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও আইনভিত্তিক জন-গ্রন্থাগার প্রবর্তনের অনীহা বা অনুদ্যোগ।

আইনভিত্তিক শৃঙ্খলাপরায়ণ জন-গ্রন্থাগার পরিষেবাকে নিশ্চিত করতে জন-গ্রন্থাগার কি, কত প্রকারের বা স্তরের হতে পারে, এবং পরিষেবার প্রকারভেদ ও স্পষ্ট করে তুলতে একটা রাজ্য পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আনতে হবে। এই পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গটির স্পর্শ নিশ্চয় আইনের সংজ্ঞাংশে। তাই বলা হচ্ছে, সংজ্ঞাংশে পদ সংখ্যা ১৩-তেও সীমাবদ্ধ না রেখে অন্ততঃ ১৮ করা উচিত। ১৮ করতে গিয়ে যে পঁচটির অতিরিক্ত সংজ্ঞাংশে দেখতে চাইছি। তা যে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে কোন কোন আইনে তার ছকও নিম্নে দেওয়া হল।

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
14. Aided library	—	—	—	×	×	×	×	—		
15. Authority	×	×	—	÷	×	×	—	—		
16. Council	×	×	×	—	×	—	×	×		
17. District Library	×	×	×	×	×	×	×	—		
18. Librarian	×	×	—	×	×	×	×	×		

এই ছকে aided Library পদটি মাত্র ৪টি আইনে ব্যবহৃত হয়েছে। Authority ও Council পদ দুটি আট দুবার, District Library ও librarian মাত্র একবার। এই পদগুলির গুরুত্ব কম। তবে অনেক পদ উল্লিখিত আইনে যুক্ত করার রেওয়াজ আছে। এইসব সজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট বস্তুরের আধিকারিক বা অধস্তন কর্মীদের যজ্ঞতার ফল সন্দেহ নেই।

বিঃ দ্রঃ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J যথাক্রমে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, হরিয়ানা, মণিপুর, মিজোরাম ও গোয়া রাজ্য-গুলিতে প্রণীত জন-গ্রন্থাগার আইন বুঝতে হবে। √ চিহ্ন আছে এবং × চিহ্ন নেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিষেবা প্রসঙ্গ ঃ জন-গ্রন্থাগার আইনের প্রসঙ্গ জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্মুক্তিকরণ। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষেবা কি কি প্রকৃতির হতে পারে? যেমন পাঠ ঃ (১) গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে নিজ বাড়ীতে বা নিজের সুবিধাজনক কোন স্থানে পড়া (২) গ্রন্থাগারে বসে পড়া (৩) অধস্তন স্তরে পরিষেবা কেন্দ্রের জন্য পুস্তকাদি বর্গীকৃত / সূচীকৃত করে পাঠানো (৪) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে পুস্তকাদি পাঠিয়ে সরাসরি পাঠককে বা অধস্তন গ্রন্থাগার গৃহে বসে বা বাড়ি নিয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া (৫) সূত্রসন্ধান পরিষেবা ও (৬) তথ্য পরিষেবা। ভারতে প্রণীত দশটি জন-গ্রন্থাগার আইনে এই পরিষেবা প্রসঙ্গগুলি কোনরকম অবস্থায় রয়েছে তা নিচে ছকে দেওয়া যাক ঃ

A তামিলনাড়ু	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই
B অন্ধ্রপ্রদেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
C কর্নাটক	আসবাব উল্লেখ আছে মাত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
D মহারাষ্ট্র	উল্লেখ নেই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
E পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
F কেরালা	ঐ	ঐ	ঐ	স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিল (১৪/৯ ৩/২/ ৪)০'২)	ঐ	ঐ
G হরিয়ানা	ঐ	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	ঐ		আছে	ঐ
H মণিপুর	আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করবে	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই
I মিজোরাম						
J গোয়া						

পরিষেবা প্রসঙ্গটি গ্রন্থাগার আইন-প্রণেতাদের চিন্তায় স্পষ্টভাবে না থাকার জন্য আইনে স্থান পায়নি মনে করা যেতে পারে। পরিষেবার প্রকৃতিচিন্তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্তরেই বোধহয় জেনে নেবে গ্রন্থাগার কর্মীরা। তাই মনে করা হয়েছে। এবং সম্ভবত সেই কারণে আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিষয় প্রায় সব আইনেই বেন থেকে গেছে।

পরিষেবা কেন্দ্রের প্রকারভেদ : জন-গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় ভারতের সব আইনে জন-গ্রন্থাগার সংগঠনের অস্তিত্ব আইন-প্রণয়ন কালে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে অবস্থিতি বর্ণনাভিত্তিক। জন-গ্রন্থাগার কি ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার বর্ণনা জন-গ্রন্থাগার প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যাংশে যেমন বিবৃত হয়নি, পরিষেবা প্রকৃতিও তেমনই অনুপস্থিত থেকেছে জন গ্রন্থাগার সংজ্ঞা দেওয়া কালে। কাজেই, পরিষেবা কেন্দ্রের প্রকারভেদ উল্লেখ ও অনুপস্থিত বা অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিতির অবস্থা নিম্নের ছক থেকে বুঝতে পারা যাবে।

	রাজ্যস্তরে	জেলাস্তরে	মহকুমা বা তালুক স্তরে	পৌরসভার নগর স্তরে	পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে	গ্রামস্তরে
A তামিলনাড়ু	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই
B অন্ধ্রপ্রদেশ	রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার• উল্লেখ আছে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
C কর্নাটক	উল্লেখ আছে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
D মহারাষ্ট্র	উল্লেখ নেই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
E পশ্চিমবঙ্গ	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উল্লেখ আছে•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
F কেরালা	উল্লেখ নেই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
G হরিয়ানা	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উল্লেখ আছে	জেলা গ্রন্থাগার উল্লেখ আছে	ঐ	উল্লেখ আছে	ব্লক লাইব্রেরী উল্লেখ আছে	ভিলেজ লাইব্রেরী উল্লেখ আছে
H মণিপুর	ঐ					

জন গ্রন্থাগার যেহেতু সাধারণ জনসাধারণের আজীবন শিক্ষার স্বার্থে সমাদৃত হয়ে থাকে তাই বিভিন্ন স্তরের মানুষের অবস্থানে বিভাজনভিত্তিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার অনুল্লেখ, কোন কোন অঞ্চলের বা অঞ্চলের অধিবাসী মানুষজনকে বঞ্চিত করার সুযোগটিই উন্মুক্ত থাকে। একমাত্র রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমগ্র রাজ্যবাসীকে পরিষেবার একমাত্র কেন্দ্র হতে পারে না। অন্ধ্র-প্রদেশে অবশ্য রাজ্য আঞ্চলিক (Regional) গ্রন্থাগারের উল্লেখ আছে। তার উল্লেখের কারণ কোন এক সময় প্রশাসন বা প্রশাসক যে বিশেষ অঞ্চলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার বাসনায় জন-গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করেছিলেন, তাকে স্থান দেওয়ার জন্য মাত্র। যেমন পশ্চিমবঙ্গে জন-গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হওয়ার দেখা গেল, জন-গ্রন্থাগার পরিষেবা দেয় এমন কয়েক প্রকার জন-গ্রন্থাগার প্রণীত হয়ে রয়েছে, অথচ নব-প্রণীত আইন মোতাবেক প্রশাসনে ও পরিষেবায় আসছে না। ফলে, এই গ্রন্থাগার কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, আইনে নূতন সংযোজন বা 16 A নম্বর নিয়ে যুক্ত হয়। বর্ণিত হয়, জেলা-গ্রন্থাগার, মহকুমা-গ্রন্থাগার, শহর-গ্রন্থাগার বা গ্রামীণ-গ্রন্থাগার নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে তারাও উক্ত ধারামত জন-গ্রন্থাগারে আসবে এমন ঘোষণা করা যাবে।

হরিয়ানা জন-গ্রন্থাগার আইনেই একমাত্র ৫টি প্রকার ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। কেরালা জন-গ্রন্থাগার আইনে জন গ্রন্থাগারের প্রকারভেদ না থাকলেও বিভিন্ন স্তরে কাউন্সিলের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্তরের কাউন্সিল, তদূর্ধ্বস্তরের কাউন্সিল অনুমোদন নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা কেন্দ্র প্রবর্তনের অধিকারী বলে মনে হয়, এখানেও গ্রন্থাগারে পরিষেবা কেন্দ্রের প্রকারভেদ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বললে অন্যায় হবে না।

পরিষেবা উপযোগী বস্তু সংগ্রহ ও সাজসজ্জা : জন গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার ইচ্ছা বিবৃত হয় আরও এক ভাবে, অর্থাৎ পরিষেবা উপযোগী বস্তু সংগ্রহ ও সাজসজ্জার কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে। (১) বইপত্র/দৃশ্যশ্রাব্য বস্তু নথিপত্র সংগ্রহ ও পরিগ্রহণ, (২) সংগৃহীত ও পরিগৃহীত বস্তুসমূহকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা (৩) সাজানো গুছানো বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও (৪) বইপত্রাদি রাখার, পড়ার জায়গা সম্পর্কে ধারণার চেষ্টা জন-গ্রন্থাগার আইনে থাকা বাঞ্ছিত আর তা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হল নিম্নের ছকে :

	(১) বইপত্র / দৃশ্যশ্রাব্য বস্তু নথিপত্র / সংগ্রহ ও পরিগ্রহণ	(২) বস্তু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা	বইপত্রাদি রাখার পড়ার জায়গা সম্পর্কে ধারণা
A তামিলনাড়ু	লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি বই, অ-বই সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে। sec 9(b)	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই
B অন্ধ্রপ্রদেশ	কিছু উল্লেখ নেই	ঐ	ঐ
C কর্ণাটক	লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি বই অ-বই সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে। sec 2b(b)	ঐ	ঐ
D মহারাষ্ট্র	উল্লেখ নেই	ঐ	ঐ
E পশ্চিমবঙ্গ	লোকাল লাইব্রেরী বই, অ-বই সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে। sec 10(b)	ঐ	ঐ

	(১)	(২)	
F মণিপুর	ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অথরিটি বই ও অ-বই সামগ্রীর আয়োজন গ্রন্থাগারে দেবে। sec 14 (b)	ঐ	ঐ
G কেরালা	ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী কাউন্সিল বই ও অ-বই সামগ্রী দেবে। S—14 (f), 25 (c.	ঐ	ঐ
H হরিয়ানা	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বই ও অ-বই সামগ্রী থাকবে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী ব্লক। লাইব্রেরীতে বইপত্র সরবরাহ করবে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী কমিটি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে বই ও অ-বই সামগ্রী সরবরাহ করবে।	ঐ	ঐ

সংগৃহীত সামগ্রী গুছিয়ে রাখার ও পড়ার প্রসঙ্গ অবহেলিত হয়েছে, সব আইনে, সংগ্রহ সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখলে ও রাখার ও পড়ার জায়গা না রাখলে গ্রন্থাগার 'গ্রন্থাগার' পদবাচ্য হয় না, সংগ্রহশালাই হয়। পরিষেবা সেখানে প্রত্যাশিত হবে কি করে? ভারতের সব জন-গ্রন্থাগার আইনেই এই পরিষেবার নিকটে নানাভাবে অব-হেলিত হয়েছে। হয়ত তাই, কর্মী সমাবেশে ও অর্থ-ব্যবস্থায় কৃপণতা দেখা যায় আইনবহির্ভূত রাজ্যগুলিতে।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-নজরুল স্মরণে কবি-প্রণাম

কৃষ্ণনগরে কবিনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম-ভিটায় অবস্থিত দ্বিজেন্দ্র পাঠাগার ও কৃষ্ণনগর লায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে গত ৫ জুন '১৮ দ্বিজেন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি নির্মিত দ্বিজেন্দ্রলাল সদনে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-নজরুল স্মরণে কবি-প্রণাম মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণনগর লায়েন্স ক্লাবের সভানেত্রী অলকা সরকার ও প্রধান অতিথি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ রায়। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি কবির সঙ্গে কৃষ্ণনগরের সংযোগের তথ্য তুলে ধরেন দ্বিজেন্দ্র পাঠাগারের প্রশাসক মোহিত রায়। তিন কবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও কৃষ্ণনগর লায়েন্স ক্লাবের উপদেষ্টা চন্দনা মণ্ডল। আবৃত্তি-সঙ্গীতাদিতে অংশগ্রহণ করেন কণিকা গড়াই, বীণাপাণি পণ্ডিত, তোড়া সেনগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পণ রায়, উপাসনা চক্রবর্তী, মৃত্তি পালচৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা বসু, নির্মল সান্যাল, চায়না দে ও অমলকান্তি রায় প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন চন্দনা মণ্ডল ও দীপঙ্কর কুণ্ডু। আলোচনা করেন লায়ন প্রণব চৌধুরী। কৃষ্ণনগর লায়েন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে দ্বিজেন্দ্র পাঠাগারকে গ্রন্থক্রয়ের জন্য অর্থদান করা হয়। তরুণশিল্পী তারক হালদার নির্মিত নজরুলের আবক্ষ মৃণ্মূর্তি লায়নেস চন্দনা মণ্ডলকে প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন চন্দনা মণ্ডল, সহযোগিতায় ছিলেন দ্বিজেন্দ্র পাঠাগারের কর্মীবৃন্দসহ সভাসভ্যাবৃন্দ। অতিথি আপ্যায়ন করেন শুক্লা মোদক এবং সংগ্র অনুষ্ঠান সুসঞ্চালন করেন লায়েন্স স্বপ্না দে।

ENGLISH ABSTRACTS

of articles, editorials etc.
Published in Granthagar

By Dr. Ratna Banerjee

Vol. 47, Nos. 8—11 ; 1997-1998
Vol. 47, No. 8 November-December 1997

Editorial : pp 1-2

Dr. Sourendra Mohan Gangopadhyay, one of the pioneers in the public library development in West Bengal, expired on 24th December 1997.

At different times he was the Joint Secretary, Secretary, Vice-President, President of Bengal Library Association and editor of Granthagar.

At the time of his demise he was the president of the Association. He was the President of the 43rd Bengal Library Conference. He was the President of the State Book Selection Committee. He was the grant inspector of Calcutta Corporation Library, the Librarian of Calcutta Club, Mahajati Sadan and Rabindra Bharati University Library. He had also taken the responsibility of the Library Science Department of the University. He was also associated with the Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) and Indian Library Association (ILA). He represneted India in the International Library Conference at Berlin. To encourage library service he had established several awards in Bengal Library Association, IASLIC and ILA. He wrote several important books like Bangalir Rashtrachinta, Leftism in India, M. N. Roy and Indian Politics, M. N. Roy : an annotated bibliography etc.

Librarian and Tagore Researcher Dr. Aditya Kumar Ohdedar : An annotated bibliography by Barun Kumar Chattopadhyay (pp. 3-8).

This part includes annotated bibliography of articles, book reviews in English and Bengali on Library science of Dr. A. K. Ohdedar. It also contains annotated list of books and articles on Rabindranath Tagore in Bengali.

Vol. 47, No. 9 December 1997—Janunry 1998.

Editorial : pp. 1-2

12th Lok Sabha election is completed. New Government is going to be formed. The future of library movement is generally influenced by the activities of the Government. We have to fight for the literacy drive which will help in the extension of democracy in the country.

Librarian and Tagore Researcher Dr. Aditya Kumar Ohdedar : An annotated biblio-

graphy by Barun Kumar Chattopadhyay (pp. 2-6).

This part of the annotated bibliography of Dr. Aditya Kumar Obdeder includes Bengali and English articles on Rabindranath Tagore, book reviews and letters in Bengali Published in different journals.

Vol. 47, No. 10 January-February 1998.

Editorial : (pp. 1-2).

With the initiative of the West Bengal Government, the first book fair was organised on 20th December 1980 at Park Circus Maidan. After that every year the book fair used to be organised. The main purpose was to increase the demand for Bengali books. At present the central book fair initiated by the West Bengal Government is stopped. The district book fairs are being held. But renowned publishers are not taking part in those fairs, Libraries are bound to purchase books from the book fairs. But most of the time they are not getting good books. Government should take proper steps to make these book fairs in the districts more attractive.

Non-Book materials in library by Arun Ghosh (pp. 1-5).

Classifies non-book materials into four Categories : Non-formal—like newsletter, Patent etc ; Personal collection based materials diary, manuscripts, etc. ; Pictorial e.g. globe, Photograph, etc. ; Technology based materials like Audio, Tape, Movie films etc. It discusses characteristics of non-book materials and stresses their methods of processing and need for separate store house or library for these materials. It also states that inclusion of organisation of Non-book materials in Library and information science syllabi should be taken care of.

Use of Non-Book Materials in Public libraries by Kankan Sarkar (pp. 5-14).

It states importance of non-book materials in educating neoliterates. It also discusses the use of various types of Non-book materials in public libraries that help in the learning of the illiterates and neo literates—like maps, charts, posters, cassettes, radio, televission, newspaper clippings, filmstrips, CDROM, etc.

A discussion of medical treatment by non-book materials and emergency measures through multimedia and information Super High Way by Netaichandra Ghatak (pp. 14-18).

The use of Non-book materials in medical colleges and research centres has been discussed. Information regarding public health should be circulated to control epidemics and to make the people aware. In this respect, non-book materials are quite effective. Internet and other network services are providing biomedical information services. Medical librarians should equip themselves with modern technological information systems.

. Use of Non-book materials in public libraries by Sibananda Paul (pp. 18-21).

In public libraries oral services, lectures, seminars can be arranged to provide information to all. Pictures, cassettes, slides, motion pictures can attract people. Mass education can be spread by organising informative jatra, theatre. etc

Use of Non-book materials in public libraries by Anita Bhattacharyya (pp. 22-25).

Defines non-book materials. Categorises non-book material into oral, audio-visual, Recreational. The use of these helps in literacy drive to attract neoliterates and children to the library. It also helps to make the people aware of public health, superstition etc.

Non-Book Medium : One side of library service by Soma Chakraborty (pp. 25-27).

Two main aspects of non-book material service are oral service and audio-visual service. The pre-requisites to make these services successful are revision of the traditional library structure and recruitment of trained efficient technical personnel.

Library service to the illiterates by Jagamohan Das (pp. 27-28).

Discusses the nature of library services for the illiterates. They should be made aware of the various activities of life, like household, bank loan, house-building, co-operatives environmental aspects etc. Story reading will help them to be acquainted with literature. Audio-visual cassettes and pictures can also help. Mobile library also take audio-cassettes and pictures to these people and teach them.

Use of Non-Book materials in all forms of library service by Mitali Ghosh Bhattacharyya (pp. 29-32).

Discusses the nature and use of non-book materials in public libraries, shool, college, university and special libraries.

Non-Book materials in West Bengal public libraries ; problems of planning by Samir Datta (pp. 32-37).

Defines non-book materials. Shows the structure of public library system in West Bengal. Gives suggestions to provide non-book material service to different types of public libraries. It also discusses the importance of planning of the state Government and of the State Central Library.

Rendering modern service in the public libraries, its ways and means by Sushil Kumar Chattopadhyay (pp. 38-39).

With the development of science and technology, the nature of public library collection and services are changing. To maintain the pace of development and to make the people aware, proper library service is to be introduced and library staff is to be trained.

Some problems of the public library employees by Abdur Rezzak Akunji (pp. 39-41).

According to the West Bengal public Library Act there is a three-level structure to help in the administration of government sponsored public libraries. In spite of that

ibrary workers of these libraries are still facing some problems like irregular salary, pay-scale structure according to professional qualification, promotional facilities etc. Government should take proper care of these problems.

Some problems of the college library employees by Barun Chattopadhyay (pp. 41-44).

College librarians do not enjoy freedom in the selection of documents. To provide proper library service library workers should have proper training in information technology. College libraries are suffering from lack of space and furniture problems. Lack of financial assistance leads to preservation problems. All library workers of a college library should get opportunity for technical training and self development.

Structure and Service of public libraries in an information based society by Tridip Tripathi (pp. 44-45).

Nature of library collection and demand of users are changing with the technological development. Public libraries should develop their collection on non-book materials to help in the over-all development of the users.

Vol. 47, No. 11. February-March 1998.

Editorial : (pp. 1-2).

For last four year it is being observed that government and private organisations are employing persons on contructual basis for modernising the libraries of their organisations. The Association can do these on contractual basis by employing the unemployed professionals. It is a professional sesponsibility of the Association—to help the organisation. It would be better if the organisations can stop the work on contractual basis and solve the problem permanently by doing proper planning.

গ্রন্থাগার-সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার ঃ হীরাপুর ঃ হাওড়া ঃ

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে ১৫ই জুন '১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-জয়ন্তী পালন ও পাঠাগারের নতুন গৃহের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। গৃহ উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক (হাওড়া) তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিবপ্রসাদী চক্রবর্তী (সম্পাদক, প ব. সা. গ্র. ক. স. হাওড়া)। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মোনালিসা পাত্র, পিউ দাস, তিস্তা নস্কর, ললিতা মণ্ডল, অমৃতা দে, লক্ষ্মীকান্ত প্রসাদ ফটিকস্তম্ভ পাল আবৃত্তি করেন। সংগীত পরিবেশন করেন মধুমিতা পাত্র, পম্পা পাল, কল্পনা পাল, ইন্দিরা পাল, মৌসুমী পাত্র ও শ্যামলী পাত্র। নৃত্য পরিবেশন করেন শাশ্বতী দাস, হেরেনা নস্কর, মধুমিতা বাড়ুই, মৌসুমী পাত্র, সোমী পাল, সুমনা পাত্র ও ইন্দ্রাণী পাল। স্বাগত ভাষণ দেন পাঠাগারের সম্পাদক কালীপদ মণ্ডল। তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবাকার্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের নানাদিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৫ই জুন '১৮ পাঠাগারের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতা পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশ্বনাথ ঘোষ (শিক্ষক) ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অনির্বাণ রায়চৌধুরী (অধ্যক্ষ, আজাদ হিন্দ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, হাওড়া) আবৃত্তি করে প্রশংসা করেন গ্রন্থাগারিক রবীন ভট্টাচার্য, তাপস মণ্ডল, টুটুল পাত্র। নৃত্য পরিবেশন করেন শাশ্বতী দাস ও পিউ ধাঁ। সংগীত পরিবেশন করেন মৌমিতা নস্কর, দিলীপ ঘোষাল, অনাদি সাঁতরা। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শ্রীশ্বপন কুমার ব্যানার্জী দর্শকদের আনন্দ ঘিরে মাতিয়ে দেন। তবলা সংগতে ছিলেন মানস দে, সঞ্জয় পাল, সরকার ও হিমাদ্রী ব্যানার্জী। উক্ত বক্তা নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও জীবন সংগ্রামের কথা বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমল সরদার। অনুষ্ঠান ঘিরে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

প্রতিবেদন ঃ অশোক কুমার দাস

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licenced to post without pre-payment
Single issue Rs 10·00 LICENCE No WB/CC-CL · 2
Postal regd. No WB CC—145
Regd. Nr. R N 2674·47

GRANTHAGAR

Volume 48 : No. 6 November-December ,1998

CONTENTS

	Page
Editorial	1
Mahammad Hanifuddin Problems of present Bangladesh Library administration and organisations : Some recommendations	2—12
Satyabrata Sen and Anita Bhattacharyya (Biswas) Public Library Acts in India : Some discrepancies	13—19
English Abstracts	20—23
Library News : Pallisree Pathagar	24

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association,
P-134 C I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014, Phone : 244-6866
at J. D. Press, 52 Kailash Bose Street, Calcutta-6. Editor : Arun Ray.

CUCL
(In Duplicate)
21.9.99

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : অরুণ রায় | পৌষ ১৪০৫

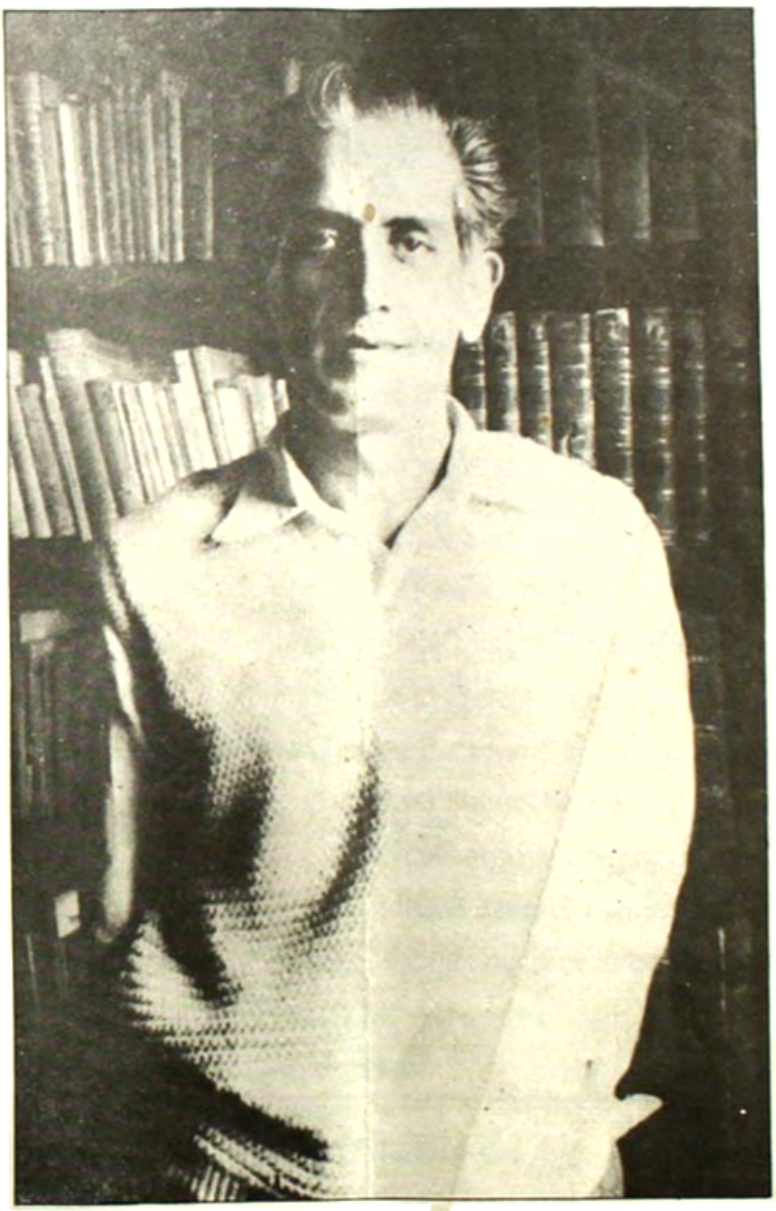

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা

ভাষা-চর্চায়

সব সময়ের সঙ্গী — সংসদের অভিধান

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ১/২ (প্রতি খণ্ড)

সংসদ সমার্থ শব্দকোষ

সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান

সংসদ ব্যাকরণ অভিধান

সংসদ বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ

সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান

সংসদ বানান অভিধান

সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (১ম খণ্ড)

সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (২য় খণ্ড)

Samsad English Bengali Dictionary

Samsad English Bengali Dictionary (Delux)

Samsad Student's English Bengali Dictionary

Samsad Student's Bengali Dictionary

Samsad Common Words Dictionary

Samsad Bengali English Dictionary

Samsad Pocket English Hindi Dictionary

❑ সাহিত্য সংসদ ❑

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ • দূরভাষ : ৩৫০-৩১৯৫/৭৬৬৯

সূচীপত্র

	সম্পাদকীয়	
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তী	
অরুণকান্তি দাশগুপ্ত	সৌরেন ও কিছু স্মৃতিচারণ	
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার পরিষদের সেবায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে সৌরেন্দ্রমোহন	
প্রবীর রায়চৌধুরী	সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন	
গীতা চট্টোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার সম্পাদনায় সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	২১-২৫
গোপালচন্দ্র পাল	সৌরেন্দ্রমোহন ঃ সহৃদয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী	২৬-২৭
রামকৃষ্ণ সাহা	শ্রদ্ধাঞ্জলি	২৮-২৯
হিরণকুমার দত্ত	আমার দেখা সৌরেনদা	৩০-৩১
জগমোহন দাস	সীমার মাঝে অসীম তুমি	৩২-৩৪
অরুণ রায়	খেলার ছলে ঘটিচরণ	৩৫-৩৭
সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়	সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সচিত্র রচনাপঞ্জি	৩৯-৬০
	সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি চিঠি	৬১-৬৫

বই পড়ুন বই উপহার দিন

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি

গোপাল হালদার সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন

চিত্তরঞ্জন দেব

বাংলার পল্লীগীতি

পার্থ বসু

শিল্পের সন্ধানে

রেবতী বর্মণ

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

কনক মুখোপাধ্যায়

নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা

অরুণ চৌধুরী

নবজীবনের সন্ধানে উপজাতীয় জনগণ

সমীর দাশগুপ্ত

গণ আন্দোলনে ছাপাখানা, কমিউনিষ্ট পার্টি ও সমমর্মী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায় ১ম খণ্ড ৮০·০০

২য় খণ্ড ১০০·০০

গল্প ও উপন্যাস

আশুন চেকভ

নির্বাচিত ছোট গল্প ও উপন্যাস ১ম খণ্ড ৪৫·০০

২য় খণ্ড ৩৫·০০

আন্দ্রা তাসিলিয়েভস্কা

রামধনু ৩৫·০০

সুবোধ ঘোষ

উত্তরণের গল্প ৬০·০০

তপোবিজয় ঘোষ

কাল চেতনার গল্প ১ম খণ্ড ৪৫·০০

২য় খণ্ড ৪০·০০

সমকালীন আইনী

সেকালের বুধারায় ৩০·০০

ধর্ম ও দর্শন

শ্যামল চক্রবর্তী

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম ও ইতিহাসের বিকৃতি ২৫·০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন শুরু

ইতিহাস

ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (৪খণ্ডে সমাপ্ত)

ইরফান হাবিব

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারত

সুকোমল সেন

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (২খণ্ড একত্রে)

সুধী প্রধান

সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি

জন রীড

দুনিয়া কাঁপানো দশদিন

কাহিনী ও স্মৃতিকথা

ভারতের এক কমিউনিস্টের স্মৃতিমন্থন ৬০·০০

প্রভাত চক্রবর্তী

বিপ্লব স্পন্দিত বুকে ২৫·০০

অরুণেশ মুখোপাধ্যায়

কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ২৫·০০

কবিতা/কাব্য নাটক

শ্যামসুন্দর দে

ফিরে আসি ফিরে ৩০·০০

অমলিকা পণ্ডাশেঠ

একটি কোরকের মৃত্তি ৩০·০০

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ইউক্যালিপটাস ও মৃটি কাব্য নাটক ৪০·০০

বিজ্ঞান

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জানবার কথা (১-১০ প্রতি খণ্ড) ২৫·০০

ড. শ্যামল চক্রবর্তী

মুই পাস্তুর ২২·০০

লাইনাস পাউলিং

যুদ্ধ চাই না আর (পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে) ৩০·০০

অরাপদর বন্দোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৩০·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ :— ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭৩ ● ২, সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-১২ ● ডি ডি-৪২, সেক্টর - ১, বিধাননগর কলকাতা - ৬৪ ● শিলিগুড়ি ● দুর্গাপুর ● বর্দ্ধমান ● মেদিনীপুর

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : অরুণ রায় | পৌষ ১৪০৫

সম্পাদকীয়

এক এক জন চলে যান, ছায়া পথের মত তাঁদের স্মৃতি ভিড় করে থাকে। বর্তমান সম্পাদকের পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে এক এক করে তিনকড়ি দত্ত, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শৈল মুখার্জী, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায়, প্রমীল চন্দ্র বসু, ফনিভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মত বরেণ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ — এরা তো শুধু পরিষদের প্রাক্তণ সভাপতিই ছিলেন না, ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রপথিক, যাঁদের, শ্রম, মেধা, একাগ্রতা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি নিষ্ঠা আজ সর্বজন বিদিত।

উপরোক্ত জনেরা ছাড়াও আরও বহু মুখ মনের আয়নায় ভেসে বেড়ায় যাঁরা দীর্ঘকাল পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন নানা আন্দোলনে, সংগঠণকে শক্তিশালী করার কাজে। তাঁরা আজ আর এই পৃথিবীতে নেই ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কাজের সৌরভ ও গৌরব দুইই রয়ে গেছে।

পরিষদ অন্ত প্রাণ এমনি আর একজন ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি থাকা কালিনই প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯৭ এর ২৪ শে ডিসেম্বর। তাঁর মৃত্যুর জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। শুধু তাঁর অনুপস্থিতি আমরা মানতে বাধ্য কারণ মৃত্যু নামক অমোঘ বিষয়টি আমরা কেউই অস্বিকার করার ক্ষমতা রাখিনা; এর অনিবার্য্যতা আমাদের মেনে নিতেই হয়।

পরিষদ বেশ কিছু কাল আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহনের স্মৃতিতে তাঁর জীবণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে, এই সংখ্যাটিই সৌরেন্দ্রমোহন সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হলো। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল যাঁরা পরিষদে কাজ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের লেখা নিয়ে আর তাঁর একটি অপ্রকাশিত রচনা আর সঙ্গে তাঁরই একটি Biobibliography ও প্রকাশ করা হলো।

দে'জ-এর বই — পাঠাগারের বই

উপন্যাস

শংকর

বন বসুন্ধরা-	৬০
চরণ ছুঁয়ে যাই -	৬০

বুদ্ধদেব গুহ

তেরোটি উপন্যাস	২০০
ডমরুল সন্ধ্যার	১৫০

প্রফুল্ল রায়

আমাকে দেখুন (অখণ্ড)	১৬০
যুদ্ধ যাত্রা	৭০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

দীর্ঘবেণী বীরভোগ্যা	
(১ম)	১৫০
(২য়)	১৫০
সোনালী ডানার পাখি	৫০

নিমাই ভট্টাচার্য

মেম সাহেব	৫০
রাগ আশাবরী	৫০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা যায় বনবাসে	৭০
আবাদ	৬০

শক্তিপদ রাজগুরু

গোঁসাই গল্পের পাঁচালী	৬০
নিঃসঙ্গ সৈনিক	৫০

শৈবাল মিত্র

কলির শেষ	৭৫
অন্তর্বাহিনী	৬৫

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আলো নেই	১০০
ভাল বাসিব না আর	৭৫

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অলীক মানুষ	৮০
জনপদ জনপথ	৮০

দেবেশ রায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত	১৫০
মানুষ খুন করে কেন	১০০

প্রবন্ধ

আশোক মিত্র

প্রবন্ধ সংকলন	৯০
তাল বেতাল	৫০

অন্নদাশংকর রায়

কাঁদো প্রিয় দেশ	৫০
নতুন করে ভাবা	৫০

বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধ সংকলন	৮০
সাহিত্য চর্চা	৪০

বিষ্ণু দে

প্রবন্ধ সংকলন ১/২	২৫০

ভবিশারঞ্জন শাস্ত্রী

প্রবন্ধ সংকলন	৫০

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রবন্ধ সংকলন	৪৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রবন্ধ সংগ্রহ	১০০

শিবনারায়ণ রায়

গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অরক্ষর	৪০
ঘাড়াইয়ের দিকে	৩০

দেবেশ রায়

উপন্যাস নিয়ে	৩৫
শিল্পের প্রত্যাহে	৪০

পূর্ণেন্দু পত্রী

শিল্প সংক্রান্ত	৫০
সিনেমা সংক্রান্ত	৩০
সাহিত্য সংক্রান্ত	৩০
কলকাতা সংক্রান্ত	৩৫

শিশিরকুমার দাস

বাংলা ছোট গল্প	১০০
গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব	১২

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
অমিতাভ দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
আশিস সান্যালের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৩০
কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
তরুণ সান্যালের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪০
তারাপদ রায় শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
বিনেল দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪৫
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬০
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	২৫
বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪০
বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬৫
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত কবিতা	৬০
মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৩০
রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৩০
শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০
শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬৫
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	২০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬০
সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৫
সাধনা মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৩০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬০
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪০
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০

গ্রন্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তি

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহনের একটি অপ্রকাশিত লেখা)

দুটি দৃষ্টান্ত

কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে প্রকাশ যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ বয়স সংক্রান্ত আইনের অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পদত্যাগ করেন। অচিরেই সেখানকার কর্মী ও অন্যান্যেরা জোড় জানান তাঁর পুনর্বহালের দাবিতে। কারণ তিনি উক্ত পদে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ অবহেলিত ক্যাটালগ প্রস্তুতিকরণ ইত্যাদি উন্নয়ণমূলক কাজে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। অনুরূপ ভিন্ন একটি ঘটনা কিছুকাল আগে ভুবনেশ্বরে দেখা যায়। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একজন মহিলা কর্মী দিনকয়েকের ছুটিতে কলকাতায় তাঁর বাড়ি আসছিলেন। তখন সেখানকার একদল ছাত্র তাঁকে ঘিরে ধরে বলে, "দিদি, আপনি কি চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? কি অসুবিধা আপনার? বলুন, আমরা তার প্রতিকার করব।" গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে মহিলাটি সেখানে খুব জনপ্রিয়।

পরিষেবার (Service) খতিয়ানে সঞ্চিত জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে বৃত্তি বিশেষের ভাবমূর্তি (Image) নির্ভর করে। প্রসঙ্গটি এখানে উঠছে এই সূত্রে যে অনেকেই আজকাল অনুযোগ করেন যে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তি ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা আগেকার কালের মতো যথোচিত মর্যাদা পান না। মর্যাদার ধরাছোঁয়ার নিদর্শন হিসাবে ন্যায়সঙ্গত বেতনহারের বৃদ্ধি সব ধরনের গ্রন্থাগারেই অল্পবিস্তর ঘটেছে। নানান কমিটি ও কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকরা সদস্যপদে ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মর্যাদা বিষয়টি সম্পূর্ণ মনোগত এবং সেটা একের সম্পর্কে অপরের একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি। সেটা কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ করে আদায় করা যায় না। কর্মীদের আচরণ ও কাজের গুণাগুণ সাপেক্ষে অপরের মনে সেটা স্বতঃই বিধৃত হয়।

প্রতিকূল প্রবণতা

গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতিকূল দুটি সাম্প্রতিক প্রবণতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটিতে দেখা যায় যে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে আজ বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বৎ সংস্থার গ্রন্থাগারিকের পদ দীর্ঘকাল যাবৎ খালি পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে সেইসব পদের জন্যে যথারীতি বিজ্ঞাপন, ইন্টারভিউ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাঁর বাঁধাধরা গৎ হল none found suitable. এই প্রবণতার বিরুদ্ধে যাকিছু বক্তব্য থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় প্রবণতাটি আরও বিপজ্জনক। দেখা যাচ্ছে ছোট বড় গ্রন্থাগারে বৃত্তিগত যোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিদের নিয়োগ ও অনুপ্রবেশের হার বেড়ে চলেছে। বৃত্তিগত, বিদ্যাবুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা গ্রন্থাগারের শীর্ষে বসতে আগ্রহী তাঁদের কাছে গ্রন্থাগারিকের উন্নত বেতনহার এবং প্রশাসনিক প্রতিপত্তি একমাত্র আকর্ষণের বিষয়। অনেকে মনে করেন গ্রন্থাগারিক হবেন একজন স্কলার। বৃত্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে অধস্তন কুশল কর্মীদের দিয়ে কঠিন কাজ করিয়ে নিলেই চলবে। গ্রন্থাগার বিদ্যার পারদর্শিতাকে অনেক ক্ষেত্রে স্কলারসিপের আওতায় ধরা হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রিকেও গণ্য করা হয় না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে উপর মহলের কর্তাব্যক্তিরা যেমন উপেক্ষা করেন তেমনি নিম্ন পর্যায়ে পাড়ার প্রাইমারি লাইব্রেরির মুরুব্বিরাও অনেক সময়ে অগ্রাহ্য করেন।

বৃত্তিসুলভ সৌজন্য ও নিষ্ঠার অবক্ষয়

বৃত্তিগত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা মোটেই সচেতন নই। নিজেদের মধ্যে কোঁদল, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও দলাদলিতে আমরা মত্ত। কোথাও গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের মধ্যে, কোথাও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কিভাবে কাকে কতটা dis-credit করা যায় এবং কিভাবে একজনকে হটিয়ে ও হেয় করে তার জায়গাটা দখল করা যায় সেই চিন্তায় আমরা অনেকেই মগ্ন। ভুলে যাই যে গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতিপক্ষ লোকেদের কাছে শুধু হাস্যাস্পদ নয় তাদের বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপকে আমরা জোরদার করি। অবশ্য অনুরূপ চিত্র ও চরিত্র সমাজের অন্যান্য বৃত্তির ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সেই নজিরে নিজেদের আত্মসাফাই গাওয়া বৃত্তির পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়, বিশেষ করে যে-সমাজের জনচিত্তে গ্রন্থাগারের স্থান সংকীর্ণ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে যথেষ্ট বেনোজল ঢুকে পড়েছে। তাদের কাছে গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতি বিশেষ মমত্ব বা গর্ববোধ নেই। নামমাত্র কাজ দায়সারা গোছের সেরে

মাসকাবারে মাইনে গুনতেই তারা অভ্যস্ত। বেতনবৃদ্ধি হলেও যে কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান উন্নত হয় তারও পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে জীবনভোর নৈরাশ্যে ভোগেন ; ভাবেন কি হবে কাজ করে, মাইনেতো আর বেশি পাওয়া যাবে না। বৃত্তির মর্যাদা সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন। সম্ভবত বেনোজল কর্মীদের দেখে দশক দুয়েক আগে একজন বিশিষ্ট শিক্ষব্রতীকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কলকাতা সম্মেলনে মন্তব্য করতে শোনা যায় যে the library profession is getting filled in by the left outs. অর্থাৎ উন্নত জীবিকায় যারা অচল তারা গ্রন্থাগার বৃত্তিতে ভিড় জমাচ্ছে।

অবশ্য এটাও দেখা যায় যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কিছু কাজপাগল কর্মী রয়েছেন। কিন্তু সহকর্মীদের নিরন্তর ফাঁকির প্রবণতা তাঁদের মনোবল ক্ষুণ্ণ করে। এমনও দেখা যায় যে কিছু কর্মী সত্যিই কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলায় নৈরাজ্য। প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও কাজের পরিবেশ না থাকায় তাঁদের কর্মদক্ষতা (efficiency) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ভাবমূর্তি উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ

গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা অর্জনের উৎস হল পাঠক ও সদস্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়া। মর্যাদা প্রাপ্তি তথা বৃত্তির ভাবমূর্তি তুলে ধরার প্রধান ও প্রাথমিক উপায় হল পরিষেবার (service) পরিমাণ ও গুণগত মান উন্নত করা। যেসব কর্মী যথার্থই সম্মান ও মর্যাদার প্রত্যাশী তাদের বৃত্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। ব্রিটেনের লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন একটি দশ দফা Code of Professional Ethics-এর প্রথমেই নির্দেশ করেছেন এই বলে : "The librarian's primary duty is to his or her clients .. . . the interests of the client take precedence over all other interests."

গ্রন্থাগার বৃত্তি সর্বাংশে একটি সেবামূলক কাজ এবং স্বভাবতই তাতে স্বআরোপিত স্বেচ্ছাশ্রম ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন ঘটে। টাকা-আনা-পাইয়ের খতিয়ানে তার মূল্য যাচাই করা যায় না। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি কিংবা অপব্যয়ের চুরি ও ফাঁকির নজিরে নিজের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন পরিণামে কর্মীদের তথা বৃত্তির ভাবমূর্তিকে আঘাত করে। সাধ্যমত পাঠকদের চাহিদা নির্ণয় এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মনে নিজেদের তথা বৃত্তির ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যায় না। ছোট বড় নানা অবস্থা ও কাজের ধারা পাঠকচিত্তে বৃত্তির প্রতি ভাল অথবা মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতা, সুশোভন ও সানুরাগ আচরণ না থাকলে কিংবা ক্যাটালগের ত্রুটিবিচ্যুতি, বইপত্র লেনদেনে দীর্ঘসূত্রিতা, কর্মীদের পারস্পরিক অসহযোগিতা পাঠক মনে বৃত্তির প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ হয়।

সৃজনধর্মী উদ্যম

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সার্টিফিকেট কিংবা ডিগ্রি পেয়ে যাবার পরে গ্রন্থাগার বিদ্যা সংক্রান্ত পড়াশোনার সুযোগ আমাদের আর থাকে না। প্রাত্যাহিক কর্মপদ্ধতির উন্নতি ও পরিবর্তন সম্পর্কেও আমরা সাধারণত নিশ্চেষ্ট। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে দেশোপযোগী নতুন চিন্তাভাবনা, পরীক্ষানিরিক্ষা, উন্নত কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন ইত্যাদির প্রয়াস খুবই সীমিত। বিদেশী বই পড়ে, নোট মুখস্ত করে জাবর কাটতেই আমরা অভ্যস্ত। নতুন চিন্তা, নতুন পদ্ধতির কথা উঠলে আমরা প্রবল আপত্তি জানাই। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অধুনা ব্যবহারকল learning resource centre ব্যবস্থার প্রসঙ্গ সম্প্রতি শিক্ষক ও কর্মীদের এক সভায় তুলতে গিয়ে আগ্রহী কোনো শ্রোতা খুঁজে পেলাম না। দেখলাম বিষয়টি সম্পর্কে কেউ তেমন অবহিত নন। অথচ ওদেশের resource centre আন্দোলনের উপযোগিতা ভারতের মতো অনুন্নত দেশেই বেশি।

গ্রন্থাগারিকতাকে একটি বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিকতাকে বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দাবি আমাদের ফলপ্রসূ হবে না, যদি আমরা বৃত্তিগত পড়াশোনা গবেষণা ও বইপত্র লেখার কাজে যথোচিত তৎপর না হই। গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাতেও এখন ভাঁটা পড়েছে। সারা ভারতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত যেসব পত্রপত্রিকা নিয়মিত বেরোয় তার সংখ্যা আধ ডজনের বেশি নয়। Sian এবং Annals-এর মতো গবেষণা পত্রিকার প্রকাশকালের ব্যবধান দীর্ঘায়িত হয়েছে। ইয়াসলিক কর্তৃক প্রকাশিত ILSA পত্রিকা থেকে সারা দেশের গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষকদের মননশীলতার যে-চিত্র ফুটে ওঠে তা অনেকাংশে নৈরাশ্যজনক।

বাংলা ভাষায় বইপত্রের চাহিদা এখন খুবই প্রকট। প্রভাত কুমার মুখার্জীর "দশমিক বর্গীকরণ", প্রমীলচন্দ্র বসুর "গ্রন্থকার নামা", কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের "বিষয় শিরোনাম" প্রভৃতি গ্রন্থের নিত্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেগুলির পরিবর্ধন ও সংস্করণের উদ্যম অনুপস্থিত। ইনসডক, ডি-আর-টি-সি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা এম-লিব-এসসি ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের বইপত্র লেখায় আলস্য ত্যাগ করা দরকার।

পরিষেবার পরে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তি তুলে ধরার সবচেয়ে বড় উপায় হল একক কিংবা যৌথ প্রচেষ্টায় নানাবিধ গ্রন্থ বিশেষ করে (১) গ্রন্থপঞ্জী, (২) নতুন ও পুরোনো পত্র-পত্রিকার নির্ঘণ্ট এবং (৩) পত্র-পত্রিকার ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংকলনে উদ্যোগী হওয়া।

সৌরেন ও কিছু স্মৃতিচারণ

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

যে সব স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থাগারিকদের খ্যাতি নিছক গ্রন্থাগার মহলে সীমাবদ্ধ থাকেনি সৌরেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনেক বিষয়ে ওঁর জ্ঞানের পরিধির ব্যাপকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ১৯৫৬ সালে আমার সঙ্গে পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে সৌরেন তখন কলকাতা কর্পোরেশনের গ্রন্থাগার অনুদান দপ্তরের পরিদর্শক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় কর্মী এবং "গ্রন্থাগার" পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি তখন সুপরিচিত। গ্রন্থাগারিকতা পেশায় এবং পরিষদের কাজে আমার তখন সবে হাতে খড়ি। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত — প্রায় একদশক — পরিষদের কর্মকাণ্ডে সৌরেনের সঙ্গে আমার নিয়মিত ওঠা বসা। ৩৩ জহুরীমল লেন, ১০০/১ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, এবং ২৫ ডিক্সন লেনের পরিবেশক প্রেস যেখানে "গ্রন্থাগার" ছাপা হ'ত — এই তিনটি ঠিকানা ছিল অনেক গ্রন্থাগারিক এবং "অগ্রন্থাগারিকদের" মিলন কেন্দ্র। নিছক আড্ডা থেকে সরস গুরু গম্ভীর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে আমাদের সকলের মধ্যে একটা সখ্যতার বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সবের ভিতর দিয়ে অনেক পরিকল্পনার উদ্ভব হ'ত যা কিছু কিছু বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিল। যেমন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজ বাসভবন নির্মাণ। পরিষদ ভবনের জন্য জমি সংগ্রহের তহবিল তদারকে সৌরেনই ছিলেন অগ্রণী। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার উন্নতি, গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন, গ্রন্থাগার দিবস, পুস্তক প্রদর্শনী — এই সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা ও আলাপ আলোচনা এই আড্ডার পরিবেশেই করা হত।

আমি ১৯৬৪-র শেষ থেকেই কলকাতার বাইরে। দেখা সাক্ষাৎ হ'ত সভা-সম্মেলনে অথবা যখন ছুটী বা অন্য কোন কর্ম উপলক্ষে কলকাতা আসতাম। শেষ সাক্ষাৎ কলকাতায়, ১৯৯৭-এর জানুয়ারীর শেষে আর শেষ চিঠি ১৮ই ডিসেম্বরে লেখা। ডাকঘরের গোলযোগে সে চিঠি পেলাম ২৪ শে সকালে। সেই দিনই রাত্রের টেলিফোনে খবর পেলাম সৌরেন নেই। পরেই পেলাম বন্ধুবর এম এন নাগরাজের এক পঙক্তির চিঠি। কলকাতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম জুলাই মাসে আবার আসবো। ওঁর পরিকল্পনা ছিল ১০০/১ এর বাসগৃহে নতুন-পুরোণো গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে পুরোণো পরিবেশের সৃষ্টি করা আর পুরোণো স্মৃতির রোমন্থন। কিন্তু তা আর হোল না।

সৌরেন যে গ্রন্থাগারিকতার সীমানার বাইরেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তার মূলে ছিল গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি। সেই বৃত্তিই তাঁকে অনিসন্ধিৎসু মনের অধিকারী করে তুলেছিল। কোন বিষয়ের উপর তথ্যাদির মূলুক-সন্ধান করার দক্ষতা এই বৃত্তিই তাঁকে দিয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখে লেখা এক চিঠিতে সৌরেন মন্তব্য করেছিল "আমি কিছু গবেষক নই। আমি একটা সখ্য পূরণের চেষ্টা করি। সেটা হ'ল Samuel Johnoson এর বিখ্যাত উক্তি : Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves. or we know where we can find information on it. দ্বিতীয়টাকেই আমি অনুসরণের চেষ্টা করি।" তাঁর লেখা জোখায় কিন্তু গবেষণার ছাপই সুস্পষ্ট — যা কিনা অনেক "পেশাদারী" গবেষকদের কাজে নেই। ওঁর PhD গবেষণার ফসল ***Leftism in India — M N Roy and Indian Politics (1920-1948)*** পড়বার সুযোগ হয়নি। তবে "বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা" বইটিতে ওঁর বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। সম্প্রতি সদ্যপ্রকাশিত "সমাজ ও গ্রন্থাগার" পড়েছি। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই বইটি গ্রন্থাগার ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। এখন গ্রন্থাগার মহলে যে সব সেকেলে বিষয় নিয়ে কথা বলার রেওয়াজ নেই — তার আস্বাদ নতুন করে এই বইতে পেলাম। কিছু লেখা আগেই পড়েছি।

রাজনৈতিক বিশ্বাসে সৌরেন ছিলেন কট্টর রায়বাদী। সে জন্য আমরা কেউ কেউ তাঁর এই বিশ্বাসকে "ধর্মান্ধতা" আখ্যা দিয়ে সরস মন্তব্য করতাম। তবে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি মানবেন্দ্রনাথের জয়গান করেননি। তাঁর মতবাদকে সৌরেন বুঝেছিলেন তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে। তা না হলে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কেউ কি ***M N Roy — An Annotated Bibliography***-র মত মহামূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে পারেন? তাঁর PhD র গবেষণার বিষয়ও তাই ছিল মানবেন্দ্রনাথ। মানবেন্দ্রনাথের মতবাদকে "বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রদর্শন আখ্যা দিয়ে "বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা" বইতে স্বল্প পরিসরে প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ

ভাষার লেখাটিতে তাঁর মননশীলতার পরিচয়ই মেলে। মানবেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রী শিবনারায়ণ রায়ের সম্পাদনায় Oxford University Press, *Selected Works of M N Roy* গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন। ছয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই প্রকাশনটির শেষ দুই খণ্ড সম্পাদনার দায়িত্ব সৌরেনের উপর বর্তে ছিল। মানবেন্দ্র প্রবর্তিত (র‍্যাডিক্যাল) হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৯৭ এর নভেম্বরে হিউম্যানিস্টদের একটি সম্মেলনে পেশ করবার জন্য জনবিস্ফোরণের সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বাধিক প্রচারিত তেলেগু দৈনিক পত্রিকা "ইনাডু"র Research and Reference Group এ আমরা কি ধরণের কাজ করি সে সম্বন্ধে সৌরেনের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা : সে কথা জেনে আমাকে বলেছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক দলের বিবর্তনের উপর একটি বই লেখার ব্যাপারে আমি বই পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি দিয়ে ওঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা। এই বিষয়ের উপর বিশেষ করে প্রাদেশিক রাজনৈতিক দল এবং "দলছুট" ছোট ছোট নতুন দলের উপর আমরা অনেক কাজ করেছি। আমি তাই প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে অন্ততঃ দু সপ্তাহের জন্য হায়দারাবাদে আসতে। আমি ওঁকে কিছু অনুরোধপত্রও পাঠিয়েছিলাম। তা পেয়ে এখানে আসার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তা আর হ'ল কোথায়?

লেখালেখির ঝোঁকটা সৌরেনের এসেছিল বোধ হয় পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" সম্পাদনার দায়িত্ব নেবার ফলে। ষষ্ঠ বর্ষ নবম সংখ্যা (পৌষ ১৩৬৩) থেকে দ্বাদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৬৯) পর্যন্ত "গ্রন্থাগার" সৌরেনের সুসম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। "সুসম্পাদনা" বলছি এই জন্য যে পরের সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় — ফলতঃ পত্রিকার মানের অবনতি। এ সম্বন্ধে এখনও একটা অপরাধ বোধ আমাকে পীড়া দেয়। একটি বহুজাতিক সংস্থার গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এবং তৎকালীন বামরাজনীতির ঘূর্ণিবাতে আমি তখন নাজেহাল। কিন্তু সহৃদয় সৌরেন এবং বন্ধুপ্রতিম দুই সহকর্মী প্রয়াত চঞ্চল কুমার সেন এবং পরিষদের বর্তমান সভাপতি শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহায়োগিতায় "গ্রন্থাগার" এক দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রসঙ্গতঃ আমি কলকাতা ছাড়বার পর যথাক্রমে চঞ্চল এবং নির্মল "গ্রন্থাগারের" সম্পাদক হয়েছিলেন। "নতুন সম্পাদকের দায়িত্ব" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৯) লিখেছিলাম "গ্রন্থাগার"এর পাঠক-পাঠিকাবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন যে দীর্ঘকাল যাবৎ অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে নবপরিকল্পনায় নিয়মিত এবং উন্নততর 'গ্রন্থাগার' সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, এই সংখ্যা থেকে তিনি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থাগারিকদের কাছে 'শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়' এবং 'গ্রন্থাগার' এই নাম দুটি এই কয় বৎসরে প্রায় সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে। সিনেমা, গল্প, উপন্যাস বর্জিত কোন মাসিক পত্রিকার এত দীর্ঘ আয়ু সুধীসমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই বৎসর তিনি পরিষদের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হবার ফলে নতুন সম্পাদকের উপর এই 'গ্রন্থাগার' পরিচালনার গুরুভার অর্পিত হয়েছে।" আমি "প্রত্যক্ষ দায়িত্ব" শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলাম এই জন্য যে সৌরেনের উপদেশ এবং সহায়তা আমার কাছে একান্ত অপরিহার্য ছিল। সৌরেন কৃপণতা করেননি।

গতবছর জানুয়ারীতে কলকাতায় গ্রন্থাগার বিষয়ে সৌরেনের সঙ্গে কিছু হালকা আলোচনা হয়েছিল। আমি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেছিলাম যে এখন অনেক গ্রন্থাগারিকেরাই ইন্টারনেট এবং নেটওয়ার্কের জালে এমন আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত, আপাতঃদৃষ্টিতে নামুলী কিন্তু একান্ত অপরিহার্য কাজকর্মের জন্য তার থেকে বাইরে আসতে পারছেনা। গ্রন্থপঞ্জী বা নির্ঘন্ট সংকলন কাজ অনেককেই আকর্ষণ করে না। কম্পিউটার আছে — তা নিয়ে গুরুগম্ভীর লেখা টেখাও হচ্ছে। ট্রেনিং কোর্সও চলছে। নির্ঘন্ট সংকলন নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে যার ফলশ্রুতি হল Chain Indexing, Popsi, Precis, Thesaurus ইত্যাদি। কিন্তু নির্ঘন্ট সংকলনে এই সবের সফল ব্যবহার কোথায়? কম্পিউটারে প্রস্তুত কিছু নির্ঘন্টে শুধু দেখেছি সংকলকের অজ্ঞতার প্রতিফলন। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর অবস্থা কি — এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কম্পিউটার কেন ব্যবহৃত হচ্ছে না — এ নিয়ে বোধ হয় কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। হায়দারাবাদে ফিরে আসার পর ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নিয়ে আমাদের কিছু পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিছু আলোড়ন সৃষ্টির পরিকল্পনাও চলছিল। সৌরেনের আকস্মিক বিদায়ে আমি তাই খুবই বিষণ্ণ।

কলকাতায় ওঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমার মনে হয়েছিল যে ইয়াসলিকের কাজকর্মের ব্যাপারে ওঁর একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ আছে। যিনি সারাজীবন কর্মীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিকের কাজে নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে জড়িয়েছিলেন তার পক্ষে কোন

কোন বিষয় নিয়ে কিছু ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক। আমি খুব ভালভাবেই জানি সৌরেন আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন — কোন ব্যাপারে নিজের বিশিষ্ট অবদান থাকলেও তার কৃতিত্বের দাবী করেননি। কোন সম্মান পাওয়াতে তাঁর কোন আগ্রহও ছিলনা : তাই যখন দেখি গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা প্রবল ঢক্কানিনাদে নিজেদের উপস্থিতি জাহির করেন, সম্মান শিরোপা নিজেরাই নিজের মাথায় তুলে নিতে দ্বিধা করেননা — তখন খুবই লজ্জিত বোধ করি।

আমার বিচারে গ্রন্থাগারিকতা পেশায় সাফল্যের দুটো অবিচ্ছেদ্য মাপকাঠি হ'ল — গ্রন্থাগারিকরা তাদের গ্রন্থাগারটিকে কি ভাবে ব্যবহারের যোগ্য করে তুলেছেন এবং কিভাবে পাঠক-পাঠিকাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে সাহায্য করেছেন : এবং আত্মোন্নতি, — যার বহিঃপ্রকাশ তাঁদের লেখা জোখায়, কেবল পদোন্নতিতেই নয়। সব কিছু মিলিয়ে সৌরেন একজন অত্যন্ত সফল গ্রন্থাগারিক।

সম্প্রতি প্রকাশিত / পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ

ভারতকোষ (৫ খণ্ড একত্রে)। ৯০০ টাকা

সর্বশ্রী সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠী, অশীন দাশগুপ্ত, অমলেন্দু বসু, যোগেশ বাগল, কপিল ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার বসু, হুমায়ুন কবির, দেবলা মিত্র, রমা চৌধুরী, কালিকীচরণ পাণিগ্রাহী, আবদুল ঘাই, চিন্তামণি কর, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন, ডেভিড ম্যাকাচন, শম্ভু মিত্র, হেমচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ফজল আঁতোয়ান, অমর্ত্য সেন প্রমুখ প্রতিটি বিষয় খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (১৬ খণ্ড একত্রে)। ৬০০ টাকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধকদের নির্ভরযোগ্য জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের আলোচনাসহ।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ টাকা

১৭৯৫ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশের নাট্যশালার সচিত্র ইতিহাস। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত।

বাংলা সাময়িক পত্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দু'খণ্ড একত্রে) ৯০ টাকা

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাময়িক পত্রের সূচনা থেকে ১৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক পত্রের পরিচয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। ১৩০ টাকা

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত (৩ খণ্ড একত্রে) ১০৫ টাকা।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা : কালীপ্রসন্ন সিংহ। ৬৫ টাকা

আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র। ৭০ টাকা

এছাড়া, পাওয়া যাচ্ছে অক্ষয়কুমার বড়াল, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতচন্দ্র রায়, মধুসূদন দত্ত, রামমোহন রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, কবি হামেশ্বর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী বা পৃথক্ গ্রন্থ।

পরিষৎ প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থই নির্ভরযোগ্য সংস্করণ হিসাবে সুধীমহলে সমাদৃত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দূরভাষ : ৩৫০ ৬৭৪৩

গ্রন্থাগার পরিষদের সেবায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে সৌরেন্দ্রমোহন

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সৌরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। এই প্রথম মিলনস্থল ছিল নির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত তথাকথিত একটি সাধারণ গ্রন্থাগার; সেই গ্রন্থাগারের নাম 'নজরুল পাঠাগার'। ঐ লাইব্রেরীর আমি তখন অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী। এই লাইব্রেরীটি পূর্বে ছিল ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরী'। ১৯৪৬ এর দাঙ্গায় লাইব্রেরীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তারপর কাজী নজরুল ইসলামের নামে লাইব্রেরীটির নতুন নামকরণ করা হয়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ এক সময়ে যুক্ত ছিলেন।

'নজরুল পাঠাগারের' সেক্রেটারী জনাব আইনুল হক খান আমার সঙ্গে সৌরেন্দ্রমোহনের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি তখন কলকাতা করপোরেশনের একজন অফিসার অর্থাৎ লাইব্রেরী সমূহের পরিদর্শক। হক সাহেবও নিজে কলকাতা করপোরেশনের একজন অফিসার ছিলেন। সেই সূত্রেই সৌরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল।

সৌরেন্দ্রমোহনকে সেদিন দেখেছিলাম একজন অত্যন্ত সুপুরুষ, অনেকটা গ্রীকদের মত চেহারা, সাধারণ বাঙালীর তুলনায় বেশ লম্বা, উন্নত নাসা, একটু রোগা এবং লাজুক প্রকৃতির, খুবই ভদ্র এবং নম্র ব্যবহার। হক সাহেব আমার সম্পর্কে তাঁকে কি বলেছিলেন জানি না, কিন্তু, তিনি আমার সঙ্গে প্রায় সমস্ত সময়ই (সেদিন অন্তত কয়েক ঘন্টা তাঁকে ঐ পাঠাগারে কাটাতে হয়েছিল) নানা আলোচনায় রত ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা, লাইব্রেরীর মূল্যবান বই পত্র ও পত্রপত্রিকা নষ্ট হওয়া, সেক্যুলারিজম ও অন্যান্য বিষয়। ঐদিনই উনি আমাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথা বলেন। তিনি আমাকে এও বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট কোর্স আমার পড়ে নেওয়া উচিত; তাতে করে আমি গ্রন্থাগারটির অধিক সেবা করতে পারব। তাঁর ঐ পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছিলাম এবং কিছুকাল পরে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে আমি কলকাতার একটি বড় কলেজে সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ পেয়ে যাই। আর নজরুল পাঠাগারের অবৈতনিক সহকারী গ্রন্থাগারিক হয়ে গ্রন্থাগারটিকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে গিয়ে আমি সৌরেন্দ্রমোহনের কথার সত্যতা উপলব্ধি করি।

যাই হোক, সেদিন সৌরেন্দ্রমোহনকে দীর্ঘ সময় ঐ গ্রন্থাগারে থাকতে হয়েছিল। হক সাহেব তাকে ঐ লাইব্রেরীটি দেখাতে নিয়ে আসেন তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির গ্রন্থাগার কলকাতা কর্পোরেশনের অনুদান পেত। নবরূপে 'নজরুল পাঠাগার' ও যেন সেই রকমই অনুদান পায় তার জন্য এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা। সৌরেন্দ্রমোহনকে তাই দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যায় লাইব্রেরী খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল — লাইব্রেরীটি কিরকম চলছে তা দেখবার জন্য; কারণ না দেখে তিনি কখনই অনুদানের জন্য সুপারিশ করতেন না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত নজরুল পাঠাগারের অনুদান মিলেছিল।

সৌরেন্দ্রমোহন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই পরিষদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে ছিলেন : এর কাউন্সিল মেম্বার; পরিষদের পত্রিকার সম্পাদক; সহকারী কর্মসচিব যুগ্ম কর্ম সচিব, কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদনা কালে তিনি পত্রিকাটি শুধু ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে পরিণতই করেন নি, এর মান যথেষ্ট উন্নত করেন। ঝকঝকে ছাপা ও মনোরম প্রচ্ছদে পত্রিকাটি এ সময়ে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগার বৃত্তি সংশ্লিষ্ট এবং পরিষদের অনেক বিশিষ্ট সদস্য পত্রিকার এই উন্নতিতে প্রশংসা করেন। এঁদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বি. এস কেশবনও ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সৌরেন্দ্রমোহনকে অভিনন্দন জানিয়ে এ বিষয়ে পত্র লেখেন।

সৌরেন্দ্রমোহন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রেম ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। মৃত্যুকালে তিনি ঐ পরিষদের সভাপতি ছিলেন তৃতীয় বারের জন্য। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ণ করার আগেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

অনুরূপভাবেই তিনি মৃত্যুর সময়ে ইয়াসলিকের সহঃ সভাপতি ছিলেন তৃতীয় বারের জন্য। কিন্তু ওখানে তিনি শেষবার সহসভাপতিত্বের সময় দুই বৎসর পূর্ণ করেছিলেন।

সৌরেন্দ্রমোহন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রথম প্রবেশের পরে প্রধানত তাঁর চেষ্টায় একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে পুস্তকের ওপর থেকে বিক্রয় কর তুলে নেবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন পুস্তকের ওপর বিক্রয় কর ধার্য করেছিলেন। এতে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সে-সময়ে ঐ আন্দোলন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। মিছিল, সভা-সমিতি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। পুস্তকের ওপর বিক্রয় কর ধার্যে প্রকাশক এবং পুস্তক ব্যবসায়ীরা বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মিলিত হয়ে আন্দোলন করতে পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী সমিতি দ্বিধা করেন নি।

অল্প বয়স থেকেই সৌরেন্দ্রমোহন বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি ঐ লাইব্রেরীর সহসভাপতি হয়েছিলেন। অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই যে, পরিষদের সেবায় এমন একজন একনিষ্ঠ লোক হয়েও সৌরেন্দ্র-মোহনের প্রথমদিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ঢোকা সহজ হয়নি। এই সময় পরিষদের প্রবীণদের সঙ্গে তাঁর সমভাবাপন্ন কয়েকজন যুবকের বিরোধ চলছিল। প্রবীণরাই তখন ছিলেন পরিষদে প্রবল পরাক্রান্ত ; তাঁরা নবীনদের পাত্তাই দিতেন না। তখন রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী-বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন পরিষদের কাউন্সিলে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। এঁরা ছিলেন যেমন স্পষ্টবাদী তেমনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষের বিরোধী। এঁদের নবীন বয়স ; রক্ত স্বভাবতই গরম। এঁরা চাইছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে জোয়ার আনতে। কিন্তু প্রবীণরা এঁদের কথায় কান দিতেন না। ফণিভূষণ রায় অবশ্য পূর্বেই কাউন্সিলে ঢুকেছিলেন ; কিন্তু তিনি পরে এঁদের সমর্থন করেন। এটা চল্লিশের দশকের শেষ দিকের ঘটনা। প্রবীণেরা শেষ পর্যন্ত এঁদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে শম্ভুনাথ কয়েক বৎসর পরে পরিষদে আসা ছেড়ে দেন ; রাখালচন্দ্র পরবর্তীকালে পরিষদের কর্মসচিব হন। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রথমে আমেরিকা যাওয়া এবং দেশে ফেরার পর কর্মস্থলদেশে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে লেগে ছিলেন প্রয়াত ফণিভূষণ রায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। দুজনেই আমৃত্যু গ্রন্থাগার পরিষদের সেবা করে গেছেন। সেই সময়ে প্রবীণ বলতে যোগাত্ত ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, তিনকড়ি দত্ত, অনাথ বন্ধু দত্ত প্রমুখকে। তাঁদের কেউ কেউ দেখে গিয়েছিলেন যে এঁদের দুজনেই পরিষদের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করে গেছেন। যে পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার অনেক জ্ঞানীগুণী-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর সর্বোচ্চ পদে ওঠা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। বলা বাহুল্য, এটা হয়েছিল তাঁদের গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ফলে। প্রথম প্রবেশের পর থেকে সৌরেন্দ্র-মোহনকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কাজ করতে চাইলে কাউকে যে আটকানো যায় না এটা তিনি নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে তিনি অনেককে পরিষদে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ; তাদের লেখায় ও পরিষদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এঁরাই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন পরিষদের বিশ্বস্ত কর্মী।

সৌরেন্দ্রমোহন যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম সচিব তখন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। সেই দায়িত্ব তিনি এমন আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছিলেন যে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এটা হচ্ছে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ। এটা কী রকম পরিশ্রমের কাজ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবেন না। বহুদিন থেকেই পরিষদের নেতৃবৃন্দ পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পরিষদের কাজ হত বহু দিন ভাড়াবাড়ি থেকে। তখন এর অফিস ছিল হজুরীমল লেনে। পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এই ভাড়াবাড়িও ছিলনা ; তখন পরিষদের কাজকর্ম হত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। একটা চালু ঠাট্টা ছিল সেকালে ; পরিষদের অফিস এর কর্মসচিব তিনকড়ি দত্ত বহন করতেন তাঁর পোর্ট ফোলিও ব্যাগে। এমন ভাবে তো কোন পরিষদের কাজ চলে না। তাই পরিষদের অফিস ঠিক করতে হয় ভাড়াবাড়িতে। তিনকড়ি দত্ত নিজের পকেট থেকে দশ টাকা চাঁদা দিয়ে পরিষদ ভবনের জন্য ফান্ড খোলেন। সৌরেন্দ্রমোহনের অব্যবহিত পূর্বের কর্মসচিব প্রয়াত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলে পরিষদের নিজেস্ব ভবন নির্মাণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরিষদের সদস্যরাও পরিষদ ভবনের ফান্ডে অর্থদান করতে থাকেন। সৌরেন্দ্রমোহন পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি প্রয়াত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর অনেক বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই এই ভবনের কাজ দেখতে আসতেন ইস্টার্ণ সি. আই. টি রোডে। তাঁর সহকারীদেরও কখনো কখনো নিয়ে এসে কাজ দেখতে বলতেন। আর সৌরেন্দ্রমোহনের তো কথাই নাই। সকালে,

দুপুরে, রাত্রে যে কোন সময়েই প্রয়োজনে পরিষদভবন নির্মাণের কাজে তিনি সি. আই.টি রোডে আসতেন ; এর ওপর নিয়মিত গুরুদীমল রোডে গিয়ে তাঁকে কর্মসচিবের কাজও করতে হত। এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটিকে দেখে তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। অবশ্য তাঁকে সহযোগিতা করার লোকও অনেক ছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও বিভিন্ন পদাধিকারী তো ছিলেনই তাছাড়া এর বাইরেও অনেকে তাঁকে সাহায্য করতেন ; তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন কাজের ভার দিতেন। কর্পোরেশন থেকে পরিষদ ভবনের প্ল্যান পাশ করাবার ভার ছিল গোবিন্দ মল্লিক এবং সরল বসু দত্তের। চঞ্চল কুমার সেন প্রতিদিন ভবন নির্মাণের দেখাশোনা করতেন। আর সৌরেন্দ্রমোহন ভবন নির্মাণের পরিদর্শনে প্রায়ই একে-ওকে-তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সৌরেন্দ্রমোহন ভবন নির্মাণের সবকিছু যে জানতেন তা নয় তবে এই সময়ে তিনি এ ব্যাপারে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিলেন। এই জানার ব্যাপারটা তাঁকে আরেকটি পরিষদ ভবন নির্মাণে সাহায্য করেছিল পরবর্তীকালে। আমরা সবাই জানতাম সৌরেন্দ্র মোহনকে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রবন্ধ লেখক হিসেবে ; লেখাপড়ার চর্চায় তাঁর এতদিন কেটেছে। সেই তিনিই আবার যখন হাতে কলমে বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে গৃহ নির্মাণ কাজের মত একটি গুরুভার কাজ সম্পন্ন করেন তখন তাঁর দক্ষতা দেখে অবাক হতে হয়।

একদা প্রবীণদের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তী কালে সেটা তাঁর মধ্যে আর ছিল না। বরাবরই প্রবীণদের প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরাও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। নীহার রঞ্জন রায় অবশ্য তখন পরিষদের কোন পদে ছিলেন না। তবে সভা-সমিতি উপলক্ষে আসতেন। প্রমীলচন্দ্র, তিনকড়ি, অনাথনাথ, কেশবন প্রভৃতি প্রবীণরা তাঁকে স্নেহ করতেন। তাঁদের সঙ্গে মতান্তর কখনই মনান্তরে পরিণত হয়নি। সহকর্মী ও অনুজদের প্রতি তাঁর ছিল একান্ত বিশ্বাস ও সম্প্রীতি। সে সময়ে পরিষদে খুব একটা দলাদলি ছিলনা। যদিও সৌরেন্দ্র মোহন ও তাঁর সমমনোভাবাপন্নরা পরিষদে পরিচিত ছিলেন 'জিজ্ঞার গ্রুপ' হিসেবে। সে কেবল ঠাট্টার ছলেই। পরবর্তীকালে বি. এল. এ ও ইয়াসলিকে দলাদলি দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তিনি কোনকালেই কোন গ্রুপে ছিলেন না — বরং কোনরকম দলাদলিই তিনি পছন্দ করতেন না। পরিষদে তাঁর ব্যবহার ছিল একান্ত খোলামেলা। প্রচ্ছন্ন দলাদলি হয়তো পরিষদে সব সময়েই ছিল বা আছে। তবে দলাদলি মানেই যে রাজনৈতিক দলাদলি তা নয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন সব ধরণের লোক ; তাঁর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থকরাও ছিলেন। তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদ ততটা তীব্রভাবে কোনদিনই দেখা দেয়নি। যে কোন আন্দোলনই হয়তো রাজনীতির আওতায় আসে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কোন আন্দোলন করা বোধ হয় সম্ভব নয়। আর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এটা বিশ্বাস করে না।

যে কোন আন্দোলনেই লেখালেখির সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। সৌরেন্দ্রমোহন যেমন সব সময়ে সব আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতেন, তেমনি লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর চিন্তাও প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন সব ব্যাপারেই 'পুরোগামী', চিন্তায় ও লেখায় তো বটেই। গ্রন্থাগার আন্দোলন নিয়ে তিনি অনেক লেখাই লিখেছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত নিয়ে তিনি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে দুটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সে দুটি হচ্ছে 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেকাল ও একাল' ও 'তিন শতকের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন'। তাঁর সেইসব চিন্তার ফসল কিছু প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর বই 'সমাজ ও গ্রন্থাগার'-এ। এ থেকে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক রূপে নানা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁর প্রগাঢ় মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকায় সৌরেন্দ্রমোহন অবশ্য প্রথমদিকে লেখার জন্য খুব বেশি মন দিতে পারেননি। অতি অল্প বয়সেই তাঁকে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এক সময়ে তিনি নানা ধরণের চাকুরী করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার সমূহের পরিদর্শক। ক্যালকাটা ক্লাবে সহকারী গ্রন্থাগারিক। আরো কয়েকটি চাকুরীর পর তিনি মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক হন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক তাঁর এ ভাবেই কেটেছে। তারপর বিড়লএ-তে তো তাঁর কাজ ছিল। মহাজাতি সদনে থাকাকালীন তিনি দেশসেবকদের এর সংক্ষিপ্ত জীবনী 'মৃত্যুঞ্জয়ী' প্রকাশ করেন। তাঁর 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' প্রকাশিত হবার পরেই লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি মানবেন্দ্র নাথ রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁর গ্রন্থপঞ্জী ও প্রকাশ করেন। M N Roy — the left politics in India হল তাঁর গবেষণা পুস্তক যার ওপর তাঁকে রবীন্দ্রভারতী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়।

তিনি একটি রাজনৈতিক অভিধান সংকলন করেছিলেন বাংলায়। তাঁর সর্বশেষ বইটির কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ছাড়াও তাঁর লেখা ইয়াসলিক বুলেটিনে, বিভিন্ন স্মারক পত্রে যত্রতত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি র‍্যাডিক্যাল

হিউম্যানিস্ট পত্রিকায়ও লিখেছেন এবং ঐ গোষ্ঠী পরিচালিত বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্রিকা 'পুরোগামী'র উপদেষ্টা ছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে লিখতেন।

সৌরেন্দ্রমোহন বাংলা ও ইংরেজী দুটি ভাষাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর ভাষায় প্রসাদগুণ ছিল এবং তিনি যে বিষয়ে লিখতেন তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেই লিখতেন। সৌরেন্দ্রমোহন নিজেই যে শুধু লিখতেন তা নয়, অনেক ছেলেমেয়েকেই তিনি লেখায় এবং পরিষদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক ছেলেমেয়ে বিএলএ বা ইয়াসলিকে যোগ দিয়ে কাজ করেছে এবং পত্র পত্রিকায় লিখেছে। তাদের লেখা তিনি ধৈর্যসহকারে যেমন দেখেছেন তেমনি পরিষদে কাজে এগিয়ে আসা ছেলেমেয়েদের পরিষদের কাজ হাতে ধরে শিখিয়েছেন। পরবর্তীকালে এইসব ছেলেমেয়েরা পরিষদের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন — গবেষণা করে বই লিখে পণ্ডিতদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও সোমা চক্রবর্তী বলে একটি মেয়েকে খিদিরপুরের ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রবন্ধটি সম্মেলনে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল।

গ্রন্থাগার পরিষদগুলির নানা কাজের মধ্যে সৌরেন্দ্র-মোহনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। দুটি পরিষদ ভবন নির্মাণের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর কাজের পরিচয়। এছাড়া বহু সভা সমিতি, সম্মেলনে, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, বার্ষিক বিবরণ লেখা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরকারের কাছে স্মারকপত্র পেশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর কাজের বিবরণ। তাঁর সহকর্মী হিসেবে বিএলএ ও ইয়াসলিক দুটি পরিষদেই তাঁর পাশে বসে দীর্ঘকাল তাঁর কাজকর্ম দেখার সুযোগ হয়েছে। এমন অক্লান্ত কর্মী মানুষ আর দেখিনি। আমরা গ্রন্থাগার পরিষদে যে মুখ বুজে কোন কাজই করতাম তা নয়, কখনো সখনো আড্ডাও হত। সৌরেন্দ্রমোহনও তাতে যোগ দিতেন তবে হাতের কাজ ফেলে রেখে কখনই নয়। হাতে কাজ সব সময়েই থাকতো। তিনি কখনও পরের দিনের জন্য কাজ ফেলে রাখতেন না। নিয়মিত চিঠির খসড়া করে সেটা ডেসপ্যাচ করার নির্দেশ দিয়ে বাড়ি যেতেন। ছাপা এবং টাইপ করা কপি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। সঠিক ভাবে টাইপ বা ছাপা না হলে তিনি সই করতেন না বা প্রিন্ট অর্ডার দিতেন না। এমন কি, তিনি প্রেসে গিয়ে মেশিন কপি থেকে প্রুফ তুলে ভুল সংশোধন করতেন।

প্রয়াত ফণিভূষণ রায় এবং সৌরেন্দ্রমোহনকে নিয়ে একসঙ্গে আড্ডা দেওয়াটা আমাদের কাছে বড়ই উপভোগ্য ছিল। এঁদের সরস মন্তব্যে কখনো কখনো পরিষদে হাসির ফোয়ারা ছুটত। সেসব দিনগুলি ছিল বড় আনন্দের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যখন আমরা কলকাতার বাইরে যেতাম অথবা ইয়াসলিক সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যেতাম আসা-যাওয়ার পথে চুটিয়ে আড্ডা হত আর হত খাওয়া দাওয়া। যাঁরা অন্য কামরায় থাকতেন তাঁরাও এসে জড়ো হতেন একখানে। ঝালমুড়ির সঙ্গে চলত রবীন্দ্র সঙ্গীত। সুচিত্রা সঙ্গে করে বেশ পরিমান লুচি-তরকারী ও মিষ্টি নিয়ে যেতেন সেদিন রাত্রে এবং পরিদিন সকালে আমাদের সব ভাগ করে দিতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত সৌরেন্দ্রমোহনের খুব প্রিয় ছিল। পরীর পথ দিয়ে চলেছি হঠাৎ তিনি সবাইকে সচকিত করে গান ধরলেন, 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' — ট্রেনের কামরায় যারা গান জানত তাঁদের অনুরোধ করে গান গাওয়াতেন। একবার কোন এক ইয়াসলিক সম্মেলনে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি গান গেয়েছিলেন। বাঙ্গলার কেউ গান গাইতে যায়নি বলে সৌরেন্দ্রমোহন সেখানে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' গেয়েছিলেন।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সৌরেন্দ্রমোহন ইয়াসলিকের কর্মসচিব হন। তিনি বহুকাল ধরেই ঐ পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু সক্রিয়ভাবে এর আগে এর কাজে এগিয়ে আসেন নি। তিনি ইয়াসলিক গঠনের প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন — তাঁকে ইয়াসলিকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলা যায় কিন্তু অ্যাসোশিয়েশনের মেমরাণ্ডামে তাঁর সই দেখা যায় না। ইয়াসলিক অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোশিয়েশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদের তিন রূপতি ছিলেন অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দভূষণ ঘোষ ও জীবানন্দ সাহা। জীবানন্দ সাহা পরের দিকে আর পরিষদের কাজে সক্রিয় ছিলেন না। গোবিন্দভূষণ ঘোষ ঘটনাচক্রে ইয়াসলিক ছাড়তে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন ইয়াসলিকের সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই ছিলেন এর প্রধান পরিচালক। সৌরেন্দ্রমোহন যখন ইয়াসলিকে আসেন বার্ধক্যের কারণে অজিতকুমার তখন আর ইয়াসলিকে আসতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে অজিতকুমারের শূণ্যস্থান পূরণ করেন সৌরেন্দ্রমোহন।

প্রায় তিন দশক সগৌরবে নানা কাজ করে ইয়াসলিক একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হিসেবে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজ্যে এতকাল এই পরিষদ সাফল্যের সঙ্গে কনফারেন্স ও সেমিনার করে আসছিল। কিন্তু সত্তর দশকের মাঝামাঝি অকস্মাৎ এই পরিষদে এক অপ্রত্যাশিত সংকট দেখা দেয়।

পরিষদ থেকে গোবিন্দভূষণ ঘোষের বহিষ্কারে একটা সংকট ইতিপূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অজিত কুমারের প্রচেষ্টায় পরিষদ সে সংকট কাটিয়ে উঠেছিল যথাসময়েই।

প্রায় দেড় দশক আগে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ কলেজ স্কোয়ারে অ্যালবার্ট হলে আই. এস. আই-এর একটি ঘর ইয়াসলিকের কার্যালয় হিসেবে বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর নতুন ডিরেক্টর সি. আর. রাও ইয়াসলিককে ঐ ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হবে বলে জানান। ইয়াসলিক কর্তৃপক্ষ ঐ ভাড়া দিতে সম্মত ছিলেন কিন্তু দু'দিন পরেই আর এক চিঠিতে ডঃ রাও জানান যে ইয়াসলিককে ঘরটি ছেড়ে দিতে হবে কেননা, ঘরটি আই. এস. আই.-এর প্রয়োজন। এটা কিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ইয়াসলিকের বুকে বাজল। সে-সময়ে ইয়াসলিকের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। গত কয়েকবছর ধরে ইয়াসলিকের সর্বভারতীয় সম্মেলন হচ্ছিল না — সেমিনার বা সম্মেলনে ইয়াসলিকের প্রতি বছরই কিছু অর্থাগম হত বলে এর খরচের সাশ্রয় হত। তা ছাড়া ইয়াসলিকের বাড়ির সাব কন্ট্রাক্টর মামলা করেছিল। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে তাঁদের দিতে হত। ঐ সময়ে কাঁকুড়গাছিতে ইয়াসলিকের যে জমি কেনা ছিল তার ওপরে ইয়াসলিকের বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। বিল্ডিং ফান্ডে যে টাকা জমেছিল তাতে ইয়াসলিক ভবনের চার কোণে চারটি পিলারের মাথায় কেবলমাত্র ছাদ ঢালাই হয়েছিল। ইয়াসলিকের কার্য-নির্বাহক সমিতি প্রথমে কোকের মাথায় কাঁকুড়গাছিতে বাড়ির জন্য জমি কিনেছিলেন। তারপর যখন বাড়ি করার অসুবিধা গুলি বুঝতে পারলেন এবং দেখলেন ওখানে বাড়ি করলেও সেটা খুব সুবিধাজনক হবে না কারণ যানবাহনের অভাবে ওখান থেকে যাতায়াত করা বেশ কষ্টকর। তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন ঐ জায়গা বিক্রী করে দিয়ে মধ্য কলকাতার কোন জায়গায় ঘর ভাড়া করে ইয়াসলিকের কার্যালয় করবেন।

প্রকৃতপক্ষে অ্যালবার্ট হল থেকে ইয়াসলিক অফিস সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ পেয়ে ইয়াসলিকের কার্য নির্বাহক সমিতি তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। তাঁরা দেখলেন কাঁকুড়গাছির ভবনটিই কার্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া কিছু টাকা তো এজন্য ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে। আসলে ঘর ছাড়ার ঐ নোটিশ না পেলে ইয়াসলিক কর্তৃপক্ষ কাঁকুড়গাছিতে নিজস্ব ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হতেন না। এটা তাঁদের পক্ষে শাপে বর হল। ভবন নির্মাণের টাকা তো ছিলই না, সে সময়ে পরিষদ পরিচালনার উপযুক্ত ফান্ডও ছিলনা। পরিষদের হাল যখন এই রকম তখন সৌরেন্দ্র মোহনকে কর্মসচিব হবার অনুরোধ করা হয়। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরাও কয়েক হাজার টাকা বিনা সুদে ধার দিয়ে পরিষদ ভবন নির্মাণ সম্ভব করে তোলেন। সৌরেন্দ্রমোহনের চেষ্টায় কিছু সরকারী সাহায্য ও পাওয়া যায়। সৌরেন্দ্রমোহন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই ইয়াসলিকের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভবন নির্মাণের মতো এবারেও তাঁকে সাহায্য করলেন সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের সাহায্য এবং আরও কয় লোকের অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভবন নির্মাণে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এমন অনেকের সাহায্য নিয়ে পরিষদ নির্মাণের কার্য সমাধা হয়। ভবনের নীচু তলাটি সম্পূর্ণ হলেই ইয়াসলিক কার্যালয় ১৯৭৬ সালের কাঁকুড়গাছির ভবনে নিয়ে আসা হয়। ইয়াসলিকের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ বি. মুখার্জীর অনুরোধে আই. এস. আই-এর ডিরেক্টর ভবনটির একতলা নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত অ্যালবার্ট হলের কার্যালয় শেষ পর্যন্ত থাকতে দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ১৯৭৭ সালে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গেলে ইয়াসলিকের দোতলা নির্মিত হয়। এইরূপে নীচতলায় অফিস, দোতলায় মিটিং হল ও অন্য একটি ঘর এবং তিন তলায় লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। বাড়িটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৭৯ সালের প্রথমভাগে। এই হল ইয়াসলিকের পরিষদ ভবন নির্মাণের নেপথ্য কাহিনী। নেপথ্য কাহিনী এ জন্যই যে খুব কেশী মানুষের বিশেষ করে ইয়াসলিক সদস্যদের এ ইতিহাস জানা নেই।

কাজ করে কখনোই সে সম্বন্ধে প্রচার করা সৌরেন্দ্র-মোহনের স্বভাব ছিল না। বাচালতা বা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প করা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন কিন্তু কখনও বিএসএ বা ইয়াসলিকে তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন না। তিনি পরিষদে খুব সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম করতেন — নিজে যেমন বিনাব্যাঘাত কাজ কর্ম করতে ভালবাসতেন অন্যের কাজেও কখনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। তবে কেউ যদি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতেন তবে তিনি অকাতরে তাঁকে সাহায্য করতেন। তার সঙ্গে সর্বদাই নোট বই বা প্যাড থাকত। আগামী সপ্তাহের কাজগুলি যত্নসহকারে লিখে রাখতেন। পরিষদে এসে প্রথমেই দেখে নিতেন কি কি করণীয় কাজ আছে।

দুটি পরিষদেই তাঁর কাছে লোকজন আসত নানা সমস্যা নিয়ে। তিনি তাঁদের সময় দিতেন এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁদের সমস্যা শুনতেন। অনেক সময় পরিষদের কাউকে ডেকে তাঁদের দায়িত্ব তাঁদের ওপর দিতেন। আমি বেশ কিছুকাল ইয়াসলিকের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ছিলাম। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কোন কিছু হলে তিনি সেটা আমাকে দিতেন। সৌরেন্দ্রমোহন প্রায়ই বিএলএ

এবং ইয়াসলিকের গ্রন্থাগারে যেতেন এবং বই ও পত্রপত্রিকা কিংবা কোন রেফারেন্স দেখতেন।

তিনি ইয়াসলিকের কোষাধ্যক্ষ এবং সহঃ সভাপতিও হয়েছিলেন। ইয়াসলিক সেমিনার বা কনফারেন্স-এর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সব সম্মেলনের বা সেমিনারের বহু পূর্ব থেকেই এই পত্রালাপ শুরু হত। এ সম্বন্ধে তিনি একটি 'মানুয়াল' তৈরী করে ফেলেছিলেন। সম্মেলনে প্রধান উদ্যোক্তাদের তো তিনি পত্রদ্বারা সব জানাতেনই তা ছাড়া কাছাকাছি কাউন্সিল সদস্য বা পরিচিত প্রভাবশালী লোকদেরও চিঠি লিখে অবস্থা জানতে চাইতেন। প্রায়ই সম্মেলন বা সেমিনারের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব পাওয়া যেত না তখন অপর ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ খবর নিতেন বা তাঁদের অকুস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নিতে বলতেন। এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হত। সম্মেলন বা সেমিনার করতে যাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা হয়তো এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করতেন। কিন্তু যাঁরা কখনো সম্মেলন বা সেমিনার করেন নি তাঁরা এতে সত্যিই উপকৃত হতেন। কত লোক হতে পারে, তাঁদের কিভাবে রাখা যেতে পারে, খরচ কত হতে পারে অধিবেশনের উপযুক্ত জায়গা কেমন হবে যাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কেমন হবে — এসব খুঁটিনাটি ব্যবস্থার কথা সবই তাঁর চিঠিতে থাকত। এমন কি, ইয়াসলিক সেক্রেটারিয়েটের অধিবেশনের কাছাকাছি জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও জানাতেন।

সৌরেন্দ্রমোহন বিএল এ, ইয়াসলিক এবং আই. এল-এর আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লন্ডন-এরও সদস্য হন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মাঝে একবার এবং পরে একেবারেই দিল্লী চলে যাওয়ায় ঐ পরিষদে কাজ করার বিশেষ সুযোগ তাঁর হয়নি। একসময়ে তিনি এর সহকারী কর্মসচিব হন এবং কিছুকাল এর কাউন্সিল সদস্যও ছিলেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার আন্দোলনে শরিক হবার সুযোগ তাঁর এসেছিল ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তিনি ইয়াসলিকের কর্মসচিব। ইয়াসলিক দীর্ঘদিন 'ইন্টার ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী অ্যাসোশিয়েন অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন' (ইফ্‌লা)-এর সদস্য। ইয়াসলিক কাউন্সিলের দ্বারা মনোনীত হয়ে সৌরেন্দ্রমোহন ইফলা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক-এর লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি পটসডামে ২১ থেকে ২৬ আগস্ট ১৯৭৮ ইফলা প্রি-সেসন সেমিনারে যোগ দেন। তিনি উন্নয়নশীল দেশের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পেশ করেন যাতে নিরক্ষর জনগণকে তথ্য সম্বলিত পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঐ সেমিনারের উদ্যোক্তারা তাঁকে সেমিনারের প্রেসিডিয়ামের সদস্য করে নেন। ঐ সেমিনারের পর তিনি ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর ৭৮ চেকোশ্লোভাকিয়ার 'ষ্ট্রব্‌কে প্লেসো' তে ৪৪তম বিশ্ব গ্রন্থাগার কংগ্রেসে যোগদান করেন। এশিয়গোষ্ঠীয় অধিবেশনের সভায় তিনি এবং জাপানের মিসেস মাডোকোরোন যথাক্রমে কার্যকরী সভাপতি এবং কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কর্মসচিব থাকাকালে এবং কোষাধ্যক্ষ হয়ে তিনি ইয়াসলিকের ফান্ড বাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ১৯৭৭ সালে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজী 'সূচীকরণ'-এ ট্রেনিং-এর জন্য ২৫,০০০ টাকা দেন। ১৯৭৫ সালে লক্ষ্ণৌ-এর সিডি আর আই-তে, ১৯৭৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৭ সালে বাড়ওয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৮ সালে মাদ্রাজ আই আই টি, ১৯৭৯ সালে রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ১৯৮০ সালে দিল্লীতে ইনসডকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ইয়াসলিকের সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ১৯৭১, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪-এ কোন সেমিনার এবং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৭৫ সাল থেকে ইয়াসলিকের যে দ্বিবাৎসরিক ছাপানো রিপোর্ট সদস্যদের এবং বিশিষ্ট সংস্থাগুলিকে পাঠানো হয় এটা সৌরেন্দ্রমোহনই প্রথম চালু করেন।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইয়াসলিকে অফিস ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০,০০০ টাকার বাৎসরিক অনুদান মঞ্জুর করেন এবং ঐ সালেই রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ইয়াসলিক সম্মেলনের জন্য ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। সৌরেন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় আর্থিক দুরবস্থা দূর হয়ে ইয়াসলিক বেশ অর্থশালী হয়ে ওঠে এবং নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে ইয়াসলিক তিন লক্ষ টাকার একটি রিজার্ভ ফান্ড গঠন করতে সক্ষম হয়। ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি ও কর্মচঞ্চলতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে ইয়াসলিকের স্বেচ্ছাকর্মীদের দলগত কাজ। এ সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ছিল যথেষ্টই, লণ্ঠন ও হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ করতে হত ; তখনও অত বাস হয়নি বলে যাতায়াতে ছিল খুবই অসুবিধা ; কিন্তু তারই মধ্যে ইয়াসলিকের সান্ধ্য কার্যালয়ের কাজকর্ম চলত পূর্ণ উদ্যমে। এই দলের মধ্যমণি ছিলেন সৌরেন্দ্রমোহন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মধুর ব্যবহার তাঁর পাশে টেনে নিয়ে এসেছে অনেক কর্মীকে, এমনকি ভিন্ন পেশার লোককে।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং আই এল. এ. কে মোটা টাকার অনুদান দিয়ে তিনটি পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

এর একটি অনুদানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারকে আর ইয়াসলিকের অনুদানে সমগ্র ভারতে বৎসরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিককে পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৯৯৪-এর ডিসেম্বরে বোম্বাই আই. আই. টি-এর অনুষ্ঠিত ইয়াসলিকের ষষ্ঠদশ জাতীয় সেমিনারে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ইয়াসলিকের সভাপতির — যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে সৌরেন্দ্র মোহনকেই ইয়াসলিকের প্রবীণ সহঃসভাপতি হিসেবে ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করতে হয়। ঐ সেমিনারে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণটি 'Towards an Information Society' নামে ইয়াসলিক বুলেটিনের মার্চ ১৯৯৫ সংখ্যায় (IASLIC Bull. 1995, 40(1), pp 17-20) প্রকাশিত হয়। ইয়াসলিক বুলেটিনে তাঁর আরও কিছু লেখা ও কিছু পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইয়াসলিক স্পেশাল পাবলিকেশনে কনফারেন্স/ সেমিনার পেপার হিসেবেও তার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। 'গ্রন্থাগারের জাতীয় নীতি' নিয়ে সে সময়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল সৌরেন্দ্রমোহন ইয়াসলিক বুলেটিনে এ সম্পর্কে লেখেন। (IASLIC bull. 1979, 24(4) : pp. 154-164). ইয়াসলিকের দিল্লী কনফারেন্স ধূসর সাহিত্য নিয়ে লিখেছিলেন Grey Literature (14th IASLIC Conference, New Delhi 1983). ইয়াসলিক বুলেটিনে তাঁর শেষ লেখাটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে। এই লেখাটির নাম New Book Approach to Public Library Service (IASLIC Bull. 1997 42(4) : December.

শিলিগুড়িতে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গত জুন মাসে তিনি মাত্র একদিন উপস্থিত হন। একই ঘরে তিনি আর আমি ছিলাম। পরদিন তাঁর আসার আশায় থেকে হতাশ হ'তে হল। শরীর খারাপ থাকায় তিনি আর যেতে পারেন নি। এই শরীর খারাপের জন্যই যাওয়া ঠিক থাকা এবং টিকিট কাটা থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোয়াম্বাটোরে ইয়াসলিক কনফারেন্স যেতে পারেন নি। তার বদলে দু'তিনদিন বিশ্রামের জন্য সস্ত্রীক পুরী চলে গিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে ২৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সকলের অলক্ষেই তিনি চলে গেলেন। কোয়াম্বাটোরে সম্মেলন উদ্বোধনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে যায়। এর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলনা। সম্মেলন উদ্বোধনের প্রাক্কালে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয়। এমনভাবেই পরিষদ ও গ্রন্থাগার জগত থেকে বিদায় নেন এমন একটি মানুষ যাঁকে হারিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

যে কোন আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের ভূমিকা তুচ্ছ হলেও তা সবসময়ে একেবারে তুচ্ছ নয়। ঘটনার আবর্তে ব্যক্তির ভূমিকা এমন একটা স্থান গ্রহণ করে যে, মনে হয়, ব্যক্তিই বুঝি সমস্ত কিছুর পরিচালিকা শক্তি ; আসলে হয়তো তা নয়। ঘটনার গতি, সুযোগ এবং সেই সুযোগ গ্রহণের শক্তি এবং ব্যক্তির চরিত্রবল তাঁকে সাহায্য করে অসাধারণ করে গড়ে তুলতে। সৌরেন্দ্রমোহনের এ রাজ্যে একটি অসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার মূলে ছিল এই সকল উপাদান।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। বাড়িতে কদাচিৎ গেলেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত সপ্তাহে অন্তত তিনবার দুই পরিষদে — ইয়াসলিকে সোম ও বৃহস্পতিবার এবং বি.এল.-এতে শুক্র অথবা শনিবার — এটা আগে কথা বলে আমরা ঠিক করে নিতাম। তাঁর পাশাপাশি কাজও করেছি দীর্ঘ দিন ; তাকেও কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম দর্শনের দিনেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা জন্মে ; দীর্ঘ বছরগুলিতে সে ভালোবাসা দৃঢ় হয়। তিনি আমাকে বলতেন 'বড়দা', আমিও তাই বলতাম। যদিও বয়সে তিনি আমার ছোট ছিলেন কিন্তু জ্ঞানে ও গুণে আমার থেকে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে কখনো কোন অহংকার দেখিনি এবং আমাদেরও তাঁর সঙ্গে মিশতে কোন অসুবিধা হয়নি।

মহাজাতি সদনের পরে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখান থেকে ১৯৮১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্র ভারতীর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। সৌরেন্দ্রমোহন গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করা ছাড়াও এবং আরও অনেক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছিলেন। সে সকলের উল্লেখ করার, প্রয়োজন এ লেখায় দেখিনা। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ রাজ্যে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে তিনি ঐ আইন অনুযায়ী গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ অথবা স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সদস্য হন এবং আমৃত্যু এর সদস্য ছিলেন। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছিলেন। সৌরেন্দ্রমোহনও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে লেখার মধ্য দিয়ে এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। অবশেষে যে আইন বিধিবদ্ধ হল তা আশানুযায়ী হল না। ১৯৮২ এবং ১৯৮৫ দুবার এই আইনের সংশোধন হলেও তা কার্যোপযোগী হয়নি এবং এখনও এর ব্যাপক সংশোধন প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এ রাজ্যে নিঃওল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সেদিকে পরিচালিত হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইয়াসলিক সেমিনার ও সম্মেলন উপলক্ষে তিনি যখন অন্যান্য রাজ্যে যেতেন তখন খুব আগ্রহ নিয়ে সেসব রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে আসতেন। তিনি দেখেন যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার খাতে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী অনুদান দিলেও পরিষেবার দিক দিয়ে এই রাজ্য অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই রাজ্যে আইন প্রবর্তনের পর গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহার বাড়ছে কিনা সে সম্পর্কে কোন রিপোর্ট এ পর্যন্ত পর্যন্ত প্রকাশ হয়নি। রাজ্যের গ্রন্থাগার গুলি ঠিকমতো চলছে কিনা এ সম্বন্ধে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ বা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর থেকে কোন খোঁজ খবর বা নজরদারি করা হয় বলেও মনে হয় না। সৌরেন্দ্রমোহনের মত পরিষদের সকলেই পর্ষদের এবং গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সৌরেন্দ্রমোহনের সবই গুণ ছিল দোষ কিছুই ছিলনা একথা যেন এ লেখা পড়ে কারও মনে না হয়। দোষ গুণ সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি থাকে। ইদানিং তিনি কোন সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। হঠাৎ করে চটেও যেতেন। কেমন যেন সিনিক এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সেই হতাশা ব্যক্ত করতেও তাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যেত। আমি প্রকাশ্যে পরিষদে তাঁর অনেক কাজের সমালোচনা করতাম। অন্যের কথায় রেগে গেলেও তিনি আমার কথায় কখনো রাগ করেন নি। একদিন আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'বড়দা, আপনি দিন দিন বড্ড সিনিক হয়ে যাচ্ছেন।' তিনি স্বীকার করে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আজকাল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনা, এই সিনিক শব্দের প্রয়োগ অবশ্য গ্রীক দর্শনের অর্থ অনুযায়ী ছিল না ; এটা তার সুলভ সংস্করণ — অর্থাৎ জীবনের সব কিছুতে অনাস্থা প্রকাশ করা। ভালো মন্দের ব্যাপারটা খুব আপেক্ষিক। এক কথায় এ সম্বন্ধে রায় দেওয়া যায় না। মনে হয় তাঁর সিনিক হওয়াটা একপক্ষে ভালই হয়েছিল।

একটি ব্যাপারে সৌরেন্দ্রমোহনের দৃঢ় চরিত্রবল দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। তিনি বেশ কয়েকবার কঠিন অসুখে পড়েছিলেন। তাঁর ছিল প্রবল ধূমপানের অভ্যাস এবং পানদোষ। মদ্য পান তাঁর কাছে দোষের ছিল না সেটা ছিল ধূম পানের সমগোত্র নেশাই। শেষ বেবার তাঁর কঠিন অসুখ হয় ডাক্তার তাঁকে ধূমপান বা অ্যালকোহল গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। তবে তিনি বলেন, একেবারে একদিনে ছেড়ে না দিয়ে আস্তে আস্তে এ অভ্যাস দুটি ছাড়তে। সৌরেন্দ্রমোহন কিন্তু পরদিন থেকেই ধূমপানের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে কিন্তু তাঁর কোন কঠিন অসুখ হয়নি। বেলা দশটা/এগারোটা নাগাদ চান করে চা খেয়ে স্নানে বসেছিলেন, কখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে বোধ হয়, তাঁর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছিল। মৃত্যুর আগে তিনি কিছু কাজকর্ম করে যেতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ লেখালেখির কাজ। সে সুযোগ তিনি পেলেন না। এ হিসেবে তার মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায়।

আমরা অনেকেই জানতাম তিনি মানবেন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কম্যুনিষ্টদের মতই তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি প্রচলিত প্রথা কিনা যুক্তিতে কখনোই মেনে নিতেন না। তিনি বিবাহ বা অনুরূপ অনুষ্ঠানে কখনো যেতেন না। এ উপলক্ষে কিছু দেওয়া এবং নিমন্ত্রণের বাড়িতে ভূরিভোজকে তিনি অপব্যয় বলেই মনে করতেন। সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নাস্তিক, কালাপাহাড়। কেউ বা তাঁকে কৃপণ বা ধর্ম বিরোধী মনে করতেন। তাঁর যে ধর্ম একেবারেই ছিল না তা নয় ; তাঁর ধর্ম ছিল মানবতাবাদ। মানুষকেই তিনি সব কিছুর ওপরে মনে করতেন। তিনি নাস্তিকই হোন, আর আস্তিকই হোন প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচরণ নিয়ে তাঁর কিছু করার ছিল না। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার ও লৌকিকতা সম্পর্কে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের স্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে থাকতেন। তাঁরা বরং বিপন্নকে সাহায্য করতে অর্থ এবং শ্রমদান করতে প্রস্তুত ছিলেন ; বই কিনে, বন্ধু বান্ধবদের খাইয়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে তাঁরা সারাজীবন বহু অর্থ ব্যয় করেন। শেষ জীবনে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিতে সৌরেন্দ্র মোহনের দান দেখে কেউ তাঁকে কৃপণ বলতে পারবেন না।

সৌরেন্দ্রমোহন যে আর নেই একথা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না ; স্বপ্নের রাজ্য থেকে কঠিন বাস্তবে উপনীত হতেই হয়। কার কখন মৃত্যু এসে হাজির হবে সেকথা কেউ বলতে পারে না। এমনি করেই বিগত পঞ্চাশ বছরের সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন সৌরেন্দ্র মোহন — যে সৌরেন্দ্রমোহন ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রবীণ সদস্য, ইয়াসলিকের একেবারে গোড়ার দিকের সদস্য এবং তার প্রাণপুরুষ ; একজন মানবতাবাদী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন উৎকৃষ্ট সংগঠক ও নেতা ; সর্বোপরি একজন সৎ মানুষ। তাঁর বিয়োগে গ্রন্থাগার জগৎ, গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং আরো অনেক সংস্থা হারালো এমন একজন মানুষকে যাঁর স্থান আগামী অনেক দিনেও পূর্ণ হবার নয়।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন

প্রবীর রায়চৌধুরী

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মতৎপরতা ছিল বহুমুখী। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনি ছিলেন আমার সাথী ও নেতা, আর ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু। ১৯৫৭ সালে যখন আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হই তখন সৌরেন্দ্রমোহন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন বিশিষ্ট সংগঠক। ঐ সময় থেকে ১৯৯৭ সালে ২৪ শে ডিসেম্বর তাঁর দেহবসান পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সৌরেন্দ্রমোহন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীসংগঠক হিসেবে কাজ শুরু করেন পাঁচের দশকের শুরুতে। ক্রমশ পরিষদের বিভিন্ন কর্মকর্তা পদে যুগ্মকর্মসচিব, কর্মসচিব, সহসভাপতি, সভাপতি এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী গঠিত স্টেট লাইব্রেরি কাউন্সিলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকার গঠিত পুস্তক নির্বাচন কমিটির সভাপতি। জীবনের শেষ দুই দশকে তিনি কলিকাতায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারের (ইয়াসলিক) সঙ্গে যুক্ত হন ও তাঁর নেতৃত্বে এই সংগঠন ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠে। জীবনাবসান কালে তিনি উক্ত সংস্থার সহ-সভাপতি ছিলেন।

সৌরেন্দ্রমোহনের একটি জীবন দর্শন ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করে এই জীবন দর্শন। তিনি ছিলেন প্রয়াত মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা সংগঠিত র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এই জীবন দর্শন থেকেই সৌরেন্দ্রমোহন বুঝেছিলেন যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই। শুধুমাত্র বৃত্তিকুশলী বা প্রফেশনাল মনোভাব বা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজসেবার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ নেননি। অবাঞ্ছিত বিপথমুখী সামাজিক স্রোতের বিপরীতে সন্তরণের কথা গ্রন্থাগারই বলতে পারে এই বিশ্বাস সৌরেন্দ্রমোহনের ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, জাতিবিদ্বেষ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্ভর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ, যাঁরা অনুসন্ধিৎসায় আগ্রহী, তাঁদের সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। গ্রন্থাগারের এই সদর্থক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। "গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "কোনও প্রকার সমাজতন্ত্রই সম্ভব নয় যদি মানুষের মন অকর্ষিত থাকে।" মনের কর্ষণ বা চাষের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রযুক্তি নির্ভরতা সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী হয়েও গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার এই মূল মানবিক লক্ষ্য থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হননি। সৌরেন্দ্রমোহন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চায় আগ্রহী হয়েও ঐ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের তাঁর সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে সৌরেন্দ্রমোহন চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং ঐ সব বিষয়ে পরিষদের কর্মতৎপরতায় নিজেকে যুক্ত রাখতেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। কর্মজীবনে তিনি ক্যালকাটা ক্লাবের গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইব্রেরি গ্রান্ট ইনস্পেক্টর, মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষক বিভাগের দায়িত্বভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। একজন আদর্শ গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি সমাদৃত হন। বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর আগ্রহ ও সম্পর্ক বেড়ে যায় যখন তিনি ইয়াসলিকের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ও ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ে গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁর

প্রধান আকর্ষণ ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা-ভাবনা করেছেন, লিখেছেন, বলেছেন। শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহ দানের জন্য তিনি নিজ উপার্জন থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে দুটি বিশেষ পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেন। জনগণের জন্য গ্রন্থাগার এই আদর্শ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন।

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্পর্কে তাঁর কিছু দৃঢ় চিন্তা-ভাবনা ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল যে নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিতের জন্য তথ্য পরিষেবার আয়োজন করে তাঁদের সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার অভিমুখী করতে হবে। তিনি বিশেষ করে বলতেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারে মৌখিক পরিষেবার (Oral service) গুরুত্ব অপরিসীম। মৌখিক পরিষেবার অন্তর্গত হল তথ্য পরিষেবা, বই- পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্র পড়ে শোনানো, স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা ইত্যাদি। এছাড়া গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার সম্পদ শুধু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নানা ধরণের অ-বই উপকরণ (non-book materials), শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ (audio-visual materials) এবং প্রতিলিপি উপকরণ (reprographic materials) ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়ার জন্য তিনি বারবার বলেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাধারণ গ্রন্থাগার যাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে সেই উপলব্ধি থেকে উন্নত দেশগুলির মতো সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে "জনগোষ্ঠীর তথ্যকেন্দ্র (Community information centre) হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার জন্য সম্প্রসারণ পরিষেবার (Extension service) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রন্থাগারগুলির তাঁর কাছে "শিক্ষার সম্পদ কেন্দ্র" (Learning Resource Centre) এবং এই সম্পদের যৌথ ব্যবহারের (Resource Sharing) প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। গ্রন্থাগারে অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হলেও তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত পরিষেবা (Personalised Service) এবং কর্মসংস্কৃতি (Work Culture) গ্রন্থাগার পরিষেবার চিত্র পালটে দিতে পারে। এই ছিল গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে সৌরেন্দ্রমোহনের চিন্তা-ভাবনা।

সৌরেন্দ্রমোহন মনে করতেন যে পাঠাভ্যাস ও গ্রন্থপ্রীতি শিশু ও কিশোর বয়সে গড়ে তুলতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তা শুরু করা কঠিন কাজ। তাই সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর বিভাগ এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়ে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন।

বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চায় সৌরেন্দ্রমোহনের বিশেষ অবদান ছিল। ১৯৫১ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র ত্রৈমাসিক "গ্রন্থাগার" পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। ত্রৈমাসিক পর্যায়ের শেষ সংখ্যাটি (১৯৫৬) থেকে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা মাসিকে রূপান্তরিত হলে তিনি সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় "গ্রন্থাগার" পত্রিকার মান ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের ফলে পত্রিকাটি গ্রন্থাগার অনুরাগী ও বৃত্তিকুশলীদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে নতুন লেখক সৃষ্টি করা, তাদের উৎসাহিত করা এবং লেখা সম্পাদনার দিকে তিনি বিশেষ নজর দিতেন। গ্রন্থাগার পত্রিকার স্বনামে ও ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ ছাড়াও পত্রিকার সম্পাদকীয় তিনি নিয়মিত লিখতেন। পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন খুঁতখুতে অর্থাৎ পত্রিকার মানের উৎকর্ষ যথাসাধ্য রাখতে চেষ্টা করতেন। পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও গ্রন্থাগার বিষয়ক যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তিনি রচনা করেন তা হল 'সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন' (কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬) এবং 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' (কলিকাতা, বেলা, ১৯৯৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাচর্চার জন্য কয়েকটি বিষয়ে তিনি পাঁচটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এম. এন. রায়ের উপর একটি গ্রন্থপঞ্জিও সংকলন করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দৈনন্দিন কাজ যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। পরিষদের ভবন নির্মাণ, প্রকাশনার উন্নতি, আর্থিক সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিগত পঞ্চাশ বছরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত গ্রন্থাগার সম্মেলন, গ্রন্থাগার দিবসের জনসভা, বিভিন্ন আলোচনা চক্র প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলিতে তাঁর প্রবন্ধ এবং উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত ৪৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের (১৯৯৫) সভাপতি হিসেবে তিনি যে চিত্তা উদ্দীপক অভিভাষণ দেন তা গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা খুবই সমাদৃত হয়। এককথায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সংগঠন অনুরাগী।

পরিশেষে তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। সৌরেন্দ্রমোহনের ছিল উদারপ্রাণ ও বুদ্ধিদীপ্ত মন। বিতর্কে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু বিবাদে জড়াতেন না। মতান্তরকে মনান্তরে রূপান্তরিত করতে দিতেন না। তরুণ কর্মীদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের সাফল্যে আনন্দিত হতেন। বাংলা বানান ও সম্পাদনার কাজে ত্রুটি দেখলে ধরিয়ে দিতেন। পরিষদের কার্যালয় আগোছালো বা নোংরা থাকলে, পরিষদের কাজে ঘাটতি বা ফাঁকি নজরে এলে সরব হতেন। বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়ে চলার মানসিক ঔদার্য তাঁর ছিল। সুরসিক এবং সঙ্গীতানুরাগী, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। কখনো কোন অশালীন মন্তব্য করতেন না। এককথায় সৌরেন্দ্রমোহন ছিলেন উনিশ শতক থেকে বাঙালি সংস্কৃতির যে সুস্থ ধারা প্রবহমান তারই একজন প্রতিভূ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা দীর্ঘদিন তাঁর অভাব অনুভব করবে।

JADAVPUR UNIVERSITY

Calcutta 700 032 India
Phone : 473 4044

List of Publication

ENGLISH

1. W. B. Yeats An Indian Approach (1968) — Dr Naresh Guha Rs 15.00
2. Shakespeare A Book of Homage (1965) — Edited Prof. S. C. Sengupta Rs. 10.00
3. The Idea of Revenge in Shakespeare (1969) — Dr. Jagannath Chakraborty Rs. 20.00
4. Shakespeare's Treatment of his sources in the Comedies (1971) — Dr. D. C. Diswas Rs. 20.00

BENGALI

1. Kadambari O Gadyasahitye Silpabichar (1968) — Dr Hrishikesh Bosu
   কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার (১৯৬৮)
   — ডঃ হৃষীকেশ বসু Rs. 15.00
2. Manor Barnashramdharma (1970) — Late Hirendra Nath Dutta
   মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম (১৯৭০) — হীরেন্দ্রনাথ দত্ত Rs. 5.00
3. Rabindra Kabye Alankar (1971) — Dr Jatadhari Malakar
   রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার (১৯৭১)
   — ডঃ জটাধারী মালাকার Rs. 20.00
4. Virgil Eneed (1972) — Ed. Hrishikesh Bose and Rober Antowane
   বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার (১৯৭২)
   — সম্পাঃ সুধীর রায়চৌধুরী (out of print) Rs. 4.50

PHILOSOPHY

1. Research Bulletin of Philosophy (1984) Special issue — Editor Dr. S. K. Bhattacharya Rs. 20.00

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

1. Librarian Organ of the Department of Library and Information Science, jadavpur University, Vol. II, June 1985 Rs 30.00

SANSKRIT

1. Tattasandarbha by Srijiva Gosvamin (1967) — Edited Dr Sitanath Goswami Rs 6.00
2. Bhagabatsandarbha by Srijiva Gosvamin (1972) — Edited Dr Chinmayi Chatterjee Rs. 10.00
3. Paramatmasandarbha by Srijiva Gosvamin (1972) — Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs 8.00

HISTORY

1. Journal of History Vol II (1981) - Vol. IV (1983) Rs. 20.00
2. Journal of History Vol. V to VIII (1987) Rs. 25.00

ECONOMICS

1. Economic Theory, Policy Estimation (1972) — Dept. of Economics, J. U. Rs. 15.00
2. Land Reform in Eastern India (1978) Edited by Dr. Manjola Bose Rs. 50.00

GEOLOGY

1. Syngenetic Manganese Formation of India (1966) — Dr Supriya Roy Rs 25.00
2. Geology and Ore mineralisation of the Singhbhum Copper-uranium belt. Eastern India (1984) — Sanjib Chandra Sarkar Rs. 220.00

MATHEMATICS

1. Ship Waves and Wave Resistance (1967) — Dr. R. N. Bhattacharya
2. Trailing Edge Lift Distribution of Small Aspect Ratio Wings (1979) — Prof. Pradip Niyogi Rs. 16.00

ENGINEERING

1. Principles of Power Project Planning (1973) — Manoranjan Dutta Rs. 25.00

'গ্রন্থাগার' সম্পাদনায় সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গীতা চট্টোপাধ্যায়

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনীমল লেনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোন এক কর্ম মুখর সন্ধ্যা। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে জোর কথা কাটাকাটি চলছে। সম্পাদক নেতাকে দিয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লেখাবেনই, কিন্তু যাঁকে বলা হচ্ছে তিনি কিছুতেই লিখতে চাইছেন না। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের জেদই বজায় রইল। ১৩৬৬'র মাঘ সংখ্যায় প্রবীর রায়চৌধুরী লিখলেন 'বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যৎ'। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার কর্মীদের অভাব অভিযোগ নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন যত জোরদার হয়েছে, সেই আন্দোলনকে গতি ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য যত লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রধান লেখকই ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা প্রবীর রায়চৌধুরী।

এই হলো সম্পাদক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি তার দ্বারা কি হবে বুঝতেন। লেখালেখি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আদর্শ দিক নির্দেশক। এই প্রবন্ধের প্রবন্ধকারকে গ্রন্থপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ইত্যাদি পঞ্জীকরণ কাজ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বরঞ্চ বিষয় ভিত্তিক রচনা লেখার জন্য সব সময় উৎসাহিত করতেন, কিন্তু সেই পঞ্জীকরণের কাজই আমায় লেখার মতন পেয়ে বসল। একমাত্র গবেষক ছাড়া অন্যদের কাছে এ কাজের খুব একটা মূল্য নেই। অথচ এ কাজের জন্য সময় এবং কর্মশক্তি এত বেশী দিতে হয় যে লেখালেখির কাজ হয়ে ওঠে না। ফলে লেখার অভ্যাস চলে যায়, নৈপুণ্য আর থাকে না। এই কথাগুলিই সৌরেনদা আমাকে বলতেন। কথাগুলি আমার কাছে আজ বড় বেশী সত্যি। আজকে আমার অপটুতা দিয়ে এই প্রবন্ধে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কর্মে অসাধারণ দক্ষতার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রথম ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদক পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। বঙ্গাব্দের ষাট দশক থেকেই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাকে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত করার জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। যাঁরা এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন তাঁদের বক্তব্য ছিল — মাসে মাসে বার করার অনেক সমস্যা, খরচ বাড়বে, তত লেখাই বা মাসে মাসে কোথায় পাওয়া যাবে। যিনি সম্পাদক হবেন তাঁকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে, কর্মরত গ্রন্থাগারিকরা এত সময় কি করে দেবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্য দিকে পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের যুক্তি গ্রন্থাগার কর্মীদের হাতের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে ঘন ঘন আলোচনা করা দরকার, আলোচনার ফলাফল সকলের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিষদের মুখপত্রকে মাসে মাসে প্রকাশ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হলে প্রচারের কাজ আরও সম্প্রসারিত ও জোরদার করতে হবে — আর তার জন্য চাই পরিষদের মুখপত্রের দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থার কথা জানিয়ে সমাজকে সচেতন করতে হলেও পরিষদের প্রচার যন্ত্রের গতি আরও বাড়াতে হবে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পত্রিকায় যত বেশী আলোচনা হবে তাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরাও উপকৃত হবেন। আলাপ-আলোচনার শেষে ১৩৬৩তে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে বৈশাখ মাস থেকে' পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। মাসিক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৩৬৫-র পৌষ মাস থেকে 'গ্রন্থাগার'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯ম সংখ্যা থেকে ১৩৬৯-এর কার্তিক অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের ৭ম সংখ্যা পর্যন্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সৌরেণ দা।

'গ্রন্থাগার'কে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে যে সব আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেই সব আশঙ্কা দূর করে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। বিষয় বৈচিত্র্যে 'গ্রন্থাগার' অন্য যে কোন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সমকক্ষ হয়ে উঠে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয়। সাধারণ পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় রচনা এবং পরিষদের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকার কার্যকারিতা ইত্যাদি সব দিক থেকে চিন্তাভাবনা করেই এই সময়কার গ্রন্থাগারের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্পাদক এই সব বিষয়গুলি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের

দিয়ে লেখাতেন। আদিত্য ওহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান লেখাটি পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারিকদের ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে পত্রিকায় যথেষ্ট লেখালেখি করেছেন। ১৩৬৭ সালে ছটি সংখ্যায় অরুণকান্তি দাশগুপ্ত এবং মনীন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থ সংরক্ষণের উপর লিখেছেন। সন্তোষকুমার বসু লিখেছেন "গ্রন্থাগার সংরক্ষণে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা" (কার্তিক ১৩৩৮) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ফাল্গুন ১৩৬৫-র সংখ্যায় লেখেন 'গ্রন্থ নির্বাচনের গোড়ার কথা'। গণেশ ভট্টাচার্যের 'সূচিকরণের বাংলা নাম' ১৩৬৭-র আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৫ সালের 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্ম নাম' সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল মিটিয়েছে। বর্তমানে বিতর্কিত একটি বিষয় নিয়ে 'গ্রন্থাগারের পাতায় চল্লিশ বছর আগেই ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। বিষয়টি হল 'ফিল্ম, রেডিও টেলিভিশন ও গ্রন্থাগার' (আষাঢ়, ১৩৬৪) লেখক ছিলেন মুরারী ঘোষ।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলেই সময়োপযোগী বিষয়ের উপর 'গ্রন্থাগারের' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সূচনা হয়। এই সময় শিশু ও কিশোরদের জন্য পৃথক গ্রন্থাগার স্থাপন নিয়ে আলাপআলোচনা চলতে থাকে। ১৯৬০ সালের জানুয়ারীতে শিশু ও কিশোরদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি পৃথক বিভাগের উদ্বোধন হয়। শিশু কলরবে আনন্দমুখর এই দিনটির স্মরণে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ১৩৬৬-র মাঘ সংখ্যাটিকে শিশু ও কিশোরদের বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ সংখ্যায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল — 'মৌমাছি', 'শিশু পাঠ্য উপকরণের মূল্যায়ন'। লায়োনেল ম্যাকলভিন — 'শিশু গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ভূমিকা', গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় — 'বই ও শিশুমন', বিজলী রায় — 'ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর', গীতা মিত্র (চট্টোপাধ্যায়) — 'অনুসন্ধানী শিশু ও শিশু গ্রন্থাগার', আরতি পাত্র — 'ছ'বছরের কম বয়সী শিশুদের বই', ইন্দ্রনাথ মজুমদার — 'ছোটদের গ্রন্থাগারে চিত্রাঙ্কন' 'ইউ এম আই এম গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগ' এ ছাড়া আছে উপেক্ষিত শিশু ও কিশোরদের উপর সম্পাদকের সূচিন্তিত বক্তব্য। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলির বিষয় ও লেখক-লেখিকা নির্বাচনের কৃতিত্ব সম্পাদকের। নানা অলঙ্করণ ও চিত্রসজ্জায় সজ্জিত এই বিশেষ সংখ্যাটি বুদ্ধিজীবি মহলে প্রশংসাধন্য হয়েছে এবং যে কোন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সমতুল্য বলা যায়। ছোটদের বই-এর একটি তালিকাও এই বিশেষ সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে প্রবন্ধের বিষয় স্থির করে অভিজ্ঞ লেখক লেখিকাদের দিয়ে লিখিয়ে ১৩৬৮-র পৌষ মাসে ছোটদের গ্রন্থাগার নিয়ে আর একটি সংখ্যা প্রচারিত হয়। এই সংখ্যায় স্বপন বুড়ো লিখেছেন 'মানুষ গড়ার কারখানা : শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার' এই সংখ্যায় আছে। এ ছাড়া অরুণকুমার ঘোষ, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুচিত্রা ঘোষ প্রমুখের লেখাও এই বিশেষ সংখ্যাটিতে আমরা পাই। এই সংখ্যাতেও কেশ কয়েকটি ছবি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীতে 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' নামে এবং ১৩৬৮-র শ্রাবণ মাসে উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকীতে কেরী সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাটি বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিত্য ওহদেদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুশীলকুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-চর্চা' নামে রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মী সঙ্কলিত করেন। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে প্রদত্ত সজনীকান্ত দাসের কেরী সাহেবের উপর একটি অভিভাষণ কেরী-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থাগার-এর এটি একটি মূল্যবান সংগ্রহ। কেরী সাহেবের বিখ্যাত একটি তৈলচিত্রের প্রতিলিপি কেরী-সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাতে গণেশ ভট্টাচার্যের আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাচিত্রটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩৬৫তে লেখক-গ্রন্থাগারিক-পাঠকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এক গুচ্ছ রচনা সঙ্কলিত হয়েছে। ১৩৬৫-র জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় 'পাঠরুচির অনুসন্ধানে' এই সম্পাদকীয়ের রেশ ধরেই পরবর্তী আষাঢ় সংখ্যায় এই রচনাগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল — 'পাঠকের দায়িত্ব', সাধন চট্টোপাধ্যায় — 'সুপাঠক', বনবিহারী মোদক — 'সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক'। সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদক লিখছেন "আদর্শ ও উন্নত মানের গ্রন্থ প্রকাশনে পাঠকের রুচি ও চেতনা সৃষ্টির লেখক ও পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা আবশ্যক। সেজন্য সম্মিলিত উদ্যোগে সভা সম্মেলন প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার। তাড়ির নেশায় বিভোর মানুষকে শুধু নিন্দা বর্ষণ করলেই হবে না, অমৃতের সন্ধান দেওয়া চাই।"

মনীষীদের স্মরণানুষ্ঠান গ্রন্থাগারে গতানুগতিকভাবে করার বিরোধী ছিলেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনে করতেন 'অনুষ্ঠানগুলির পিছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সাধারণ মানুষের উপযোগী পরিবেশন ব্যবস্থা অবশ্য থাকা চাই। (সম্পাদকীয়

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫) তিনি গ্রন্থাগার পত্রিকায় মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের লেখা এবং মনীষীদের উপর লেখা ছাপাতেন। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পর ১৩৬৪-র ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর লেখা 'ভারতে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' এই রচনাটি মুদ্রিত হয়। এটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান লাইব্রেরী সেমিনারে' আমাদের অভিভাষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ১৩৬৯-এর বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ নিয়ে শিরোনাম "পিতৃদেবের ব্যক্তিসত্তার কয়েকটি দিশা" এই সঙ্গে ঐ সংখ্যায় দেওয়া হয় বাণী বসু সঙ্কলিত গ্রন্থপঞ্জীর "শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ"। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথের পদ্মশ্রী প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর উপর এবং তাঁর লেখা দিয়েই শ্রীরঙ্গনাথনকে অভিনন্দন জানানো হয়। সম্পাদকের সম্পাদনার গুণে এইভাবে গ্রন্থাগার-এর পাঠকরা স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে জানার সুযোগ পেয়েছে।

'গ্রন্থাগার'কে কালোপযোগী করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বই-এর বিক্রয় কর নিয়ে তিনি সম্পাদকীয়তে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ঐ সংখ্যাতে মুরারী ঘোষের লেখা 'জ্ঞানের উপর শুল্ক' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪) প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। সেই সময় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও কিছু কিছু গ্রন্থাগারে দলাদলি কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত রেষারেষি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। সম্পাদক এই সব ঘটনার বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় কলম চালিয়েছেন, তিনি লিখেছেন "গ্রন্থাগারগুলির জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে আমাদের কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই।" তিনি বলেছেন যে গ্রন্থাগার কর্মীদের এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। দলাদলির ঊর্দ্ধে উঠে নিজেদের চেষ্টায় পাঠকদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ করা উচিত। তাঁর আর একটি অভিমত হল এই যে নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা না করে পুরাতন গ্রন্থাগারকেই সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে ভালভাবে চালনা করা দরকার।

আরও কয়েকটি সম্পাদকীয়তে সম্পাদকের নির্ভীক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও প্রতিষ্ঠানিক কাজেকর্মে মাতৃভাষার ব্যবহার — বহু বিতর্কিত বিষয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সমর্থন করলেও সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে মাতৃভাষা ছাড়াও প্রত্যেকের আর একটি ভাষা শিক্ষা করা উচিত, বেটা অন্য দেশের ভাষাভাষীরাও বুঝবে। তিনি লিখেছেন "মাতৃভাষায় শিক্ষাদান যদি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় তা হলে সেটা শুধু এ রাজ্যে নয় সমস্ত রাজ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা বিশেষত ইংরাজীর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীর রিপোর্ট ইত্যাদি বাংলায় করেন নি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনটা সুবিধার দৃষ্টিকোণে নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু নথিপত্র, কার্য্য বিবরণ, হিসাব নিকাশ, মাতৃভাষায় করার আগ্রহ কিছুটা উগ্র স্বাদেশিকতার পরিচায়ক। ট্রামে বাসে, দোকানে ও অফিসে সাইনবোর্ড ও নেম প্লেট, রেলওয়ে ষ্টেশন আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও সর্বজনগম্য ভাষার ব্যবহার আবশ্যক। (ভাষা প্রসঙ্গে, ফাল্গুন ১৩৬৮)।

আর একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় গ্রন্থাগারে দলীয় রাজনীতি। ১৩৬৮-র ভাদ্র সংখ্যায় 'গ্রন্থাগারে রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সম্পাদক গ্রন্থাগারে দলীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থাগার যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি চর্চাও সমাজবদ্ধ দায়িত্বশীল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সহায়ক। সুতরাং যে কোন গ্রন্থাগারে যে কোন রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোন দলের প্রচারযন্ত্র হিসাবে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করলে গ্রন্থাগারে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কেশ কিছুকাল যাবৎ রাজনৈতিক দলাদলি বহু গ্রন্থাগারেরই শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত করে তুলছে। বলা বাহুল্য এই সব দলাদলির পিছনে আছে নিজ মতবাদ প্রচারের একচেটিয়া অধিকার সিদ্ধা।" সম্পাদক মনে করেন এই সব রাজনৈতিক দলাদলি গ্রন্থাগারের অবনতি ঘটায় এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগারের প্রতি নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় করে গ্রন্থাগারের কাজকর্মের ক্ষতি করে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন "সর্বপ্রকার দলাদলি ও তর্কমূলক পরিবেশ থেকে গ্রন্থাগারকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব নীতিনিষ্ঠ গ্রন্থাগার কর্মীদের। ব্যক্তিগতভাবে যে যাই মতবাদ পোষণ করুন না কেন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হলে গ্রন্থাগারের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে। দলমত নির্বিশেষে পরিগ্রহণযোগ্য যে কোন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে অবাধ ব্যবহারের দায়িত্ব গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের। দলীয় স্বার্থপ্রণোদিত কর্মপন্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনা পাঠকদের মধ্যে শুধু বিরক্তি ও বিভেদ সৃষ্টিই করবে না ; গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি হারাবে।" (ভাদ্র, ১৩৬৮)।

লেখক লেখিকা তৈরীর ক্ষেত্রে শ্রী গঙ্গোপধ্যায়ের নৈপুণ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে যে সব কর্মীরা কাজ করেন তাঁদের তিনি 'গ্রন্থাগারে'-এ লেখার জন্য

উৎসাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অমিতা মিত্র (রায়চৌধুরী), প্রীতি মিত্র, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্তর নাম উল্লেখ করা যায়। এরকম আরও অনেক আছেন। যেমন ইন্দ্রনাথ মজুমদার, গণেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের অনেক গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞের লেখাই সম্পাদক সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠায় পরিবেশন করেছেন। এরমধ্যে আছেন এম. এম. প্যাটেল, মোহন সিং, সৈয়দ আবদুল খালেক, এম সিদ্দিক খান, জন শিপটন, এ মবিনিনা বাইকোভা, ডি ম্যাকওয়ান, হ্যারী এর মুর উইল, ফ্রেড গুমার প্রমুখ। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনা অনূদিত হয়ে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে একটি অভিনব পরীক্ষা চালানো হয়। এই সময়ে কিছু নির্বাচিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সম্বলিত সূচি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমে এর সংকলনে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অমিতা মিত্র (রায়চৌধুরী) গীতা মিত্র (চট্টোপাধ্যায়), গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিমা সেনগুপ্ত। পরে এটি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য এটি বেশীদিন চালু রাখা যায়নি। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা সেদিন সকলেই অনুভব করেছেন। রচনা পঞ্জী ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের কাছে মূল্যবান এই সব সঙ্কলিত পঞ্জীর প্রকাশের সূচনা শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ই করে গেছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী নিয়ে আলোচনা ও সংবাদাদি 'গ্রন্থাগার'-এর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। প্রবীর রায়চৌধুরীর একটি লেখা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৬৬-র চৈত্র সংখ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' — এই শিরোনামে প্রবীর বাবুর আর একটি লেখা দেখা যায়। বিভিন্ন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় শহরে গ্রামে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংবাদ পত্রিকাকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের হাতিয়ার করে তুলেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু করাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি দিক। শ্রী রঙ্গনাথনের 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা' প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৬৫ তে এবং ১৩৬৭ তে শ্রীরঙ্গনাথন 'গ্রন্থাগার আইন' নিয়ে আর একটি বিস্তারিত ধারাবাহিক লেখা লেখেন। গ্রন্থাগার আইনকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করার জন্য আমাদের দেশের কেরল, মাদ্রাজের এবং রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি বিদেশের গ্রন্থাগার আইন পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামতও উপেক্ষিত হয়নি। প্রবীর চন্দ্র বসুর গ্রন্থাগার আইন সংক্রান্ত একটি লেখাও এই সময় প্রকাশিত হয়। এইভাবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনটি ত্রুটিমুক্ত ও সার্বজনীন করার জন্য দেশে-বিদেশের গ্রন্থাগার আইন নিয়ে গ্রন্থাগারের পত্রিকায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সম্পাদকের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থ সমালোচনা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় বিভাগ। আগে এখানে সব বিষয়ের বই নিয়ে পর্যালোচনা করা হত। পরে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার আন্দোলন ইত্যাদি সংক্রান্ত বই-ই সমালোচিত হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের নিরপেক্ষতা সকলের কাছে সম্পাদককে শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছিল। একটি উদাহরণ দিলে পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার নীতিটি বোঝা যাবে। ১৩৬৬-র ফাল্গুন মাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা বর্গীকরণ' বইটির সমালোচনা করেন অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। সমালোচনাটি প্রভাত বাবুর পছন্দ না হওয়াতে সম্পাদককে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠির উত্তরে সম্পাদক জানান "পত্রিকার গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমালোচনা করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকূল সমালোচনার জন্য অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিধাহীন নিষ্ঠা রাখিতে হয় বলিয়া আমরা এ ধরণের সমালোচনা হইতেও বিরত থাকিতে পারি না। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে এ ধরণের ক্ষেত্রে তাহারা যেন ভুল না বোঝেন। লেখকের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে কিছু মাত্র কম করিলেও চলে না" (বৈশাখ ১৩৬৭)। এই সঙ্গে তিনি সমালোচকের বক্তব্যও প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকার বার্তা বিচিত্রা, পরিষদ কথা ও গ্রন্থাগার সংবাদ — এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা থেকে 'বার্তা বিচিত্রা'য় শিক্ষা ক্ষেত্রের ও গ্রন্থাগার জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করা হত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে ও মফঃস্বলের পত্রপত্রিকা থেকে খবর সংগ্রহ করে সম্পাদক 'গ্রন্থাগার সংবাদ' বিভাগে পরিবেশিত করেছেন। সম্পাদক ভাল করেই জানতেন কেউ এগিয়ে এসে সব সময়ে খবর সরবরাহ করবে না। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থাগারে চিঠি পাঠিয়েছেন খবরাখবর পাঠানোর জন্য। তাঁর এই বিরামহীন প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার

পত্রিকার নিয়মিত সংবাদ পাঠানোর অভ্যাস গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল। 'পরিষদ কথা' বিভাগের জন্য পরিষদের কাজকর্মের প্রতিবেদন তিনি নিজেই লিখতেন। গ্রন্থাগার জগতকে বিভিন্ন খবরের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরায় পত্রিকার আকর্ষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গ্রন্থাগারের প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু ছবি থাকত। পরিষদের বিভিন্ন সভাসমিতি সম্মেলনের যে সব ছবি গ্রন্থাগারে ছাপা হয়েছে আজকে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। এই সব দুষ্প্রাপ্য ছবি সম্মিলিত 'গ্রন্থাগার' এর সংখ্যাগুলি শিক্ষণ ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত গবেষণার কাজে অত্যন্ত মূল্যবান। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সময় থেকেই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সমর্থনে বিভিন্ন চিত্র বা রেখাচিত্র মুদ্রিত করা চালু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আদিত্য ওহদেদারের 'গ্রন্থবিন্যা' প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থাগার ছিল শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয়জনতুল্য। প্রিয়জনকে সকলের সামনে সাজিয়ে ও দিয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি অনেক সময়েই নিরলস সাধনা করে গেছেন। অবশ্য পরিষদের আর্থিক অনটনের জন্য তিনি তাঁর প্রিয় 'গ্রন্থাগার'কে সব সময়ে মনের মতন করে সাজিয়ে প্রচার করতে পারেন নি।

সাধারণভাবে বাংলা পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে থাকে। সম্পাদকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাপার ভুল ও অশুদ্ধ বানানের হাত থেকে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাকে রক্ষা করেছে। কোন প্রবন্ধকারের লেখা ঠিক মতন না হলে তিনি লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করতেন। এর ফলে প্রবন্ধের গুণমান বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থাগার পত্রিকার সূচনা পর্বে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদনা লাভ করেছেন। তিনি কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে পত্রিকাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পাঠকদের কাছে অবশ্যপাঠ্য করে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরী সম্পাদকেরা সেই ভিত্তির উপরই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং পত্রিকাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছেন। পত্রিকার এই ধারাবাহিক উন্নতি পরিষদের সম্মান বৃদ্ধি করেছে পরিষদের প্রচার কাজে গতিবেগ সঞ্চার করেছে।

১৩৬৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে অরুণকান্তি দাশগুপ্ত যখন গ্রন্থাগার পত্রিকার দপ্তর হাতে নিলেন, তখন তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদক শ্রী গঙ্গোপধ্যায় সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন তার সেই উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করছি — "গ্রন্থাগারের পাঠকপাঠিকাকুল লক্ষ্য করে থাকবেন দীর্ঘকাল যাবৎ অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে নব পরিকল্পনায় নিয়মিত ও উন্নততর গ্রন্থাগার সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল তিনি বিদায় নিলেন। গ্রন্থাগারিকদের কাছে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও গ্রন্থাগার নাম দুটি প্রায় সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে। সিনেমা, গল্প উপন্যাস বর্জিত কোন মাসিকের এত দীর্ঘ আয়ু সুধী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের।" এই বক্তব্যটি প্রমাণ করে সম্পাদকরূপে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কতখানি সার্থক।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি সৃজনশীল সাহিত্য

Rev. Lal Bihari Day
Folk Tales of Bengal
Illustrations by : Krishnendu Chaki
120·00

গিরীন্দ্রনাথ দাস
বাংলা পীর সাহিত্যের কথা
বাংলা ভাষার পীর সাহিত্যের ওপর প্রথম বই
১৮০·০০

গোপালচন্দ্র রায়
জীবনানন্দ
জীবনানন্দ-ঘনিষ্ঠের জীবন ও কবিতার আলোচনা
৮০·০০

সুনীল কুমার ধর
অন্ধকারের অধ্যায়
কালো আফ্রিকার ওপরে এক বেদনা-বিধুর ঐতিহাসিক উপন্যাস
১০০·০০

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
নানা কণ্ঠ স্মৃতির ভিতরে
লেখকের ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র আলেখ্য
৪০·০০

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন ২৪১ ৮০৯২

সৌরেন্দ্র মোহন ঃ সহৃদয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী

গোপালচন্দ্র পাল

গত ১৯৯৭ সালের ১৪-১৬ই নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন পরম শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার শেষ চাক্ষুষ দেখা হয়। কিছু দিন আগে রোগভোগ করেছেন। তাই গৌর অঙ্গ কিছুটা ফ্যাকাশে লাগল। শুভেচ্ছা কিন্তু ঠিকই ছিল। শারীরিক কোন অসুবিধা আছে কি না, জানতে চাইলে নিত্যভাষীর স্বল্প বাক্যে উত্তর — 'না, না, ঠিক আছি। আপনারা কেমন আছেন? কুশল বিনিময় ছিল অকৃত্রিম।

তারপর — 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, ইয়াসলিকের অন্যতম সহ-সভাপতি, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৪-১২-৯৭ (বুধবার) দুপুরে অকস্মাৎ প্রয়াত হয়েছেন' — খবর হয়ে প্রচারিত হল।

দুঃখ পেলাম। পুরাতন স্মৃতিগুলি হৃদয়ের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে লাগল। কিছু মেরিতে হলেও ঐ পুরাণ কথারই কিছু উল্লেখ করতে চাই নিজে হাল্কা হওয়ার জন্য।

সৌরেন বাবুর কর্মজীবনের পরিধি পরিক্রমা আমার সাধ্য নয়। তাঁর জীবনের টেকনিক্যাল ও পেশাদারী দক্ষতার বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিরা নিশ্চয় করবেন। আমার আলোচনা কিছুটা নস্টালজিক।

ছাত্র জীবন থেকে আমার লাইব্রেরীর উপর একটা নেশা ছিল। তার পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে অদক্ষ আগ্রহী লোকদের যেমন নানা কৌতূহল ঘনীভূত হয় আমারও তাই হচ্ছিল। মনে প্রশ্ন জাগত গ্রন্থাগারের অনেক বই এর মধ্যে কী ভাবে ঈপ্সিত বইটি পাওয়া যায়? বাঞ্ছিত বইটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়? আরও অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি এমন সময় কোন শুভ সন্ধ্যায় পরিষদ গৃহে উপস্থিত হয়ে সৌরেন্দ্রমোহন প্রমুখ তখনকার তরুণ চঞ্চল কর্মীগোষ্ঠীর সান্নিধ্য লাভ করি। এটা পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ। তারপর থেকেই সৌরেনবাবু আমাদিকে নিজরূপে বন্ধুভাবে নিয়ে ধন্য করেছিলেন।

নানা বিষয়ে প্রায় চিঠি লিখতেন। আমাদের এ গ্রামীণ এলাকা, আমাদের লাইব্রেরী তাঁর চোখে অসামান্য মনে হত। ১৯৬০ এ ব্রুব সংহতির দশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকা 'আলো' সম্বন্ধে লিখলেন — 'মফঃস্বল তো দূরের কথা কলকাতাতেও খুব কম প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা পেয়েছি।'

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে গ্রামে-গঞ্জে চেতনা বৃদ্ধির জন্য অনেক লাইব্রেরী হয়েছিল। ১৯৪৭ এর পর সংখ্যাধিক্যে জোয়ার আসে। কিন্তু কুশলী কর্মীর সংখ্যা তো সীমিত। তাই পরিষদ শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করত। সেখানেও অন্যান্যদের সঙ্গে অগ্রণী আমাদের সৌরেন্দ্রমোহন। ১৯৬০ এর জুনে এক পত্রে লিখেছেন — 'পরিষদের নানা ঝামেলা, বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত শিবির শিক্ষণের ব্যাপারে সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত।''

১৯৬১ তে বিষ্ণুপুরে সম্মেলন হল। তিনি তখন 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক। যেহেতু আমাদের জেলায় সম্মেলন তাই তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ এল 'বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ অবিলম্বে দিতে হবে। সম্মেলনের পৃষ্ঠপটে। দ্বিতীয়তঃ যতদূর সম্ভব জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্মেলনে আসার জন্য পরিষদের তরফ থেকে আহ্বান জানাবেন।' তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে আনন্দ পেয়েছিলাম।

১৯৬১ সালের অক্টোবর আমাদের ব্রুব সংহতিতেও শিবির শিক্ষণ হয়েছিল জেলার গ্রন্থাগারিকদের। শিবিরের পূর্ব মুহূর্তে কলকাতার বাইরে থাকায় এবং কলকাতায় ফিরেই অন্য জরুরী কাজে জড়িয়ে পড়ায় নিজে এখানে আসতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু প্রবীর বাবু, মঙ্গলবাবু, চন্দ্রবাবু, সুকুমার চৌধুরী যেন বেশ কয়েকদিন থাকেন তাঁর ব্যবস্থা করেন। 'বিজয়দা, ফণীদার মধ্যে কেউ থাকেন' —তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। পরিষদের সম্পাদক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়ভূষণ রায় এসেছিলেন। '— ক্যাম্পে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম। কিন্তু বাধা পড়ায় অত্যন্ত খারাপ লাগছে।' —'ক্যাম্প চলা অবস্থায় গ্রুপ ছবি তুলবেন, বিস্তারিত বিবরণও লিখে পাঠাবেন।' — এমনই ছিল তাঁর আন্তরিক যোগ।

সৌরেন্দ্রমোহন 'আমাদীর রাষ্ট্রচিন্তা' বইএ নানা জননেতার চিন্তা ও কার্যকলাপ নির্ণয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। কিন্তু

তিনি নিজে বাঙালীর একজন হয়ে কোন ধারায় বিশ্বাসী? ডান, বাম, না, অন্য কিছু। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝা যেত তিনি সাধারণ হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি পছন্দ করতেন না। অথচ মানুষকে কেন্দ্রে রেখে একটা আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ বিপ্লবের পথে মানুষের যে উন্নতি ও বিকাশের ধারা মনবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাতেই সৌরেন্দ্রবাবুর মন সায় দিত। সে কারণেই মনবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ছিল দীর্ঘ দিনের। মানবতাবাদের উপর লেখায় তিনি আনন্দ পেতেন। আমাদের ধ্রুব সংহতির রজত জয়ন্তী স্মারক পত্রে তিনি লিখেছিলেন। — মানবতাবাদ গৌরব বৃদ্ধি করেছিল আর পত্রিকাটি বাড়িয়েছিল তাঁর আনন্দ। লিখেছিলেন — 'অনেক রাত অবধি স্মারক পত্রটি পড়ে ফেলি।' মনে রাখতে হবে তিনি তখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি ব্যস্ত মুখ্য গ্রন্থাগারিক পদে আসীন।

বাঁকুড়া জেলার আমাদের এই বালসী গ্রাম সম্বন্ধে কি জানি কেন সৌরেন্দ্রবাবুর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁদের কথার রেখায় মনে ছবি আঁকতেন। শেষে ১৯৮৩র ফেব্রুয়ারীতে সরস্বতী পূজার সারস্বৎ সম্মেলনে সস্ত্রীক এলেন। মঞ্চে মনোগ্রাহী বক্তৃতা করলেন।

কলকাতা ফিরে লিখলেন — 'বালসীর সব কিছু ভাল লেগেছে। আপনাদের পরিবারে সবাইকার আতিথেয়তা, সভার সুষ্ঠু আয়োজন, নৈশ সংগীতানুষ্ঠান ইত্যাদির কথা সবাইকে বলছি। যে বন্ধু আমার সঙ্গে যাবে বলেছিল সে আফসোস করছে।

আপনাকে নানা সময়ে অজস্র প্রশ্ন করে বিব্রত করেছি। কিন্তু একটা কথা ভাল করে জানা হয়নি। সেটা হল ধ্রুব সংহতির শিশু ও কিশোর বিভাগ সম্পর্কে। বিভাগটির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা আপনাদের গ্রামে যথেষ্ট আছে। বিনা চাঁদায় বিভাগটি গড়ে তুলুন।

কতটা আপন ভাবলেই তবে এসব প্রশ্ন আপনা থেকে মনে জাগে।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতেন, বড় মানুষের মধ্যে ছিল তাঁর বিচরণ। তবুও শিশু নিয়ে চিন্তা নূতন নয়। 'গ্রন্থাগারে-এর' ১৩৬৬ মাঘ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখতে পারেন— 'যে কোন মানুষই তার মনের সংকোচন সম্ভাবনাকে কাটিয়ে উঠতে পারে চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করে। শিশুদের ক্ষেত্রে এ সত্য আরও বেশী করে খাটে। কারণ তার অত্যন্ত তাজা চিত্তবৃত্তিগুলি স্বচ্ছ চেষ্টায় গভীর ভাবে আলোড়িত হয়। কাজেই চিত্তবৃত্তির এই অনুশীলনই শিশুর কল্পনাকে অসীম করে তুলতে পারে, আকাশকে গভীর করে তুলতে পারে।

পৌষ ১৩৬৫ থেকে ১৩৬৯ পর্যন্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সুযোগ্য রুচিশীল সম্পাদক আমাদের সৌরেন্দ্রমোহন। বিষয়ে ও আঙ্গিকে নূতনত্ব আনলেন। এ সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পড়েছিল। সে উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সংখ্যাটি হয়েছিল বেশ উচ্চাঙ্গের। মনে পড়ে চাহিদামাফিক বাড়তি সংখ্যা দেওয়া যায়নি। কোন সংখ্যা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল দিক নিয়ে, আবার কোন সংখ্যা শিশু ও শিশু গ্রন্থাগার নিয়ে ছাপা হত। বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল নব নবরূপ।

তিনি নিজ পেশায় নানা উচ্চ পদে থেকেও পরিষদের বড় কর্মকর্তার দায়িত্ব সযত্নে পালন করেছেন আমৃত্যু। স্বকীয়তা বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার বিরল গুণটি ছিল তাঁর করায়ত্ত। বিভিন্ন স্তরের কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দীর্ঘ দিন গ্রন্থাগার জগতের সেবা করেছেন। কারও সঙ্গে মনান্তর হয়েছে বলে শুনিনি। আজ তাই তাঁরা সহযোদ্ধারা স্মৃতির ফুলে পূজা করেছেন।

Phone 650 0820

A. S. ENTERPRISES

Deals in : All kinds of Printing & Office Stationery,
Computer Consumables & Accessories.
Bank Note Seal, 3D Hologram &
General Order Supplier

11/60, Balai Mistry Lane, Shibpur,
Howrah 711103

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রামকৃষ্ণ সাহা

সৌরেনদাকে প্রথম দূর থেকে দেখি নবদ্বীপে, দ্বাদশ গ্রন্থাগার সম্মেলনের সময় ১৯৫৮ সালে। ঐ সময় আমরা ঐ সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবী। পরিচয় অনেক পরে, কোন সালে মনে নেই তবে ১৯৬৯-৭০ নাগাদ পরিষদের কাউন্সিল সদস্য হওয়ার সুবাদে। ১৯৭০ সালে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে চলে আসার পর সৌরেন দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সৌরেন জায়া সুচিত্রাদি আমার সহপাঠিনী ও অনেক ব্রতের সঙ্গিনীও বটে।

সৌরেনদার মৃত্যু আমার কাছে অতি আকস্মিক। সংবাদ পাই কোয়েম্বাটুরে ইন্ডাসলিক সম্মেলনে। কাউন্সিল সভার পর ঘুরে এসে দেখি যতীন আর জগমোহনের মুখ থমথমে। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? মনে তখন চিন্তা - ঝগড়া হলো নাকি? যতীন বাইরে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করেই হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলো. টেলিগ্রামটা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এম. এন. নাগরাজের 'Souren passed away' । কি ভয়ঙ্কর শব্দ হলো! কিন্তু বিপর্যস্ত হলে চলবে না। সম্মেলন শুরুর প্রথমেই শোক সভা করা হলো এবং সম্মেলন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি উৎসর্গ করা হলো।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক, 'গ্রন্থাগার' ও 'পুরোগামী' পত্রিকার সম্পাদক, ঐতিহাসিক, চিত্রবিদ, 'বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তার' লেখক কিন্তু আমাদের কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগামী প্রাণপুরুষ। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যবহার করে নিজের আখের গোছানোর মত কোন স্বার্থ চিন্তা সৌরেনদার মধ্যে দেখিনি। সৌরেনদার সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে বিতর্ক হতো। অনেক সময়ই সৌরেনদার বাড়ীতে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে সকালে বা সন্ধ্যায় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। আমার স্বরগ্রাম অনেক সময়েই ভদ্রতার ডেসিবেল অতিক্রম করে গেলেও সৌরেনদাকে কখনো বলতে শুনিনি যে তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তার শিষ্ট ভদ্র এবং সভ্য আচরণ আমার ক্ষেত্রে প্রশ্রয় হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে। সৌরেনদাকে আমি এক lovable personality হিসাবে দেখেছি, যাকে ভালবাসা যায়। শ্রদ্ধা করা যায়। এরকম আমাদের আরেক শ্রদ্ধের এবং ভালবাসার পাত্র ছিলেন ফণিভূষণ রায়।

'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর সৌরেনদার প্রাথমিক উপদেশ ছিল লেখক তৈরী করো। উনি খুব খুশী হতেন যদি কোন নতুন লেখকের লেখা 'গ্রন্থাগার'-এ দেখতেন। তাঁদের প্রতি তাঁর প্রশংসাই শুনতে পেতাম। কখনো শুনিনি এটা হয় নি বা এটা ভুল। ফণিদার মধ্যেও এটা দেখি নি। অনেক লেখা নিয়ে গেছি ফণিদা বা সৌরেনদা কখনো বলেন নি এই বক্তব্য ভুল, বরং জানতে চাইতেন বক্তব্যের পিছনে যুক্তি কি, কেন বা কি বলতে চাইছ। বানান সম্পর্কে গুরুত্বের ছিলেন। বলতেন হাতের কাছে একটা অভিধান রাখবে। গদ্য — বড় জ্ঞান আমার কোন কালেই ছিল না এখনও হয় নি তবে যেটুকু হয়েছে তা সৌরেনদার পাল্লায় পড়ে। 'সাথে' কথা লিখলে বলতেন 'সঙ্গে' লেখ। সাথে শব্দ পদ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই যখনই কোন লেখায় 'সাথে' দেখি সঙ্গে সঙ্গেই সৌরেনদার সতর্কবাণী মনে পড়ে 'সাথে' নয় 'সঙ্গে'।

সৌরেনদার উৎসাহ ছিল দেশব্যাপী সার্বজনীন নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তব্য রাখা। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সপক্ষে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বক্তব্য রেখে গেছেন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভাগুলোতে। আমি নিজে দ্বিধাগ্রস্ত কারণ নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার চালু করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন রাজ্য সরকার হয়ত এত অর্থ দিতে পারবে না । বর্তমানে রাজ্য সরকার সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সঠিক ভাবেই এ প্রশ্ন মনে আসে শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জনের উপায়। দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির অন্যতম সোপান হলো শিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরে রাখা যাবে না। শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে উন্মেষিত করার জন্য আজীবন শিক্ষার প্রয়োজনে জ্ঞানের ক্রমবহমান ধারা জনগণের মধ্যে সঞ্চালনের আবশ্যিকতা রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন সংস্থার সে ক্ষমতা নেই। রেডিও টেলিভিশন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারে কিন্তু জ্ঞানের সঞ্চার ঘটানোর ক্ষেত্রে দুর্বল। জ্ঞান সঞ্চালনের অন্যতম পদ্ধতি হলো মুদ্রিত পুস্তক পাঠ। এজন্য একদিকে যেমন প্রচুর সহজ লভ্য জ্ঞান সমৃদ্ধ বই,

পত্র পত্রিকার প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন হাতের কাছে গ্রন্থাগার — যেখানে থাকবে অবাধ প্রবেশ।

সৌরেনদার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ধাপ হলো দিকে দিকে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। বই পড়া, বই পড়ানো ও গ্রন্থাগারে মানুষকে নিয়ে আসা। সৌরেনদা শুধু পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা ছিলেন না সারা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সৌরেনদার ভূমিকা ছিল। নেতৃস্থানীয় গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে সৌরেনদার নিয়মিত পত্র-বিনিময় হতো, ইয়াসলিকের সচিব হওয়ার সুবাদে বহু গ্রন্থাগারিকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিলো। যেখানে যেতেন সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তার অবস্থা, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পর সেখানে তার আন্দোলন জনসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন এবং কি খুঁটি নাটি বিষয়ও লক্ষ্য রাখতেন আর তুলনা করতেন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে। বিদেশে গিয়েও তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি দেখেছিলেন লক্ষ্য করেছিলেন তাদের কর্মধারা। সেই সব অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মধ্যে সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা করতেন।

আজ একবছর হলো সৌরেনদার জীবনাবসান হয়েছে। আমার মনে বারবারই সৌরেনদার স্মৃতি ভেসে ওঠে। সৌরেনদা বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন।

আপনার বই

ছোটদের প্রাচীনতম সাহিত্যের সেরা সংকলন —

মতি নন্দী'র ক্রিকেটের রাজাধিরাজ

৬৯ র‍্যাডম্যান ৩৫·০০

শতরূপা'র অভিনব রান্নার বই

কোন অসুখে কি খাবেন ৪০·০০

বরুণ চক্রবর্তীর সাহিত্য

অন্বেষা ৪০·০০

ড. নিতাই বসু'র

বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৬৫·০০

দিনেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত

পূর্ব বাঙলার লোকসংগীত ১০০·০০

পার্থপ্রতিম মন্ডল

কোথায় মেলে পাবেন টাকা ১৫·০০

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত

ছোটদের সংগ্রহে রাখার মতো দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সেরা শিশুসাথী ৮০

বিমল কর

একটি স্বপ্নের গলি ও কমুদ ৪০·০০

ওই ছায়া ৪০·০০

শ্রী পারাবত

মহম্মদ-বিন-তুঘলক ৭৫·০০

মনোমতী ৪৫·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একদা এক ৩৫·০০

অনীশ দেব

সাপের চোখ ৩৫·০০

আর্থার হেইলি

ডিটেকটিভ ১০০·০০

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

ফিস্ট অফ গড ৭৫·০০

■ পরিবেশিত বই ■

কালীপদ সরকার-এর স্মৃতিকথা

ভালোবাসার বন্ধনে ৫০

মঞ্জুল বসু সম্পাদিত

- স্বাধীন ভারতে বাংলা ও বাঙালী ৭০

শ্রীকেশ মিত্র

- বজবজের ইতিবৃত্ত ২৫

CHANDI SETH

- **A critical study of the Drama Mudrarakshasa of Visakhadatta Rs. 100/-**
  BELA BHATTACHARYA
  MANIBRATA BHATTACHARYA
- **Dynamics of Tribal Demography Rs 575/-**
  BELA BHATTACHARYA
- **Slums & Pavement dwellwerw of Calcutta Metropolis Rs. 150/-**
  Calcutta Slums Rs 200/-
  MANIBRATA BHATTACHARYA
- **Recent Trends in Acculturated Tribes of West bengal Rs. 300/-**

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ)

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন ২৪১ ০৩৬২

আমার দেখা সৌরেনদা

হিরণকুমার দত্ত

প্রয়াত ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বা সবার পরিচিত সৌরেনদা আজ আমাদের মাঝে নেই এটা ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের দৈনন্দিন কাজ কর্ম ও বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর উপস্থিতি এতই স্বাভাবিক ও নিশ্চিত ছিল যে মানুষটির অনুপস্থিতি আজও আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়।

সময়টা সম্ভবতঃ ১৯৬৩ সাল। হজুরীমল লেনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসে উপস্থিত কর্মকর্তাদের মধ্যে যার সৌম্যদর্শন, ঋজু, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা প্রথমেই নজরে পরত তিনি সৌরেনদা। ঐ সময়ে অবশ্য বি. এল. এ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ খুব একটা ঘটে নি। পরে বি. লি. এ. ও ইয়াসলিকের পরিচালন কমিটির সদস্য হিসাবে ওনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বয়সের ব্যবধান কমিয়ে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে যা আমার চির জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

সূক্ষ্ম রুচিবোধ, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় অনায়াস দক্ষতা, প্রতিটি কাজ আরো নিপুণ ও নির্ভুল ভাবে করার প্রবণতা সময়নুবর্ত্তিতা এবং সর্বোপরি দল-মত বয়স নির্বিশেষে সবার সঙ্গে মেশার ক্ষমতা প্রভৃতি গুনগুলি সৌরেনদার থেকে শিক্ষা নেওয়ার মত। তাঁর কাছে কোন চিঠির (বাংলা বা ইংরাজী) খসরা দেখাতে গেলেই উনি ব্যাকরণ ও ভাষাগত ত্রুটি গুলির উল্লেখ করে অভিধান দেখে সঠিক শব্দ ও তার প্রয়োগ দেখিয়ে দিতেন। তাঁর প্রদর্শিত অভিধান দেখার এই অভ্যাসটি আমাকে ও অন্যদের বহুভাবে সাহায্য করেছে।

তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক ছিল যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের, সমাজের যে বৈপ্লবিক উন্নতি সম্ভব শুধু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন তাই নয় সারা ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যাতে সুষ্ঠ, সময়োপযোগি, তথ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তার জন্য সারাজীবন ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রয়াত আর একজনের নাম না করে পারছি না — তিনি আমাদের প্রিয় ফণীভূষণ রায় বা ফণীদা। বিগত তিন দশকের বেশী আমি গ্রন্থাগারিকতার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহু দিকপাল গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু সত্যিকারের গ্রন্থাগার দরদী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম এইরকম ব্যক্তির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে খুবই নগন্য। বিগত কয়েকবছরের ব্যবধানে ফনীদা ও সৌরেনদার প্রয়াণের সাথে সাথে এই ধরণের ব্যক্তিত্ব ও দিশারীর সংখ্যা আরো কমে গেল। জানিনা অদূর ভবিষ্যতে পরের প্রজন্মের গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে এদের স্থান পূরণ হবে কিনা। আজ চতুর্দিকে মানবিক মূল্যবোধের অভাব অপসংস্কৃতি রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের পরিবেশে ওনাদের মত ব্যক্তিত্বের অকাল প্রয়াণ আরো বেশী বেদনাদায়ক।

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে তাঁর অবদান সর্বজনবিধিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু হলেও নিয়ন্তক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মত বিভিন্ন আলোচনা সভায় ও প্রবন্ধের মাধ্যেমে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) ও ইয়াসলিকের (IASLIC) সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। ইয়াসলিকের দুঃসময়ে ফণীদা, প্রবীরদা ও অন্যদের অনুরোধে সম্ভবতঃ ১৯৭৫-৭৬ সালে ঐ সংস্থার কর্মসচিব হিসাবে যোগ দেন। ইয়াসলিকের মুমূর্ষ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সবল, স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে সৌরেনদার অবদান সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। বস্তুতঃ অভিভাবক হিসাবে তাঁর অনুপস্থিতিতে ইয়াসলিক আজ কান্ডারীবিহীন নৌকার মত।

সৌরেনদার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করে পারছি না। মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকলেও ইয়াসলিকের কার্যভার গ্রহণ করার পর "বিশেষ গ্রন্থাগার", সম্পর্কে ওনার আগ্রহও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। উনি আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রয়োগ সম্পর্কে নিজেকে অজ্ঞ বলে মনে করতেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বিভিন্ন Study Circle ও আলোচনা সভায় ঐ সব নূতন বিষয়গুলির আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ সহকারে মনোনিবেশ করতেন। শুধু তাই নয় — বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত ঐ বিষয়গুলির উপর লেখাগুলি পাঠ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে কিভাবে সেগুলির সার্থক প্রয়োগ

ঘটানো যায় সে বিষয়ে ওনার সুচিন্তিত অভিমত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বেশ কয়েকবছর আগে ওনার উৎসাহে ও পরামর্শে ইয়াসলিক, NISSAT এর সহযোগিতায় T.T.T.I. Salt Lake এর সঙ্গে যুগ্মভাবে "Audio - Visual Aid" এর উপর Workshorp পরিচালনা করে। ঐ Workshop টির এতই চাহিদা ছিল যে একবছরের মধ্যে ইয়াসলিককে দ্বিতীয়বার ঐটি চালু করতে হয়। পরবর্তীকালে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে Audio-Visul Aids ও অন্যই তথ্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার উপর ওনার সুচিন্তিত অভিমত ও আগ্রহের কারণেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য হিসাবে ঐ বিষয়টি গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও পরিচালনার উপর প্রকাশিত সর্বভারতীয় পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থের একক সংগ্রহ হিসাবে তাঁর নিজের গ্রন্থাগারটির মূল্য যে কোন গবেষকের কাছে অপরিসীম। সারাদিন গ্রন্থাগারিকতার কাজ চালানোর পর রুটিন মাফিক. BLA. IASLIC. ছাড়াও অন্যান্য আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যায় উপস্থিত হওয়া ও বিভিন্ন কাজকর্মে সহযোগিতা করার মধ্যে নিরলস প্রয়াস আজকের যুগে আদর্শ স্থানীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ইয়াসলিকের সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে কলকাতা থেকে আমরা একদল গ্রন্থাগার কর্মী ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ের থেকেও আরো বেশী আকর্ষনীয় ছিল ভোরবেলা ও সন্ধ্যার আলোচনাসভার শেষে সৌরেনদার ঘরে বিরাট মজলিশ। সারাদিনের ভাবগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনার পর ঐ আড্ডার বিষয়বস্তু পুরানো সম্মেলনগুলির সম্পর্কে মজার মজার ঘটনা। আড্ডায় অংশ নিতেন প্রবাসী বাঙ্গালী গ্রন্থাগার কর্মীরা আর কলকাতা থেকে ফণীদা, প্রবীরদা, নির্মলদা, রামকৃষ্ণ, অরুণ, শ্রী কাপুর, শ্রী কুলকার্ণি, শ্রী নাগরাজ প্রভৃতি। এই মজলিশের আকর্ষণে অন্য ভাষাভাষী গ্রন্থাগারিক তাতে যোগ দিতে ছাড়তেন না। আড্ডার আর একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল সুচিত্রাদির হাতের "চা" এবং মুখরোচক "টা"। এইসব প্রবীন গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুপস্থিতিতে এখনকার গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির আকর্ষণ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

সৌরেন দার মানবিক দিকগুলির অনেক কিছুই অজানা ছিল। তাঁর স্বরূপসভায় প্রথম জানলাম যে এই প্রচারবিমুখ ব্যক্তিটি BLA ও IASLIC ছাড়াও সামাজিক, বৈজ্ঞানিক বহু প্রতিষ্ঠানকে ও ব্যক্তিকে আর্থিক অনুদান দিয়ে যেতেন নিয়মিত। এ. হেন মহান সদাহাস্যময়, কর্মযোগী, উদাত্তকণ্ঠ, আত্মবিমুখ, পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অভিভাবকত্ব, স্নেহ ও পরামর্শ আমার আগামী দিনের পাথেয়। আমাদের প্রিয় সৌরেনদার অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ করার কাজে এবং তাঁর স্বপ্নের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িতকরার লক্ষ্যে আমরা যদি নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু সাহায্য করতে পারি তাহলে সেটিই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

Sponsored গ্রন্থাগার কর্মীদের নূতন বেতনক্রমের যাবতীয় তথ্য সমন্বিত আদেশনামা,
বেতন কাঠামো, কার বেতন কত হবে তার হিসাব (Ready Reckoner)

Revision of Pay and Allowances Rules, 1998 Relating to the Employees of the Libraries Sponsored by MEE Department, Handicapped Institutions Sponsored by MEE Department, Audio-visual units run by voluntary organisation and sponsored by MEE Department —

প্রকাশিত হয়েছে সীমিত সংখ্যায় — দাম ১২·০০ মাত্র।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কিম নং ৫২

কলিকাতা ৭০০ ০১৪

সীমার মাঝে অসীম তুমি

জগমোহন দাস

দু দশকের বেশী আগেকার কথা। তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। পরীক্ষা শেষে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে অনুরোধ করলেন কলেজস্ট্রীটে এই রকমই এক গ্রন্থাগার সংগঠন "ইয়াসলিকে" গিয়ে সামান্য একটা কাজ করে দিতে। তখন ইয়াসলিক কোথায় জানতাম না।

কথামত ঠিকানা খুঁজে উপস্থিত হলাম। তখন ইয়াসলিকের ঠিকানা ছিল কলেজস্ট্রীটে এলবার্ট হলে, সুপরিচিত কফি হাউসের পাশে। ছোট্ট এক ফালি ঘর। বই ভর্তি আলমারির সারি। টেবিল, চেয়ার। চলাফেরার জায়গা ছিল সামান্য। একটু ভিতরে এক টেবিলে একমাত্র যিনি বসে ছিলেন তাঁর হাতে চিঠি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। পথে আসতে কেন কষ্ট হয়েছে কিনা খবর নিলেন। তারপর কাজটা দিয়ে অনুরোধ করলেন যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বলবেন আর তেমন অসুবিধা হলে করতে হবে না। কাজটা ছিল খুবই সাধারণ, সহজসাধ্য, সামান্য। কাজের কথা যিনি বললেন, পরে জেনেছি, তিনি হলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গত ফণিভূষণ রায় মহাশয়। কাজটা মনোযোগ দিয়ে করছিলাম। ঘরেতে একে একে অনেক গ্রন্থাগারিকের সমাবেশ হল। কাজটা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ভাবছি যিনি কাজ দিয়েছিলেন তাঁকে দেখে কি করে। যদি ভুল হয়, কি ভাববেন, কি মনে করবেন। তাঁকে ঘিরে আলোচনা চলছে।

পরক্ষণেই সামনে উপস্থিত হলেন সৌম্য দর্শন, ঋজুকায়, উজ্জ্বলবর্ণ, শুভ্রকেশ এক গ্রন্থাগারিক। নাম জানি না। পরে জেনেছি। কাজটা দেখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন "বাঃ খুব ভাল হয়েছে।" ইনি সুপরিচিত, শ্রদ্ধেয়, প্রজ্ঞাবান ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। আরো বললেন — "অসুবিধা না হলে আবার আসবেন, অবারিত দ্বার"। অনেক কথা হল সংগঠনের কথা, গ্রন্থাগারিকদের কথা।

কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই থেকে ইয়াসলিক যাওয়া আজও চলছে। বছরের পর বছর বিরামহীন। যাওয়ার আকর্ষণের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সৌরেনদা। পরে এমনও হয়েছে একদিন না গেলে উনি পরে খোঁজ নিতেন, সবিস্তারে। সম্পর্কটা পরবর্তীকালে এত সুনিবিড়, ব্যাপক সীমাহারা ছিল যা সীমাবদ্ধতার অতীত। এত আন্তরিকতা ভবিষ্যতে আর পাব বলে মনে হয় না।

অতীতে ফেলে আসা সামান্য এক ঘটনার কথা লিখি। হঠাৎ একদিন দেখলাম কলেজস্ট্রীটে ইয়াসলিক অফিস তালাবন্ধ। তখন ইয়াসলিক অফিস বিনা ভাড়ায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একটি ঘরে ছিল শুধু মাত্র সান্ধ্যকালীন সময়ের জন্য। আই. এস. আই একরকম হঠাৎই বিনা আলোচনায় তালা বন্ধ করেছিল। সারাদিন এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত যোগাযোগ করেও সুরাহা হল না। তখনকার মত স্থির হয় যে ইয়াসলিক যদি স্থান ত্যাগ করে তবেই মালপত্র বার করার জন্য 'তালা' খোলা হবে। অগত্যা কাঁকুরগাছিতে ইয়াসলিকের অসমাপ্ত বাড়ীতে স্থানান্তরের জন্য মাল-পত্তর লরীতে তোলা হল। যাত্রা কলেজস্ট্রীট থেকে কাঁকুড়গাছী। নেতৃত্বে ছিলেন সৌরেন দা ও সুচিত্রাদি, আমার মতন কয়েকজন। সারাদিন লেগে গেল। দুপুরে রাস্তার অনামী এক হোটেলে আমরা সকলে সামান্য লাঞ্চ করলাম।

ইয়াসলিকের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। অস্থায়ী কিছু কর্মচারীদের মাহিনা ঠিক মতন দেওয়া যেত না। সৌরেন দা অনেক সময় নিজে থেকে অনেক টাকা দিতেন কাজ চালু রাখার জন্য। সেই শোচনীয় দুঃসময় থেকে ইয়াসলিক সম্পাদক ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় আস্তে আস্তে গড়ে তুললেন ইয়াসলিকের আর্থিক অবস্থা। মজবুত করলেন সংগঠন। স্থায়ী তহবিল তৈরী করলেন। একতলা থেকে তিন তলা ইয়াসলিক বাড়ী হল। স্থায়ী ঠিকানা হল।

বর্তমানে ইয়াসলিক স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার পরিষদ, সুসজ্জিত, ফোন, কমপিউটার, টাইপ মেসিন, ডুপ্লিকেটিং মেসিন, প্রজেক্টর, মেসিন, জলের পাম্প মেসিন, ইনভার্টার, নতুন নতুন র‍্যাক, চেয়ার টেবিল, মিটিং রুম ইত্যাদি আরো কত কি।

সামগ্রিক উন্নতির কর্ণধার গ্রন্থাগার জগতে সুপরিচিত সৌরেন দা, গাঙ্গুলি বাবু বা সৌরেন বাবুর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সঠিক নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে। সৌরেনদা এক দৃষ্টান্ত, এক ইতিহাস।

যে কোন মিটিং-এ সৌরেনদার (ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়) উপস্থিতি, আমি যা দেখেছি, এক নতুন মাত্রা এনে দিত। তা সে মিটিং অর্থাৎ সভা যে রকমই হোক না কেন কার্যকরী সমিতির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, পাঠ-চক্র বা কোন সম্মেলন। মিটিং-এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মিটিংকে ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। সৌরেনদা নিজে প্রতিটি মিটিং-এ উপস্থিত হতেন হাতে সময় নিয়ে। সৌরেনদা যদি নিজে মিটিং পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন তা হলে এটা ঠিক সময়ে শুরু করা ও যথা সময়ে সমাপ্ত করার প্রতিও নজর রাখতেন। মিটিং-এ আরো অভিজ্ঞজনের উপস্থিতির জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তারল বিদগ্ধজনের বা অভিজ্ঞজনের সামনে নিত্য নতুন প্রস্তাব বা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা বা মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন অর্থাৎ সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তকে অনুমোদনের জন্য পেশ করতেন। মিটিং-এ বক্তব্য রাখার জন্য নবীনদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করতেন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে প্রস্তুতি বা হোমওয়ার্ক করতেন।

ভাবতে অবাক লাগে মিটিং চলাকালীন যতই তর্কবিতর্ক হোক না কেন মিটিং শেষে সব ভুলে গিয়ে সকলের সঙ্গে থাকে শুধু আন্তরিক সহযোগিতা। এমন অনেক সময় দেখা যেত সে প্রস্তাব উপস্থাপনা করার পর সভায় বক্তা নেই, সকলেই চায় যেন নির্বাক সম্মতিতে বিষয়টা গৃহীত হোক। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে আলোচনার দরকার আছে। তখনই সৌরেনদা নিজগুণে মূল আলোচ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত সূত্র আকারে আবার উপস্থাপনা করতেন। আলোচনা আবার সুরু হত। বিষয়ের সঙ্গে বক্তার মানসিকতা, এবং সমন্বয় সাধন কাজ, বিশেষ করে উদ্ভূত ক্ষণিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আপাতদৃষ্টিতে সহজ হলেও সহানুভূতি, আন্তরিকতা, আলোচনাকে বিষয়মুখী করা, বুদ্ধির ও প্রজ্ঞার অতীব প্রয়োজন, যা সৌরেনদার মধ্যে ছিল অনেক সময় দেখা যায় যে মিটিং-এর পর অনেক গুঞ্জন বা আলোচনা হয়েছে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তও যথাযথ হয়েছে পরিস্থিতি বিশেষে অনেকেরই মনে হত "অনেক কিছু বলার ছিল, বলা তো হ'ল না . . . ."।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। সৌরেনদা সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন ছোট একটা নোট প্যাড্। মিটিং চলাকালীন সকলের অজান্তে কখন যে নোট প্যাড্ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন তা অনেক সময় পাশে বসেও টের পেতাম না। মিটিং শেষে দেখতাম অনেক কিছু পয়েন্ট লেখা হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে আমি দেখেছি এই 'নোট্ প্যাড্' অনেক দরকারী।

সভার কথা লিপিবদ্ধ করা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সৌরেনদার এ বিষয়ে যেহেতু অনেক পড়াশুনা বা অভিজ্ঞতা আছে সেহেতু লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে শতকরা একশ ভাগ সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য দরকার হলে আবার আলোচনা বা পড়াশুনা করতেন। আমি একজন শ্রোতা হয়ে থাকতাম। পরবর্তীকালে এক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। অনেক কথার মধ্যে শুধুমাত্র একটা অংশ উল্লেখ করছি স্বল্পপরিসরে।

এই লেখাটা মূলতঃ কোন প্রবন্ধ নয় ; শুধুমাত্র একটা স্মৃতি-চারণ। দীর্ঘদিন সংগঠন সূত্রে উপস্থিতি ও মতবিনিময়ের মধ্যেদিয়ে অনেক কিছু বিষয়ের প্রকৃত সত্য যাচাই-এর জন্য বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত আলোচনার অনেক কথার মধ্যে দু'চার কথার সামান্য উদ্ধৃতি এর উদ্দেশ্য। যদিও এ রকম কিছু লিখতে হবে বলে কোনদিনই বিন্দুমাত্র ভাবিনি। অঘটন ঘটেছে বলেই লিখছি।

প্রথমেই উল্লেখ করি মিটিং-এর নোটিস লেখা নিয়ে। সৌরেনদার বক্তব্য নোটিস হবে যথাযথ নির্ভুল ; প্রয়োজনে অভিধান, থেসারস, বাণিজ্যিক, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ইত্যাদি সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে। আলোচ্য (Agenda) লেখার বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সাজাতে হবে। কাজটা একটু চিন্তার বিষয়। আগে কি আসবে পরে কি যাবে, অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় কোথায় থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়শই আলোচনা করতাম সৌরেনদার সঙ্গে। একবার এক নোটিস্-এর চিঠিতে Agenda জায়গায় Agendas অর্থাৎ 'এস' যোগ করে বসড়াটা সৌরেনদা আমাকে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে 'এস'টা কেটে বললাম — হয় না। আলোচনা হল অনেক। Agendum — singular number, Agenda — plural number কথাটা যেমন ঠিক তেমনি সম্প্রতি পরিবর্তিত, সংশোধিত ও সদ্য প্রকাশিত ইংরাজী অভিধান অনুসারে Agenda — singular number. দেখা হল সদ্য প্রকাশিত New Oxford English Dictionary। ইংরাজী পরিবর্তনশীল ভাষা। বহুল ব্যবহৃত না হলে নতুনকে মেনে নেওয়া বাস্তবে কঠিন। যদিও সৌরেনদা বরাবরই প্রচলিত চিন্তা ভাবনার অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। একমাত্র কারণ ছিল — অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ে।

যাঁরা লেখেন বা প্রুফ দেখেন তাঁদের নিশ্চয়ই এসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। ভাষা ও তার ব্যাকরণ জানা যেমন প্রয়োজন তেমনি গুছিয়ে লেখার দক্ষতাও থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয় সৌরেনদার এইসব গুণ একটু বেশিই ছিল ; যা সচরাচর দেখা যায় না। এজন্যই এটা উল্লেখ করছি।

সৌরেনদা বলতেন — মিটিং-এর প্রতিবেদন লিখতে হলে (যেখার মতন লিখতে হলে) চাই ব্যাকরণ-সংগত শুদ্ধ লেখা তা সে যে কোন ভাষাতেই, ইংরাজী বা বাংলা, হোক্ না কেন। এতে সংগঠনের মান কেন কিছুটা বর্তায়। বিষয়টা তেমন কঠিন নয়, একটু রপ্ত করলেই সড়গড় হয়ে যায়। সময় বিশেষে কর্মবাচ্যে সংযোজককে-ক্রিয়াবাচ্যে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাতে লেখার সময় শুদ্ধমতে ক্রিয়াপদ শেষে ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দিতেন আর ইংরাজীতে পদান্বয়ী-অব্যয় এর প্রয়োগে সতর্ক হতেন।

সম্পাদনার অভিজ্ঞতা সৌরেনদার অনেক বেশী ছিল বলেই মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি অনুচ্ছেদ, প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি বানান পূর্বাপর দেখতেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো নজর রাখতেন কিছু বিষয়ে যেমন, অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন, বাগাড়ম্বর, অনুচ্ছেদ-পরিপূর্ণতা, যথার্থ শিরোনাম, ইত্যাদি। বলা হয়েছে — "Editors are expected to check not only every sentence, but every word, not only every word, but every letter of a word ; not only letter, but every mark on the copy that is passed". [সম্পাদকদের শুধু প্রত্যেক বাক্য খুঁটিয়ে দেখাই কর্তব্য নয়, প্রত্যেকটি শব্দ, কেবল প্রত্যেকটি শব্দই নয়, প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিটি অক্ষর ; শুধু প্রতিটি অক্ষরই নয়, যে কপি পাঠানো হল তার প্রতিটি চিহ্নই-খুঁটিয়ে দেখা]

সৌরেনদার অভিজ্ঞতা এতো বেশী ছিল যে ছাপার প্রথম প্রুফ দেখে অনায়াসেই বলে দিতেন কোথায় ভাঙা টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে বা কোথায় ভুল করে আপার কেসের জায়গায় লোয়ার কেস বা লোয়ার কেসের জায়গায় আপার কেস বা বোল্ড্ টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। নিয়ম করে একবার বা দু-বার নয় যতক্ষণ না নির্ভুল ছাপা হয়েছে ততক্ষণ তিনি প্রিন্ট অর্ডার দিতেন না। নিজের চোখে অনেক সময় ছাপার ভুল অসাবধানে বাদ পড়ে যায় বলে অন্যের সাহায্য নিতেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন।

এই বিষয়ে লেখা এখানেই শেষ করলাম। অনেক কথা, অনেক আলোচনা, অনেক অভিজ্ঞতা-মতামত লেখা বাকী রয়ে গেল। এ বিষয়ে কিছু লিখব বলে ভাবিনি কোনদিন। হঠাৎই চলে গেলেন। অনেক লেখা অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। ভাবতে অবাক লাগে যিনি অনেক কাজের মধ্যেও সহযোগীদের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন নিয়মিত। প্রয়োজনে শরীরে উপস্থিত হতেন। সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। সেই শ্রদ্ধেয় ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এর শেষ যাত্রার সময় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। তখন যে সৌরেনদার হাতে গড়া আমি ছিলাম ইয়াসলিকের কনফারেন্সের জন্য কোয়েমবাটুরে এখন ভাবি সংগঠনের স্বার্থে প্রচার বিমুখ সৌরেনদা যেমন কাজ করতেন নিঃশব্দে তেমনি চলেও গেলেন নিঃশব্দে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব

প্রয়াত ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে

জানাই শ্রদ্ধার্ঘ

বোনা

৭৩, মহাত্মা গন্ধী রোড

কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ — ২৪১ ০৩৬২

খেলার ছলে ষষ্টিচরণ

অরুণ রায়

সৌরেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় কি এল এতে এসেই। যখন সার্টিফিকেট কোর্স করতে (১৯৬২-৬৩) এলাম, ক্লাস হতো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এ, উইক-এন্ডে সেশান। ৩৩নং রফুরীমল সেন এর চার কামরার অফিস। মাঝের লম্বা ঘরটি ছিল গ্রন্থাগার ও ছোটখাট সভা করার জায়গা। পরিষদের গ্রন্থাগারে দল বেধে ডিউই সিডিউল নিয়ে কাজ করতাম। প্রধানত এই ঘরের ভেতর দিয়েই নেতৃবৃন্দ যেতেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। পাতলা চেহারা, ধুতির কোচা দুলছে, চোখে কালো চশমা, আসতেন প্রমীলচন্দ্র বসু, স্ট্যালিনের মত গোফ, পাশ থেকে দেখলেও কিছুটা ঐ রকমই গম্ভীর, ক্ষপিভূষণ রায় (পরে দেখেছি রসের ফল্গু ধারা) ; বড় টিকি, হাতে বাঁশের ছাতা, দ্রুত প্রবেশ করতেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, আর এক শীর্ণ দেহী বৃদ্ধকে দুই একবার দেখেছি, নাম শুনেছি ভিনকড়ি দত্ত। এক বড়সড় চেহারার মহিলা পান খেতে খেতে আসতেন, কমবেশী সবাইকে অকৃপণভাবে ধমক ও দিতেন, কিন্তু তাতে কেউ কিছু মনে করতেন বলে মনে হয়না, বাণী বসু। কেশকন সাহেবকে যাদবপুরে কাজ করার সুবাদে চিনে গেছি ততদিনে, কারণ মাঝে মধ্যেই তিনি যাদবপুর আসতেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা হিসাবে। প্রবল প্রতাপ তাঁর, তিনিও দেখেছি, বাণী বসুকে বাণীদি বলেই সম্বোধন করছেন। পরিষদের গ্রন্থাগারিক ছিলেন চঞ্চল কুমার সেন নামের সঙ্গে যার স্বভাবের মিল নেই, খুবই অচঞ্চল।

যখনই গিয়েছি আরও কয়েকজন যুবক, সংখ্যায় ৪-৫ জন বেশ তর্কাতর্কি করতে করতে, কখনও সামনের ঘরে অফিসে কিছু কাজকর্ম সেরে ভেতরের ঘরে ঢুকে যেতেন, তার ভেতরই গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী সামনে দুই পকেট দেওয়া সাদা জামা গায় মানুষটি হাঁক দিতেন বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে 'হরেন, চা'। ইনি সুনলাম সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক, পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক। অন্য যাঁরা থাকতেন প্রায়শ্চ এ দলে, তাঁরা অরুণকান্তি দাশগুপ্ত, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (শেষোক্ত দুজনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে কর্মসূত্রে), গণেশ ভট্টাচার্য। মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম কয়েকদিনেই, যে এরা যতই তর্কাতর্কি করুন না কেন, সব কয়জনই কাজের বেলায় এক।

সার্টিফিকেট পরীক্ষা হলো, পাশ করলাম, পূর্ণমিলন উৎসব নিয়ে কিছুদিন মাতামাতির পরে আস্তে আস্তে পরিষদের কাজে যুক্ত হলাম।

পরিষদের বাড়ি তৈরী হবে, সি. আই. টির কাছ থেকে প্রায় তিনকাঠা জমি কেনা হয়েছে, নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বাড়ি করার জন্য। কর্মসচিব বিজয়নাথের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রীর পরিচিতিই পরিষদের ভরসা।

এক রবিবার বিকালে মনে হচ্ছে পুরানো 'গ্রন্থাগার' মাসিকের সাজিয়ে প্যাক করছি, সৌরেনদা এলেন, যথারীতি হরেনের চা এলো, তিনি কিছুক্ষণ অন্য কি কাজ করবে, আমার এর পরে আর কোন কাজ আছে, না বাড়ি যাব জানতে চেয়ে বললেন, 'চল একটা জিনিস দেখে আসি'। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম পরিষদের জমিটার অবস্থা দেখতে যাবেন। শিয়ালদহের মোড়ে এসে সি. এসটি.সির ১০নং বাস ধরে পদ্মপুকুরে নামলাম, একটু হেঁটে আবর্জনায় ঢাকা একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন এই হচ্ছে আমাদের বাড়ির জায়গা। পূর্ববাংলার বিশাল বিস্তারে বেড়ে ওঠা আমার যেখানে নিশ্বাসের হাতছানি ছিল সীমারেখা, ঐটুকু জায়গা আমার পছন্দই হলোনা, বললামও সেকথা। সৌরেনদা একটু হেসে বললেন চল চা খাই। চা খেতে খেতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন যে এইটুকু জমির উপর বাড়ি করার টাকাই পরিষদ তখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি, এক সরকারী অনুদান পাওয়া গেলে তবেই বাড়ির কাজ আরম্ভ করা যাবে।

দ্রুত দিনগুলি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে থাকল, এর মধ্যে সৌরেন্দ্রমোহন সৌরেন দা হয়েছেন, সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি মিলেছে। সৌরেনদা, প্রবীরদার সঙ্গে পুরুলিয়া গেছি পি. এল. এ. ইর জেলা সম্মেলনে যোগ দিতে। লালবাসে চেপে (তখন ২টা বাস ছিল লাল রংয়ের পুরুলিয়া যাওয়া-আসার)। এ ধরণের খরচের পয়সাটা তখন পরিষদের থেকে দেওয়ার সামর্থ ছিলনা, নিজেদেরই বইতে হতো। আমার

খরচটা বহন করলেন আমার দুই অভিভাবক। এর মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গুলির অফিস সামলানোর ভার পড়েছে, গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় বাড়ছে, সব কাজেই সৌরেনদা আছেন সঙ্গে, অন্য নেতৃবৃন্দও কাজ করার উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

এই সময়, বোধ হয় ১৯৬৫ সালে ঠিক হলো এবার বাড়ির কাজ আরম্ভ হবে। পরিষদের অন্যতম হিতৈষী, পরবর্তীকালে সভাপতিও হয়েছিলেন, সি. এম. পি. ওর তৎকালীন মুখ্য বাস্তুকার প্রয়াত সুখানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাড়ির নক্সা করার দায়িত্ব নিলেন। নক্সা কর্পোরেশন থেকে পাশ করানোর ভার পড়লো সৌরেন্দ্র মোহনের উপর। কি আন্তরিক ভাবে যে তিনি সেই চেষ্টা করছিলেন মাসের পর মাস, যাঁরা দেখেন নি তাঁরা ঠিক বুঝতে পারবেন না। এমনি একদিন সন্ধ্যায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় বিধ্বস্ত, বিরক্ত সৌরেন্দ্র মোহন জানালেন যে পরিষদ ভবনের নক্সা তাড়াতাড়ি পাশ করাতে হলে বিশেষ কোন এক ব্যক্তিকে দেড় হাজার টাকা নজরানা দিতে হবে, সঙ্গে তিনি এও জানালেন যে বিষয়টা অনৈতিক ও এই প্রক্রিয়ায় তার সম্মতি নেই। সুখের কথা অন্য সদস্যরাও এই প্রস্তাবে একমত হলেন। আর দুঃখের বিষয় হলো যে নক্সা পাশ হতে আরও দেড় বৎসর সময় লাগলো, বাড়ি করার খরচও অন্তত ১০% বাড়লো।

এক সময় নক্সা পাশ হলো। সৌরেনদা তখন বাটার এ্যাম্বাসাডার জুতো পরতেন, একদিন শুধু নূতন জুতো দেখিয়ে বলেছিলেন দেখ বিএল-এর বাড়ির নক্সা বার করতে গিয়ে আমাকে তিনজোড়া জুতো কিনতে হলো।

কার্যনির্বাহক সমিতিতে ঠিক হলো ডঃ রঙ্গনাথনকে দিয়ে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে, তাঁর সম্মতিও পাওয়া গেল। পরিষদ ভবনের জায়গায়ই অনুষ্ঠানটি হবে এটাও ঠিক হলো। ভিত্তিপ্রস্তরের বয়ান ঠিক হলো, কিন্তু তা লেখা হবে কোন ভাষায় — বাংলায় না ইংরেজীতে। এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক। কিন্তু বিতর্কের শেষে ঠিক হলো বাংলাতেই হবে। আর ওটা করানোর দায়িত্ব নিলেন সৌরেনদা আর প্রবীরদা। একজন ইংরেজীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন অন্যজন বাংলার পক্ষে। এই ভিত্তিপ্রস্তর আনতেও গেলেন ওরা দুইজনই। আর তাঁদের কাছ থেকেই শোনা — রিক্সা করে আনার সময়েও দুজনে এই নিয়ে তর্ক করতে করতেই ফিরেছেন, কিন্তু আসল কাজ, মত বিরোধ থাকলেও যথাযথ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। আজও বিএল-এর অজস্র অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐ অনুষ্ঠানটির ঔজ্জ্বল্য কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি আমার কাছে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বাড়ি তৈয়ার করার সময় প্রাত্যহিক দেখা শোনাটা প্রধানত সৌরেনদাই করেছেন।

যে ঠিকাদার কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার কাজের চেয়ে পয়সার দিকেই লোভ ছিল বেশী, আর এই নিয়ে সৌরেনদার সঙ্গে তার খিটিমিটি লেগেই থাকত। একটি পয়সাও হিসাবের বেশী দিতে রাজি হতেন না সৌরেনদা। একদিন দেখলাম প্রায় সম্পূর্ণ এক তলার পরিষদের নূতন দারোয়ান নিয়োগ হয়েছে। সৌরেনদা এলে জানতে পারলাম লোকটি ছিল আমাদেরই বাড়ির ঠিকাদারের দারোয়ান। বেচারা লোকটিকে ঠিকাদার ঠিকমত মাস মাইনেটাও দিতনা, না খেতে পেয়ে লোকটি কাঁদছিল। সব শুনে সৌরেনদা তাকে নিজে থেকে কিছু পয়সা দিয়ে (এমন অনেককেই তিনি দিতেন) জিজ্ঞাসা করেন যে সে পরিষদের দারোয়ানের কাজ করবে কিনা। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয় ও কাজ পায় — আর একথা এখানে না উল্লেখ করলে অন্যায় হবে যে সে তার কাজে কখনও গাফিলতি করেনি বা পরিষদের প্রতি তার অনুগত্যের অভাব ঘটায়নি - পুরানো যাঁরা আছেন, নিশ্চয়ই মনে আছে ধরমশাহুর কথা। এই নিয়ে সৌরেনদার সঙ্গে কন্ট্রাক্টরের খুব মন কষাকষি হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে সৌরেনদা তার লোককে ভাঙিয়ে নিয়েছেন।

নূতন বাড়িতে এসেছি, একতলা দোতলা মোটামুটি শেষ হয়েছে, কিন্তু গরমে বসা যাচ্ছেনা, কারণ ফ্যান নেই, পুরানো অফিসে ডি. সি. ছিল এখানে এ.সি.। দেখা গেল অন্তত পাঁচটা ফ্যান কিনতে হবে। বিএল-এর ভাড়ার শূন্য। হাতপাতা হলো কল্পতরু ফণিভূষণ রায়ের কাছে। সেই টাকা নিয়ে সৌরেনদার সঙ্গে এজরা স্ট্রিট-এ গেলাম। কোন দোকানে সস্তায় ভাল ফ্যান পাওয়া যাবে খুঁজতে খুঁজতে ঐ মহল্লার এমন কোন দোকান বাঁকি থাকলো না দামদস্তুর করতে। সেই ফ্যান গুলি আজও চলছে কিনা সেরামতেই।

বিএলএ-তে বাংলা টাইপরাইটার মেশিন কেনা হবে রেমিংটন কোম্পানী থেকে, কিভাবে সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। গেলাম রেমিংটন এর অফিসে সৌরেনদার সঙ্গে দামটাম জিজ্ঞাসা করতে করতে হঠাৎ দেখলাম কবি অরবিন্দের দর্শন নিয়ে ঐ অফিসেরই একজনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ ভদ্রলোকের দৌলতে ১৫% কমদামে টাইপরাইটার কিনে ফিরে এলাম।

অফিসে কাজ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছে, বাড়ি যেবার জন্য বেরোচ্ছি, লক্ষ্য করতাম সৌরেনদা উঠে আলো-পাখাগুলি নিবিয়ে দিচ্ছেন, অনর্থক যাতে বিএলএ-কে ইলেকট্রিক বিল বেশী না দিতে হয়।

সৌরেনদার সঙ্গে তার পরে বহু সভা সমিতিতে, সম্মেলন-আলোচনা চক্রে গেছি, পশ্চিমবাংলার বাইরেও, লক্ষ্য করেছি তিনি একটা নোট প্যাড সঙ্গে রাখতেন, যা কিছু নূতন বা উল্লেখযোগ্য মনে হতো তা লিখে নিতেন, পরে অবসর সময়ে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতেন আর নূতন ছেলে মেয়েরা ভাল বললে বা গ্রন্থাগারে একটা ভাল লেখা লিখলে প্রচন্ড উৎসাহিত হতেন বলতেন ধর ওকে, উৎসাহ দিয়ে লেখাপত্র আদায় কর।

এই সেদিনও, হেমচন্দ্র পাঠাগারে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২য়দিন বিকালে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে তাঁর নোট প্যাড বের করে বেশ কয়েকজনের নাম পড়ে শুনিয়ে বললেন, এঁরা কি সুন্দর বললো, এদের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

তখন তো জানতাম না যে এত তাড়াতাড়ি তিনি সবার অলক্ষ্যে চলে যাবেন।

তিরুপতির (১৯৬৮) সালের আই এল এ সম্মেলনে, আই এল এর সাধারণ সভার শেষে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা এক এক করে গান গাইছেন, বাংলার কেউ উঠছেনা, মেয়েদের বলেও কিছু হলো না, আমাদের প্রায় সম্মানহানিকর অবস্থা। সৌরেনদা উঠে দাঁড়িয়ে মাইক নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরলেন, শ্রোতৃমন্ডলি নীরব হলেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাই এক বাক্যে বললেন "গাঙ্গুলী সাহাবকা গানা সবসে আচ্ছা থরা', দু'একজন আবার সেই সুর ওণ ওণ করার চেষ্টাও করছিলেন, আমরা অবশ্যই পুলকিত, যেন সৌরেনদা নন গানটা আমরাই গেয়েছি!

অন্যান্য সম্মেলনে, বিশেষ করে ইয়াসলিক সম্মেলনে, তাঁর ঘরে জমতো এক বিরাট আড্ডা, বাংলার বাইরের বাঙ্গালীরা, বা যারা বাংলা বুঝতেন তাঁরা আসতেন সেই নৈশ আড্ডার। সারা দেশের গ্রন্থাগার জগতের খবর, মজার বা সিরিয়াস সবই আলোচিত হতো, গভীর রাত পর্যন্ত চলতো সেই আড্ডা, পরের দিন সকাল থেকেই যে আবার সম্মেলনের কাজ শুরু করতে হবে তার দিকে কারও লক্ষ্যই থাকতো না।

১৯৮৬ সালে ইয়াসলিকের মহিশূর সম্মেলনে সাধারণ সভায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটা প্রস্তাব পেশ করি। "Libranians of the country should see that communal harmony is maintained" — এই বয়ানটির প্রস্তাবক লেখক, সমর্থক হিরণকুমার দত্ত। কর্মসচিব সৌরেনদাকে প্রস্তাবটি দেখাতে উৎসাহের সঙ্গে ওটা সাধারণ সভায় পেশ করতে বললেন। প্রস্তাবটি পেশ করা মাত্র মনে হলো ভিমরুলের চাকে যা পড়লো। অনেক সিনিয়র গ্রন্থাগারিক যাঁরা বহু দেশ ঘুরেছেন, তারাও যে এতটা সাম্প্রদায়িক হতে পারেন এমন ধারণা ছিলনা। যাইহোক দীর্ঘ বিতন্ডার পরে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য ও নাকচ হয়ে যায়, সৌরেনদা চেষ্টা করেও ওটা পাশ করাতে পারেন নি। বিষয়টা তাকে কতটা বিষন্ন করেছে বুঝতে পারি যখন সাধারণ সভা শেষে অনেকক্ষণ পরে আমাকে একা পেয়ে "দেখলে তো আমাদের লাইব্রেরীয়ান কমিউনিটির স্বরূপ। দূরদূর"। এরপর আর আমার ইয়াসলিক সম্মেলনে যাওয়া হয়নি।

সৌরেনদার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিছু অন্য কথাও এসে গেছে, কিন্তু মনে হয়েছে এই আশ কথা পাশ কথা না থাকলে মানুষটির ঠিক ছবিটি, বা তাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলনে involvement আর Dedication টা সঠিক বোঝাতে পারবনা।

বিএলএ-তে বা ইয়াসলিকেরও সব বিষয়ে যে সবসময় তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছি এমন নয়, কিন্তু এই বিরোধ কখনই ভিক্ততার পর্যায়ে যায় নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

ইয়াসলিক বা আইএলএর সম্মেলনে আমরা দলবেধে যেতাম। তখন বয়স ছিল কম, গায়ে শক্তিও ছিল, তাই হেইও হেইও করে বড় বড় সুটকেশ-ট্রাঙ্ক-হোল্ডঅল উপরের বাঙ্ক থেকে নিচে বা নিচের বাঙ্ক থেকে উপরে তুলে দিতাম। আর তাই দেখে সৌরেনদা বলতেন "খেলার ছলে ষষ্টিচরণ, হাতী লোফেন যখন তখন"। এই বয়সে আমিও আর ঐ কাজ করতে পারব না, আর পারলেও কেউ বলবার নেই "খেলার ছলে ....."।

সরকারী, বেসরকারী ও নামীদামী স্কুলে
নার্শারি, ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৫ম শ্রেণীতে
ভর্তির প্রস্তুতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

প্রশ্নোত্তরে

মডার্ন এ্যাডমিশন টেষ্ট পেপার

সম্পাদনা : চক্রবর্তী ও পাল

প্রিন্টোবুক্স

৩৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, ফোন : ২৪১ ৭৮২৭

With Best Compliments From

NUCENT FINANCE LIMITED
'Pressman House'
10A, Lee Road
Calcutta 700 020

Branches At :
Mumbai • New Delhi • Chennai • Hyderabad • Bangalore • Ahmedabad • Pune • Guwahati

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সটিক রচনাপঞ্জি

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৮-৯৭) গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি অতিপরিচিত নাম। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই আন্দোলনের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

প্রথম জীবনে তিনি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্সির পাঠগ্রহণ শুরু করলেও পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তিকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থপাঠের সহায়কের ভূমিকার প্রতি তাঁর এই প্রাথমিক অনুরাগকে তিনি নিজস্ব জীবনদর্শনে পরিণত করেন। নিজস্ব বৃত্তির দ্বারা কিভাবে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলসাধনে নিজেকে নিয়োজিত রাখা যায় এই চিন্তাই তাঁর সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে রেখেছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরিষদের কর্মসমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কর্মসচিব, সহকারী কর্মসচিব, পত্রিকা সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি কাজ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর নিরলস ও আন্তরিক পরিশ্রম বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। সভা-সমিতি, আলোচনাচক্র, সম্মেলন প্রভৃতিতে তিনি গ্রন্থাগারিকতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজস্ব গঠনমূলক মতকে প্রতিষ্ঠা করতেন। গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাবলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক পদে তিনি দীর্ঘদিন বৃত ছিলেন। তাঁরই প্রযত্নে ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। সম্পাদক থাকাকালীন তিনি এই পত্রিকার জন্য নানাবিধ সময়োপযোগী সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনেরই স্বার্থে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সেগুলি স্বনামে প্রকাশিত নয়। তাঁর লেখা গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রধানত গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত। গ্রন্থাগার বিষয়ক তাঁর ভাবনাচিন্তা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, স্মরণিকা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত লেখায় আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাগারমনস্ক এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হই। গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তাঁর সবচেয় প্রয়াস ছিল আন্তরিক। স্বনামে ছাড়াও 'চৈতালী সেন' 'পারিজাত রায়চৌধুরী', 'সিরাজুল রহমান' প্রভৃতি ছদ্মনামেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, সম্পর্ক ও দায়িত্বপালনের ভূমিকা সুপরিচিত। IASLIC এর এক সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুভার তাঁর ওপরে ন্যস্ত হয়। সে দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। IASLIC Bulletin আর Special Publication এ তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। Indian Library Association (ILA) র সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকতার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "নব্য মানবতাবাদ" দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সদস্য ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও সমাজচেতনা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বামপন্থী আন্দোলন তাঁর পি. এইচ. ডি. থিসিসের বিষয় ছিল। বাংলাভাষায় প্রকাশিত বাংলার মানবতাবাদের মুখপত্র 'পুরোগামী' (১৯৭০) পত্রিকাটির সঙ্গে তিনি জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত। পত্রিকাটির নামকরণও তিনিই করেছিলেন বলে জানা যায়। মানুষকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প নিয়ে 'পুরোগামী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। 'পুরোগামী'র নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পত্রিকাটির 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রথম দশ বছর তিনি নিয়মিত লিখতেন। এই পত্রিকার সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় 'পুরোগামী'র অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ আজকের দিনের এক ভয়াবহ বাস্তব সমস্যা। মানুষকে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে নানা চিন্তা-ভাবনা ও আন্দোলন শুরু হয়েছে। মানবিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাগ্রসরমনা সৌরেন্দ্রমোহন যুগোপযোগী এই আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি সেই মানসিকতারই পরিচয় বহন করে।

পত্রিকা সম্পাদনার প্রয়াস নিয়ে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও পশুপতি ভট্টাচার্য 'মৈত্রী' (১৯৫১) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ

করেন। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু হয়। সম্ভবতঃ এটিই তাঁর প্রচেষ্টার প্রথম মুদ্রিত পরিচয়। মেঘনাদ সাহা, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তির লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

সৌরেন্দ্রমোহনের লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া ভিন্ন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তাঁর সেই বিক্ষিপ্ত রচনাগুলিকে একত্রিত করে সকলের কাছে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে এই সটীক গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। গ্রন্থপঞ্জীটির সঙ্কলন করতে গিয়ে তাঁর এই নিজস্ব জীবনযাত্রা ও অভ্যাস এক নির্ভরযোগ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। লেখাগুলি তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জীটির প্রধানতঃ তিনটি ভাগ, (১) গ্রন্থাগার বিষয়ক, (২) রাজনীতি ও সমাজচেতনা বিষয়ক, (৩) পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক। লেখাগুলি সংক্ষিপ্তসারসহ কালক্রমানুসারে বিন্যস্ত।

বিষয় - গ্রন্থাগার

বই : (বাংলা)

১. সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন, কলিকাতা রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩, ১১৮পৃ।

গ্রন্থটিতে সাধারণ গ্রন্থাগার, তার উপযোগিতা এবং বিশেষ করে গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

মানুষের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য সঙ্গী। পাঠস্পৃহা মানুষের মনের নিরন্তর শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে শিক্ষা, জ্ঞান ও তথ্য আহরণ কেন্দ্র। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় জনসমাজে বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের কোন যোগাযোগ নেই। গ্রন্থাগারকে জনমুখী করে তোলার জন্য কি ভাবে উপযুক্ত পরিষেবা গ্রহণ করা সম্ভব গ্রন্থটিতে তার আলোচনা আছে।

গ্রন্থটিতে ১৫টি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর বাকী ১৪টি পরিচ্ছেদে সাধারণ গ্রন্থাগার, প্রকৃতি ও লক্ষ্য, তার বিভিন্ন পরিষেবা, পরিষেবার উপকরণ, জনসংযোগ ও প্রচার, শিক্ষার সম্পদ কেন্দ্র, পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বচিন্তা, কর্মী সংস্থান, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা, সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ বিধি, গ্রন্থাগার আইন, চাঁদা ভিত্তিক বনাম করভিত্তিক ব্যয় ব্যবস্থা, ভারতের গ্রন্থাগার আইনের পর্যালোচনা। পরিশিষ্টে ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো (১৯৯৪), স্টান্ডার্ড ফর পাবলিক লাইব্রেরিজ (১৯৭৭) এর অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। প্রয়াত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ফণিভূষণ রায়ের 'গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান' প্রবন্ধটি পরিশিষ্ট ৩নং।

পর্যালোচনায় বলা হয়েছে সাধারণ পাঠক ও প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বইটি লিখিত। লেখক বহু জটিল ও বিতর্কিত বিষয় সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। .....the book will surely prove a great help to the general reader, library workers and students of library science" (IASLIC Bulletin, vol. 41, 1996 (4). Sri Nirmalendu Mukhopadhyaya.)

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত সাধারণ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আইন একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। .....বৃটেন ও ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রতিষ্ঠা, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গ্রন্থাগার আইন সমূহের পর্যালোচনা, সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা গ্রন্থটির উপজীব্য। নানান তথ্যে সমৃদ্ধ সার্বিকভাবে আলোচ্য বইটি ভাল লেগেছে।" (সুজন পাঠক, পুস্তক সমালোচনা, গ্রন্থাগার কর্মী, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৭)।

২. সমাজ ও গ্রন্থাগার, কলিকাতা, বোলা ১৯৯৭, ১৪৪পৃ।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও স্মারক পত্রিকায় কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সেমিনারে ও সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধাবলি থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে তার উল্লেখ আছে।

"প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগারিক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কর্মজীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিচিত্র সব বিষয় ..... সর্বস্তরের পাঠক বইটিতে প্রয়োজনীয় অনেক উপকরণ পাবেন।" (দেশ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

"বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক লেখক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের নানা দিক নিয়ে যে ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা গ্রন্থাগার জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনে লাগবে। লেখক শুধু সমস্যার কথা আলোচনা করেন নি। সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। গ্রন্থাগারিকরা ছাড়াও গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট অনেকেই বইটি থেকে অনেক সাহায্য পাবেন। (গীতা চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তথ্য ও প্রণিধানযোগ্য আলোচনা, গণশক্তি, ৯ আগষ্ট ১৯৯৮)।

"বইটিতে নানাভাবে সমাজের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় ও হাসপাতালের মতোই যে সমাজে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তা আমরা বোধহয় এখনও উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। .....বইটিতে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারবৃত্তি সংশ্লিষ্ট সকলের এমন কি গ্রন্থাগার বৃত্তির বহির্ভূত ভিন্ন পেশার লোক বা সাধারণ লোকের চিন্তার খোরাক যোগাবে।" (নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পুস্তক সমালোচনা, গ্রন্থাগার, পৌষ ১৪০৪)।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা

৩. "মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির", "গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা, ১৩৬২ [১৯৫৫] পৃ ২৯।

১৯৫৫ র জুন মাসে মেদিনীপুর জেলার রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারে জেলা গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরে তিনি শিক্ষক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই জাতীয় শিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক চাহিদা ও ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলনে তার প্রভাবের কথা প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. "সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা," গ্রন্থাগার, আষাঢ়, ১৩৬৩ [১৯৫৬] পৃ ৫৭.

প্রবন্ধের ভূমিকায় সমাজ শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের কথাও বলা হয়েছে। তাঁর মতে নানান কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার মানুষকে স্বশিক্ষিত করতে পারে। গ্রন্থাগারের প্রভাব সুদূর প্রসারী।

৫. "গ্রন্থ প্রদর্শন", গ্রন্থসার, ভাদ্র, ১৩৬৩ [১৯৫৬] পৃ. ১০৭।

"চৈতালি সেন" ছদ্মনামে লিখিত।

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ বই এর ব্যবহার। বই দেখতে পেলে ব্যবহারকারী তার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। প্রদর্শনের কাজটি গ্রন্থাগারিক যদি ঠিকভাবে করতে পারেন তবেই পাঠক সাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। স্থায়ী ও সাময়িক গ্রন্থ প্রদর্শন কি ভাবে সম্ভব লেখাটিতে তার আলোচনা আছে।

৬. "পেঙ্গুইন সিরিজের একবিংশ জয়ন্তী", "গ্রন্থাগার, ভাদ্র, ১৩৬৩ [১৯৫৬], পৃ ১১৪।

"সিরাজুল রহমান" ছদ্মনামে লিখিত।

সস্তায় ভাল বই প্রকাশনার উদ্দেশ্যে এ্যালেন লেন যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস এখানে লিখিত হয়েছে। কি ভাবে পেঙ্গুইন ও পেলিক্যান সিরিজ জনপ্রিয়তা লাভ করে সে কথাও এখানে বলা হয়েছে।

৭. "গ্রন্থাগার হিসাব রক্ষণ," গ্রন্থাগার, আশ্বিন ১৩৬৩ [১৯৫৬], পৃ ১৬৯।

বিজ্ঞান সম্মতভাবে গ্রন্থাগারের হিসাব নিকাশ কিভাবে রাখা সম্ভব গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রবন্ধটিতে উদাহরণ সহ আয়-ব্যয়, হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে কিভাবে বাজেট প্রস্তুত করতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা আছে।

প্রবন্ধটি "সমাজ ও গ্রন্থাগার" গ্রন্থে পুর্নমুদ্রিত।

৮. "সূত্র-সন্ধান," গ্রন্থাগার, আশ্বিন ১৩৬৩ [১৯৫৬], পৃ ১২৭।

পারিজাত রায়চৌধুরী ছদ্মনামে লিখিত।

গ্রন্থাগারে খবরাখবর সন্ধানে ব্যক্তিগত সাহচার্য দান করাই সূত্র সন্ধান সহায়তা। আমাদের দেশে ঐধরণের পরিষেবা নেই বলা যায়। সাধারণভাবে রেলের সময়, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি দৈনন্দিন জনজীবনের নানাপ্রশ্নের উত্তর গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এরজন্য উপযুক্ত বই ইত্যাদি সংগ্রহে থাকা দরকার, এভাবে সাক্ষর নিরক্ষর আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করা যেতে পারে।

৯. "পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা," গ্রন্থাগার, ফাল্গুন ১৩৬৫ [১৯৫৯], পৃ ২৯০।

যুদ্ধোত্তর যুগে সামাজিক অবক্ষয়রোধে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হতে পারে প্রবন্ধটিতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরজন্য কর্মসূচী গ্রহণের সমস্যার উল্লেখ রয়েছে।

১০. "গ্রন্থগারে কীট-পতঙ্গ", গ্রন্থাগার, ভাদ্র ১৩৬৬ [১৯৫৯] পৃ ১৩৮।

'চৈতালি সেন' (ছদ্ম)

গ্রন্থাগারে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব একটা সনাতন সমস্যা। পোকা মাকড়ের জন্ম বিবর্তনের ধারা আলোচনা করে তারা কিভাবে গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধন করে রচনাটিতে সে বিষয়ে লেখা হয়েছে। সাধারণত কি ধরণের পোকামাকড় গ্রন্থাগারে দেখা যায় ও তাদের হাত থেকে বইকে রক্ষা করার উপায় এই রচনার বিষয় বস্তু।

১১. "সভা সম্মেলন প্রস্তুতি প্রসঙ্গে," গ্রন্থাগার, শ্রাবণ ১৩৬৯ [১৯৬২] পৃ ১৭৯।

'চৈতালি সেন' (ছদ্ম)

সভা সম্মেলন সার্থক করতে হলে উদ্যোক্তাদের যে সব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন প্রবন্ধটিতে সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সময়, বক্তব্য, বক্তা, শ্রোতা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে খুঁটিনাটি ও আনুসঙ্গিক তিনি সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১২. "ত্রয়ী-কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড," গ্রন্থাগার, শ্রাবণ, ১৩৬৮ [১৯৬১] পৃ ১৬৭।

চৈতালী সেন (ছদ্ম)

শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের অবদান প্রসঙ্গে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার হয়। কুসংস্কারগ্রস্ত জাতিকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে মিশনারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কোম্পানীর বিষ নজর উপেক্ষা করে যেভাবে তাঁরা কাজ করেছেন সেই পথিকৃৎদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

১৩. "গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম," গ্রন্থাগার, ভাদ্র ১৩৬৮ [১৯৬১] পৃ ২৫৩।

গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর জন্য গ্রন্থাগার ভবন নির্মান থেকে নানাভাবে গ্রন্থাগারিকের মতকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফলে ভবিষ্যতে কাজের সুবিধা হয়। আসবাব পত্র কাজ অনুসারে হবে। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে টেকসই সুদৃশ্য আসবাব কেনা উচিত। শেলফ, ডেস্ক, কার্ড ক্যাবিনেট, বুকস্ট্যান্ড প্রভৃতি গ্রন্থাগারের আসবাব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা লেখাটিতে সংযোজিত।

১৪. "চলমান গ্রন্থযান ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনধিকার আলোচনা," গ্রন্থাগার আশ্বিন ১৩৬৮ [১৯৬১] পৃ ২৯০।

বইকে কিভাবে পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু। অধুনা বুক মোবাইল ও ডেলিভারি ভ্যান দুইই গ্রন্থযানের পর্যায়ে পড়ে। গ্রন্থাগারের বই এদের সাহায্যে পাঠকদের কাছে নীত হয়। এই সঙ্গে নিরক্ষর মানুষকে পরিষেবা কি ভাবে দেওয়া সম্ভব সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থযান পরিষেবার আনুসঙ্গিক সেজন্য গ্রন্থাগারিকের হেফাজতে গ্রন্থযান থাকা আবশ্যক।

১৫. "পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থ উৎপাদনের মান," গ্রন্থাগার, বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬২], পৃ ১।

পশ্চিম বাংলায় প্রকাশিত পুস্তকের ত্রুটি, নিম্নমানের উৎপাদন এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকার নিবন্ধটির আলোচ্য বিষয়।

সপ্তদশ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, কাকদ্বীপে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে এটি স্থান পেয়েছে।

১৬. "গ্রন্থাগার ও সমাজবিপ্লব," গ্রন্থাগার, মাঘ ১৩৭১ [১৯৬৪] পৃ ২৮৯।

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সমাজের অবক্ষয়রোধে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনার কথা প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে। নানা অসুবিধাসত্ত্বেও সমাজের প্রতি গ্রন্থাগার এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ।

'সমাজ ও গ্রন্থাগার' গ্রন্থে প্রবন্ধটি অর্ন্তভুক্ত।

১৭. "বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেকাল ও একাল, গ্রন্থাগার, আষাঢ় ১৩৭৩ [১৯৬৬] পৃ ১৪৬।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসই বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস। সেকাল থেকে একাল গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির অনেকাংশে রূপান্তর ঘটলেও মূল আদর্শের কোন পরিবর্তন হয় নি। মানুষকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তোলাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য। সেকালে আরও পাঁচটা জনহিতকর কাজের মতন ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলন। বর্তমানে এর চাহিদা ও উপযোগিতার পরিবর্তন হয়েছে।

'সমাজ ও গ্রন্থাগার' গ্রন্থে প্রবন্ধটি যুক্ত।

১৮. "বই হারাণোর সমস্যা," গ্রন্থাগার পৌষ-মাঘ ১৩৭৫ [১৯৬৯] পৃ ৩২৯।

বই হারাণো গ্রন্থাগারের এক চিরকালীন সমস্যা। এর ফলে গ্রন্থাগার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি সামাজিক সমস্যা। সমস্যাটির জন্য গ্রন্থাগারিক কতটা দায়ী এবং কিভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ইত্যাদি প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু।

এটি বড় আকারে চতুর্বিংশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধ। "সমাজ ও গ্রন্থাগার" বইটিতে প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে।

১৯. "সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার," গ্রন্থাগার, আশ্বিন ১৩৮২ [১৯৭৫] পৃ ১২৫।

গ্রন্থাগার ব্যতিরেকে সমাজ শিক্ষা হয় না। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যথা, ধনী, নির্ধন, সাক্ষর-নিরক্ষর সবাইকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে যুক্ত করতে পারলে গ্রন্থাগারের সার্থকতা। তিনি সমাজ শিক্ষার বিবর্তন ও কর্মধারার কথা আলোচনা করছেন। পরে সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগার পরিষেবার কথা, অনুন্নত দেশের গ্রন্থাগার, জীবন ও জীবিকায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা, নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও বিনোদনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের উপযোগিতার কথা আলোচনা করেছেন। এইসব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ কিভাবে সম্ভব, গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি দেওয়া দরকার। সামাজিক চাহিদা ভিত্ত গ্রন্থাগারিকের সমস্যা, দাবী দাওয়ার যে মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয় এই তথ্যটি নিবন্ধে আলোচিত।

২০. ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ক সাময়িক পত্র," গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী এবং "গ্রন্থাগার" পত্রিকার রজতজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ ১৩৮২ [১৯৭৫] পৃ ৩০৬।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার প্রারম্ভিক অভিব্যক্তি সাময়িক পত্র পত্রিকায় দেখা যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। ১৯১২য় বরোদায় প্রকাশিত Library Miscellany ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তাঁর গ্রন্থাগার চিন্তা প্রকাশ করেন। বালিগঞ্জে ইনস্টিটিউটের 'পাঠাগার' পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৩৭ সালে 'বুলেটিন' বার করতেন। ১৯৫০ সাল থেকে পরিষদের মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকা ত্রৈমাসিক পর্যায়ে প্রকাশিত হত। প্রমীলচন্দ্র বসু এর প্রথম সম্পাদক, পরে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার পরিচয় প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে পত্রপত্রিকার গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

২১. "গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক সাক্ষরতা বিস্তার," ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ, হাওড়া কাউন্টি পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৭৯, পৃ ক. ৪।

প্রবন্ধটিতে দেশের শিক্ষা ও সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থা ও সমস্যার নিরিখে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের সরাসরি অংশ গ্রহণে যৌক্তিকতার বিষয় বলা হয়েছে। সাক্ষরতা বিস্তারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, তার সমস্যা ও সমাধানের কথা আলোচিত হয়েছে।

'প্রবন্ধটি সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

২২. "জনমুখী গ্রন্থাগার ঃ রূপ ও রীতি," ৩৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শিলিগুড়ি, ১৯৮২, সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ, পৃ ২৫।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকারী। শিক্ষিত জনের বর্তমান ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রন্থপাঠে অক্ষম নিরক্ষর ব্যক্তিদের উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে গ্রন্থাগারমুখী করা দরকার। সেইমত গ্রন্থাগারিকতা পাঠক্রমে যথাযথ পরিবর্তন ও কর্মীদের উপযুক্ত মানসিকতা গঠনের গুরুত্ব আছে।

প্রবন্ধটি 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে অর্ন্তভুক্ত।

২৩. "ইতিহাসের বিকৃতি," গ্রন্থাগার পৌষ - মাঘ ১৩৮৬ [১৯৮০] পৃ ১৪৯।

সত্যব্রত সেনের 'বিগত পনেরো বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে' (গ্রন্থাগার, কার্তিক- অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬) প্রবন্ধটির সমালোচনা।

২৪. "কিছুক্ষণের দেখা দুটি রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা," গ্রন্থাগার, পৌষ-মাঘ ১৩৯৬ [১৯৮৬] , পৃ১৪৪।

১৯৮৪ ও ১৯৮৫ ইংরাজিক বার্ষিক সম্মেলনের সময় অন্ধ্রপ্রদেশের ও কর্ণাটক রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। রাজ্য দুটিতে বছর ২০/২৫ গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রন্থাগার মন্ত্রী আছেন। লাইব্রেরি ডাইরেক্টরেট অফিস থেকে annual report বার হয়। সেখানে ভূমি রাজস্বের উপর সেস আদায় করে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়।

কর্ণাটকের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। পৃথক গ্রন্থাগার মন্ত্রী নেই। এ রাজ্যেও সেস আদায় করে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়।

২৫. "ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি বিষয় সমীক্ষা," গ্রন্থাগার, আশ্বিন ১৩৯৩ [১৯৮৬] পৃ ৫।

সকল বৃত্তির নিজস্ব নৈতিক আচরণবিধি প্রয়োজন। সমাজ বৃত্তির ওপর অর্পিত ব্যবস্থার প্রতিদান চায়। গ্রন্থাগার বৃত্তি যেহেতু একটি স্বীকৃত বৃত্তি তাই গ্রন্থাগারিদেরও নৈতিক আচরণবিধি প্রয়োজন।

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (কলিকাতা) পরিচালনার আরম্ভে তিনি এই মুখবন্ধটি দিয়ে সকলকে বিষয়টিতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

২৬. "সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা". গ্রন্থাগার, আষাঢ় ১৩৯৪, পৃ [১৯৮৭] পৃ ১৫।

গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য দক্ষকর্মী সৃষ্টি। যেখানে ভুখা মানুষ বই হাতে ধরতে অক্ষম সেখানে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় এমন উদ্যোগ থাকা দরকার যাতে তারা বই-এর নাগাল পায়।

প্রবন্ধটি ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (কুচবিহার) পঠিত হয়।

২৭. "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন রিভিউ হোক." গ্রন্থাগার অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ [১৯৮৯] পৃ ২০৮।

গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়ে যাবার দশ বছর বাদে আইনটির রিভিউ প্রয়োজন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর দেখা দরকার কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কি ভাবে পরিষেবা দেওয়া হয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার। নিখুঁত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সমবায় ভিত্তিক গ্রন্থাগার প্রণালী, গ্রন্থযান ইত্যাদি যাবতীয় কর্মসূচীর কথা ভাবতে হবে। ব্যবহারকারীরাও আইন দ্বারা কতটা উপকৃত হয়েছেন জানা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবী দাওয়ার সন্তোষজনক মীমাংসা আবশ্যক।

প্রবন্ধটির বিষয় সাধারণের গ্রন্থাগার, সম্পাদনা নির্মলেন্দু চৌধুরী ও অনন্ত ভট্টাচার্য। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯০ বইটিতে পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে।

২৮. "তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা, গ্রন্থাগার, চৈত্র ১৩৯৬ [১৯৯০] পৃ

অন্যান্য সুপরিণত বিদ্যার মতন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চাতেও বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা শুরু হয়েছে। তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা মূলত শিক্ষণ ও গবেষণার বিষয়। ব্রিটেনের বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডি. জি. ফস্কেট এর প্রবক্তা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই শাখায় বিভিন্ন সিস্টেমের বা সত্তার কাঠামো কর্মসম্পাদনা ও কলাকৌশল পরীক্ষা করে তার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক মূল্যায়ণ করা যেতে পারে। বিষয়টি অধ্যয়নে পরিণামে গ্রন্থাগারের তুলগত উন্নয়ন ও বিকাশে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিকতা এর পরিপূরক হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর কাজ তুলনামূলক চর্চা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা।

প্রবন্ধটির 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

২৯. "ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভগীরথ রঙ্গনাথন," গ্রন্থাগার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ [১৯৯০], পৃ ২৫।

রঙ্গনাথনের জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাগার সংখ্যায় শ্রদ্ধার্ঘটি নিবেদিত। রঙ্গনাথন প্রথমে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারিকতায় তাঁর অবদান অপরিমেয়।

'সমাজ ও গ্রন্থাগার' গ্রন্থে প্রবন্ধটি যুক্ত।

৩০. প্রভাতকুমার : বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, "গ্রন্থাগার", ভাদ্র-আশ্বিন, ১৪০০ [১৯৯০] পৃ ২

প্রবন্ধটিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রূপে বিবৃত করা হয়েছে। তাঁর কর্মজীবনসহ বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩১. "ভারতে নবম রাজ্য মিজোরামে গ্রন্থাগার আইন, "গ্রন্থাগার ফাল্গুন ১৪০০ [১৯৯১] পৃ ২

RRRLF [Raja Ram Mohan Roy Library Foundation] News letter এর খবরের ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলের মিজোরামে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

৩২. "গ্রন্থাগার আইন, গোয়া," গ্রন্থাগার বৈশাখ ১৪০১ [১৯৯১] পৃ ৬

গোয়াতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবার পর তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

৩৩. "সভাপতির ভাষণ," ৪৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ভাটপাড়া, গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ ১৪০২ [১৯৯৩] পৃ ৬

পাঠস্পৃহার অভাবে গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা দুর্বল। শিশুকাল থেকে পাঠরুচি ও ইচ্ছা গড়ে তোলার জন্য শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রয়োজন। নিরক্ষর মানুষকেও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে হবে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় তথ্য পরিষেবা। পরিষেবার তারতম্য থাকলেও গবেষক, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বইয়ের বিকল্প যাই হোক না কেন ভবিষ্যতে Paperless society বাস্তবায়িত হবে, এই ছিল বক্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৩৪. "ধূসর সাহিত্য." গ্রন্থাগার চৈত্র ১৪০৩ [১৯৯৪] পৃ ৩।

ধূসর সাহিত্য বা Grey literature বলতে যে সব প্রকাশনা সাধারণভাবে বাজারে আসে না সেগুলোকে বোঝায়। যেমন সরকারের বিভাগীয় প্রকাশনা, কমিশনের রিপোর্ট, বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে আলোচ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি। কালক্রমে ধূসর সাহিত্য বিষয়টির গুরুত্ব তথ্য পরিষেবায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ ধরণের প্রকাশনার হদিশ পাওয়া কঠিন। এগুলির গ্রন্থপঞ্জী ও সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। কিভাবে এগুলির নাগাল পাওয়া সম্ভব এবং রাজ্য কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের এ বিষয়ে করণীয় ভূমিকার আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধটি "সমাজ ও গ্রন্থাগার" বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা/পর্যালোচনা

৩৫. গ্রন্থ সমালোচনা [ইছামতী, বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক সংকলন : ১৩৭২] গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ [১৯৬৬] পৃ ৩৭২।

পত্রিকাটি স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দীপনায় প্রকাশিত। নামজাদা লেখকদের রচনায় পত্রিকাটি আকর্ষণীয় না হলেও মৌলিক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ। পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়াস ফুটে উঠেছে।

৩৬. "গ্রন্থ সমালোচনা" [Kalyan kumar Banerjee . Indian freedom movement revolutionaries in America. Calcutta. Jingasa, 1969, IIIp. Price Rs 10·00] গ্রন্থাগার ভাদ্র ১৩৭৬ [১৯৬৯] পৃ ১৮২।

বইটির আলোচনায় গদর পার্টির সূত্রপাত ও তার বিস্তৃত আলোচনা আছে। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও প্রচুর দুর্লভ দলিল ও তথ্য বইটির বিশেষ আকর্ষণ।

৩৭. পুস্তক পর্যালোচনা [অলোক মিত্র সম্পাদিত ও অরুণ রায় সঙ্কলিত, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন। দিল্লী, ম্যানেজার অব পাবলিকেশন, ১৯৭১, খন্ড ৩, মূল্য ১০·৫০] গ্রন্থাগার কার্তিক ১৩৭৮ [১৯৭১], পৃ ২৫০।

গ্রন্থটিতে অনুসন্ধিৎসু ও গবেষক পাঠকদের জন্য বাঙালির ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের উপকরণ আছে। তথ্যাদির সঙ্গে বিশ্লেষণ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

৩৮. পুস্তক পর্যালোচনা [যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গসংস্কৃতির কথা, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭১, ১৭১ পৃ, মূল্য ১০ টাকা] গ্রন্থাগার অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ [১৯৭১] পৃ ২৫৯।

উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের ইতিহাস লেখক যোগেশচন্দ্র বাগলের বইটির বিষয় বিশ্লেষণ করে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের মতন এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন।

বিষয় : গ্রন্থাগার-বিভিন্ন পত্রপত্রিকা (বাংলা)

৩৯. "গ্রন্থাগার আইন." জীবন মিলন লাইব্রেরী ও রেনবো ক্লাব, ৪৪ বার্ষিক সম্মেলন, স্মরণী, ১৯৫৯, পৃ. ৩০।

গ্রন্থাগার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিক করতে কিনা চালার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ব্রিটেন সহ ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে। ভারতেও মাদ্রাজ, হায়দরাবাদে এই আইন চালু হয়েছে। কেরালাতেও শীঘ্র তা প্রবর্তিত হতে চলেছে। ১৯৫৮ তে নবদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস. আর রঙ্গনাথন পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল উপস্থাপন করেন। বিলটির প্রচারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ব্রতী। আলোচ্য প্রবন্ধে বিলটির সাংগঠনিক ও আর্থিক দিকের আলোচনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইন থাকা প্রয়োজন, এ বিষয়ে তার মত অতি সুস্পষ্ট।

৪০. "গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে." গ্রন্থজগৎ, জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ ১২।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। সেই প্রেক্ষাপটে জনজীবনকে উজ্জীবিত করার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য চাই গ্রন্থাগার আইন। তিনি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দাবী জানিয়েছেন।

৪১. "আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা." স্মরণী, বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরী এ্যান্ড রিডিং ক্লাব, নীলকমল হল নবনির্মিত গৃহপ্রবেশ, ১৯৬০, পৃ ৪১।

বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরীর নবনির্মিত গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রবন্ধটি লিখিত। নিয়মিত আর্থিক সরবরাহ ও উপযুক্ত কর্মীর অভাবে গ্রন্থাগারের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। দানের সাহায্যে কোন

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিক ও সর্বজনের ব্যবহারের উপযোগী করতে গ্রন্থাগার অনুরাগীদের সহায়তায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা দরকার।

৪২. "কলিকাতার গ্রন্থাগার সমস্যা," যৌবন, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৬৪ [১৯৫৮] পৃ ৪১।

অহরহ নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছে অজস্র গ্রন্থাগার। প্রধানতঃ আর্থিক কারণে কিন্তু গ্রন্থাগার স্বল্পায়ু। আদর্শ ও উন্নত এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আশু প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন।

৪৩. "কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক প্রভাব," পূর্বাচল, বার্ষিক স্মারক উৎসব, ১৩৬৫ [১৯৫৯]

বিশাল এই কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গ্রন্থাগারগুলিতে পড়ে। প্রাচীন ও বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশই উত্তর কলকাতায় অবস্থিত। সেগুলির সংগঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল। দক্ষিণ কলকাতার গ্রন্থাগারগুলি বয়সে নবীন হলেও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগঠিত। শিশু গ্রন্থাগার অন্যত্র অবহেলিত হলেও দক্ষিণ কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম কলকাতার ২/১টি গ্রন্থাগার প্রগতিমূলক চিন্তার পরিচয় দেয়। প্রবন্ধটিতে দক্ষিণ ও পূর্ব উপকণ্ঠে যে সব উদ্যোক্তা উপনিবেশ আছে তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তৎপরতার প্রশংসা করা হয়েছে।

৪৪. "সর্বজনীন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন," গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী ১৩৪১-১৩৬৬ [১৯৬০] পৃ. ২১।

গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ২৫ বর্ষ পূর্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবন্ধটি লিখিত। গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারের দুটি প্রধান সমস্যা (১) দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ (২) আর্থিক অস্বচ্ছলতা। পরিশেষে বলা হয়েছে সমাজের অধিকাংশে নিরক্ষর মানুষদের উপযুক্ত পরিষেবা প্রয়োজন। সেই কর্মসূচী রূপায়ণের আর্থিক অনটন দূরীকরণ ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য চাই গ্রন্থাগার আইন।

৪৫. "পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগার," আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২০ ডিসেম্বর ১৯৬০, পৃ ১০।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে বহু প্রচারিত দৈনিক সংবাদ পত্রে জনসমক্ষে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কর্মসূচী তুলে ধরেছেন। পরিকল্পনার বিপুল কর্মকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। গ্রন্থাগার সদ্য সাক্ষরদের অক্ষরগুলি বজায় রাখতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নির্দিষ্ট আর্থিক বুনিয়াদ চালু রাখতে বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন একান্ত দরকার।

৪৬. "সামাজিক অবক্ষয়রোধে গ্রন্থাগারের ভূমিকা," স্মারকগ্রন্থ সাধারণ পাঠাগার সোদপুর, ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, ১৩৭১ [১৯৬৬], পৃ. ৭।

মানুষ স্বভাবত সৎ ও শুভপথে চলতে চায়। গ্রন্থাগার এই কাজের অন্যতম সহায়ক। বহুদিন আগেই গ্রন্থাগার তার গ্রন্থকেন্দ্রিক সংজ্ঞা থেকে বেড়িয়ে এসেছে। জ্ঞানের বিস্তারে সহায়তাই গ্রন্থাগারের কাজ। শুধু সরকারের উদ্যোগে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

৪৭. "গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা," Librarian 1967, Vol. 1. Students Re. Union Committee, Dept. of Library Science, Jadavpur University p. 15.

গ্রন্থাগারের চাহিদা সভ্য মানব মনের সঙ্গে যুক্ত। নিরক্ষরতা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহায় অনীহা, গ্রন্থাগারগুলির অব্যবস্থার জন্য এদেশে গ্রন্থাগারের চাহিদা বিশেষ নেই। এর প্রতিকারের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। নতুবা গ্রন্থাগার আইন বা গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা আদায় করা সম্ভব হবে না।

প্রবন্ধটি 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. "গ্রন্থাগার সর্বজনের," ইচ্ছামতী , বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ও টাউন হল (১৯১৭), অর্ধশতাব্দী পূর্তি উৎসব ১৯৬৮, স্মরণীগ্রন্থ। নিবন্ধটির প্রতিপাদ্য মুষ্টিমেয় সাক্ষর মানুষদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্ভব হবে না। এরজন্য চাই অবস্থা অনুযায়ী নবকর্মপদ্ধতি। গ্রন্থপাঠে বিধি নিষেধ বাঞ্ছনীয় নয়। সহৃদয় কর্মীরাই পঠনপাঠনে উন্নতি সাধনের সহায়ক হতে পারেন। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে আকৃষ্ট হবেন।

৪৯. "গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা," ভারতী পরিষদ স্মারক গ্রন্থ ১, ১৩৮০ [১৯৭৪]

নিরক্ষরতা, সদ্যসাক্ষর ও শিক্ষিতদের পাঠস্পৃহার অভাবের জন্য গ্রন্থাগার আজও জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। এরজন্য

উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। গ্রন্থাগারের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পেলেই গ্রন্থাগার সজীব হয়ে উঠবে। সরকারের যথোচিত স্বীকৃতি ও আনুকূল্যের পথ সুগম হবে।

'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত।

৫০. "নব কর্মপদ্ধতির নিরিখে আসন্ন গ্রন্থাগার আইন," সপ্তাহ ২৬ মে ১৯৭৮, পৃ. ১৮।

গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সমাজের কাছে তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, তিনি আশা করেছেন আইনের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথোচিত সম্প্রসারণ হবে। বিপুল অর্থব্যয়ে সমাজেরও উপকার হবে।

৫১. " সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার," ইচ্ছাপুর ফ্রি টেকস্ট বুক লাইব্রেরী স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৮।

শুধুমাত্র বই লেনদেন নয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিনোদন-মূলক ব্যবস্থা, সমাজ শিক্ষা অর্থাৎ চাষবাস জীবন জীবিকার তথ্যাদি পরিবেশনার সুযোগ থাকলে মানুষ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ সব কাজে কর্মীসমস্যা, স্থান অকুলান ইত্যাদি সমস্যাও আছে। পরিশেষে তিনি লেখেন এদেশে জনসাধারণের চাহিদাপুষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় গ্রন্থাগারের চাহিদা গণদাবীতে পরিণত হয় নি। এজন্য সমাজ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কর্মসূচীকে যুক্ত করে বৃহত্তর জনগণের কাছে উপস্থিত করা দরকার — এ বিষয়ে লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট।

৫২. "দাবি ও দায়িত্ব," পঞ্চত্রিংশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, স্মরণিকা, ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৭৯, পৃ ৪।

আসন্ন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে আন্দোলনকারীরা গুরু দায়িত্বের সম্মুখিন হবেন। কাজের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পরিচয়, মূলতঃ প্রশাসনিক অরাজকতায় কাজে শৈথিল্য আসে। কাজের মান নেমে যায়। প্রকৃত কর্মীর কাছে এটা সুখপ্রদ নয়। রঙ্গনাথন বলেন পাঠক গ্রন্থাগারের অতিথি সমান। তার তুষ্টি বিধান গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। গ্রন্থগার আইনে আত্মসমালোচনার ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। যারা প্রতিদিন পাঠকদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের যথোচিত মানসিকতায় আইনের সার্থকতা নির্ভর করবে।

৫৩. "তিন দশকের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন," পশ্চিমবঙ্গ ১০ অক্টোবর ১৯৮০, পর্যটন সংখ্যা, পৃ ৪২৩।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে দেখা যায় গ্রন্থাগারের জন্য ধর্মীয় চেতনা, জাতীয় চেতনা, বিদেশী সাধকের অবদান, সাহিত্যচর্চা, খেলাধুলা, পূজাপার্বনকে ঘিরে যে উন্মাদনা তার থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, অফিসের ক্লাব লাইব্রেরি ইত্যাদি মানুষের চাহিদা মেটায়। একথা অনস্বীকার্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারিকের সক্রিয় সহযোগিতা মূলক মনোভাব প্রয়োজন।

প্রবন্ধটি 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

৫৪. "জনমুখী গ্রন্থাগার," সাধারণ পাঠাগার অশোকগড়, রজতজয়ন্তী ১৯৫৮-৮১।

অশোকগড় গ্রন্থাগার দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে স্থানীয় মানুষকে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। সমীক্ষার সাহায্যে বলা যেতে পারে স্থানীয় মানুষ এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে কতটা যুক্ত। এই সমীক্ষা ভবিষ্যতে কর্মসূচী গ্রহণে সহায়ক হবে। গ্রন্থাগারের নানা সমস্যা, কর্মী সমস্যা, টাকা পয়সার সমস্যা। মঠমন্দির খেলাধুলা, পূজাপার্বণ সর্বত্র টাকার ছড়াছড়ি হলেও গ্রন্থাগারের জন্য টাকা নেই। গ্রন্থাগারের সঙ্গে ক্ষীণ জনসংযোগ এর কারণ। কর্মীদের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ দরকার।

৫৫. "একালের গ্রন্থাগার," তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, শতবার্ষিক উৎসব স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮১।

আগে লোকে জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করত। ক্রমে শিক্ষা, গবেষণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আর্থিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বেড়ে যায়। তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। বর্তমানে দুটি সমস্যা (১) নিরক্ষতার কারণে সমাজের বৃহত্তর অংশ এই পড়তে পারে না (২) পাঠস্পৃহার অভাবে শিক্ষিত জন বইকে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে না। কিভাবে মানুষ গ্রন্থাগারমুখী হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বিনা টানার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশা করে লেখাটি শেষ করা হয়েছে।

৫৬. "পাঠকের আচরণে বইপত্রের প্রভাব," বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী শতবার্ষিকী উৎসব, স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৩, পৃ. ৭৯।

বইপত্রের ব্যবহারকারীর সংখ্যা রেডিও, টি ভি ব্যবহারকারীর তুলনায় নগণ্য। মানুষ তার নিজস্ব অভ্যাস, আচার ও বিশ্বাসের প্রতি সামঞ্জস্য রেখে বই পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই বইয়ের বিষয়ে আকৃষ্ট বা অভিভূত হলেও জীবনে তার প্রতিফলন হয় না। যেমন রামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দর বানী ও রচনা পাঠের পরেও কাজে ফাঁকি, দুর্নীতি ও চুরি চলছে। মার্কসের সাহিত্য পাঠের পরেও সংস্কার মুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক

সমতাবোধের পরিধি আজও ব্যাপ্ত হয়নি। তবে যুগান্তকারী বই পাঠে ফরাসি বিপ্লবও ইতিহাসে হয়েছে। গ্রন্থাগারে চাহিদা অনুযায়ী হালকা চালের বই রাখতে বহু গণ্য মান্য বিদ্বান ব্যক্তিও এগুলি চান। ক্রাইম, সেক্স চুটকী জাতীয় বই স্বল্পায়ু। শারীরিক রোগীদের Bibliotherapy তে সাফল্য দেখা যায়। আলোচনা পাঠ চক্র বা বিতর্কের মাধ্যমে পাঠকদের অবাঞ্ছিত বইএর দিক থেকে উন্নত মানের বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।

৫৭. "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থ প্রকাশনা (পশ্চিমবঙ্গ বইমেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারের আলোচ্য প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৬১৮)

রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তৎপরতার সাধু প্রয়াস সম্বন্ধে আলোকপাত করে এর উদ্দেশ্যের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। পাঠ্যবস্তুর সংস্থান, প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব, প্রকাশনার বিবরণ, উৎপাদন ও মূল্যবৃদ্ধি, লেখক পাঠক-প্রকাশক ও গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রকাশকের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। রাজস্তরে সুনিয়মিত গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যকতা বলা হয়েছে।

৫৮. "ব্যবহারিক জীবন ও আচরণে বইয়ের প্রভাব," Publishers Guild, Calcutta Book Fair 1984, Souvenir and fair directory, p. 29.

প্রবন্ধটিতে "পাঠকের আচরণে বইপত্রের প্রভাব" বিষয়টি নিয়ে পুনরায় লিখেছেন। একদিকে ভাল বইপাঠের প্রভাব পাঠকের জীবনে খুবই কম দেখা যায়। অপরদিকে বাজে বই পাঠের প্রভাব কতটা সেটা সুনিশ্চিত বলা যায়। ব্যবহারিক জীবনে বই পাঠ মানুষকে কতটা যুক্তিনিষ্ঠ নীতিবোধ সম্পন্ন করে তা গবেষণার বিষয়। বহু নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষের ব্যবহার তাঁদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ছোটরা অনেক সময় বইয়ের কথার সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক জীবনে অমিল দেখতে পায়। অভিজ্ঞতা, পারিবারিক পারিপার্শ্বিক আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পাঠকের মুক্ত মন চাই। তাই প্রয়োজন বইপত্র ব্যবহারের অবাধ অধিকার ও সুযোগ।

৫৯. "বইমেলার সার্থকতা," পশ্চিমবঙ্গ, ১০ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ ৬১৩।

বইমেলাকে অনেকে হুজুগ বলে অভিহিত করলেও বই কেনা বা বইপড়া সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। বইমেলায় বইকেনা ও বই ঘাঁটার সুযোগ হয়। এই উপলক্ষ্যে বহু বই প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যম ও অর্থানুকূল্যে ১৯৮০ থেকে যে বইমেলা আয়োজিত হয় তার উপকারিতা বাংলা বই প্রকাশনা জগতের ওপর যথেষ্ট। এখান থেকে পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য বই এর নির্বাচিত তালিকা অভিজ্ঞ সমালোচক, পাঠক ও গ্রন্থাগারিকদের নিরলস পরিশ্রমে তৈরী হয়। সবচেয়ে আগ্রহ দেখা যায় ছোটদের মধ্যে। তাদের পাঠস্পৃহা উৎসাহ ও আগ্রহ আশার কথা। তবুও শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যা নিতান্ত কম। বইমেলার জন্য সারা বছর অধীরতা সুস্থ মানসিকতার চিহ্ন।

৬০. "এক নজরে গ্রন্থাগার বিষয়ের বইপত্র," ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬, পৃ ৩১।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাটি গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠিত পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিষয়ক বইপত্র প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও পরিষদের উদ্যোগে ডিরেক্টরী সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থপঞ্জীও বার হয়েছে। পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চেষ্টায় প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত লেখা পাওয়া যায়। সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলনও বার হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার বিষয়ের সাময়িক পত্রের মধ্যে 'বুলেটিন,' গ্রন্থাগার, গ্রন্থবানী উল্লেখযোগ্য। সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও ভাবনার আলোচনা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পত্র পত্রিকার ভূমিকা স্মরণীয়। এ বিষয়ে শিক্ষক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকারী সকলের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

প্রবন্ধটি 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইয়ে যুক্ত হয়েছে।

৬১. "গ্রন্থাগার সমবায়," স্মারক পুস্তিকা ৭ম গ্রন্থাগার আলোচনা চক্র, উচ্চশিক্ষা অধিকার ত্রিপুরা সরকার, এপ্রিল ১৯৮৭।

গ্রন্থাগারের সম্পদ বলতে বই, অ- বই ও দক্ষ কর্মী বোঝায়। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগারের সম্পাদক পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সহজে সুলভে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া গ্রন্থাগার সমবায় ব্যবস্থা। তথ্যাদি আদান প্রদানের দেশব্যাপী যে সব সমবায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তারমধ্যে ভারত সরকারের ন্যাশনাল সিস্টেম ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (NISSAT) প্রকল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ সারা বিশ্বে প্রসারমান গ্রন্থজগৎ এবং অ- বই সম্পদে কোন

গ্রন্থাগারেরই স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার পরিষেবার এই নতুন কর্মপদ্ধতির জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে চলছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিবর্তন। আন্তঃ গ্রন্থাগার গ্রন্থ ঋণের জন্য কিছু নিয়ম বিধিনিষেধ প্রয়োজন। ১৯৬৪ তে IASLIC এর প্রকাশনায় Draft General Code for Inter Library Loan নামে একটি পুস্তিকা বার হয়।

প্রবন্ধটি 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬২. "নবজাগরণের ধারায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন," শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের ৬৭ তম বার্ষিক উৎসব, স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮৭, পৃ ৩।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা, পূজাপার্বন, খেলাধুলা প্রভৃতি জীবনের সবদিক স্পর্শ করে রচিত। এদের অনেককে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে হৃদদরদ থাকলে কিছু থেমে থাকে না। গ্রন্থাগারের ব্যবহারই তার সার্থকতা।

৬৩. "রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন হোক," ১৭ তম হুগলী জেলা সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ১৯৮৯।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন চালু হবার পর দশ বছর কেটে গেছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার কার্যকারিতা বিবেচনা করে আইনটির মূল্যায়ন দরকার। অন্ধ্রপ্রদেশ, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা, মুক্তমনস্ক ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করা দরকার। এর জন্য সমীক্ষা ও বার্ষিক প্রতিবেদন দরকার। লেখকের বিশ্বাস নিরক্ষর সাক্ষর সকলের উপযোগী পরিষেবা গ্রন্থাগারকে সর্বজনীন করে তুলবে।

৬৪. "সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ," বাপানডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগার ১৯৯০।

বই যদিও গ্রন্থাগারের প্রধান উপকরণ। কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল অনেক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বইয়ের পাশে স্থান পেতে পারে। নিরক্ষর প্রধান অঞ্চলে এইসব অ-বই সম্ভারের বিশেষভাবে প্রয়োজন। গ্রন্থাগার সকলের ব্যবহারের উপযোগী হলে জনসমর্থন বাড়বে। এরজন্য যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা দরকার।

৬৫. " প্রভাতকুমার ঃ বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী," স্মরণিকা, পঃ বঙ্গ গ্রন্থ মেলা, ১৯৯২- ৯৩।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের খ্যাতি তাঁর অন্যান্য সৃজনশীল কর্ম কাজকে জনসাধারণের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। তিনি গ্রন্থাগারিক বলে গর্ব অনুভব করতেন। বর্গীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকতা পেশায় নিযুক্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রবন্ধটির মূল্য অপরিসীম। এই সদাসৃজনশীল মানুষটির পরিচিতি তাদের প্রেরণা ও শিক্ষার বিষয় হতে পারে। প্রবন্ধটির শেষে উৎস নির্দেশিকা আছে।

৬৬. "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন ও নিয়মাবলী প্রসঙ্গে, রঙ্গনাথন জন্মশতবর্ষ কর্মশালা, পশ্চিমবঙ্গের" সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ১১-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলিকাতা, পৃ. গ ৬৫। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত। পরিষেবার গুণগত ও পরিমানগত উন্নতি কতটা হয়েছে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। কলকাতায় ভাল লাইব্রেরী না থাকার দুর্নামটা ঘুচুক এই তার একান্ত কামনা।

বিষয় ঃ গ্রন্থাগার (ইংরেজি)

৬৭. A Library Scheme for Calcutta," The Calcutta Municipal Gazette," January 13 1962, p. 271.

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য কলকাতা করপোরেশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া দরকার। অনর্থক অর্থঅপচয় ও একই ধরনের খরচের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। লেখাটিতে সুচিন্তিভাবে তিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ওয়ার্ড লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট দায় সম্পর্কে লিখেছেন।

৬৮. " Libraries in Calcutta." Amrita Bazar Patrika [n.d]

দৈনিক পত্রিকাটিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিস্থিতির উপর ছোট্ট একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। স্কুল কলেজে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষ জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছে তাদের চাহিদা পূরণের আশা করেন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য আরও গভীর গবেষণামূলক কাজে সাহায্য করা। শহরের পুরাতন গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক অনটনের জন্য উপযুক্ত পরিষেবা দিতে পারে না। ডে স্টুডেন্টস হোম, রামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউসিস এর সাহায্যও পর্যাপ্ত নয়। এর জন্য করভিত্তিক গ্রন্থাগার আইন দরকার। বৃহত্তর সমাজ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুফল পেতে পারে।

৬৯. "Library movement and library associations (Library scence in Calcutta : seminar on the occassion of the 100th meeting of the IASLIC study circle February 26-27, 1977 ed. by S. K. Kapoor, Calcutta, IASLIC 1977. p. 55.

ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গ্রন্থাগার সচেতনার বীজ রোপিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪), ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৩৫) বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। ১৯২৪এ বেলগাঁও কংগ্রেসে সুশীল কুমার ঘোষের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৫এ কলকাতায় All Bengal Library Association স্থাপিত হয়। পরে মুনীন্দ্র দেব রায় এর নামকরণ করেন Bengal Library Association সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ All India Library Association (I LA) এবং Indian Association of Special libraries and information Centre (IASLIC) এর জন্মও কলকাতায়। স্বাধীনতার পর গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও জোরদার হয়। গ্রন্থাগার আইন, নিয়মিত অনুদান, পুস্তক বিক্রয়ের ওপর কর রদ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণেও পরিষদের সক্রিয়তা দেখা যায়। পরিষদ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশনার কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। জনসাধারণকে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে জেলায় জেলায় ও কেন্দ্রিয়ভাবে 'গ্রন্থাগার দিবস' ও গ্রন্থাগার সম্মেলন করা হয়। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজস্ব ক্ষমতায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সজীব রেখেছে।

৭০. "An objective approach to national policy for libraries," IASLIC Bulletin, Vol 24 No 4. Dec 1979, p. 159.

বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবার সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য সম্ভারকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। এই প্রভূত সম্ভাবনাময় ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া দরকার। (UNESCO) তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জাতীয় স্তরে তথ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ও প্রনালীর খসড়া প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেছে। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি উপযুক্ত পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছেন। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয় সমাজের প্রতিটি স্তরে উন্নতির জন্য জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত সংস্থা দরকার।

৭১. " Library association on national and state level : a critique, "Ninth IASLIC Seminar, Nagpur 1980. p. 107 (IASLIC Special publication no. 20).

জনসাধারণকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তোলার জন্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলি দায়বদ্ধ। দেশের গ্রন্থাগার গুলির সার্বিক উন্নতিকল্পে তারা সর্বদা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থাকেন। প্রগতিশীল কর্মসূচীই গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাণবন্তুতার পরিচয়। গ্রন্থাগারিকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা ভিন্ন পরিষদগুলির গ্রন্থাগার আন্দোলন কর্মসূচী রূপায়ন সম্ভব নয়।

৭২. "User education in rural public libraries" Thirteenth IASLIC conference, Waltair 1981, p. 223 (IASLIC Special publication no. 21)

গ্রন্থাগারের সম্পদ সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীরা সাধারণত নিরক্ষর বা সদ্য সাক্ষর। তাদের পরিষেবার জন্য গ্রন্থাগারিককে নিজস্ব পরিধির বাইরে গিয়ে স্বভাবভীরু জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৭৩. "Literacy drive through information service in public libraries." (Perspectives in library and information services Vol. 1) Viswanathan festschrift ed. by S. N. Agarwal, R. R. Khan, N. R. Satyanarayan. Lucknow, Print House (INDIA), 1982. p. 84.

সাধারণ গ্রন্থাগার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিয়ে আপামর নিরক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে পারে। সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী ব্যবস্থা থাকলে তাদের অক্ষরজ্ঞান চর্চা ঠিক থাকবে। গ্রন্থাগার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তার পরিকাঠামো-গত সুযোগ সুবিধা এই কাজে লাগানো যেতে পারে। এই কর্মসূচীর জন্য যথোচিত সমাজচেতন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এইজন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা, নিয়মিত গবেষণা ও অনুসন্ধানী মন চাই।

প্রবন্ধটি A Decade of the Foundation (1972-84). Souvenir brought out on the occassion of the decennary celebration Calcutta RRLF এ পুনঃ মুদ্রিত হয়।

৭৪. "The Availability and use of official publications in libraries. Fourteenth IASLIC Conference,

New Delhi, 1983. p. 151. (IASLIC Special publication No. 23)

সরকারের বিভাগীয় প্রকাশনা, কমিশন রিপোর্ট ইত্যাদি তথ্য পরিষেবায় নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হলেও এগুলি ব্যবহারের সময় পাওয়া সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় প্রকাশনার ব্যবহারের সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধটি লিখিত। এ ধরনের প্রকাশনার উপযুক্ত বন্টন ব্যবস্থা নেই। সঠিক জায়গায় এগুলি পাঠানো হয় না। ফলে এদের সদ্ব্যবহার হয় না। এদের প্রচারের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। এরজন্য বিশেষজ্ঞদের সময় ও সরকারের অর্থের অপচয় হয়। গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে বলা যায় এ সব প্রকাশনাপঞ্জীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারকে দেওয়া প্রয়োজন। রঙ্গনাথনের মতে বিক্রয় যোগ্য প্রকাশনাগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে বাজারে উপস্থিত করা দরকার। গ্রন্থাগার অধিকর্তার এ বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

৭৫. "Multi-media approach to literacy service. Librarian" Organ of the dept of Library and Information Science. Jadavpur University, 1984. p. 7.

আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের সম্পদ বলতে শুধুমাত্র ছাপানো বই বোঝায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহুমাধ্যম অর্থাৎ টেপ, স্লাইড, ক্যাসেট, ফিল্ম, রেকর্ড, সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ, চার্ট, ম্যাপ, পোস্টার, পুস্তিকা প্রভৃতি অ-বই উপকরণ বোঝায়। সমাজের স্বীকৃতির জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রন্থাগারিককে এগিয়ে যেতে হবে। নিরক্ষরদের দেশে এইসব বহুমাধ্যমের বিশেষভাবে প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের এরজন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হওয়া দরকার।

৭৬. "An Ethical code for the library profession in India. "Eleventh national seminar of IASLIC, Hyderabad, 1984, p. 24 (IASLIC special publication No 24).

ডাক্তার ইন্‌জিনিয়ার ইত্যাদি বৃত্তির লোকেরা ইতিমধ্যে তাদের নৈতিক আচরণবিধি তৈরী করেছেন। গ্রন্থাগারিকতাতেও এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা দেশবিদেশে অনেকদিন ধরেই চলছে। ALA (1945) প্রকাশিত Patrons are people, how to be a model librarian D. J. Foskett এর "The creed of a librarian - no politics - no religions, no morals, (1962) নৈতিক আচরণবিধির মাপকাঠি বলা যায়। আমাদের দেশে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের এখনও সামাজিক স্বীকৃতি সম্ভব হয় নি। গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণে অনাগ্রহ দেখা যায়। ফলে পরিষদের কাজে দৃঢ় পদক্ষেপ সম্ভব হয় না। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন ভারতে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে একত্রিত করে Joint Council of Library Association of India (JOCLAI) এর মতন সংস্থার এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে একটি আচরণ বিধি গঠন করা দরকার। স্ব-আরোপিত বিধিতে কাজের মান ও মর্যাদা বাড়বে।

৭৭. "Educational publishing role of public and private sector", India Book Industry, May 1985, p8

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বিষয়ে যথাযোগ্য বেসরকারী প্রকাশনার সঙ্গে সরকারী প্রকাশনার কাজ শুরু হয়। মুদলিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার উন্নয়নের সরকারী ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রকাশনাতে ও অনেক উন্নতমানের মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায়। অভিজ্ঞদের মতে সরকারী প্রকাশনা সর্বদা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। সরকারী ও বেসরকারী যুগ্ম প্রচেষ্টায় প্রকাশনা জগতের উন্নতি সম্ভব।

৭৮. "Planning cycle approach to public library system. "Twelfth IASLIC National Seminar, Varanasi, 1986, p. 161 (IASLIC) Special publication No. 26)

পরিকল্পনা চক্র বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ও সার্থক পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থার পরিচালকের সাহায্য বোঝায়। সাধারণ গ্রন্থাগারে সর্বাধিক পরিষেবা দিতে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সবসময়ে নির্দিষ্ট খাতে বরাদ্দ ব্যয় কাজের সময় ঠিক সেইমত খরচ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় অনুদান সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব হয় না। উপরন্তু অর্থনৈতিক বন্টনের পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা না হলে সেটা গতানুগতিক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরজন্য দুই বা তিনমাস অন্তর পর্যালোচনা করে চাহিদা ও তার সমস্যার সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭৯. "Library education for services to the illiterate millions, "Sixteenth IASLIC Tirupati 1987, p. 97 (IASLIC special publication No. 27).

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগারের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রয়োজন। আবার এদেশের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে লক্ষাধিক নিরক্ষর লোকের প্রয়োজন অনুসারে

পরিষেবা দেওয়া দরকার। এই বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় আবশ্যিক মূল বিষয়ের পাশাপাশি সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজের উপযোগী সহায়ক বিকল্প বিষয় পাঠক্রমে যুক্ত হতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, সেইমত শিক্ষিত হলে বেকার সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হতে পারে।

৮০. "Towards an information socity. " IASLIC Bulletin 40(3), 1995, p. 17.

নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় এবং বৈপ্লবিক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বক্তা / প্রবন্ধকার খুব সংক্ষেপে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাল বিন্যাসে (networking) নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার কতটা স্থান সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন সাহিত্য, কলা অথবা সমাজ বিজ্ঞান এবং সাধারণ গ্রন্থাগার সবক্ষেত্রেই networking এর সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিম্নস্তর থেকে উর্দ্ধমুখী সর্বস্তরের এই জাল বিন্যাস গড়ে তুলতে হবে।

প্রবন্ধটি 16th IASLIC Seminar IIT Bombay, Dec. 1994 এর সভাপতির ভাষণ।

৮১. "Non-book approach to public library service, "IASLIC Bulletin 42 (4) 1997, p. 145.

সাধারণ গ্রন্থাগার সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য। সেখানে শিক্ষিত পাঠকের সঙ্গে নিরক্ষর জনসাধারণকেও পরিষেবা দিতে হবে। তাদের উপযোগী পরিষেবার প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা ও কর্তা ব্যক্তিগণ সমাজের প্রতি তাঁদের এই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রবন্ধটি কলকাতায় R. R. L. F. আয়োজিত সভার প্রদত্ত বক্তৃতার উপর লিখিত।

৮২. Phani Bhusan Roy : an avant grade. Phani Bhusan Roy commemorative volume, Calcutta Bengal Library Association. 1988. p. I.

প্রয়াত ফণিভূষণ রায় ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যুক্তিবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরোধা পুরুষ। ১৯৫০ এর প্রথমদিকেই মালদহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ তাঁর সেই বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য গ্রন্থাগার। এই বিশ্বাসে "গ্রন্থাগার সর্বাত্মক" বক্তব্যটি তিনি প্রখ্যাত শিল্পী ইন্দ্রদুগ্গারের সাহায্যে সচিত্র প্রচার পত্রের মাধ্যমে ১৯৫৫র গ্রন্থাগার দিবসে উপস্থিত করেন। গ্রন্থাগার পরিষেবা তাঁর নিকট জরুরী পরিষেবার অন্যতম বলে পরিগণিত ছিল। সে কারণে তাঁর কর্মজীবনে কর্মবিরতি, হরতাল, বন্ধ ইত্যাদি কোন দিনও প্রতিপালিত হয় নি। পেশাকে তিনি নেশার সঙ্গে সমন্বিত করেছিলেন। ILA এর সহকারী কর্মসচিব পদে থাকাকালীন ১৯৬৪ তে পাটনা সম্মেলনে সংবিধান সংশোধনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। BLA, ILA, IASLIC এর বিভিন্ন সময়ের পেশ করা স্মারকপত্রগুলি তাঁর সুচিন্তিত মৌলিক ভাবনাচিন্তা প্রসূত। এগুলি রচনার সময় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পুস্তক পর্যালোচনা (ইংরাজী)

৮৩. Book review (D. C. Ojha, University Libraries in India, Jodhpur, Latesh prakashan 1980, Rs. 50·00) IASLIC Bulletin 25(3) 1980, p. 139.

বইটির আলোচনা প্রসঙ্গ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রঙ্গনাথন কমিটির (১৯৬৫) সুপারিশ সংক্ষেপে বলেছেন। লেখক ডি. সি. ওঝা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার নিরসনে গ্রন্থাগার সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে। বইটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের সহায়ক হবে বলে পর্যালোচক হিসাবে মন্তব্য করেন।

৮৪. Book review (Inamder N. B. and Ramaiah, L. S. ed, National policy for University libraries in India ; problems and perspectives. New Delhi Concept publishing co. Price Rs. 250·00) IASLIC Bulletin 35(4) 1990, p 172.

দক্ষিণ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিকদের লেখায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। লেখকদের অভিজ্ঞতা প্রসূত অভিমত ও ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য আছে। ১৯৮২ তে ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব বইটিতে সংযোজিত হয়েছে।

৮৫. Book review (Kumar, Girija, Censorship in India. Har Anand publications, 1990, Price Rs. 175·00), IASLIC Bulletin 35(4) 1990, p. 171.

বইটিতে আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সেন্সরশিপের প্রথম যুগের কথা লিখেছেন। সভ্যতার আদিযুগ থেকেই প্রকাশনা

জগতে এ ধরণের বাধা নিষেধ চলে আসছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বইটির লেখক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকটি বিতর্কিত বই নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে মৌলবাদীদের স্বার্থে সরকার সর্বদা আপোষপন্থী পদক্ষেপ গ্রহনে আগ্রহী। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বইগুলি পাঠকসমাজই গ্রহনীয় কি বর্জনীয় সে বিচার করবেন। বইটির শেষ পরিচ্ছদে লেখক ভারতে সেন্সরশিপের ইতিহাস লিখেছেন। এখানে রাজা রামমোহন রায় যিনি এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রবক্তা তাঁর উল্লেখ নাই। প্রধানত রাজনৈতিক কারণে বিধি নিষেধের কথা আলোচিত হয়েছে। শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ের বইগুলির কথা আলোচিত হয় নি।

৮৬. Book review (New horizons in library and information science Dr. Vegala Venkatappiah festschrift. Madras, T. R. Publication pvt. ltd. 1994. Price Rs. 425 00) IASLIC Bulletin 42(2) 1997 p. 92

আলোচ্য বইটি ভারতে গ্রন্থাগারিকতা প্রকাশনা জগতে একটি মূল্যবান সংযোজন। ডঃ ভেগালা বেঙ্কাটাপ্পাইয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে চার দশক ধরে মূল্যবান অবদানের কথা স্মরণ করে এই বিশেষ প্রশস্তিমূলক আলোচনা। সাধারণ গ্রন্থাগার ইতিহাস, সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, গ্রন্থাগার আইন, শিশু ও গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক, তথ্যের সরবরাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বইটিতে স্থান পেয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে ছাত্র, গবেষক, শিক্ষকদের বিশেষ সহায়ক হবে।

সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক : বই (বাংলা)

৮৭. মৃত্যুঞ্জয়ী। কলিকাতা, মহাজাতি সদন, ১৯৬৬. পৃ ২০৮, মূল্য ৩-০০ টাকা।

সতীন সেন স্মৃতি সমিতি মহাজাতি সদনে দেশবরেণ্য নেতাদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সদনে এক প্রতিকৃতি সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। তিনি সেইসব মনীষীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে বইটি সংকলন করেছেন।

৮৮. বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা : রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ। সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮, পৃ ৪৯৯, মূল্য ১৮-০০ টাকা।

রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু ও মানবেন্দ্র নাথ রায় এই ঝারোজন বিশিষ্ট বাঙালীর ভাবনাচিন্তাকে তিনি দর্শন চিন্তা, ধর্মচিন্তা, অর্থনীতিক চিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা এইভাবে বিশ্লেষণ করে দক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন।

"রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আমাদের যে পরিমাণ আগ্রহ, রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনায় তার সিকিভাগ নয়। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা" সেই অভাব মেটাল। বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনের কতকগুলি মূলসূত্র তিনি এখানে দক্ষভাবে তুলে ধরেছেন।

"বিমানবিহারীর ইংরাজী বইটির প্রভাব লেখক স্বীকার করেছেন। কিন্তু চিন্তাধারায় তিনি বিমানবিহারীর মতন ভক্তিমার্গের লোক নন। খাঁটি যুক্তিবাদী, রেনেসাঁসী মূল্যবোধে তাঁর আস্থা। কিন্তু তার বড় গুণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি আধ্যাত্মবাদী ভাবুকদের চিন্তাধারা নিষ্ঠার সঙ্গে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছেন। বারোজন কৃতিপুরুষের বেশির ভাগের রাজনীতির মধ্যে ধর্মের প্রভাব পড়েছে। ব্যতিক্রম অক্ষয় দত্ত ও মানবেন্দ্র নাথ রায়। এতজন মনীষীর চিন্তার উপস্থাপনার জন্য এই বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" (ক্রান্তি, জানুয়ারি-জুন ১৯৬৯, নারায়ণ চৌধুরী পৃ. ৯০)।

৮৯. বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা। কলিকাতা, জি. এ. ই পাবলিশার্স ২য় ১৯৮৬। দুইখন্ড, মূল্য ৬০+৬০ টাকা।

প্রথম সংস্করণের বারোজন কৃতি পুরুষের সঙ্গে অতিরিক্ত সাতজন মনীষীর প্রসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, আবদুল রসুল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণকুমার সরকারের অবদান নতুন সংযোজন। সীমিত পরিসরে সাধারণভাবে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা এবং তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তার পারম্পর্য আলোচিত হয়েছে।

৯০. মানবেন্দ্রনাথ রায় (২১ মার্চ, ১৮৮৭-২৫ জানুয়ারি ১৯৫৪) সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। মানবেন্দ্র নাথ রায় জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতি, ১৯৮৬, পৃ. ২০ মূল্য ২ টাকা।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর বিপ্লবী জীবন ও দার্শনিক মতবাদ নিয়ে প্রকাশিত পুস্তিকা।

৯১. রাজনীতির অভিধান। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ ৩৬৮, মূল্য ১০০ টাকা।

বাঙলা ভাষায় এ পর্যন্ত নানা বিষয়ে কোষগ্রন্থ বেরিয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির অভিধান এই প্রথম। এই অভিধানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সুনির্বাচিত চার শতাধিক শব্দ সংকলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্যাদি এবং দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি

বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছু প্রস্তাব ও সীমিত সংখ্যক রাষ্ট্র দার্শনিকদের চিন্তাভাবনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

"বিষয় অনুসারী অভিধানের কদর বেড়েছে। এই ধারায় নতুন সংযোজন প্রবীন শিক্ষা ব্রতী ও গ্রন্থাগারিক ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজনীতির অভিধান।" ..... বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন আজ নানা রাজনৈতিক বলয় দিয়ে ঘেরা। স্পর্শকাতর এই বিষয়ে সঙ্কলনের নিরপেক্ষ শব্দ নির্বাচন এবং রচনা প্রশংসার যোগ্য।" (দেশ, ১৪জুন ১৯৯৭)

বিষয় ঃ সমাজ ও রাজনীতি ঃ পত্রপত্রিকা (বাংলা)

৯২. "জর্জ টমসন ও বাংলার দলীয় রাজনীতির সূচনা," এক্ষণ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬ (১৯৬২), পৃ. ১৮।

ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ইয়ংবেঙ্গলদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা প্রথমে বৈঠকী পরিমণ্ডলীতে সীমাবদ্ধ ছিল। জর্জ টমসন তাদের কর্মতৎপরতাকে সংঘবদ্ধ করতে বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ তাঁকে নিজ ব্যয়ে এদেশে আনয়ন করেন। টমসনের বক্তৃতা, আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যগণ একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজন বোধ করেন। তার নাম হয় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। টমসন তার প্রথম সভাপতি হন। তিনি কার্যোপলক্ষে দিল্লী চলে গেলে এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অনেকের মতে তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি মধ্যবিত্ত সমাজকে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী ছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে টমসন দেশমুক্তির কথা না বললেও ইয়ংবেঙ্গলের মননশীলতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের আশু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করেন।

৯৩. "লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথ," পুরোগামী, জানুয়ারি ১৯৭০, পৃ ৪।

লেনিনের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশ্বজুড়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। লেনিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশেষ সংযোগ ছিল। লেনিনের সঙ্গে ভারতের সংযোগকারী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম সে ভাবে উল্লেখ করা হচ্ছেনা। মতবিরোধতা এর কারণ। নিবন্ধটিতে মানবেন্দ্রনাথ ও লেনিনের সংস্পর্শের ইতিকথা লিখিত হয়েছে।

৯৪. "সেকুউলারাজিম," পুরোগামী, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃ ৫।

সেকুউলারাজিম শব্দটির অর্থ ইহজীবন সর্বস্বত্বোধ ও মনোভাব সম্পূর্ণ বস্তুবাদী এই সত্তার ঈশ্বর ও পরলোকের কোন স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক। ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মান্ধতার জন্য প্রগতিশীল পদক্ষেপ সম্ভব হয় না। ফলে মানুষের সহজাত যুক্তিবোধ বাধা পায়। যুক্তিবোধকে ক্রিয়াশীল করে তোলাই সেকুউলারাজিমের উদ্দেশ্য।

৯৫. "নব্য বামপন্থী আন্দোলন," পুরোগামী, শরদসংখ্যা অক্টোবর ১৯৭০, পৃ ৮।

চৈতালী সেন ছদ্মনামে লিখিত।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ইউরোপ 'নু ডেল গোস' অর্থাৎ নব্য বাম নামে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হয়। প্রবন্ধটি তার ভিত্তিতে লিখিত। মিলোভান জিলাস, দানিয়েল কল বেনেদিনের প্রবন্ধে এঁদের কথা জানা যায়। হার্বার্ট মারকিউজের প্রভাব এদের ওপর অসীম। চে গুয়ে ভারা ও রেজিস ডেব্রে হলেন নব্যবামপন্থীদের আদর্শ পুরুষ। সামাজিক বোধ সম্পন্ন আলোকপ্রাপ্ত মানুষ শোষনমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার আশা করে নব্যবামপন্থার এই বিশ্বাস।

৯৬. "পাকিস্তান কোন পথে?" পুরোগামী, মার্চ ১৯৭১, পৃ ৭।

চৈতালী সেন ছদ্মনামে লিখিত।

১৯৪০ এ লাহোর অধিবেশনে গৃহীত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুজিবর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী করেন। ফজলুল হকের ভাবশিষ্য মুজিব পূর্বপাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা ও অন্যান্য অধিকারের দাবী জানান। এই দাবীগুলি নিয়ে যে আলাপ আলোচনা চলছে তার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হলে লেখক মনে করেন আভ্যন্তরীণ ধাক্কায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

৯৭. "ট্রেড ইউনিয়নের সামাজিক ভূমিকা," পুরোগামী, শারদ সংখ্যা, ১৯৭১, পৃ ৯।)

সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জনজীবন শ্রী ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় নানা অবাঞ্ছিত প্রকাতায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত এর আওতায় পড়ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় শ্রমবিরোধ প্রশ্নটির সমাধান পরিচালনভার শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধি মন্ডলীর হাতে ন্যস্ত

করা। আর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে শেয়ার বিক্রি করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

৯৮. "একদশকের মানবেন্দ্র চর্চা : ১৯৬১-১৯৭১," মানবেন্দ্র সংখ্যা ১৯৭২, পৃ ২০।

রুশ বিপ্লবের ৫০ বর্ষ পূর্তি ও লেনিন জন্ম শতবর্ষে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের উল্লেখ খুবই কম। কিন্তু গতদশকে (১৯৬১-৭১) কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনার সাহায্য নিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ মতকে পূর্ণবিচারের জন্য আলোচনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বিগত দশকে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির কয়েকটির আলোচনাও করা হয়েছে।

৯৯. "হিংসা, বিপ্লব ও গণতন্ত্র," পুরোগামী, বিপ্লবসংখ্যা ১৯৭২, পৃ ১৪।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সব দেশে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ঘটে গেছে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে তার স্মৃতি বিভীষিকাময়। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের তাগিদে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার আমূল অবসানই বিপ্লবের লক্ষ্য। শিক্ষা ও চেতনার ফলে মানুষের মনে সামাজিক পরিবর্তনের ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই সেই পরিবর্তন ফলপ্রসূ হয়।

১০০. "বিবর্তনের ধারায় সমাজতন্ত্র," পুরোগামী সমাজতন্ত্র সংখ্যা, জুন ১৯৭৩, পৃ ২৮।

স্বাধীনতা, সাম্য ও সোহার্দ্য স্থাপন হল সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ। এর জন্য চাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রতিফলন। ইউরোপীয় দেশের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে অনুন্নত দেশের আজে লাগানো দরকার। ভারতের অবস্থানুসারে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এরজন্য যথোচিত শিক্ষা ও চেতনার উন্মেষ প্রথম কাজ।

১০১. "মানবতন্ত্রী রবার্ট ওয়েন," পূর্বাশা বিপ্লবসংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮১ (১৯৭৪) পৃ. ১০।

ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের পথিকৃৎ রবার্ট ওয়েন (১৭৭১ - ১৮৫৮)। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করতেন না। যুক্তিনির্ভর বিপ্লবকে তিনি কল্যাণকর মনে করতেন। মার্কস, এঙ্গেলসের মতে তিনি একজন ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী। তাঁর 'সমবায়ী গ্রাম' এক অভিনব চিন্তা। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। শেষজীবনে তিনি স্বীকার করেন তাঁর 'A new view for society' অনেকটা দিবা আরব্ধ কাজ বলে মনে করতেন। জীবনকালে তাঁর চিন্তা ও প্রয়াস সফল না হলেও উত্তরকালে তার প্রভাব সারা বিশ্ব ব্যাপ্ত।

১০২. "নৈতিকতার সংকট," পুরোগামী, শারদসংখ্যা অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ ১৪।

আজকাল নিয়মশৃঙ্খলা অমান্য করা বা নীতিবিচ্যুতি মানুষের কাছে খুব সহজ হয়ে গেছে। এতে দেশের উন্নতি সর্বোতভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ধর্ম বা রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ নয়, এরজন্য চাই দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা, সাধ্যমত আইনী ব্যবস্থা। নীতি শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী, শিক্ষাদানের যোগ্যতা এবং শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

১০৩. "নব মানবতাবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ," রক্ততজ্যোতি, জানুয়ারি ১৯৭৬, পৃ ১৫।

ধর্মকে গান্ধী নৈতিকতার উৎস মনে করতেন। এই খানেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব মানবতাবাদের মূলসূত্র হল (১) যুক্তি, (২) নৈতিকতা, (৩) স্বাধীনতা। যুক্তিবোধ মানুষকে নীতিপ্রবণ করে। স্বাধীনতার আকাঙ্খা মানুষের আরেকটি সহজাত প্রবণতা। আজীবন সশস্ত্র বিপ্লবের কাণ্ডারী বিপুল অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেন রক্তঝরা বিপ্লব পরিণামে কল্যাণকর হয় না। অশুভ উপায়ে শুভ উপলব্ধে যাওয়া যায় না। গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মিল ছিল। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের গুরুত্ব দেন। ভারতে রেনেসাঁস আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি উৎসাহী ছিলেন।

১০৪. "মার্কস ও মানবতাবাদ," পুরোগামী, ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ৪।

মার্কসবাদ ভাবভূমিতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদ। প্রবন্ধটিতে মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিলের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১০৫. "সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান কোথায়?" রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ পত্রিকা দিবা ১৯৭৮, পৃ ৭৪।

আইনের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা, ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকলে কোন বিপদের কারণ হয় না। কিন্তু ধর্মান্ধমানুষের অশুভ চিন্তায় ভারতভূমি খণ্ডিত, ইজরায়েলের জন্ম এবং মধ্যপ্রাচ্যে

চিরস্থায়ী অশান্তি। এছাড়াও একই ধর্মের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের হানাহানি, নিপীড়ন লেগে আছে। হিন্দু সমাজে হরিজন, নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচার মুসলমান সমাজে শিয়া- সুন্নি-আহমেদিয়া দ্বন্দ্ব, শিখেদের মধ্যে নিরংকারীদের ওপর হামলা, এমন কি ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্ট হানাহানি ধর্মের অসারতা প্রমান করে। মানুষের সহজাত যুক্তিবোধ ও মানবতন্ত্রী মূল্যবোধ সম্প্রীতির মানসিকতা গড়ে তুলবে। ইহজীবনবাদ সেকিউলারিজিমকে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে চালানো হয়। এতে ধর্মীয় বিভেদ কামনা কমে না। এর প্রতিকারে চাই, যুক্তিবাদী আন্দোলন চাই। সময়, ধৈর্য ও প্রস্তুতি।

১০৬. "দুর্নীতির কি ও কেন?" পুরোগামী, জুলাই ১৯৭৯, পৃ ৪।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দুর্নীতি। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় দুর্নীতি অনেকাংশে অর্থনৈতিক হলেও তার মূল উৎস মানসিক। আইন করে দুর্নীতি রোধ সম্ভব নয়। এর জন্য দলমত নির্বিশেষে যৌথ উদ্যম গড়ে উঠুক। সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এর সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে সমাজ বিজ্ঞানী ও কৃতবিদ্যরা তৎপর হোন।

১০৭. "উৎসবের অর্থনীতি," পুরোগামী, জানুয়ারি ১৯৮০ পৃ৬।

পারস্পরিক সংযোগ, সম্প্রীতি ও সংঘবদ্ধ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎসবের সার্থকতা। জীবনের এক ঘেয়েমি কাটাতে বৈচিত্র্য ও আনন্দের জন্য উৎসবের প্রয়োজন। কিন্তু উৎসব যখন লাগাম ছাড়া উদ্দাম হয়ে পড়ে তখন সেটা রুচি বিকৃতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক হয়। বর্তমানে এই উন্মাদনা রুচিবিকৃতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ জানার জন্য যথোচিত সমীক্ষা দরকার। এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন।

১০৮. "ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ," টাকী রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ ১৩২৫-১৩৮৫, পৃ ২৮৪।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন নিয়ে প্রবন্ধটি লিখিত। অধুনা দেশবিদেশে তাঁর উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

১০৯. "বামপন্থী রাজনীতির সেকাল ও একাল," পুরোগামী, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃ ৭।

প্রচলিত দৃষ্টিতে কর্মীরা উৎপীড়ক দক্ষিণপন্থী আর দরিদ্ররা নিপীড়িত ও বামপন্থী শ্রেণীভুক্ত। বামপন্থার ইতিহাস আলোচনা করে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। বামপন্থী আন্দোলনের মত ও পথের পার্থক্য যতই থাক বিবর্তনের ধারায় শব্দটি এক বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য লাভ করেছে। সেটা হল যুক্তি নীতি ও মুক্তির আদর্শ।

১১০. "ভি. এম. তারকুন্ডে : অনন্য এক ব্যক্তিত্ব," পুরোগামী, জুলাই ১৯৮৪, পৃ ১৮০।

V. M. Tarkunde এর ৭৫ তম জন্মের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। তারকুন্ডের জীবনেতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রেঁনেসাস আন্দোলনে তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

১১১. "কবি অরুণ ভট্টাচার্য," পুরোগামী, জুন ১৯৮৫, পৃ. ১০২।

কবি অরুণ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে নিবন্ধটি রচিত।

১১২. " ভি. বি কার্নিকের জীবনাবসান," পুরোগামী, জানুয়ারী ১৯৮৬, পৃ ১৫।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অন্যতম প্রধান সহকর্মী ভি. বি. কার্নিকের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধার্ঘ। কার্নিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। ভানগার্ড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১১৩. "মানবেন্দ্রনাথের বি-উপনিবেশন তত্ত্ব আলোচনার খসড়া," পুরোগামী মার্চ ১৯৮৭, পৃ ৭৮।

বি-উপনিবেশন তত্ত্বের উদ্‌ভাবনা কুড়ির দশকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন পরিণাম। এটি মূলতঃ অর্থনৈতিক তত্ত্ব। কমি-টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এর উদ্ভব হয়। ষষ্ঠ কংগ্রেসে প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি এর কার্যকারিতা। এর উল্লেখ বর্তমানে অনেক গবেষকদের লেখায় পাওয়া যায়।

১১৪. "সভ্যতা থেকে বর্বরতা অভিমুখে," পুরোগামী, মে ১৯৯০, পৃ ১৪।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে গণপ্রহার, গণধোলাইতে কয়েকজন নিহত হচ্ছে। এটা ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। পুলিশী আইনের দীর্ঘসূত্রিতা, যুক্তিবোধ ও নৈতিক চেতনার দ্রুত অবনতি, হাওড়ার উদয় নারায়ণপুরের মানশ্রী গ্রামের Peoples' Institute for Rural Action. (PIRA) নামে এক সংস্থার মহিলা কর্মীরা এই

প্রবণতার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই সমাজসেবী সংগঠনের উদ্দেশ্য যুক্তিশীল জনমত গঠন ও আইনের কঠোর ব্যবস্থার প্রণয়ন।

১১৫. "মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তার রূপরেখা," পুরোগামী জুন ১৯৯১, পৃ ১১২।

প্রবন্ধটিতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শিক্ষাচিন্তা, ইতিহাসচিন্তা ও দর্শনচিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ শিক্ষাকে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ মনে করতেন। মার্কসের ইতিহাসচিন্তার অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ একমাত্র প্রত্যয় নয়। মানবেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রশক্তি, জলবায়ু ইত্যাদি অন্যান্য নির্ধারণবাদের ভূমিকার কথাও বলেছেন। মার্কসের দর্শনচিন্তার সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য মানবমনের ভূমিকায়। স্থায়ী মূল্যবোধের ওপর তাঁর চিন্তা ন্যস্ত।

১১৬. "ইসলামি রাষ্ট্র," পুরোগামী, মে ১৯৯২, পৃ ৮৪।

ইসলামের ইতিহাসের গোড়ার কথা বিভিন্ন আরব বেদুইন গোষ্ঠির ঐক্যবদ্ধতার কথা। তারা প্রাচীন সমাজব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় একেশ্বরবাদী পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। কোরাণের নির্দেশিত আইন মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। ইসলামে মানুষের অধিকার নেই, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। পরে দেশ বিদেশে ইসলামের সম্প্রসারণে নতুন আইন রচনার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

১১৭. "হিন্দ্-স্বরাজ," পুরোগামী, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ ১২৭।

গান্ধিজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' বইটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম আকরগ্রন্থ। কুড়িটি অনুচ্ছেদে গান্ধিজী যে ভাবে ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ণ, হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের আত্মশক্তির মুক্তির যৌক্তিকতা ইত্যাদির কথা বলেছেন, বর্তমান প্রবন্ধটি তারই সংক্ষিপ্তসার।

১১৮. "ফ্যাসিবাদ বিরোধী বনাম অগষ্ট আন্দোলন," পুরোগামী অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯২, পৃ ১৭৫।

বিরাশিতমের অগষ্ট আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নানা আলোচনায় এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা নিয়ে মধ্যে মধ্যে বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি লিখিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪২ এ গান্ধিজীর ডাকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শুরু হয়। অপরদিকে মানবেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি মনে করেছিলেন ফ্যাসিবিরোধিতাই গণতন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। এক্ষেত্রে অগষ্ট আন্দোলন করে ব্রিটিশ যুদ্ধের বিরোধিতা করা সঙ্গত নয়। পরবর্তীকালে সকলেই যুদ্ধের সমর্থন করে। বস্তুনিষ্ঠ পূর্ণমূল্যায়নে অগষ্ট আন্দোলনের যৌক্তিকতা জানা যাবে।

১১৯. "চলতা হ্যায় কালচার," পুরোগামী জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ১১২।

অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন থাকা সত্ত্বেও বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনে গণভোজের প্রসঙ্গে নিবন্ধটি রচিত। জনসমর্থন না থাকলে কোন কিছু আইন করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। এইসব সামাজিক ভোজ অনুষ্ঠানে সমাজের সাধারণ মানুষ যে সব সমস্যায় পড়েন তার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

১২০. "অমানবিক নর্মদা প্রকল্প," পুরোগামী, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ ১৫৫।

নর্মদা প্রকল্পের বিরোধীরা প্রকল্পটি বাতিল হোক এই কথা বলছেন না। তাঁরা মানবসম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিবেশ বাঁচানোর তাগিদে প্রকল্পটির কিছু বদল দাবী করছেন। বাঁধের উচ্চতা কিছু কমালে নর্মদা উপত্যকায় বসবাসকারী ভীল, গোন্ড, বৈশ প্রভৃতি উপজাতির মানুষেরা বাস্তুচ্যুত হবেন না। কিন্তু আমাদের কাছে সেটা গ্রাহ্য হয় নি। ফলে নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন ভিন্ন গতি নেই।

১২১. "গ্যাট (ডাঙ্কেল) চুক্তি ভিন্ন দৃষ্টিতে," পুরোগামী মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৪৩।

প্রবন্ধটির সূত্রপাত গ্যাট (General Agreement of Tariffs and Trade-GATT) এর পশ্চাদপট নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রারম্ভিকে গ্যাট চুক্তি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিরাপত্তা ও লাভজনক পরিস্থিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। পরে ১৯৮৬ তে মেধাস্বত্ব, পরিষেবা, বাণিজ্য সংক্রান্ত দিকগুলি প্রাধান্য পায়। ভারত, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ এর জন্য প্রতিবাদ জানায়। গ্যাটের ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল এই বিতর্কিত সমস্যাগুলির আপস মীমাংসার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে দুটো দিক আছে। বুঝতে গেলে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সকলদিক বিবেচনা করে গ্যাট-চুক্তির আলোচনা করা দরকার।

১২২. "ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা," পুরোগামী, জুলাই ১৯৯৫, পৃ ১২৭।

পাকিস্তানের জনসংখ্যা হ-হ বৃদ্ধি হওয়ায় সেখানে কৃষিশিল্পের উৎপাদন সমহারে সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ

ইসলামের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি। কোরান, হাদীস আর বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন ভাষ্যকারদের অভিমত পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রথম যুগে ইসলাম অনুরাগীরা সংখ্যায় অল্প ছিল। তাদের শ্রী সমৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্য দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনায় জানা যায়, মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে ইসলামি দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা, বিবাহ ও সন্তানলাভের পরিপন্থী নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি খালেদ ফারকে আকবরের "Family planning in Islam: a review" এর সংক্ষিপ্ত সার।

প্রবন্ধটি "স্বাস্থ্য ও পরিবেশ" পত্রিকা জুন-জুলাই ১৯৭৫ সংখ্যায় পুর্নমুদ্রিত।

বিষয় : সমাজ ও রাজনীতি-বই (ইংরেজি)

১২৩. Leftism in India : M. N. Roy and Indian politics 1920-1948. Calcutta. Minerva associates (publications) pvt. ltd. 1984, p. 312. Price Rs. 150·00

বইটি তাঁর Phd গবেষণা পত্রের বিষয়। গভীর অনুসন্ধানী মন ও গবেষণার নতুন উৎস সামগ্রীর সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপিত।

১২৪. Manabendra Nath Roy : an annotated bibliography. Calcutta. K. P. Bagchi & Co. 1993, p. 220.

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখার বিষয় পরিধি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংবিধান, পরিকল্পনা, সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। সটিক গ্রন্থপঞ্জীটির দুটি ভাগ (১) রায়ের লেখা ও (২) রায়ের উপর লেখা। প্রতিটি সংলেখ (entry) সংক্ষিপ্তসারসহ, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সম্বন্ধে গবেষণার কাজে বইটি বিশেষভাবে নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে। National Social Science Documentation Centre, ICSSR, New Delhi র অর্থানুকুল্যে গ্রন্থপঞ্জীটি সংকলিত।

সমাজ ও রাজনীতি : পত্রপত্রিকা (ইংরেজি)

১২৫. "M. N. Roy : a bibliographical study", Indian archives 24(2). July-December 1975, p. 26.

এম. এন রায়ের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা প্রচুর। M. N. Roy Archives (দেরাদুন) এর সংগ্রহ বর্তমানে মাইক্রোফিল্ম করে Nehru Memorial Museum and Library (নতুন দিল্লী) তে সংরক্ষিত। প্রবন্ধটিতে রায়ের লেখাগুলির অধিগম্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনী সমন্বিত গ্রন্থপঞ্জীর একটা কালানুক্রমিক সারণী যুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্ট নং ২-রায়ের উপর রচনার নির্বাচিত তালিকা।

১২৬. "M. N. Roy and the left-wing in India : 1920 47, Society an Change, January-June 1988, p. 181.

মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯২০-র দশকে ভারতবর্ষে বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত ও গড়ে তোলার সাহসিক কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি দক্ষিণপন্থীদের মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে ব্যর্থ হন। কালক্রমে তাঁর বামপন্থা উগ্র উপনিবেশবাদ বিরোধিতা থেকে এক সুচিন্তিত স্বাধীন দর্শনে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদের বিরোধিতাকে প্রধান কর্তব্য মনে করতেন। ফলে যুদ্ধকে সমর্থন করায় জনসাধারণের কাছে তিনি অপ্রিয় হয়ে পড়েন।

১২৭. "Population explosion in India", The Radical Humanist, July 1992, p.1.

জনবিস্ফোরণ ভারতবর্ষের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। যদিও ভারতে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী বহুদিন পূর্বেই গৃহীত তবুও তুলনায় দেখা যায় এশিয়ার অন্যান্য দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সমস্যা অনেক বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। কেন্দ্রিয় ও রাজ্যসরকারের এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সহযোগিতার বেশি পরিমাণে অনুপ্রেরক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। অপরপক্ষে অসহযোগিতার জন্য নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২৮. "In the name of morality," The Radical Humanist, April 1995, p. 25.

দেশের নৈতিকতার অবনতির জন্য রাজনীতিবিদরা চিন্তাগ্রস্ত। তাঁরা দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে নৈতিকতার নামে ধর্মীয় কুসংস্কারের বীজ বপনে সচেষ্ট। ফলে যুব সম্প্রদায় হয়ে পড়েছেন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও গন্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্রস্বার্থের শিকার। নীতিহীনতার অবসানের জন্য ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষিত করা দরকার যাতে তারা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যুক্তিযুক্ত কাজ করতে পারেন।

বিষয় ঃ পরিবেশ পত্রপত্রিকা (বাংলা)

১২৯. জল স্বাস্থ্য ও শৌচনীয়তার একটি উপেক্ষিত প্রসঙ্গ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯, পৃ ১৮৯।

পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম শহর কলকাতায় সাধারণের জন্য উপযুক্ত শৌচাগারের একান্ত অভাব। এটির সঙ্গে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শোভনীয়তার প্রশ্ন জড়িত। মানুষের স্বভাব ও অসহায়তার কথা বলে তিনি অত্যন্ত জরুরী সমস্যাটি সমাধানের কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন।

১৩০. ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পথিকৃৎ কার্বে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৬৪।

অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির পথে প্রধান সমস্যা ও নানা দুর্গতির কারণ। এই মানসিকতার সূত্র ধরে আধুনিক ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনশিক্ষার আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। রঘুনাথ ধোন্ডো কার্বে (১৮৮২-১৯৫৩)। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী ও মালথাস পন্থী। জনসাধারণকে পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রচার কেন্দ্র (১৯২১) স্থাপন করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'সমাজ স্বাস্থ্য' নামে একটি পত্রিকা (১৯২৭-১৯৫৩) যাবৎ প্রকাশিত হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক মতামত তাতে প্রকাশিত হয়। এরজন্য তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে তিনি জীবনের শেষদিন (১৪ অক্টোবর ১৯৫৩) পর্যন্ত অটল থাকেন।

১৩১. বাধ্যতামূলক পরিবেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৯৪ পৃ ১০১।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে প্রাক্ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সংবিধানেও পরিবেশকে সুরক্ষিত ও উন্নত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আছে এধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় তত্ত্বগত লব্ধ বিদ্যাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সার্থকতা অর্জনের সুযোগ চাই। এরজন্য চাই যথাযথ চিন্তা ভাবনা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। প্রবন্ধটি সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত।

১৩২. চাই ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশ আদালত ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উপদেষ্টা মন্ডলী, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৯৫- ৯৬, পৃ ১৩৫।

সারা ভারতের বিভিন্ন আদালতে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রচুর মামলা পড়ে আছে। পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ কাগজপত্রেই আবদ্ধ। ১৯৯৫ সালে জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুন্যাল নামে একটি বিল লোকসভায় অনুমোদন পায়। কিন্তু অসম্পূর্ণতা ও নানাবিধ ত্রুটির জন্য ওই আইন পরিবেশকর্মী ও আইনজীবীদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার করেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং পরিবেশজনিত দুর্ঘটনা নিবারণে ওই ট্রাইবুনালের যথোচিত ক্ষমতা ও কাজের অবকাশ চাই। মানুষের প্রকৃত কল্যাণে সরকারকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

১৩৩. জনবিস্ফোরণ পরিবেশ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, এপ্রিল-মে ১৯৯৬, পৃ ২১০।

পরিবেশের উপর জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে সারা বিশ্বেই চেতনা ও দুশ্চিন্তা হাল আমলে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জনসম্পদের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। লোকে শহরাভিমুখী হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রধান অন্তরায় এরজন্য নারী সমাজের সামাজিক মর্যাদা চাই। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা ও আর্থসামাজিক উন্নতির ফলে জন্মহার আনুপাতিক হারে হ্রাস পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য সবচেয়ে চমকপ্রদ। নেপাল, কেনিয়া ও পাকিস্তানে এই অভিযান ফলপ্রসূ নয়। তবে সমীক্ষায় প্রকাশ বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের মানুষ এই উপলব্ধি করেছে সাবেকি বৃহৎ পরিবারের অপেক্ষা ছোট পরিবার ভাল। উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে ফলে দ্বিতীয় জনের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়। উন্নত দেশগুলির দান হিসেবে উদ্বৃত্ত খাদ্য পাঠানো প্রশংসনীয়। কিন্তু এধরণের সাহায্যে দেশের কৃষিকর্মে উৎসাহ কমে যায়। ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। পরিশেষে পরিবেশের ক্ষতি না করে দেশের উপযোগী পন্থা নিয়ে উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কাজ করতে হবে।

১৩৪. স্বশাসিত পপুলেশন কমিশন চাই। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ ৫৩।

ভারতের নানান সমস্যার মধ্যে জনবিস্ফোরণ সমস্যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। রাজনৈতিক দল বা নেতারা জনপ্রিয়তা হারাণোর ভয়ে প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। বিশেষজ্ঞদের মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টি একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন স্বশাসিত সংস্থার উপর ন্যস্ত হওয়া দরকার। রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংবিধান সংশোধনের ভার নিতে হবে। পরিবেশ সচেতনা যে প্রশংসনীয়ভাবে প্রচারিত সেভাবে কি সরকারী উদ্যমে কি বেসরকারী উদ্যমে জন-বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে চিন্তাভাবনা ও বিধিব্যবস্থার জন্য উদযোগী হতে দেখা যায় না। দূষণ বিরোধী

আন্দোলনের অনুরূপ জনমনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্ব ও বেসরকারী আন্দোলনের প্রয়োজন আজ খুবই জরুরি।

প্রবন্ধটি 'পুরোগামী' সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যাতেও মুদ্রিত।

অন্যান্য রচনা

১৩৫. মনে পড়ে, শ্যাম বাজার এ. ভি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র পূর্ণমিলন সংস্থা, রজতজয়ন্তীবর্ষ ১৯৯০ ফেব্রুয়ারী।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র (১৯৪৫) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পুরাণো দিনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের শোক মিছিলে স্কাউটের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। ইউনিফর্ম না থাকলেও বিশেষ দিনে ছাত্র শিক্ষক সকলের জন্য মাথায় কাপড়ের টুপি ছিলো। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশায় সুধাংশু সান্যাল, ব্রজনাথ সাহা ও সুশীলকুমার ঘোষের কথা বিশেষ করে মনে করেছেন। কলকাতা তিনশো বছর পূর্তিতে এ ভি স্কুলের উজ্জ্বল স্থান আছে। স্কুলের প্রাঙ্গণের সুন্দর বাগান ছিলো - তাঁর আক্ষেপ সে বাগান এখন আর নেই।

গ্রন্থ পরিচয়।

১৩৬. রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার, (দিলীপ কুমার দত্ত ও প্রবীর কুমার দেবনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত। রবীন্দ্রচর্চা ভবন, ১৩৮৭, ২২০পৃ, মূল্য পনেরো টাকা)। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় ১৩৮৬-৮৭, পৃ ১৫।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাঙালির সারস্বত জীবনে অনন্য অবদান বিপুল স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও রচনাদি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি এবং বিচার বিশ্লেষণও হয় নি। তাঁর কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবন ও বহুবিধ রচনার দীর্ঘদিনের সেই অভাব মেটানো হয়েছে আলোচ্য বইটিতে। অধুনা প্রচলিত জার্মান শব্দে বইটিকে festschrift অর্থাৎ প্রশস্তি গ্রন্থ বলা যায়। শান্তিনিকেতনে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন এমন ২৩জন প্রবন্ধকারের রচনায় বইটি সমৃদ্ধ। প্রভাত চর্চার পক্ষে গ্রন্থটি সহায়ক হবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং গবেষকদের কাছেও বইটি যথোচিত সমাদৃত হবে।

গ্রন্থ পরিচয় (বাংলা)

১৩৭. কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও মানবেন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, দ্বাদশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৯৮, পৃ ১৭৯। (Slected works of M. N. Roy Vol. III, 1927-1932, edited by Sibnarayan Roy. Oxford University Press, Delhi, 1990. 666p. 39 plates. Price Rs 365/-

গত নব্বই ও একানব্বই এর বইমেলায় অন্যতম আকর্ষণ আলোচ্য বইটির প্রকাশ। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ এ পর্যন্ত রায়ের যে সব লেখা দেশবিদেশে প্রকাশিত হয়েছিল তার মূল অংশ বইটিতে আছে। এই লেখাগুলির একটা বড়ো অংশ জার্মান ভাষায় লিখিত এবং এ পর্যন্ত ইংরাজিভাষী পাঠকদের নাগালের বাইরে ছিল। সম্পাদক প্রচুর পরিশ্রম করে সে সব লেখা জোগাড় করেছেন এবং এই সময়ের আর্ন্তজাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এবং অজস্র প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন, ১৯২৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৩২ রায়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। কমিন্টার্নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর দেশে ফিরে এসে বিরোধীদের পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপাহত। বিদেশে জার্মান ভাষায় ছাপা লেখাগুলির নির্বাচিত অংশ বর্তমান তৃতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে এইসব লেখা নিরন্তর অনুসন্ধান করে সংগ্রহ, নির্বাচন ও অনুবাদের কাজে সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের প্রচন্ড পরিশ্রমের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্পাদক প্রতিক্ষণেই প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং উৎস সূত্র টিকাসূত্রে দিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খন্ডে সুনিপুন সম্পাদনায় সমৃদ্ধ হয়ে এই রচনাবলীর যথার্থ মূল্য ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি চিঠি

[১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সৌরেন্দ্রমোহনের লেখা এই চিঠি গুলি ছাপাবার কথা মনে হল কয়েকটি কারণে। এইসব চিঠি থেকে তাঁর একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মানুষটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি চিত্র এবং তাঁর সে-সময়ের চিন্তা-ভাবনার ছাপ্পর রয়েছে এই চিঠিগুলিতে। তাঁর ভাবনার মধ্যে দেখা যায়, গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কথা। পোষ্টকার্ডে এবং ইনল্যান্ডে লেখা ১৮টি চিঠি এখানে প্রকাশ করা হল। বেশ কিছু চিঠি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। চিঠিগুলি লেখা হয় নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। প্রায়ই গ্রন্থাগার পরিষদে দেখা হত বলে একে অপরকে অবশ্য চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন হত না — বিশেষ কারণ ছাড়া। বেশ কিছু কাল এঁর দিল্লী বাসের কালেই অধিকাংশ চিঠিগুলি লেখা হয়]

[১]

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

প্রীতি ভাজনেষু,

দুঃসংবাদটা[১] গত রবিবারই পেয়েছিলাম। ফণিদারা[২] অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলেন। পর পর আপনার উপর দিয়ে দুটো বড় ধাক্কা[৩] গেল। সামলে উঠতে সময় নেবে। শোক ও দুঃখ মানুষের জীবনে অনিবার্য। মনোবল সঞ্চয় করে তার সঙ্গে যথোচিত মোকাবিলা করাটাই বড় প্রশ্ন। এ বিষয়ে আপনাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। অন্যান্যদের মানসিক শক্তি যোগানোর দায়িত্ব পালনেও আপনি সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে।

ইয়াসলিকের Shifting এর কাজ[৪] এবং বই ও বুলেটিনগুলি Volume ও Number অনুযায়ী সাজাতে গিয়ে দেখি রাত নটা বেজে যায়।

ভেবেছিলাম সকালের দিকে আপনার বাড়ি যাব। কিন্তু কদিন ধরে বাঁ দিকের চোখে সবই ঝাপসা দেখছি। চশমার মধ্য দিয়েও ভাল দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তার সেনকে[৫] অবিলম্বে একবার দেখানো প্রয়োজন। আপনাকে এখন পাবনা। অগত্যা একাই যাব কিনা তাই ভাবছি।

সাধ্যানুযায়ী শরীরের বিষয়ে যত্ন নেবেন। অবহেলা করবেন না — এটাই একমাত্র অনুরোধ। শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *দুঃসংবাদটা — সেই সময়ে আমার পিতৃ বিয়োগের সংবাদ পেয়ে উনি এই চিঠি লেখেন। চিঠিটি লেখা হয়েছিল আমাদের ৩/৫ মধুসূদন ব্যানার্জী রোড, বেলঘরিয়ার ঠিকানায়।*

২. *ফণিদারা — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত ফণিভূষণ রায় এবং পরিষদের অন্যান্য বন্ধুরা।*

৩. *দুটো বড় ধাক্কা — ১৯৭৩ সালে মাতৃ বিয়োগ ও ১৯৭৪ সালে পিতৃ বিয়োগের উল্লেখ করেছেন।*

৪. *ইয়াসলিকের Shifting — এই সময় কলেজ স্ট্রীটের অ্যালবার্ট হল থেকে ইয়াসলিক অফিস কাঁকুড়গাছির নব নির্মিত ভবনের একতলায় স্থানিয়ে আনার উদ্যোগ হচ্ছিল।*

৫. *ডাক্তার সেন — ডাক্তার গোপালচন্দ্র সেন ; চোখের ডাক্তার। পিতাজনহ অক্ষ সে গোমেশ নেনে এঁর চেম্বার ছিল। এঁর সঙ্গে সৌরেন্দ্রমোহনের আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।*

[২]

১১ জানুয়ারী ১৯৮৭

প্রিয় বড়দা,

আশা করি দিল্লীকা লাড্ডু [১] খেয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। গত বিষ্যুদবার ৮ তারিখে শ্রীমতী জয়ন্তী[২] ইয়াসলিকে এসেছিলেন। মাণিকদাকে আপনার চিঠির বক্তব্য পড়ে শোনান হয়েছে[৩]। হায়রে, আপনার অবস্থা - শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! সেদিন ফণিদাসহ সবাই এসেছিলেন। সামনের বেস্পতিবার BLA-র বাড়িতে মাণিকদার MIS[৪] সংক্রান্ত বিশেষ এক বক্তৃতা হবে। তারকদাকে[৫] আজ রবিবার নাগরাজকে[৫] নিয়ে প্রদীপ[৫] দেখতে যাবে। আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ। কাজও আছে অনেক। ২৫.২.৮৭ তারিখে বিকেল ৪টায় (দিনটা রবিবার) ত্রিপুরা হিতসাধনী সমিতির হলে[৫] আমার একটা বক্তৃতা আছে। বিষয় M. N. Roy। ২৪.১.৮৭ তারিখ থেকেই সেমিনারটা একই সময় ও স্থানে শুরু হবে। কৃষ্ণা[৫] র একটা কার্ড পেয়েছি। উত্তর ও দিয়েছি। ফিরে এসে কলকাতায় দেখি[৫] শীত প্রচন্ড। আজ একেবারেই নেই। বই মেলা শেষ হয়েছে গত রবিবার। মঙ্গলবার BLA-র Executive। শরীরটাকে বেশ মজবুত করে ফিরে আসুন। আবার তো রোজ ইয়াসলিক ঠেঙাতে হবে। শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *দিল্লীকা লাড্ডু — এই সময়ে এক মাসের মতো আমি দিল্লীতে আমার দাদার বাড়িতে ছিলাম। আমার দাদা ডাঃ বি. মুখার্জীর ঠিকানা ১১/সি পান্ডবনগর স্যাটেলাইট এক্সটেনশন, দিল্লী — ৯২-তেই দিল্লীর চিঠিগুলি লেখা হয়।*

২. *শ্রীমতী জয়ন্তী — ডঃ জয়ন্তী রায় (পরবর্তী কালে ঘোষ) তখন কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর কর্মী। তিনি পরবর্তী কালে এর গ্রন্থাগারিক হয়েছেন। বারানসীতে ইয়াসলিক সম্মেলনের শেষে গঙ্গা-যমুনা, এক্সপ্রেসে আমি দিল্লী যাই। জয়ন্তী আমার সঙ্গে কানপুর গিয়েছিলেন সেবার।*

৩. *মাণিকদাকে ইত্যাদি— মাণিক, ওরফে সুরেন্দু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালে হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিঃ-এর প্রথমে গ্রন্থাগারিক ও পরে ডেঃ ম্যানেজার হন। সংস্থা থেকে শ্রীযুক্ত পি. এন. কাউলা তাঁর Herald of Library Science পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠাতে অনুরোধ করেন। প্রবন্ধটি আমি বারানসী আসার প্রাক্কালে ইয়াসলিকে টাইপ করার জন্য দিয়ে আসি। মাণিকদাকে অনুরোধ করেছিলাম ঐ লেখাটি যথাস্থানে পাঠাতে। সৌরেন্দ্রমোহনের ধারণা ছিল, মাণিকদা এটা করবেন না। কিন্তু মাণিকদা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন এবং তা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।*

৪. *MIS — Management Information Science : এ বিষয়ে তৎকালে সুরেন্দু কুমার একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হতেন।*

৫. *তারকদাকে — প্রভাত তারক লাহিড়ী, বানবাদে (ধানবাদ) ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব মাইনসের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও তৎকালে ইয়াসলিকের যুগ্ম কর্মসচিব। সে-সময় উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এরা তাঁকে দেখতে যান।*

নাগরাজ — মিঃ এম. এন. নাগরাজ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান।

প্রদীপ — প্রদীপকুমার সরকার ইয়াসলিকের কর্মী ও পরবর্তীকালে এর কোষাধ্যক্ষ এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গ্রন্থাগার কর্মী।

ত্রিপুরা হিতসাধনী সমিতি — সির্কুলার স্ট্রীটে অবস্থিত।

কৃষ্ণা — কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, এক সময়ে বিএলএ-র উৎসাহী সদস্যা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার লেখিকা, তৎকালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দিল্লীতে অফিসার।

গতায় দেখি — সৌরেন্দ্রমোহন অন্যান্যদের সঙ্গে বারানসীতে গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গতায় ফিরে এই চিঠি লেখেন।

[৩]

শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রীতি ভাজনেষু,

১৩ জানুয়ারী ১৯৮৮

বড়দা, আশা করি দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে মজেমে আছেন।

East India Pharmaceutical Wks যে জাপানী ভাষায় একটা translation-এর কাজের জন্যে ওদের document পাঠিয়েছিল সেই বাবদ আপনি সম্ভবতঃ quotation পাঠিয়েছিলেন। ওরা সেটা accept করেছে[১] এবং কাজটা অবিলম্বে করে দিতে বলেছে। কিন্তু কাগজপত্র কোথায় আছে ইত্যাদি কিছুই হদিশ করতে পারলুম না। পত্রপাঠ আপনি সবিস্তারে সব কিছু লিখে আমাকে যথাযথ নির্দেশ দিন।

এখানকার খবর মোটামুটি ভালই। ফণিদার সঙ্গে গত রবিবার দেখা করি। ভাল আছেন উনি। আর সব যথাপূর্বং। কবে ফিরছেন? শরীর ভাল রাখবেন। শুভেচ্ছাসহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *East India Pharmaceutical Wks ইত্যাদি — সে সময়ে আমি ইয়াসলিকের Documentary Reproduction and Translation Division-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলাম। এই ডিভিশন-এর কাজ ছিল বিদেশী ভাষা থেকে অথবা ইংরাজী থেকে বিদেশী ভাষায় অনুবাদের কাজ করা। পার্টিরা ডকুমেন্ট পাঠাতেন অনুবাদের জন্য। অনুবাদকদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে সংশ্লিষ্ট পার্টিকে পাঠানো হত। এতে ইয়াসলিকের কিছু অর্থাগমও হত। আমি নিজেও বেশ কিছু দিন জার্মান ও ফ্রেঞ্চ থেকে অনুবাদের কাজ করেছি। একমাত্র এই চিঠিটি তিনি লেখেন IASLIC-এর ছাপানো ইনল্যান্ড লেটারে।*

[৪]

পরম পূজ্যপাদ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ[১]

প্রিয় নির্মলানন্দ মহারাজ

১৫ জানুয়ারী ১৯৮৮

গত পরশু বুধবার ১৩ তারিখে IASLIC থেকে আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে বাড়ি ফিরে স্বয়ং আপনারই ৭ তারিখের চিঠি পেলাম। ইয়াসলিক থেকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলাম যে East India Pharmaceuticals-এর জাপানি ট্রানস্লেশন সংক্রান্ত নির্দেশ যেন অবিলম্বে দেন। ওরা আপনার terms গ্রহণ করছে।

তিরুপতি[২] থেকে সবাই নির্বিঘ্নে ফিরলেও এক এক দলের এক এক ধরণের অভিজ্ঞতা, কারো তিক্ত, কারো মিঠে কড়া, ব্রিচি পার্টির[৩] আমরা ট্রেনের প্রথম যাত্রাপথে চরম দুর্ভোগে পড়ি। মহিলাদের নিয়ে আমি কোন ক্রমেই 2-tier-এ রাত কাটাই। অরুণ প্রদীপ, শতপথী[৪] অন্য কামরায় গিয়ে অতিকষ্টে যাত্রা শেষ করে। KP[৫] ও কুলকার্নির[৬] দল ব্রিচিতে নামেনি। ওরা মাদুরা চলে যায়।

ILA কনফারেন্সে থাকা-খাওয়াটা মোটামুটি ভালই হয়েছিল। এখানে আমি তামিলনাড়ুর Public Library System টা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ করে আসি। ILA কনফারেন্সে প্রবীণদের মধ্যে রাজাগোপাল[৭] ভরদ্বাজ[৮] ও পার্থসারথী[৯] ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। গণেশ[১০] ছিল ডিরেক্টর। সস্ত্রীক শতপথি[১১] ও রুচিতা[১২] একদিনের মধ্যে কোদাইকানাল দেখে ফিরে আসে। তার আগে

ওরা সবাই তাঞ্জোর যায়। আর যায় শ্রীরঙ্গপত্তনম। ইয়াসলিকের বই বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। তিরুপতি থেকে অনেকেই আমাদের মতো ব্রিচিতে হাজির হয়েছিল। ৩০ তারিখে বাসে মাদ্রাজ হয়ে ১ তারিখে আমরা জনকয়েক কলকাতায় ফিরি। সৎপথি আরও দুদিন মাদ্রাজে থেকে যায়।

ইতিমধ্যে গোটা দুয়েক বেস্পতিবার কেটে গেছে। সাপ্তাহিক মজলিশ[১০] যথাপূর্বং। কাকলি[১১] ফিরেছে। কানপুর[১২] আগামী পরশু রবিবার দিল্লী যাচ্ছে। ওখানে কামাখ্য[১৩], ভার্গিসের[১৪] Micrographic Congress-এর বার্ষিক সম্মেলন। ইনসডকে ফোন করে Venue টা জেনে নিতে পারেন। বৈরাগ্য মুলতুবী রেখে একদিন ইনসডক ঘুরে আসুন। বাদল[১৫], বিশেষ করে, B. K. Sen[১৬] এর সঙ্গে দেখা করুন। বাদল বিদেশে যাচ্ছে। দিল্লীতে IASLIC-এর প্রতিনিধি হিসেবে B. K. Sen কাজ করবেন। আপনি আমার হয়ে একটা কাজ করুন। চিত্তরঞ্জন পার্কে গিয়ে নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়িটা খুঁজে বার করুন। বের করে ওর স্ত্রী বা পুত্রের কাছ থেকে NCC-এর[১৭] দেখা Library Movement in India নামে পুস্তিকার একটা কপি আমার জন্য চেয়ে আসুন। বেশি কপি থাকলে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারি।

S. R. Banerjee[১৮] কিংবা ভরদ্বাজ বাড়ির হদিশ দিতে পারেন। কৃষ্ণাকে লিখেছিলাম যে ওর সঙ্গে কাকলি দেখা করবে একটা বিশেষ কাজে। কাকলি তো তড়ি ঘড়ি ফিরে এল। দেখা হলে কৃষ্ণাকে বলবেন।

সামনের মঙ্গলবার BLA-র Executive বসবে সেমিনারের item আছে। ডঃ শঙ্কর সেনের[১৯] সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটায় কাউন্সিলের প্রথম সভা[২০] ডাকা যায়নি। তারকদা আসছেন। জগমোহন[২১] একেবারেই ডুব দিয়েছে। নতুন বছরের renewal bill পাঠানো হচ্ছে। কর্মস্থল[২২] ইয়াসলিক ইত্যাদি নানা জায়গার কাজে আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত। শুভেচ্ছাসহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *পরম পূজ্যপাদ ইত্যাদি — এই রসিকতাটুকু করার কারণ এই যে, এ-সময়ে আমি ইয়াসলিক ছেড়ে অনেকদিন দিল্লীতে থাকায় সৌরেন্দ্রমোহন ও অন্যান্যরা মনে করেছিলেন, ইয়াসলিকের প্রতি আমার বৈরাগ্য জন্মেছে। চিঠির মধ্যেও একস্থলে '. . . .বৈরাগ্য মুলতুবী রেখে . . . ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে।*

২. *১৯৮৭ সালে তিরুপতিতে যে IASLIC Conference হয় তাতে অন্যান্য বারের মত আমরা সবাই যোগ দিই।*

৩. *ব্রিচি পার্টি — তিরুপতির সম্মেলন শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই ব্রিচিতে আই. এল. এ কনফারেন্স শুরু হয়। ইয়াসলিকের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই ব্রিচি গিয়েছিলেন। ব্রিচি পার্টি বলতে ইয়াসলিকের কলকাতার প্রতিনিধিদের কথা বলা হচ্ছে। এঁদের মধ্যে সৌরেন্দ্রমোহনও ছিলেন।*

৪. *অরুণ-প্রদীপ-সৎপথি — ইয়াসলিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধি অরুণ রায় (গ্রন্থাগার সম্পাদক), প্রদীপ কুমার সরকার ও যতীন্দ্র নাথ সৎপথি।*

৫. *KP — ইয়াসলিকের প্রতিনিধি, কে. পি. মুখার্জী, ডিভিসি-র প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক।*

৬. *কুলকার্ণি — মিঃ এস এম কুলকার্ণি, ইয়াসলিকের প্রাক্তন কর্মসচিব ও সহসভাপতি।*

৭. *রাজাগোপাল — মিঃ টি এস. রাজাগোপালন, ইনসডকের প্রাক্তন ডিরেক্টর।*

৮. *ভরদ্বাজ — মিঃ বি. এল. ভরদ্বাজ। প্ল্যানিং কমিশনের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও আই এল. এ.-র প্রাক্তন সভাপতি।*

৯. *পার্থসারথি — মিঃ এস পার্থসারথি। ইনসডকের আর এক প্রাক্তন ডিরেক্টর।*

১০. *গণেশ — গণেশ ভট্টাচার্য। DRTC -র প্রাক্তন অধ্যাপক।*

১১. *সপ্তর্ষি সৎপথি — চিত্রা ও যতীন্দ্র নাথ সৎপথি গ্রন্থাগারিক দম্পতি।*

১২. *ওচিতা — ওচিতা পত্রনবিশ। নিউ আলিপুর কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী।*

১৩. *সাপ্তাহিক মজলিশ — সপ্তাহে একদিন, প্রতি বৃহস্পতিবার ইয়াসলিকে সবাই মিলিত হন। অন্যান্য দিনে ইয়াসলিকের কর্মকর্তারা পালা করে একদিন বা দুদিন আসেন। সেট-টুমেথার-এর দিন হওয়ায় বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক মজলিশের দিন বলে গণ্য হয়।*

১৪. *কাকলি — কাকলি ভট্টাচার্য। ইয়াসলিকের প্রাক্তন সহগ্রন্থাগারিক। সে তিরুপতি থেকে আমার সঙ্গে দিল্লী যায় এবং আমার দাদার বাসায় কয়েকদিন থাকে সৌরেন্দ্রমোহনের কতকগুলি কাজ করবে বলে।*

১৫. *কাপুর — মিঃ এস. কে কাপুর। ইয়াসলিকের প্রাক্তন কর্মসচিব।*

১৬. *কামাথ — মিঃ ভি. এ. কামাথ। বোম্বাইস্থিত বার্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর।*

১৭. *ডার্লিংসের — মিঃ জন ডার্লিং। সে-সময় ISI-এর গ্রন্থাগারে কর্মরত।*

১৮. *দাদল — মিঃ এস. বি. ঘোষ। ইনসডকের এডুকেশন অফিসার।*

১৯. *B K Sen — ইনসডকে কর্মরত ছিলেন। Annals of Library Science-এর প্রাক্তন সম্পাদক।*

২০. *NCC — নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী। ILA-এর প্রাক্তন সভাপতি।*

২১. *S R Banerjee — বোটানীক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক।*

২২. *শঙ্কর সেন — পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং ইয়াসলিকের প্রাক্তন সভাপতি।*

২৩. *কাউন্সিলের প্রথম সভা — ইয়াসলিকের।*

২৪. *জগমোহন — জগমোহন দাস। ইয়াসলিকের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ।*

২৫. *কর্মস্থল — রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ।*

[৫]

২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

হে স্বামী নির্মলানন্দ

বানপ্রস্থে যাবার যখন এতই শখ, তখন পিছন ফিরে বারে বারে তাকাবার কি প্রয়োজন? বানপ্রস্থে গিয়েও সেই কৌপীনের জন্যে গরু খুঁজতে হয়। যা হোক, এখানকার সংসার ভালমন্দ মিশিয়ে চলে যাচ্ছে মোটামুটি।

জগমোহনের পাঠানো ব্যাঙ্কের কাগজে দুটো সই দরকার ছিল। করেছেন একটা। তারপর কাগজটার কি গতি হল জানিনা। অরুণের কাছে শুনলাম কেমরে আবার আপনার ব্যথা নাকি বেড়েছে। ডাক্তারের হেফাজতে আছেন। ভাল করে ইলাজ করিয়ে নিন। সকাল সন্ধ্যায় সাধ্যমত হেঁটে চলে বেড়াবেন। মাঝে মাঝে পাতিলেবুর রস খাবেন। রসুন রোজ।

গত সোমবার TTTI-তে ১২ দিনের অডিও ভিসুয়াল কোর্স শুরু হয়েছে। গতকাল BLA-তে শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাডারসন সাহেব বক্তৃতা করলেন। কাজ আছে ইয়াসলিকের। পিন্ডের বই মেলায় যথারীতি একটা সেমিনার করেছি আমরা। তাতে ফণীদা এসেছিলেন। ফণীদা অবশ্য আগেও BLA-র এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আসছেন না বেশ কিছুকাল আমাদের তারকদা। অমিতার ভাঙা পায়ের চিকিৎসার জন্যে; প্রবীরও প্রায় অনুপস্থিত থাকে। মঙ্গলও আপনার মত বানপ্রস্থে বাড়ি বদলেছে। কাপুর, কুলকার্ণি, নাগরাজ যথারীতি সক্রিয়। কলকাতায় প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে নিম্নচাপের ঠেলায় আকাশ সদাই মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টিও অল্পবিস্তর হয়েছে। বাতাস বেশ জলো আর ঠাণ্ডা, অনেকেই গরম জামা বের করে ফেলেছে।

অনেকেই জানতে চায় অবসরজীবনে আমি এখন সময় কাটাচ্ছি কিভাবে। উত্তরে বলি যে চাল আর ডাল মিশিয়ে আলাদা করে সময় কাটাই।

দিল্লীতে যতদিন পারেন কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। তারপর তো ইয়াসলিকে ঘানি ঘোরানোর কাজ আছেই। আজ এই অবধি। শুভেচ্ছাসহ,

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

১. *ব্যাঙ্কের কাজকে ইত্যাদি — এ সময়ে আমি IASLIC এর Ji Secretary ও একজন সিগনেটরী ছিলাম বলে ব্যাঙ্কের আবেদনপত্রে আমার সই প্রয়োজন হত।*

২. *ITTI — Technical Teachers Training Institute, Calcutta.*

[৬]

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা,

আপনার প্রথম পত্রাঘাত সবাই যথারীতি উপভোগ করেছে। কেরল ভ্রমণ আশাতীতভাবে ভাল লেগেছে। IASLIC এর কাউন্সিল সদস্যদের তালিকায় আপনার ঠিকানা দিল্লী দেখানো হবে। ওখানে আপনি কিছু কাজ কারবার ফেঁদে বসুন। আমার ২৩ তারিখে দিল্লী যাবার কথা ছিল। ২৬ তারিখ থেকে তিন দিন ধরে গান্ধী পীস ফাউন্ডেশনে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন হবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ রেলের টিকিট পাওয়া গেল না। সুচিত্রা সে জন্যে শুচিতা ও সংপথিকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশে পাঁচমারি যাচ্ছে। তারপর ভূপাল হয়ে দিল্লী যাবে। বাণী[১] যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম। ওর সঙ্গ নেব কিনা ভাবছি। শীতের ভয়ে আতঙ্কিত। অবশ্য দিল্লীর ঠান্ডা মারাত্মক, সর্দি প্রেম্বায় ভুগছি। হাতে কাজ রয়েছে বিস্তর। সময় বাড়ন্ত। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়ে গেল। সেমিনারের অভ্যাগতরা ১২ তারিখে BLA-তে অসেন। IASLIC ও BLA একটা যুগ্মভাবে সম্বর্দ্ধনা দিল। সামনের বিশ তারিখে যুবকেন্দ্রে গ্রন্থাগার দিবস। ঐ দিন আবার ময়দানে পঃ বঙ্গ বই মেলা শুরু হচ্ছে। ইতিমধ্যে IASLIC-এর একটা EC মিটিং হয়ে গেল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। বেলাদির[২] সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা ছিল আপনার ল্যাজ ধরে। নিকট ভবিষ্যতে আপনি ফিরছেন বলে তো মনে হয় না। ফণীদাকে লিখুন। উনি যেন আমাকে নিয়ে যান। দিল্লী কা লাড্ডু কেমন খাচ্ছেন? শীত কেমন পড়েছে? পুরানো বন্ধু যেমন সুব্বারাও[৩] চিত্তপাল[৪] প্রমুখের সঙ্গে ভেট করুন। এখানে সবাই মজেমে আছে শীতও পড়েছে ভাল। সন্ধ্যার ধোঁয়াশা ভয়ঙ্কর। অন্যদেরও পত্রাঘাত করুন। তাহলে খোঁজ খবর সবিস্তারে পাবেন। শুভেচ্ছাসহ।

সৌরেন

১. *বাণী — বাণী চক্রবর্তী, ইন্ডাসলিকের সহঃ কর্মসচিব।*

২. *বেলাদির — বেলা বসু। ময়মনসিংহ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকা। প্রভাতা বাণী বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী।*

৩. *সুব্বারাও — প্রভাত সি ভি সুব্বারাও। একসময় ইন্ডাসলিকের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সে-সময় দিল্লী প্রবাসী, সপ্রু হাউসে একটি গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন।*

৪. *চিত্ত পাল — ইন্ডাসলিকের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ। সে-সময় কর্মোপলক্ষে দিল্লী প্রবাসী ও মন্ত্য দিল্লীর একটি গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন।*

[৭]

১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

প্রিয় বড়দা

অনেকদিন কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? আপনার পত্রাঘাতের পর আমার প্রত্যাঘাত অনেকটা ইরাকের স্কাড ক্ষেপনাস্ত্রের পর মার্কিনী পেট্রিয়টের মতো ছাড়া হয়েছিল। যমুনার বালুচরে গিয়ে পড়েছে হয়তো। যাই হোক কি করছেন বলুন। শরীরগতিক ঠিক আছে নিশ্চয়। শীত ভালই খেল দেখাচ্ছে দিল্লীতে। এখানে শীত যাই যাই করেও মায়া কাটাতে পারছে না। মাঘের শেষে এক রাত্তিরে হঠাৎ বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল। ধন্য রাজা, কিন্তু দেশের কোনো পুণ্যি নেই। এখানকার জীবন ভালয় মন্দয় গড়িয়ে চলেছে। কাগজে দেখে থাকবেন হয়তো যে দিল মহম্মদ (সন্তোষ বসু)[১] মারা গেছে। প্রচন্ড ব্রঙ্কিয়াল congestion ছিল। তার উপর ধূমপান। আমার বাড়িতে গত একমাসে দুবার এসেছিল, শরীরের সঙ্গে মানসিক কন্ডাক্ট যথারীতি ছিল। ফণিদার বোন গৌরীও[২] অত্যন্ত অসুস্থ। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ডায়ালিসিস চলেছে। তমলুকে রামরঞ্জন[৩] প্রয়াত হয়েছেন। ইয়াসলিকে খবর মত রূপপূর্ণ। ১৪ মার্চ ২০০তম স্টাডি সার্কল[৪] উপলক্ষে সারাদিন ধরে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রেক্ষাগৃহে সেমিনার। Monthly meeting গুলি সেপ্টেম্বরের পর থেকে বন্ধ রয়েছে। সরকারের Economy drive দারুণ। ইয়াসলিকের অনুষ্ঠেয় এক কোর্স পেছিয়ে গেল। পুস্তক মেলায় ইয়াসলিক যথারীতি মিটিং করেছে। চিঠি দেবেন।

সৌরেন।

---

১. *দিল মহম্মদ — অধ্যাপক সন্তোষ বসু। বিএল এর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের বহুদিনের বন্ধু। নিজেদের মধ্যে এঁকে আমরা দিল মহম্মদ বলে ডাকতাম। ইনি কিছুদিন দাঁড়ি রেখে ফারসী ভাষার চর্চা করেছিলেন বলেই হয়তো এঁর দিল মহম্মদ নাম দিয়েছিলাম আমরা।*

২. *গৌরীও — ফণিভূষণ রায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী গৌরী রায় ছিলেন বটানিক্যাল সার্ভের গ্রন্থাগারিক। ঐ অসুখেই তিনি পরে মারা যান।*

৩. *রামরঞ্জন — রামরঞ্জন ভট্টাচার্য। তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।*

৪. *স্টাডি সার্কল — ইয়াসলিকের তখন প্রতিমাসে একটি বিষয় স্থির করে এই স্টাডি সার্কল মিটিং হত। বক্তা তাঁর বক্তব্য লিখে এনে অথবা মুখে মুখেই বলতেন। সভায় একজন সভাপতিও থাকত। ১০/১২ জন থেকে ৩০/৩৫ জন শ্রোতাও হত সময় সময়। বক্তার বক্তব্য বলা হলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশ্নাদিও করা হত। যদিও এখনও ইয়াসলিকের এই স্টাডি সার্কল হয় তবে সবসময়ে নিয়মিত হয় না।*

[৮]

২০ জানুয়ারী ১৯৯২

প্রিয় নির্মলানন্দ মহারাজ

কিছুক্ষণ আগে আপনার ১১ জানুয়ারী তারিখের চিঠি পেলাম। তখন আমি পার্বতী চরণ সেন[১] মহাশয়ের বইটার একটা রিভিউ লিখছিলাম। সম্পাদক - প্রকাশকের অনুরোধ। কোথায় ছাপা হবে জানিনা। মানুষটির জীবনকথা আমাকে অভিভূত করেছে।

গেরুয়া বসনে আপনি সেদিন নিউ দিল্লী স্টেশনে আপনার অনুরাগীদের See off[২] করতে এসেছিলেন। অনেককে আবার পত্রাঘাতও করেছেন। কিন্তু কার হাতে যে ভুবনের ভার তাই ভাবি।

সেদিন টাঙ্গায় চড়ে[৩] প্রকৃতি উপভোগের মুড ছিল না। অতক্ষন আঁধারে ঐ রকম কনকনে শীতে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম। বিশেষ করে একটা হাইওয়েতে অন্ধকারে দ্রুতগামী গাড়ির মিছিল দৃষ্টে। পরে চা ও তেলেভাজা খেয়ে উদরভূমিতে ভীম আর দুর্যোধনের লড়াই লেগে গিয়েছিল। কারো উপর চটে সেভাবে যাইনি।

তবে তিনজন বক্সনলনার[৪] জন্য আপনাদের Sacrifice আমি চিরকাল মনে রাখব। কিন্তু কুরুক্ষেত্র থেকে ফেরার ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল। সেজন্যে আক্ষেপের কিছু নেই। কে জানত যাস ধর্মঘটের ব্যাপার? রেলগাড়িতে এসেও আমাদের কম নাজেহাল হতে হয়নি। দিনে দিনে আসার দরুণ আমাদের ঝামেলাটা গায়ে লাগেনি।

জানা মানুষটি ভাল। তবে বড়ই সরল। সেদিন ওঁর কর্মস্থানে গিয়েছিলাম। কমপিউটার কক্ষ শীততাপ (নিয়ন্ত্রিত?) করে বানিয়েছেন ভালই। কিন্তু জানেন না CU লাইব্রেরীর কোথায় কি বই আছে। ইয়াসলিকেও উনি এখন নতুন দায়িত্বে Over-enthusiastic। তবে ওখানকার (IASLIC) লাইব্রেরীতে তাঁকে বেশী যাবার জন্য অনুরোধ করি।

ইয়াসলিকে এখন এক বিচিত্র পরিবেশ। কাজের লোকজন না থাকলেও প্যাচ পলিটিক্সের বাজার ভাল। ক অক্ষর গোমাংস। আসা-যাওয়ার সময় পায় না। কিন্তু *zero performance* এর পরিবর্তে পছন্দ করে প্যাচ পলিটিক্স। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অপনার গা ঢাকা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না. প্রবীন কর্মী হিসেবে আসা-যাওয়া করছেন — এই তো যথেষ্ট। পুরানো মানুষেরা সবাই তো অন্তর্হিত। এ ব্যাপারে অযথা মনকে পীড়িত করবেন না।

কাউন্সিলের মিটিং ২৯ তারিখে। নোটিশ পেয়েছেন নিশ্চয়। গত বেস্পতিবার ১৬ তারিখে informal মিটিং—এ বসা হয়েছিল কার কি বাসনা সেটা জানার জন্য ১৮ items-এর তালিকা তৈরী করেছিলুম কে কোন দায়িত্ব নেবে তার। তাতেও প্রচন্ড বিতন্ডা। নতুন একটা প্রস্তাব উঠেছে যে ইয়াসলিকের বাড়িতে কমপিউটার বসানো হোক। তাতে নাকি খুব লাভ হবে। গত বছরে (১৯৯১) যে টাকা ভাড়া হয়েছে তা পূরণ হয়েছে কিনা জানি না - নতুন টাকা জমা পড়েনি। Interest warrant (মাসিক) মায় ইনভেস্টমেন্ট ও যে lapse করে গেছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হুঁশ নেই। Literally এখন চাঁদু[১০] ও চয়নই[১১] ভরসা। সুধাংশু[১২] আজকাল প্রায় প্রতিদিনই দেশে যাতায়াত করে ক্লান্ত খুলেছে। World Book Fair[১৩] এর সময় অনুষ্ঠেয় লাইব্রেরি কনভেনশনে দায়[১৪] আর লংপথি যাচ্ছে। আজকাল —— গাতে আপনার সময় কাটছে ভালই। শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়।

---

১. *পার্বতী চরণ সেন প্রয়াত তাঁর পার্বতী চরণ সেন। এক সময় ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। কুষ্ঠ রোগ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আমার সঙ্গে এঁর পরিচয় অনেক দিনের। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন জর্নালের রেফারেন্স জোগাড় করতে। এঁর স্ত্রী, অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেলথে অধ্যাপিকা ছিলেন।*

২. *See off — এঁরা সব কুরুক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সম্মেলনে এসেছিলেন নানা জায়গায় বেড়িয়ে কলকাতায় ফিরেছেন।আমিও আগেই দিল্লী চলে এসেছি। সৌরেন্দ্রমোহনও কলকাতা ফিরে গেছেন তখন।*

৩. *টাঙ্গায় চড়ে — জিনিসটা ঠিক টাঙ্গা ছিল না, একটা ভ্যান গাড়ী জাতীয় ছিল। যাতে অনেক লোক চড়তে পারে। কুরুক্ষেত্র সম্মেলনের ফাঁকে ঐ গাড়ীতে চড়ে আমরা ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। সৌরেন্দ্রমোহনের মোটেই যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আমরা তাঁকে জোর করেই নিয়ে যাই।*

৪. *তিনজন বক্সনলনা — এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন ভরতী ও বাণী আর একজনের নাম এখন মনে পড়ছে না (সম্ভবত জয়শ্রীসেন অথবা সুচিতা পত্তনবিশ)। এদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তাঁর দরজায় ছিটকিনি ছিল না। ফলে দরজা বন্ধ করার উপায় ছিল না। অরক্ষিত অবস্থায় ঐ মহিলারা ঐ ঘরে রাত্রিবাস করতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি। সম্ভবত ভরতীই প্রস্তাব করেন আমাদের সঙ্গে ঘর বদল করার। আমার রুমমেট ছিলেন প্রণবানন্দ জানা. ব্যাপারটি ওনার বোকামো জন্য ঘর বদলাবদলিতে রাজি হন।*

৫. *কুরুক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় আমি ও জানা এবং আরো কয়েকজন ঠিক করেছিলাম আমরা বাসে দিল্লী যাব। আর সৌরেন্দ্র মোহনরা যান রেলপথে। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ দিন দিল্লীতে বাস ধর্মঘট ছিল। সুতরাং আমরা দূর পাল্লার বাস থেকে নেমে আর যান বাহন পাই নাই। শেষে অনেক বেশী ভাড়া কবুল করে ট্যাক্সি করে দক্ষিণ দিল্লীতে জানাকে পৌঁছতে যাই। ফেরার পথে কোন যানবাহন না পাওয়ায় জানার ভাইয়ের বাসায়ই সে রাত্রি আমাকে থেকে যেতে হয়।*

৬. *জানা — পূর্বোল্লিখিত প্রণবানন্দ জানা।*

৭. *কর্মস্থল — জানার কর্মস্থল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার।*

৮. *নতুন দায়িত্বে — সে সময়ে জানা ইয়াসলিকের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক হন। ইয়াসলিকের যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাদের নিয়ে।*

৯. *ইয়াসলিকের কাউন্সিল ও নতুন কর্মকর্তা নির্বাচনের আগে এটা প্রতিবারই হয়ে থাকে।*

১০. *চাঁদু — সুভাষ চন্দ্র সিংহ। ইয়াসলিকের সর্বক্ষণের কর্মী।*

১১. *চয়ন — চয়ন সমাদ্দার। ইয়াসলিকের হিসাব-নিকাশ রাখেন ও ক্যাশ হ্যান্ডল করেন।*

১২. *সুধাংশু — সুধাংশু বাগ। ইয়াসলিকের পুরাতন কর্মী ও ডি এস আই এ কর্মরত। দীঘার কাছে এগরায় বাড়ি। ঘন ঘন কামাই করে বাড়ি যাওয়া এর একটি বহু পুরাতন অভ্যাস।*

১৩. *World Book Fair — দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।*

১৪. *দাস — জগমোহন দাস।*

[৯]

৯ মার্চ ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা

আপনার সাম্প্রতিক চিঠি পাবার পর গোটা তিনেক পত্রাঘাত করেছি। পেয়েছেন কিনা জানিনা। এ চিঠিটা আশা করি পাবেন। কারণ একটা দুঃ সংবাদ দিচ্ছি। গত রবিবার ৭/৩/৯৩ তারিখের ফণীদার জীবনাবসান[১] হয়েছে। বাজার থেকে ফিরে অসুস্থ বোধ করেন। ডাক্তার ডাকার আগেই Cardiac failure. ফণীদার কাজ কর্ম কিছুই আর শেষ হল না। সপ্তাহে ৩/৪ লাগবে একটা BLA/ IASLIC - এর যৌথ শোকসভা ডাকতে। আপনিতো এপ্রিলে ফিরবেন। বাদলও ওই সময় আসবে। আপনার কুশল কামনা করি। ইতি

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *ফণীদার জীবনাবসান — এই দুঃ সংবাদ দিল্লীতে আমার কাছে চিঠি মারফত আসে কলকাতার তিন জনের কাছ থেকে প্রায় একই সময়ে। এঁরা হলেন সৌরেন্দ্রমোহন, প্রবীর রায় চৌধুরী ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।*

৩ এপ্রিল, ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা,

আপনার ৩০.৩.৯৩ তারিখের চিঠি পেলাম। ডাকিয়ার তৃষ্টিবিধানের ফলে চিঠি পত্রে পাচ্ছেন[১] এই ভরসায় inland -এ চিঠি দিচ্ছি। এপ্রিলের গোড়ায় আপনার ফেরার কথা ছিল। সেজন্যে ১৭.৩.৯৩ তারিখের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করিনি। আমার আগেকার চিঠিগুলি না পাবার জন্যে আপনার ভ্রান্ত ধারণারএনিরসন হল।

সবচেয়ে Climax হচ্ছে যে হরিদ্বারে আমি আর মঙ্গল চারদিন আপনার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আমি সবিস্তারে সব কিছু জানিয়ে হরিদ্বারে আসার জন্যে পথে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুন। শেষাবধি আসার আশা ত্যাগ করে হৃষিকেশ চলে যাই।[২] পরের দিন দেরাদুন। ট্রেনে দুদিন (ফেরার পথে) ভাত না পাওয়ায় সমস্ত trip টাই মঙ্গলের কাছে খারাপ লেগেছে। তার উপর দেরাদুনের হোটেলে বিছানায় ছার পোকা। মুসৌরীতেও বেচারা ভাত পায়নি।

আজ ২ এপ্রিল। গত পরশু ভারত সভা হলে কমীদার শোকসভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। যদিও বহুলোকে কার্ড পায়নি। আমরা এতই অপদার্থ যে খবরের কাগজে একটু সংবাদ পাঠাতে পারিনি। ওঁর বক্তেয়া কাজকর্ম কেউ কোনোদিন শেষ করতে পারবে কিনা সেটাই এক চিন্তা। একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ ধরেছিলেন।

২৫ এপ্রিল রবিবার ৩ টেয় মৌলালি যুবকেন্দ্রে BLA -এর বার্ষিক সভা ও দ্বিবার্ষিক নির্বাচন। 'গ্রন্থাগার' মাস তিনেক বেরোয়নি। হালে একটা কাউন্সিল সভা হয়ে গেল। আর্থিক অবস্থা কাহিল। ইয়াসনিক চলছে তা হোক। সতপথি Bidhan Krish Viswavidyalya এর চীফ লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হয়েছে। বলেছে IASLIC এ সাপ্তাহিক মজলিশ যথারীতি বসে। কাজের লোক কমে যাচ্ছে। এবারে রাঁচিতে। ASLIC এর ফুল ফারেল ইলেকশনও এবারে।

আমার কাজকর্ম এখন মন্থর গতিতে চলেছে। পৌনে চারশ entry হয়ে গেছে।[৩] এখন একটা প্রকাশকের প্রয়োজন। Public Library র উপর বাংলায় একটা বই লেখার ইচ্ছে থাকলে বলবেন। টেক্সট বুক ঘেঁষা হওয়া চাই। লেখার কাজের মধ্য দিয়েই তৃপ্তি ও শান্তি পাবেন।[৪] কলকাতায় একটা ভ্যাপসা গরম শুরু হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে একদিন বেশ ভালরকম বৃষ্টি হয়ে গেল। আপনাকে এখানে ফিরে নিয়মে থাকতে হবে। জলে ভেজা চলবে না। আজ এই অব্দি। ওভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *চিঠি পত্র পাচ্ছেন — দিল্লীতে ডাকিয়াদের প্রবল প্রতাপ। উপযুক্ত বকশীস না দিলে তারা চিঠি বিলি করেন না। এমন কি, মানি অর্ডার আসলেও তার জন্য টাকা দিতে হয়। এর প্রতিবাদ কেউ করে না মুখ বুজে টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু আমার বউদি এটাকে অন্যায় জুলুম মনে করে ডাকিয়াকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে চিঠিপত্র বিলি একেবারে বন্ধ। এইসময়ে আমি দিল্লী যাই। ১০ কিমি ঘুরে পোষ্ট অফিসে গিয়ে পোষ্ট মাস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, চিঠি দিয়েও কোন ফল হয় না। পোস্টমাস্টার বলেন, বীটের পিয়নদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। অগত্যা বাধ্য হয়েই দেওয়ালীতে ৫ টাকা এবং হোলীতে ৫ টাকা দিয়ে রফা হল। এর পর থেকে চিঠি বিলি হতে লাগল।*

২. *সৌরেন্দ্রমোহনের এই আমন্ত্রণ পত্র আমি পাইনি; সুতরাং যাবার প্রশ্নই ওঠে না।*

৩. *পৌনে চারশ entry — এ সময়ে সৌরেন্দ্র মোহন ধনবাদের প্রাক্তনীতির অভিধান সংকলনের কাজ করছিলেন।*

৪. *শান্তি পাবেন — সৌরেন্দ্রমোহন বহুবার আমাকে লেখায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। শুধু আমাকেই নয় আরও অনেককেই এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করতেন।*

[১১]

৩ ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

প্রিয় বড়ুদা,

আপনার ১১.২.৯৩ তারিখের চিঠি পেলাম। এটা এক মস্ত রহস্য যে আপনাকে লেখা বিগত আগস্টের পর আমার অন্যূন আধ ডজন চিঠি ডাকপথে গায়েব হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ঠিকানার কোন গোলমাল অথবা আপনার স্থানীয় পোষ্ট অফিসের ডাকবিলিতে গাফিলতি কিছু আছে। যতদূর মনে হয় ঠিকানাটা আমি ভুল লিখি না। তাহলেও নিজেও যেমন বিই অন্যদেরও বলি চিঠি লেখার সময় কষ্ট করে সব সময়েই নিজের ঠিকানাটা বসাতে। চিঠিপত্র না পাবার দরুণ বাবলকে লিখেছিলাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। লেখবার বিষয় আছে আমার অনেক। কিন্তু আদতেই যখন চিঠি পৌঁছয় না তখন আর এর বেশি লিখে কি হবে। নিজের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পান না বলে হারাধন বসু[১] C/O IASLIC ঠিকানা ব্যবহার করেন। আপনারও সেরকম একটা কিছু বোধ হয় করা ভাল। ইতি শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *হারাধন বসু — গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কয়েকটি বইয়ের লেখক এইচ বসু ইয়াসলিকের সদস্য। ইনসডকের কাজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন সল্টলেকের বাসিন্দা।*

[১২]

২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা,

আপনার ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠি পেয়ে সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর দিয়েছিলাম। অনুমান করছি যথারীতি সেটা আপনার কাছে পৌঁছায় নি, যেমন পৌঁছয়নি আগের বান দুয়েক চিঠি। যদি এ চিঠি কোনক্রমে পেয়ে যান তাহলে একটা বিকল্প ঠিকানা দেবেন। সেখানে অতঃপর চিঠি দেব। গ্রন্থাগারে হালফিল প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধ দুটি পড়ছিলাম। প্রথম পর্ব[১] কেন লিখেছেন বুঝলাম না। এ চিঠি আর লিখে কোন লাভ নেই কারণ এটাও আপনার কাছে পৌঁছবে না। শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *প্রথম পর্ব — 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রসঙ্গে দুই কিস্তিতে একটাই প্রবন্ধ বের হয়েছিল। তৎকালীন সম্পাদক ওটা যে একই প্রবন্ধ এটা বুঝতে না পেরে 'প্রথম পর্ব' ও 'দ্বিতীয় পর্ব' ইত্যাদি বসিয়ে ছিলেন এটা পাণ্ডুলিপিতে ছিল না। প্রবন্ধ শেষে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।*

[১৩]

১৩ মার্চ ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা

গতকাল আপনার ৫.৩.৯৩ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আমার চিঠিগুলি আপনার কাছে না পৌঁছনর কারণ খুঁজে পেয়েছি। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে জানাচ্ছি গত মার্চ মাসে লেখা একটা চিঠিতে আপনাকে ফণীদার মৃত্যুর (রবিবার ৭/৩) খবর দিয়েছিলাম। ২৭ মার্চ BLA তে চতুর্পক্ষের (IASLIC, BLA, WBPLEA, NLEA) আহ্বানে স্মরণ সভা হবে। চর্তুপক্ষের কারুর ক্ষমতায় কুলোয়নি খবরের কাগজে একটা Obituary note পাঠানোর। ফণীদার সব কাজই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, যথার্থই he died in harness. নেই কেবল bio-data কারণ কী? সবই tension আর functional disorder এর ব্যাপার। হাঁটাচলা করবেন সাধ্যমত। আর চাই পুষ্টিকর আহার ও যথোচিত বিশ্রাম।

চিঠিতে আপনি ঠিকানা এই প্রথম দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে বাড়ির নম্বরের একটা S উপসর্গ যোগ করেছেন এই প্রথম। তারপর দিল্লীর আগে (হিন্দি অর্থে নয়) Gali শব্দটি বসিয়েছেন। কাজেই এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছাবেই। করা হল না কিছু — এ কথা ভেবে লাভ নেই। আলস্য (মানসিক ও শারিরীক) ঝেড়ে ফেলে কাজে নামাই ভাল। নইলে সেটাও tension এর কারণ হয়।

গতকাল (শুক্রবার ১২/৩) বোম্বাইয়ের ঘটনা[১] কাগজে পড়ে বড়ই মর্মাহত। শুভেচ্ছা সহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. বোম্বাইয়ের ঘটনা — ঘটনাটি এখন আর মনে করতে পারছি না। সম্ভবতঃ সমসাময়িক কোন মর্মান্তিক ঘটনা হবে।

[১৪]

২৭ অক্টোবর ১৯৯৩

প্রিয় বড়দা

বাড়ি থেকে বিকেলে বেরুবার সময়ে আপনার ২৭/১০/৯১? তারিখের চিঠিটা পেয়েছি। IASLIC অফিসে বসে উত্তর দিচ্ছি। চিঠিতে আপনার তারিখের ভুল আছে। খবরের মধ্যে সপ্তমীর দিন সুচিত্রা[১] ১০ জনের all women's পার্টি নিয়ে অরুণাচল রওনা দিয়েছে। টেলিফোনে প্রবীরের[২] সঙ্গে প্রায় রোজই সকালে কথা হয়। অমিতা[৩] গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছুটির আগে থেকেই। নানা রকম জটিলতা। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভালো। মঙ্গল[৪] বড়িবার ভাগনের বাড়িতে আছে। ইতিমধ্যে একবার Check-up করিয়ে এসেছে। Condition সব ভালো। পুজোর কদিন বাড়ি থেকে বেরই নি। Annual Report টা[৫] শেষ করেছি। আজই প্রথম IASLIC এলাম। সুবীর সেন[৬] সবাইকে সন্দেশ সিঙ্গারা খাইয়েছে। সংপথি ৪ নভেম্বর ফিরবে। আগামীকাল Executive -এর মিটিং হবে। কনফারেন্সের কাজ চলেছে যা হোক। Musib - এর প্রবন্ধ Best Artical[৭] এর মেডেল পাচ্ছে।

আপনি কিছুকাল বাড়ি থেকে বেরুবেন না। প্রয়োজন আমরা দেখা করব। শুভেচ্ছা সহ। ইতি

সৌরেন

১. *সুচিত্রা — সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরেন্দ্রমোহনের স্ত্রী। হিমালয় প্রেমিকা। বছরে দুবার গরমের সময় ও পুজোর ছুটিতে ইনি প্রায়ই দলবল নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তবে এই চিঠিতে তাঁর ভ্রমণ স্থল লেখা আছে অরুণাচল।*

২. *প্রবীরের — অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী*

৩. *অমিতা — অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্ত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত।*

৪. *মঙ্গল — অধ্যাপক মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সম্প্রতি অবসর প্রাপ্ত।*

৫. *Annual Report — সৌরেন্দ্রমোহন IASLIC এর কর্মসচিব হবার পর থেকেই এটি নিজে তৈরী করতেন।*

৬. *সুবীর সেন — IASLIC Bulletin এর Associate Editor তৎকালে IASLIC - এর Jt- Secretary ছিলেন।*

৭. *Best Article - IASLIC Bulletin এ প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখককে মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।*

[১৫]

৩ জানুয়ারী ১৯৯৪

প্রিয় বড়দা

কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম আপনি বাড়ি ফিরে গেছেন। বেরিয়াম এক্সরে করা হয়নি।[১] ইন্ডাসলিকের লোকেরা tour করছে। এবার সুবীর গেছে জয়পুরে সায়েন্স কংগ্রেসে। গ্রন্থমেলায় রাজকুমার বাবুর[২] সম্বর্ধনা হয়ে গেল। চিঠি লেখা সম্ভব হলে লিখবেন। আমি কদিন ধরে ডিসেন্ট্রিতে ভুগছি। শুভেচ্ছা সহ।

সৌরেন গাঙ্গুলী।

১. *বেরিয়াম এক্সরে করা হয়নি — এই সময়ে আমি বেশ কিছুদিন চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল হাসপাতালে ছিলাম। সৌরেন্দ্রমোহন সহ IASLIC ও BLA -র অনেকেই তখন প্রায়ই আমাকে দেখতে যেতেন। শেষবার যখন সৌরেন্দ্রমোহন আমাকে দেখতে যান তখন আমি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি। চিঠিটি আমার বাড়ির ঠিকানায় লেখা*

২. *রাজকুমার বাবুর — প্রখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করতেন। জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিক্ষার কয়েকটি বই লিখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি ঐ ভাষা শিক্ষার ক্লাসও নিতেন।*

[১৬]

২১ জানুয়ারী ১৯৯৪

প্রিয় বড়দা

আশা করি, ইতিমধ্যে আপনি দ্বিতীয়বার হাসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন[১] এবং অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। দ্বিতীয়বার বেড় নম্বর জানানা থাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন উপায়েই আপনার কুশল সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে মাঝে একবার প্রদীপ আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখে এসে খবরাখবর দিয়েছে। সশরীরে আপনাকে আমি দেখতে যেতে না পারায় খুবই লজ্জিত। নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা পথে অল্প সময়ে যানবাহন কোথাও যাতায়াতের বাইরে mobility আমার নষ্ট হয়ে গেছে। মঙ্গলের ঠিকানা জানি না। থাকে বড়িশায়। গত সপ্তাহে যাদবপুরে প্রাক্তন কর্মস্থলে এসেছিল বলে শুনেছি। মাঝে সপ্তাহখানেক বহুভায় কাটিয়ে এল। বছরের শুরুতে নিদারুণ পেটের trouble ও পরবর্তী পর্যায়ে শীতে আমি খুব কাহিল হয়ে পড়ি। তবে শুক্রবার BLA সোম ও বৃহস্পতিবার IASLIC এ যাই। বৈশাখ সংখ্যা গ্রন্থাগার দেখেছি, পাইনি। Postal authorities খুব কড়া মন্তব্য নিয়েছে। আজ প্রকাশনা সমিতির সভা হবে। March ও IASLIC Bulletin বেরিয়েছে আপনার কুশল কামনা করি। ইতি

সৌরেন

---

১. *হাসপাতাল থেকে ইত্যাদি রোগ সম্পূর্ণ না সারায় এবং কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আমাকে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় স্বল্প সময়ের জন্য। চিঠিটি লেখা হয় আমার বাড়ির ঠিকানায়।*

[১৭]

২ জুলাই ১৯৯৪

প্রিয় বড়দা,

আপনার ২৬ জুন তারিখের চিঠি ২৯ তারিখে পেয়েছি। আমার এ চিঠি লেখাবধি আপনার হাতে পৌঁছবে তো? সারা দেশই দুর্নীতিগ্রস্থ। কাজেই ডাক পিওনদের দুর্নীতিকে কিছুটা মেনে না নিলে পরিণামে নিজেদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। যাক্ কাজের কথায় আসি। দিল্লীতে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছেন তাতে আনন্দিত হলাম। ফাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটবেন যথাসাধ্য। খাদ্যতালিকায় কলা, পেয়ারা, আম ইত্যাদি থাকলে শরীর ভালো থাকবে। লেখাপড়ার কাজের বিষয় গ্রন্থাগারিকতাই হতে হবে তার কোন মানে নেই। রাজনীতি অর্থনীতি জাতপাত ইত্যাদি বিষয়ে ওখানকার খবরের কাগজে কিছু বেরুলে সে বিষয়ে পুরোগামী পত্রিকায় লিখতে পারেন। কিংবা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পত্রিকার উপযোগী ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখা চলে। আমি যা করি তাই বললুম। লেখাপড়ায় ডুবে থাকলে দেহমন সুস্থ হবে।[১] গতকাল BLA-এর EC Meeting হল। মধ্য বয়সী কারো কারো মনে প্রচণ্ড Cynicism। গ্রন্থাগার বেরুচ্ছে যা হোক। JU গ্রন্থাগারের শ্রীমন্তলকে TV ও গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধের জন্য award দেওয়া হবে।[২] সুবিধা হলে চিঠি দেবেন। শুভেচ্ছাসহ।

সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়

---

১. *আগেও বলা হয়েছে, সৌরেন্দ্রমোহন সবসময়েই আমাকে এবং আরো অনেককে লেখার জন্য সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজেও লেখাপড়ার চর্চায় মগ্ন থেকে আনন্দ পেতেন, অন্যকেও সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাতেন।*

২. *Award দেওয়া হবে — এটা সত্য বড় তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক।*

১১ আগস্ট ১৯৯৪

প্রিয় বড়দা

আপনার কাছ থেকে বেশ কিছুদিন হল কোনো চিঠি পাই নি, অনুমান করছি আপনাকে লেখা আমার খান দুয়েক চিঠি আপনি পাননি। শরীর আশাকরি আপনার ভালই আছে। এখানকার আর কারুর কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্র পেলেন? প্রায় প্রতিদিনই জোর বৃষ্টিতে এখানকার সান্ধ্য কার্যক্রম লাটে উঠেছে। IASLIC-এর কমপিউটার বসে গেছে। কাজ কি হচ্ছে জানি না। সামনের রবিবার ১৪ তারিখে Librarians Day সেমিনার হবে সারাদিন। গ্রন্থাগার পত্রিকা কি পাঠাচ্ছে আপনার দিল্লীর ঠিকানায়। তাও হয়তো গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কাউন্সিল সদস্য হিসেবে IASLIC-এ আপনি কি Librarian of the year[1] হিসেবে কাউকে নমিনেট করেছেন? আমিও আরও অনেকে Dr. L. S. Ramaiah — Hyderabad কে নমিনেট করেছি। দিল্লীর R. P. Kumar গত বছরের মত এবারেও আদাজল খেয়ে নেমেছে। ওক্রবার BLA-র Executive। একজন employee পদত্যাগ করেছে। তাছাড়া AGM-এর দিন ঠিক হবে। চিঠি দেবেন। শুভেচ্ছাসহ।

সৌরেন।

---

১. *এখন প্রতি বছর Librarian of the year কে IASLIC থেকে award দেওয়া হচ্ছে। সৌরেন্দ্রমোহন কর্তৃক এজন্য একটি endowment প্রবর্তিত হয়। এই বৎসর Dr Ramaiah ই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিকের পুরস্কার পান।*

২. *AGM - BLA-র Annual General Meeting*

●

সৌরেন্দ্র মোহনের চিঠিগুলি এখানেই শেষ হল। পাঠকরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে তাঁর চিঠি লেখার একটি নিজস্ব স্টাইল ছিল। আলাপচারিতার ভঙ্গীতে সাবলীল ভাবে যে চিঠিগুলি তিনি লিখেছেন তা পড়তে ভাল লাগে। তাঁর চিঠির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যঃ তিনি প্রত্যেক চিঠির শীর্ষে নিজের ঠিকানা এমন কি ফোন নম্বর দিয়ে দিতেন। তিনি আশা করতেন তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও তাঁদের চিঠিতে ঠিকানা দিয়ে দেবেন। এতে অনেক সময় ঠিকানা খোঁজার কষ্টের লাঘব হয় সময় বাঁচে। চিঠিতে তারিখ লেখার সময় তিনি কখনোই সাবেক কালের মতো ১লা, ২রা বা ২৬শে লিখতেন না। তাঁর সব চিঠিতেই তারিখ এই রকম ১ জানুয়ারী, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২৬ জানুয়ারী ইত্যাদি। তুচ্ছ কথাকেও তাঁর লেখনী মনোজ্ঞ করে তুলেছে। সৌভাগ্যবশতঃ ১৯৮৭ সাল থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রতি বৎসরই IASLIC-এর কনফারেন্স বা সেমিনার স্থল থেকে দিল্লীতে চলে যেতাম। সেখানে প্রতি বছরে প্রথমে এক বা দুমাস তারপর ৬, ৮ কিংবা কখনো ১০ মাসও কাটিয়েছি। ফলে সৌরেন্দ্রমোহনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি অনেক। সৌরেন্দ্র-মোহনের কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়া আমি বরাবর একটা বড় পাওয়া বলে মনে করেছি। প্রথম দিকে তিনি চিঠিতে আমাকে। 'প্রীতি ভাজনেষু' বলে সম্বোধন করতেন। ঘনিষ্ঠতা বাড়লে। 'বড়দা' বলে সম্বোধন করতেন। আমিও তাঁকে 'বড়দা' বলেই ডাকতাম। কখনো কখনো রসিকতাচ্ছলে তিনি আমাকে 'নির্মলানন্দ মহারাজ' বা 'স্বামী নির্মলানন্দ' বলে সম্বোধনও করেছেন। নিজের নাম সই করেছেন কখনো সৌমো গঙ্গোপাধ্যায়, কখনো সৌরেন বা সৌরেন গাঙ্গুলী বলে। চিঠি ছাড়া ইয়াসলিক ও অন্যত্র তাঁর আলাপচারিতার কথা মনে পড়ে। তাঁর আলোচনাগুলি ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। সেগুলো হয়তো আমরা কজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। চিঠিগুলি ছাপানোর তাই প্রয়োজন ছিল। এ থেকে সকলে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় পাবেন।

চিঠিগুলি সবই সৌরেন্দ্র মোহনের স্ত্রী সুচিত্রা গঙ্গো-পাধ্যায়কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে এগুলি রক্ষিত হবে। কারো কাছে সৌরেন্দ্রমোহনের লেখা কোন চিঠি থাকলে তা সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে দিলে ভালো হয় এবং এক সঙ্গে রক্ষিত হতে পারে।

গ্রন্থাগার বিষয়ক

- সত্যব্রত সেন সম্পাদিত ও অরুণাভ দাশ অনূদিত : **পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার : আইন পরিচালন ব্যবস্থা, নির্দেশাবলী ও কর্মীপ্রসঙ্গ সহায়িকা** ১ম খণ্ড - ১২০·০০, ২য় খণ্ড - ১৪০·০০, ৩য় খণ্ড - ১৪০·০০ অনুপূরক অংশ ৯৮ - ৭০·০০
- অসিতাভ দাশ (সম্পাদিত) : **আলোর ঠিকানা** ১ম খণ্ড - ৮০·০০ ২য় খণ্ড ৬০·০০
  (১৮৫১-১৯৯২ পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিষয়ক একটি নির্বাচিত সংকলন)

প্রবন্ধ

- অপূর্ব্ব কুণ্ডু সম্পাদিত ও অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত
  বাংলা ও বাঙালীর দিনপঞ্জী ১৫০·০০
- অসিতাভ দাশ সম্পাদিত ও পবিত্র সরকার ভূমিকা সম্বলিত
  প্রসঙ্গ : শিক্ষা ৭০·০০
  (১২৮৫-১৩৫৫ পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ক একটি নির্বাচিত সংকলন)
- ডঃ শ্যামল রায় লিখিত ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ভূমিকা সম্বলিত
  রবীন্দ্রনাথের খৃষ্টচিন্তা ২০·০০
  (১৯৯৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত)

রচনাবলী

- অসিতাভ দাশ সম্পাদিত ও দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা সম্বলিত
- **স্বপনবুড়ো রচনাবলী** ১ম খণ্ড ৮০·০০,
  ২য় খণ্ড ৮০·০০

উপন্যাস

- হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় — **মধ্যাহ্নের মেঘ** ৬৫·০০ **বন কপোতী** ৬০·০০
- শক্তিপদ রাজগুরু — **বন্যা** ৮০·০০, **চোখের কাজল** ৬৫·০০, **সূত্রধর** ৬০·০০
- অরুণকুমার দত্ত — **যুগসন্ধি**
- দ্বৈপায়ন — **অভিশপ্ত পানিপথ** ৬০·০০, **রাজপুত দুহিতা চন্দ্রাবাঈ** ৬০·০০, **সম্রাজ্ঞী নূরজাহান** ৭০·০০

সংকলন

প্রভা খেতাব ১০০·০০

কালীপদ দাস অনূদিত হিন্দী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চার পুরুষের উপন্যাস

আগাথা ক্রিস্টি

নীল ট্রেনের রহস্য ৫০·০০

অনুবাদ-পৃথ্বিরাজ সেন

জ্যাক লন্ডন

কল অফ দি ওয়াইল্ড ২৫·০০

অনুবাদ - অরুণাভ দাশ

মার্ক টোয়েন

অ্যাডভেঞ্চার্স অব হাকলবেরি ফিন ২০·০০

অনুবাদ - অরুণাভ দাশ

ভ্রমণ কাহিনি

রাখালচন্দ্র দাস

সুন্দরী পোরা ৪০·০০

শ্যামাপদ দাস

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা ৩০·০০

কিশোর সাহিত্য

- দ্বৈপায়ন : **হানাবাড়ি রহস্য** ৩০·০০
  নীলকুঠি রহস্য ২৫·০০
  মুকুট রহস্য ২০·০০
- প্রবুদ্ধ বাগচী : **হলদিয়া রহস্য** ২৫·০০
- ডাঃ অরুণকুমার দত্ত : **চারবন্ধু** ৩০·০০
- ডঃ শ্যামল রায় : **স্মরণীয় বরণীয়** ২০·০০
- অরুণকুমার দত্ত : **তিন বন্ধু** ৩০·০০
- রতনতনু ঘাটি : **মামাদের পোষা পরী** ২০·০০
- বরুণ সেন : **ঘুতকাটার চর** ২৫·০০

গল্প

- সত্যব্রত সেন : **সাত-সতের গল্প** ৩০·০০
  সন্ধীপেশ্বর গল্প ৩০·০০

কবিতা

- তারাশঙ্কর চক্রবর্তী :
  ডুরী ডহর নীলপাহাড়ে ২৫·০০
  তিলক টুডু কাঁড়বাঁশটা ২০·০০
  (১৯৯৪ সালে সোপান সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত)
- বাসুদেব কুণ্ডু : **নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ** ১ম ৪০·০০
  ২য় ৪০·০০

ছড়া

- ভারতী দাশ : **জলখাবারের চাটুম-টুটুম** ১৭·০০

প্রভা প্রকাশন

নোনা চন্দনপুকুর, চব্বিশ পরগণা (উত্তর)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

- ❑ সীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪)
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০)
- ❑ ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থ বর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)
- ❑ ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা
- ❑ বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
- ❑ রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার
- ❑ R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India
- ❑ Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification
- ❑ Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Athlone • Berg • Blackwell & Polity • British Film institute Cassell •
DaCapo • Dedalus • Dover • Macmillan•Marion Boyars • Phaidon •
Pickering & Chatto •Pluto • Quartet • Routledge •
Thames & Hudson.Verso •

University Press

California • Cambridge • Chicago • Columbia • Harvard • Indiana •
Manchester • Minnesota • MIT • New York • Princeton • Yale •

Indian Publishers

D. K. Publishers • Kali for Women • Katha • Manushi • Manohar •
Motilal Banarsidass • Munshiram Manoharlal • Sage • Shree • Tulika •

Available at

SEAGULL

BOOKSTORE

31 A, S. P. Mookerjee road
Calcutta 700 025
Fax 280 5143
e-Mail : seagull @ giascl01.vsnl.net.in

Annual
Subscription : Rs. 120 00
Single issue
(Special) Rs. 25 00

Licenced to post without
Prepayment
Licence No. WB/CC-CL-2
Postal regd No. WB/CC/145
Regd. No. R.N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 48 ; No. 9 March-April, '99

Contents

		Page
	Editorial	3
Sourendra Mohon Gangopadhyaya	**Image of Library profession**	5-6
Arun Kanti Dasgupta	**Souren ; reminiscences**	7-9
Nirmalendu Mukhopadhyay	**Sourendra Mohon in the service of Library Association and Library movement**	10-17
Prabir Roy Choudhury	**Sourendra Mohon Gangopadhay and library movement in West Bengal**	18-20
Gita Chattopadhyay	**Sourendra Mohon as the Editor of Granthagar**	21-25
Gopal Chandra Paul	**Sourendra Mohon, a Librarian with heart**	26-27
Ramakrishna Saha	**A Homage**	28-29
Hiran Kumar Datta	**Souren Da as I saw Him**	30-31
Jagamohon Das	**Seemar Majhe ashim tumi**	32-34
Arun Roy	**Khelar Chhale Sashthicharan**	35-37
Suchitra Ganguly	**An annotated Bibliography of Sourendra Mohon Ganguly**	
	A few letters written by Sourendra Mohon Gangopadhyay	

Edited and Published by Arun Ray from
Calcutta Graphic (P) Ltd of 3B, Manicktala Industrial Estate, Calcutta 700 037
Phone : 334 1633